রেগুলেশন।

(১ নং)

অর্থাৎ

১৭৯৩ সালের ১, ২, ৮, ১৯ ও ১৮১৯ সালের

৮ আইন একত্রে।

৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট—গরীব পুস্তকালয় হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা
৬৬ নং বীডন ষ্ট্রীট, স্কুলবুক প্রেসে
শ্রীবেণীমাধব চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

102. nb. 894. f

উপক্রমণিকা।

১৮৮২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৬ নম্বর সারকুলার অর্ডার।

৪ ধারা।

রেভিনিউ এজেন্টগণ।

১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ১৭ ধারা (১) অনুসারে রেভিনিউ বোর্ড কর্ত্তৃক নিয়মাবলী।

১। মোক্তারস্বরূপে পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হওনোপযোগী গুণসম্পন্ন আছেন, এই মর্ম্মে পরীক্ষকদিগের প্রদত্ত এক সার্টিফিকেট যে ব্যক্তি জজের নিকট হইতে পাইয়াছে, সেই ব্যক্তি রেভিনিউ এজেন্টের পদ পাইবার নিমিত্ত পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হইতে সমর্থ।

২। ঐরূপ সার্টিফিকেট না পাইয়াও যদি কোন ব্যক্তি আপনার নিম্নলিখিত গুণ থাকা সম্বন্ধে জেলার কালেক্টরের প্রতীতি জন্মাইতে পারেন, তবে রেবিনিউ এজেন্টের পদের নিমিত্ত পরীক্ষার্থ তাহাকে গ্রাহ্য করা যাইবে। যথা ;—

প্রথমতঃ। সে ব্যক্তি উত্তম চরিত্রের লোক।

দ্বিতীয়তঃ। সে ব্যক্তি কলিকাতা, মান্দ্রাজ অথবা বোম্বাই প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, কিম্বা দেশীয় ভাষায় ছাত্রবৃত্তি বা মাইনর স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার এক সার্টিফিকেট রাখিয়াছেন অথবা অপর কোন প্রকাশ্য প... পবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌সনের ডাইরেক্টরের কিম্বা স্কুলের ইন্‌স্পেক্টরের নিকট তত্তুল্য এক... পাইয়াছেন।

তৃতীয়তঃ। তাহার বয়ঃক্রম ২০ বৎসরের কম নয় কিম্বা ৩৫ বৎসরের বেশী ন... যদি সে ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে মোক্তার স্বরূপে কার্য্য করিয়া থাকেন, তবে বয়সের ... করিবার আবশ্যক নাই।

৩। রেভিনিউ এজেন্টের পদের নিমিত্ত পরীক্ষার্থী মাত্রে স্বভাবতঃ সেই পরীক্ষা... নির্দ্ধারিত দিবসের ছয় সপ্তাহ পূর্ব্বে যে জেলাতে সেই ব্যক্তি বাস করে, সেই জেলার ... ক্টরকে আগামী পরীক্ষায় নিজে উপস্থিত হইতে মানস থাকার কথা জানাইবেন।

৪। কালেক্টর সেই পরীক্ষার্থীর সেই পরীক্ষোপযোগী গুণ থাকা সম্বন্ধে নিজের প্রতীতি জন্মিলে, তাহাকে চিনিতে পারা যায়, এরূপ বিবরণ সহ তাহার নাম ৫৯ (৮৯) নম্বরী রেজেষ্টরি বহিতে লিখিয়া লইবেন ও তাহাকে এই মর্ম্মে এক সার্টিফিকেট দিবেন যে, সেই পরীক্ষাতে উপস্থিত হইতে সে ব্যক্তি গুণসম্পন্ন বটে।

---

(১) ইহাতে রেভিনিউ এজেন্টদিগের কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, তদ্বিষয়ক নিয়ম বদ্ধ করিবার ক্ষমতা রেভিনিউ বোর্ডের অর্থাৎ এক্ষাকার প্রধান শাসনীয় মাল কর্ত্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

৫। পরীক্ষার দিনের পূর্ব্বে প্রত্যেক পরীক্ষার্থী ব্যক্তি জেলার কালেক্টরকে মং ৫১ টাকা ফী অবশ্য দিবে। দিলে ৪ প্রকরণোক্ত সার্টিফিকেটের পৃষ্ঠে তাহার রসিদ লিখিয়া দিবেন।

৬। কলিকাতানিবাসী পরীক্ষার্থী ব্যক্তি ৩ প্রকরণোক্ত সমাচার এবং ৫ প্রকরণোক্ত ফী ২৪ পরগণার কালেক্টরকে অবশ্য দিবেন।

৭। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ৩, ধারামতে এবং ঐরূপ পরীক্ষার নিমিত্ত উক্ত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মধ্যে মধ্যে যে কোন আইন প্রণীত হইবে, সেই আইন অনুসারে যে সকল ব্যক্তিকে পরীক্ষক নিযুক্ত করিবেন, তাঁহাদিগের সমক্ষে সেই পরীক্ষা সাধিত হইবে।

নিম্নলিখিত বন্দোবস্ত (১) আপাততঃ প্রচলিত আছে।

(ক) নিম্নলিখিত বিষয়ে পরীক্ষা হইয়া থাকে, যথা,—

১। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ভূমিতে গবর্ণমেণ্টের দায়সংলগ্নতা, এবং যে প্রকারে মহাল সকল বাকী রাজস্বের নিমিত্ত বিক্রয় করা যাইতে পারে।

২। অধীন তালুক সংক্রান্ত আইন এবং যে প্রকারে তত্ত্বাবধীন বাকী রাজস্ব বা খাজানার নিমিত্ত নীলামে বিক্রয় করা যাইতে পারে।

৩। মহাল বাটওয়ারা করিবার নিমিত্ত আইন।

৪। খাজানা সংক্রান্ত আইন।

৫। জরীপ ও বন্দোবস্তসংক্রান্ত আইন।

৬। প্রমাণ সম্বন্ধীয় আইন।

৭। ষ্ট্যাম্প আইন।

৮। সাধারণ আইন, তন্মধ্যে বিশেষতঃ পথকর ও পূর্ত্তকার্য্যকর আইন, ভূমি উপার্জ্জন ইনচয়, লাইসেন্স টেক্সের আইন, আবকারী আইন, এবং রেভিনিউ বোর্ডের বিধি

০ রেভিনিউ এজেণ্টগণকে পদপ্রবেশ করাইবার নিমিত্ত দরখাস্তকারিগণের পরীক্ষা ।রা হইবে। এই সভাতে একজন সব-জজ থাকিবেন। একপ কর্ম্মচারী না থাকিলে নামুরোধী সদর মুন্সেফ এবং প্রত্যেক জেলা হইতে এক এক জন ডেপুটি কালেক্টর করিয়া লওয়া যাইবে। তাহাতে ডেপুটি কালেক্টরকে প্রয়োজনমত মধ্যে মধ্যে ভাগের কমিস্তনর মনোনীত করিয়া লইবেন। তাহাতে কালেক্টর অথবা চিহ্নিত ডেপুটি রও এক জন পরীক্ষক হইবেন। এই সকল কর্ম্মচারীর মধ্যে পর পর এক এক জন করিয়া পরীক্ষকগণের বিভক্ত হইবার সাধ্যতা এড়াইবার নিমিত্ত প্রত্যেক পরীক্ষার কার্য্য তত্ত্বাবধারণ করিবেন।

(গ) প্রত্যেক সনে একবার করিয়া আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সোমবার অথবা গবর্ণমেণ্ট যে তারিখে আদেশ করিবেন, সেই তারিখে লিখিত ও বাচনিক প্রশ্ন দ্বারা পরীক্ষা সাধিত হইবে।

---

(১) এই নিয়ম স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ১৮৮২ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের ৪০৭ T-B হুকুমে অনুমোদিত হইয়াছে।

182. Hb. 894. 16

উপক্রমণিকা।

১৮৮২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৬ নম্বর সারকুলার অর্ডার।

৪ ধারা।

রেভিনিউ এজেন্টগণ।

১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ১৭ ধারা (১) অনুসারে রেভিনিউ বোর্ড কর্ত্তৃক নিয়মাবলী।

১। মোক্তারস্বরূপে পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হওনোপযোগী গুণসম্পন্ন আছেন, এই মর্ম্মে পরীক্ষকদিগের প্রদত্ত এক সার্টিফিকেট যে ব্যক্তি জজের নিকট হইতে পাইয়াছে, সেই ব্যক্তি রেভিনিউ এজেণ্টের পদ পাইবার নিমিত্ত পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হইতে সমর্থ।

২। ঐরূপ সার্টিফিকেট না পাইয়াও যদি কোন ব্যক্তি আপনার নিম্নলিখিত গুণ থাকা সম্বন্ধে জেলার কালেক্টরের প্রতীতি জন্মাইতে পারেন, তবে রেবিনিউ এজেণ্টের পদের নিমিত্ত পরীক্ষার্থ তাহাকে গ্রাহ্য করা যাইবে। যথা ;—

প্রথমতঃ। সে ব্যক্তি উত্তম চরিত্রের লোক।

দ্বিতীয়তঃ। সে ব্যক্তি কলিকাতা, মান্দ্রাজ অথবা বোম্বাই প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, কিম্বা দেশীয় ভাষায় ছাত্রবৃত্তি বা মাইনর স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার এক সার্টিফিকেট রাখিয়াছেন অথবা অপর কোন প্রকাশ্য পরী[illegible] পবলিক ইনষ্ট্রাক্সনের ডাইরেক্টরের কিম্বা স্কুলের ইনস্পেক্টরের নিকট তত্তুল্য এক[illegible] পাইয়াছেন।

তৃতীয়তঃ। তাহার বয়ঃক্রম ২০ বৎসরের কম নয় কিম্বা ৩৫ বৎসরের বেশী ন[illegible] যদি সে ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে মোক্তার স্বরূপে কার্য্য করিয়া থাকেন, তবে বয়সের [illegible] করিবার আবশ্যক নাই।

৩। রেভিনিউ এজেণ্টের পদের নিমিত্ত পরীক্ষার্থী মাত্রে অভাবতঃ সেই পরীক্ষার [illegible] নির্দ্ধারিত দিবসের ছয় সপ্তাহ পূর্ব্বে যে জেলাতে সেই ব্যক্তি বাস করে, সেই জেলার [illegible]ক্টরকে আগামী পরীক্ষায় নিজে উপস্থিত হইতে মানস থাকার কথা জানাইবেন।

৪। কালেক্টর সেই পরীক্ষার্থীর সেই পরীক্ষোপযোগী গুণ থাকা সম্বন্ধে নিজের প্রতীতি জন্মিলে, তাহাকে চিনিতে পারা যায়, এরূপ বিবরণ সহ তাহার নাম ৫৯ (৮৯) নম্বরী রেজে-ষ্টরি বহিতে লিখিয়া লইবেন ও তাহাকে এই মর্ম্মে এক সার্টিফিকেট দিবেন যে, সেই পরীক্ষাতে উপস্থিত হইতে সে ব্যক্তি গুণসম্পন্ন বটে।

---

(১) ইহাতে রেভিনিউ এজেণ্টদিগের কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, তদ্বিষয়ক নিয়ম বদ্ধ করিবার ক্ষমতা রেভিনিউ বোর্ডের অর্থাৎ এতদাকার প্রধান শাসনীয় মাল কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

Hb. 913. 1.

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক

[illegible]৮৫ সালের ৮ আই

[বঙ্গে ও পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত]

([illegible]১৩ সাল পর্য্যন্ত সংশোধিত, এবং চলিত সন পর্য্যন্ত
মুত নজীর, নোট, টীকা এবং সার্ভে ও সেটেল্‌মেণ্ট
সংক্রান্ত অবশ্য জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয় সহ)

(হাইকোর্টের উকীল)

[illegible]চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি-এল,

ও

[illegible]ণীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি-এল,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ (সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত)।

কলিকাতা,

৯নং রামতনু বসুর লেন জ্যোতিঃপ্রকাশ যন্ত্রালয় হইতে,

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১৩২০ সাল।

মূল্য ২৲ দুই টাকামাত্র।

সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যাখ্যা।

কলি	...	ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্ট কা
এলা	.	” ” এ'
মাস্ত্রা	.	” ” ম
বম্বে	...	” ” ে
কলি, উ, নো,	...	কলিকাতা উইক্লি নে
কলি, ল, জ,	...	কলিকাতা ল, জাবনল।
উ, বি,	...	সাদারল্যাণ্ডের উইক্লি
সি, এল্, আর,	.	কলিকাতা ল, রিপোর্ট
পি, সি,	...	প্রিভি কাউন্সিল অর্থা
বে, ল, বি,	.	বেঙ্গল ল, রিপোর্ট।
মু, ই, আ,	.	মুরস্ ইণ্ডিয়ান্ আপীল

ভূমিকা।

১৮৮৫ সালের ৮ আইন, হাল লাগাৎ নজীর, টীকা
সার্ভে ও সেটল্‌মেণ্ট সংক্রান্ত অবশ্য জ্ঞাতব্য সমস্ত
ল। বঙ্গে ১৯০৭ সালের ১ আইন এবং পূর্ব্ববঙ্গ
সালের ১ আইন কর্ত্তৃক এই ৮ আইনের কতক-
রে সংশোধিত হইয়াছে। উভয়বিধ সংশোধন
প্রদেশের বিভিন্ন প্রকার সংশোধন একযোগে
ই পুস্তকের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে
বর্ত্তমান সময়াবধি নজীরগুলি প্রত্যেক ধারার নিম্নে
ত করিয়া ধারাগুলি প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইবার চেষ্টা
ত কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা সহৃদয় পাঠক-
। এই পুস্তক সম্পাদন বিষয়ে, আমাদের শ্রদ্ধেয়
ল শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রচন্দ্র সেন মহাশয়ের কৃত,
সংস্করণ হইতে যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি,
রকৃতজ্ঞ রহিলাম।

সম্পাদক।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা।

ভগবৎ কৃপায়—প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। এই বাঙ্গালা সংস্করণ প্রকাশের প্রথম উদ্যমে, সহৃদয় গ্রাহকবর্গের মন আকৃষ্ট হইবে কি না এবং তাঁহাদের পক্ষে কাল ও পাত্র ভেদে ঠিক উপযোগী হইবে কি না, এ বিষয়ে আমরা যথেষ্ট সন্দিহান ছিলাম। কিন্তু গ্রাহকবর্গের সহানুভূতি দৃষ্টে আমাদিগের সে সন্দেহ দূর হইয়াছে। এজন্য নানাবিধ নূতন নজীর, টীকা, টিপ্পনি ইত্যাদি বিস্তৃতভাবে সন্নিবেশিত করিয়া এই দ্বিতীয় সংস্করণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছি। এবং পরিশিষ্টে ক্যাডেষ্ট্রাল সারভে ও সেটেল্‌মেণ্ট বিষয়ক কার্য্যপ্রণালী ও নিয়মাবলী ইত্যাদি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে এই সংস্করণেও পূর্ব্ববৎ গ্রাহকবর্গের সহানুভূতি পাইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। যদিও বর্ত্তমান সংস্করণ পূর্ব্বসংস্করণ অপেক্ষা অনেক বিষয়ে এবং আকারে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে তথাপি গ্রাহক মহোদয়গণের সুবিধার জন্য মূল্য সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই।

কলিকাতা
আষাঢ় ১৩২০ সাল। } সম্পাদক।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা		পৃষ্ঠা
১।	সংক্ষেপ নাম ...	১
	যে সময়াবধি প্রচলিত হইবে ...	২
	যে যে স্থানে প্রচলিত হইবে ...	২
২।	যে যে আইন রহিত হইবে তাহার কথা ...	৩
৩।	অর্থকরণের কথা ...	৪

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক বিধি।

ধারা		পৃষ্ঠা
৪।	প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক কথা	১৪
৫।	"মধ্য-স্বত্বাধিকারী" ও "রাইয়ত" শব্দের অর্থের কথা	১৪

তৃতীয় অধ্যায়।

মধ্য স্বত্বাধিকারীদের সম্বন্ধীয় বিধি।

খাজানা বৃদ্ধির কথা।

ধারা		পৃষ্ঠা
৬।	চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যে মধ্য-স্বত্ব ভোগ হইয়া আসিতেছে কোন কোন স্থলে মাত্র তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবার কথা ...	১৭
৭।	মধ্য স্বত্বের খাজানা বৃদ্ধির সীমার কথা ...	১৮
৮।	খাজানা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা ...	১৯
৯।	খাজানা একবার বর্দ্ধিত হইলে পনের বৎসর পরিবর্ত্তিত হইতে না পারিবার কথা ...	১৯

মধ্য-স্বত্বের অন্যান্য অনুষঙ্গের কথা।

ধারা		পৃষ্ঠা
১০।	কায়েমি মধ্য স্বত্বাধিকারীকে উচ্ছেদ করিতে না পারিবার কথা ...	২০
১১।	কায়েমি মধ্য-স্বত্বের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকারের কথা ...	২০
১২।	ইচ্ছাপূর্ব্বক কায়েমি মধ্য স্বত্ব হস্তান্তর করিবার কথা ...	২১
১৩।	খাজানার ডিক্রী ছাড়া অন্য ডিক্রীজারী ক্রমে নীলাম দ্বারা কায়েমি মধ্য-স্বত্বের হস্তান্তর হইবার কথা ...	২৩
১৪।	খাজানার ডিক্রীজারী ক্রমে নীলাম দ্বারা কয়েমি মধ্যস্বত্বের হস্তান্তর হইবার কথা (রহিত)	২৪
১৫।	কায়েমি মধ্যস্বত্বের উত্তরাধিকারের কথা ...	২৪
১৬।	উত্তরাধিকারের নোটীস না দেওয়া গেলে খাজানা আদায় করিতে না পারিবার কথা ...	২৫
১৭।	কায়েমি মধ্য-স্বত্বের অংশের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকারের কথা	২৫

চতুর্থ অধ্যায়।

মোকররী হারে যে রাইয়তেরা ভূমী ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

ধারা — পৃষ্ঠা

১৮। মোকররী হারে ভূমী ভোগ করিবার অনুষঙ্গের কথা … … ২৬

চতুর্থ-ক অধ্যায়।

মধ্য-স্বত্ব ও যোতের হস্তান্তর এবং ভূম্যধিকারীর ফী বিষয়ক বিধান।

১৮ক। হস্তান্তরের যে সকল নিদর্শন-পত্রে ভূম্যধিকারী কোন পক্ষ নহেন তাহার উক্তি বাঁচাইবার কথা … ২৭

১৮খ। ভূম্যধিকারী-কর্তৃক ফী গ্রহণ সম্বন্ধে বাঁচাইবার কথা .. ২৭

১৮গ। ভূম্যধিকারীর যে ফীর দাওয়া করা না হয় তাহা জব্দ হইবার কথা … ২৮

পঞ্চম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

সাধারণ।

১৯। বর্ত্তমান দখলীস্বত্ব চলিত থাকিবার কথা …

২০। "স্থিতিবান্ রাইয়ত" শব্দের অর্থের কথা … ৩১

২১। স্থিতিবান্ রাইয়তদের দখলী-স্বত্ব প্রাপ্ত হইবার কথা .. ৩৩

২২। ভূম্যধিকারী দখলী-স্বত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার ফলের কথা … ৩৪

দখলীস্বত্বের অনুষঙ্গের কথা।

২৩। ভূমীর ব্যবহার সম্বন্ধে রাইয়তদের স্বত্বের কথা — ৩৭

২৪। রাইয়তের খাজানা দিবার দায়ের কথা — ৪০

২৫। বিশেষ হেতু বিনা উচ্ছেদ না হইতে পারিবার কথা … ৪০

২৬। মৃত্যু হইলে দখলীস্বত্ব বর্ত্তিবার কথা ৪১

খাজানা বৃদ্ধির কথা।

২৭। উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বিষয়ক অনুমানের কথা … ৪২

২৮। নগদান্ খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ে নিয়মের কথা … ৪২

২৯। চুক্তিক্রমে খাজানা বৃদ্ধি করিবার কথা … ৪২

৩০। মোকদ্দমা দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি করিবার কথা — ৪৩

৩১। প্রচলিত হার ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় বিধির কথা — ৪[illegible]

৩১ক। কোন কোন জিলায় যাহা "প্রচলিত হার" বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারিবে তাহার কথা — ৪[illegible]

৩১খ। প্রচলিত হার বৃদ্ধি করিবার সীমার কথা — [illegible]

৩২। দর বৃদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় বিধির কথা — [illegible]

(ঙ) পরীক্ষার্থীর ইচ্ছামতে হয় ইংরাজীতে, নয় সেই জিলার প্রচলিত দেশীয় ভাষাতে সেই পরীক্ষা করা যাইবে।

(ঙ) এই নিয়মাবলীর ৮ পরিচ্ছেদের উল্লিখিত বিষয়ে লিখিত প্রশ্ন প্রত্যেক পরীক্ষার পূর্ব্বে বোর্ড প্রস্তুত করিবেন।

(চ) দশটি লিখিত প্রশ্ন থাকিবে। প্রত্যেক পরীক্ষার্থী ব্যক্তি প্রত্যেক প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তরে যে যে সর্ব্বোচ্চ চিহ্ন পাইতে পারিবেন, তাহা বোর্ড প্রশ্ন প্রস্তুত করিবার কালে প্রত্যেক প্রশ্নের পার্শ্বে স্বতন্ত্র লিখিয়া দিবেন। স্থানীয় সভাদ্বারা বাচনিক প্রশ্ন প্রস্তুত করা যাইবে। অভাবত প্রত্যেক পরীক্ষার্থী ক চারিটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

(ছ) দশটী লিখিত প্রশ্নের সমুদয়ের সম্পূর্ণ উত্তরে মোট চিহ্ন ১৬০ এবং বাচনিক প্রশ্ন সমুদয়ের সমষ্টি চিহ্ন ৪০ হইবে।

(জ) উত্তীর্ণ হইতে অভাবত লিখিত প্রশ্নে ১০০ এবং বাচনিক প্রশ্নে ২৫ চিহ্ন পাওয়া চাহি।

(ঝ) সম্পূর্ণ হউক বা তন্ন্যূন হউক, প্রত্যেক পরীক্ষার্থী নিজ নিজ লিখিত ও মৌখিক প্রশ্নের উত্তরে যত চিহ্ন পাইতে স্বত্ববান আছেন, তাহা প্রত্যেক জেলার পরীক্ষক-সভা স্থির করিয়া তাহাতে কে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, কেবা হয় নাই এ কথা প্রত্যেক পরীক্ষার্থী সম্বন্ধে জানাইবেন এবং তদ্বিষয়ে বোর্ডের সেক্রেটারিকে রিপোর্ট দিলে সেই সেক্রেটারি তাহা কলিকাতা গেজেটে উত্তীর্ণ হওয়া পরীক্ষার্থীদিগের নাম প্রকাশ করিবার নিমিত্ত তাহা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে পাঠাইয়া দিবেন।

৯। যে ব্যক্তি পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া রেভিনিউ এজেণ্ট স্বরূপে পদ-প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, সে ব্যক্তি পরীক্ষকদিগের প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল করিলে পদের সার্টিফিকেটের নিমিত্ত জেলার কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেন। তৎপরে কালেক্টর সেই দরখাস্ত ও পরীক্ষার সার্টিফিকেট ও তাহার সঙ্গে উপযুক্ত মূল্যের এক সার্টিফিকেটের ষ্ট্যাম্প তদুপরি যথোপযুক্ত বিবেচনামতে নিজের মন্তব্য লিখিয়া বোর্ডের সেক্রেটারির নিকটে পাঠাইয়া দিবেন। তাহার সঙ্গে বোর্ডের রক্ষিত রেজেষ্টরির পাঠে পশ্চাল্লিখিত প্রকারে এক ফর্দ্দ পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

ক্রমিক নম্বর।	দরখাস্তের তারিখ	দরখাস্তকারীর নাম	তাহার বয়ঃক্রম	তাহার পিতার নাম	জেলা	যে যে শ্রেণীর আদালতে সে ব্যক্তি কার্য্য করিতে চাহে	সাবেক সার্টিফিকেট থাকিলে তাহার তারিখ	মন্তব্য

এই সকল কাগজপত্র দৃষ্টি করিয়া প্রার্থিত সার্টিফিকেট বোর্ড দিবেন কি না দিবেন, তাঁহাদের বিবেচনায় নির্ভর।

সার্টিফিকেটের পাঠ এই যথা—

সার্টিফিকেট নম্বর।

এতদ্দ্বারা ১৮৭৯ সালের আইন ব্যবহারাজীবীগণ সংক্রান্ত আইনানুযায়ী সার্টিফিকেট দেওয়া দেওয়া যাইতেছে যে, অমুক স্থানের অমুক ব্যক্তি রেভিনিউর এজেণ্ট (১) স্বরূপ গ্রাহ্য হইবার নিম্ন প্রদেশ সকলের মাল সংক্রান্ত এবং উক্ত প্রদেশ সকলের মাল সংক্রান্ত অধীন কোন কর্ম্মচারীর সমক্ষে চলিত ১৮৮ সালের শেষ পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে স্বত্ববান আছেন। ১৮৮ সালের অমুক তারিখে আমার হস্তখতে দেওয়া গেল।

নিম্নপ্রদেশের রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী।

১০। যদি কোন ব্যক্তি রেভিনিউ এজেণ্ট স্বরূপে পদপ্রাপ্ত ও নাম লিখিত হওনোপযোগী পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া সেইরূপ উত্তীর্ণ হইবার কাল অবধি এক বৎসর পর্য্যন্ত তদ্রূপ পদ প্রবেশের ও নাম লিখাওনের নিমিত্ত দরখাস্ত না করেন, তবে বোর্ডের বিশেষ আজ্ঞা না পাইলে তাহাকে পদ-প্রবেশ করিতে ও রেজেষ্টরিভুক্ত হইতে দেওয়া যাইবে না।

১১। কোন ব্যক্তি রেভিনিউ এজেণ্টের পদ-প্রবেশ হইবার কালে গবর্ণমেণ্টের অধীনে কোন কর্ম্ম করিলে কিম্বা কোন বাণিজ্য কি অপর কোন কার্য্য চালাইলে আপনার পদ প্রবেশের দরখাস্তে সেই বিবরণ অবশ্য লিখিবেন। তাহাতে বোর্ড হয় ঐরূপ ব্যক্তিকে গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করেন, নয় যেমত উপযুক্ত বোধ হয়, তাহার দরখাস্তের পৃষ্ঠে আজ্ঞা লিখিবেন।

১২। রেভিনিউ এজেণ্ট স্বরূপে গ্রাহ্য করিলে পর যে ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের অধীনে কোন পদ গ্রহণ করেন কিম্বা কোন বাণিজ্য বা অন্য কার্য্য চালান, সে ব্যক্তি অবশ্য তাহার সমাচার বোর্ডে পাঠাইবার নিমিত্ত জেলার কালেক্টরের নিকট দিবেন। তাহাতে বোর্ড যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা হয়, আজ্ঞা প্রদান করিবেন।

১৩। জেলার কালেক্টরগণ ও ডেপুটি কমিস্যনারগণ সার্টিফিকেট পুনঃ নূতন করিয়া দিতে ক্ষমতাবিশিষ্ট আছেন এবং প্রথমে লওয়া হউক কিম্বা পুনঃ নূতন করিয়া লওয়া হউক, যে তারিখে লওয়া হইল, সেই তারিখ অবধি পরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

১৪। ঐ আইনের ১৪ ধারাতে রেভিনিউ এজেণ্টগণের সার্টিফিকেট পুনঃ নূতন করিয়া দেওয়ার যে বিবরণ-ফর্দ্দ দিবার আদেশ আছে, তাহা এই নিয়মাবলী সংলগ্ন পাঠে প্রত্যেক সনের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে বোর্ডে পাঠাইয়া দিতে হইবে এবং তাহার সঙ্গে যে সকল এজেণ্টেরা রিপোর্টের তারিখ পর্য্যন্ত আপনাদের সার্টিফিকেট পুনঃ নূতন করিয়া লয় নাই, তদ্ধেতু আর তৎস্বরূপে কার্য্য করিতে পারিবে না, তাহাদের এক তালিকাও পাঠাইয়া দিতে হইবে।

---

(১) ১৮৭৯ সালের আইনব্যবহারাজীবীগণ সংক্রান্ত আইনের ১০ ধারার উপবিধি উদ্দেশে 'পূর্ব্ব' কি 'পর' যথা লিখিত আছে, তাহা দ্বারা পূরণ করিতে হইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬
কালেক্টরের রেজিষ্টরের নম্বর।	বোর্ডের রেজিষ্টরের নম্বর।	রেভিনিউ এজেণ্টের নাম	প্রথম সার্টিফিকেটের মিয়াদ গত হইবার তারিখ	পুনঃ নূতন করিয়া লইবার তারিখ	মন্তব্য

১৫। রেভিনিউ এজেণ্টগণ এক জেলা হইতে জেলান্তরে স্থানান্তরিত হইলে, যে জেলায় তাহারা স্থানান্তরিত হইয়া কর্ম্ম করিতে লাগিল, সেই জেলার কালেক্টর কর্ত্তৃক অবিলম্বে উক্ত স্থানান্তরের সংবাদ বোর্ডে পাঠাইয়া দিতে হইবে।

১৬। যে ব্যক্তি রেভিনিউ এজেণ্ট স্বরূপে কোন রেভিনিউ আফিসে অপরের পক্ষে কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া চালাইতে পারিবেন, তাহাতে অগ্রে ১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ২০ ধারায় উপবিধি অনুসারে যে সাধারণ বা বিশেষ বিধি দেওয়া আবশ্যক, তাহা দিতে গবর্ণমেণ্ট কমিস্যনার ও কালেক্টারগণকে ক্ষমতাপন্ন করিয়াছেন। এইরূপ অনুমোদন প্রদান করিতে বিলক্ষণ বিবেচনা চাহি, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ ও বর্জ্জনীয় স্থলে তাহা দেওয়া উচিত।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারল কর্তৃক খ্রীষ্ট ১৭৯৩ সালের ১ মে, বাঙ্গালা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ, ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ, বিলায়তি ১২০০ সালের ২১১ বৈশাখ, সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ এবং হিজরি ১২০৭ সালের ১৯ রমজান, তারিখে অনুমোদিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিষয়ক

১৭৯৩ সালের ১ আইন।

খৃষ্ট ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ্চ তারিখের একখানি ঘোষণাপত্রের কএকটি প্রবন্ধ ব্যবস্থারূপে পরিণত করিবার নিমিত্ত ১৭৯৩ সালের ১ আইন।

হেতুবাদ।

১ ধারা। সুবে বাঙ্গালা, সুবে বেহার এবং সুবে উড়িষ্যাস্থিত সকল ভূমির উপর স্থাপিত রাজকীয় দাওযার সীমা সম্বন্ধীয় যে ঘোষণাপত্র, জমিদারগণকে, অনধীন তালুকদারকে ও গবর্ণমেন্টের রাজস্বদায়ী অন্যান্য প্রকৃত ভূম্যধিকারীকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারল প্রচার করেন, তাহার কএকটী প্রবন্ধ এতদ্দ্বারা এক আইনরূপে প্রস্তুতীকৃত হইতেছে। এই আইন উক্ত ঘোষণাপত্রের তারিখ ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ্চ অবধি জারী ও ফলবান্ হইবে।

ঘোষণাপত্রের প্রথম প্রবন্ধ।

আদিম ব্যবস্থাচয় দ্বারা দশসালা বন্দোবস্তকে কটভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলিয়া জানাইবার কথা।

২ ধারা। সুবে বাঙ্গালা, সুবে বেহার ও সুবে উড়িষ্যা প্রদেশের সরকারী রাজস্বসম্বন্ধীয়

---

* ১৮৭৪ সালের ১৫ আইনের ৬ ধারা ক্রমে তফসীলের লিখিত কএক অঞ্চল ছাড়া বঙ্গীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের শাসিত সমস্ত স্থানে এই আইন খাটিবে বলিয়া জানান হইল।

তফশীলের লিখিত কএক অঞ্চল এই এই যথা ;—

১। জলপাইগুড়ি ও দারজিলিং খণ্ড।

২। চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য দেষ।

৩। সাঁওতাল পরগণা।

৪। চুটিয়া নাগপুর।

৫। আঙ্গুলের ও বাঁকীরখণ্ড।

দশসালা বন্দোবস্তের নিমিত্ত যে সকল আদিম ব্যবস্থা যথাক্রমে খ্রীষ্ট ১৭৮৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর, ২৫ নবেম্বর ও ১৭৯০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে মঞ্জুর হইয়া গেল, তত্তাবতীয় ব্যবস্থাতে যে সকল ভূম্যধিকারীর সঙ্গে কিম্বা যাহাদের স্বপক্ষীয় লোকের সঙ্গে ঐ সকল প্রদেশস্থ ভূমির এক বন্দোবস্ত করা যাইতে পারিবে, এই কথা তাহাদিগের গোচর করা হইল যে, ঐ সকল ব্যবস্থানুসারে তাহাদিগের সহিত বন্দোবস্ত করা ভূমির উপর যে জমা ধার্য্য হয়, সেই জমা দশসন মিয়াদ গত হইলে পরেও ক্রমান্বয়ে চলিতে থাকিয়া চিরকালের নিমিত্ত তবেই অপরিবর্ত্তনীয় হইবে, যদিস্যাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজকার্য্য সমাধা করণার্থ নিযুক্ত সম্ভ্রান্ত ডাইরেক্টর সভা পূর্ব্বোক্তরূপ ক্রমান্বয়ে চলিবার বিধান অনুমোদন করেন, নতুবা নহে।

ঘোষণাপত্রের দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

ঐ সকল ব্যবস্থাক্রমে ভূমির উপর ধার্য্য জমা চিরকালের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হওয়া জানাইবার ক্ষমতার কথা।

৩ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত মহামহিম শ্রীযুক্ত মারকুইস কর্ণওয়ালিস, গার্টরোপাধিক নাইট গবর্ণর জেনারল সুবে বাঙ্গালা সুবে বেহার ও সুবে উড়িষ্যা প্রদেশের জমিদারগণকে, অনধীন তালুকদারকে ও রাজস্বদায়ী অন্যান্য ভূম্যধিকারীকে এক্ষণে এই কথা অবগত করিতেছেন যে, পূর্ব্বোল্লিখিত কএক ব্যবস্থা-অনুসারে তাহাদিগের নিজ নিজ ভূমি সম্পত্তির উপর যে জমা ধার্য্য হইয়াছে কিম্বা হইবার সম্ভাবনা আছে, সেই জমা চিরকালের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হওয়া জানাইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ নিযুক্ত সম্ভ্রান্ত ডাইরেক্টরের সভা তাহাকে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।

ঘোষণাপত্রের তৃতীয় প্রবন্ধ।

যে সকল ভূম্যধিকারীর সঙ্গে বন্দোবস্ত সমাধা হইয়াছে, তাহাদিগের ভূমির উপর ধার্য্য জমা চিরকালের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হওয়ার কথা।

৪ ধারা। এতদানুসারে যে সকল জমিদার, অনধীন তালুকদার ও প্রকৃত ভূম্যধিকারীর সঙ্গে স্বতঃ বা তৎপক্ষতঃ পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থামতে এক বন্দোবস্ত শেষ করা হইয়াছে, তাঁহাদিগকে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল এই কথা জানাইতেছেন যে, ঐ বন্দোবস্তের মিয়াদ গতে যে জমা তাহারা নিজে নিজে প্রদান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে, সেই জমাতে কোন পরিবর্ত্তন অর্থাৎ কমবেশী করা যাইবে না, এতদ্ভিন্ন তাহারা নিজে ও তাহাদের ওয়ারিসান ও বৈধ উত্তরাধিকারিগণকে চিরকালের নিমিত্ত ঐরূপ ধার্য্য জমায় আপন আপন মহাল ভোগ করিতে অনুমতি দেওয়া যাইবে।

ঘোষণাপত্রের চতুর্থ প্রবন্ধ।

যে সকল ভূম্যধিকারীর ভূমি খাসে ভোগ হইতেছে বা ইজারা দেওয়া হইয়াছে, তাহাদিগের দ্বারা ইতঃপর স্বীকৃত জমা চিরকালের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হইবার কথা।

৫ ধারা। যে কতিপয় জমিদার অনধীন তালুকদার ও অন্য প্রকৃত ভূম্যধিকারী পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থানুসারে তাহাদের নিকট তলব করা জমা দিতে অস্বীকার করিয়াছিল, তাহাদিগের

ভূমিগুলি খাসে ভোগ হইতেছে অথবা ইজারা দেওয়া হইয়াছে, অতএব যে কএক জমিদারের অনধীন তালুকদারের, ও অন্য প্রকৃত ভূম্যধিকারীর ভূমি খাসে ভোগদখল করা হইতেছে, তাহাদিগকে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল এক্ষণে অবগত করিতেছেন যে, পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যবস্থানুসারে তাহাদিগের নিকটে যে জমা তলব করা গিয়াছে বা তলব হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা তাহারা প্রদান করিতে স্বীকার করিলে, তাহাদিগের সেই সকল ভূমির ব্যবস্থার কর্তৃত্ব তাহাদিগকে প্রদান করা যাইবে এবং ইতঃপরে সেই ধার্য্য জমার কোন পরিবর্ত্তন অর্থাৎ কমবেশী হইবে না বরং স্বয়ং তাহাদিগকে এবং তাহাদিগের ওয়ারিসানকে ও বৈধ উত্তরাধিকারিগণকে চিরকালের নিমিত্ত ঐরূপ জমায় তাহাদিগের নিজ নিজ মহাল ভোগ করিবার অনুমতি দেওয়া যাইবে।

আরও যে কএক জমিদারের, অনধীন তালুকদারের ও অন্যান্য ভূম্যধিকারীর ভূমিগুলি ইজারা বিলি করা গিয়াছে, তাহাদিগকে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল অবগত করিতেছেন যে, ইজারদারগণ আপনাদের ইজারা-পাট্টার মিয়াদ থাকিতে থাকিতে তাহাদিগকে, সেই ইজারার ভূমি ছাড়িয়া দিতে চাহেন সে স্বতন্ত্র কথা তাহা হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল ঐরূপ হস্তান্তর অনুমোদন করিবেন, কিন্তু তাহা না হইলে যে মিয়াদে সেই সকল ভূমি ইজারা দেওয়া হইয়াছে, সেই মিয়াদ গত হইবার অগ্রে সেই সকল ভূমির দখল তাহাদিগকে পুনঃ প্রদান করা যাইবে না। পরন্তু সেই মিয়াদ গত হইলে, তাহাদিগের নিকটে যে ধার্য্য জমা তলব করা যাইবে, যদি তাহারা তাহা দিতে সম্মত হয়, তবে তাহাদিগকে পুনঃ দখল দেওয়ান যাইবে এবং সেই ধার্য্য জমার ইতঃপরে কোন পরিবর্ত্তন অর্থাৎ কমবেশী করা যাইবে না, এতদ্ভিন্ন তাহাদিগকে এবং তাহাদিগের ওয়ারিসানকে ও বৈধ উত্তরাধিকারিগণকে চিরকালের নিমিত্ত ঐরূপ ধার্য্য জমায় তাহাদিগের নিজ নিজ মহাল ভোগ করিবার অনুমতি দেওয়া যাইবে।

ঘোষণাপত্রের পঞ্চম প্রবন্ধ।

যে সকল ভূমি গবর্ণমেণ্টের থাকিয়া অপর লোককে হস্তান্তরিত হইয়াছে সেই সকল ভূমির জমা চিরকালের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হইবার কথা।

৬ ধারা। যে সকল ভূমি গবর্ণমেণ্টের আছে বা হইতে পারিবে, সেই সকল ভূমির মালিকী স্বত্ব অপর লোককে হস্তান্তর করা ঘটিলে সেই সকল অপর লোককে এবং তাহাদিগের ওয়ারিসানকে ও বৈধ উত্তরাধিকারিগণকে যে ধার্য্য জমায় ঐ সকল ভূমি হস্তান্তরিত হইতে পারে, সেই জমায় ঐ সকল ভূমি চিরকালের নিমিত্ত ভোগ করিতে অনুমতি করা যাইবে।

ঘোষণাপত্রের ষষ্ঠ প্রবন্ধ।

ইতিপূর্ব্বের ধার্য্য জমা গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীনে কমিবেশী হইবার যোগ্য থাকার কথা।

৭ ধারা। সুবে বাঙ্গালা, সুবে বেহার, সুবে উড়িষ্যা প্রদেশের জমিদারগণের, অনধীন

তালুকদারের এবং অন্যান্য ভূম্যধিকারীর তথা তত্তৎপ্রদেশ নিবাসিগণের পর্য্যন্ত এ বিষয় বিলক্ষণ সুবিদিত আছে যে, অতি পুরাকাল অবধি এ কাল পর্য্যন্ত ভূমি সকলের উপর রাজকীয় ধার্য্য জমা কস্মিন্‌কালে নির্দ্ধারিত ভাবাপন্ন হইয়া আইসে নাই, বরং প্রসিদ্ধ প্রথা ও ব্যবহার অনুসারে ভূম্যধিকারিগণের নিকট হইতে তত্তৎপ্রদেশের শাসন-কর্ত্তৃপক্ষেরা সময়ে সময়ে বেশী ধার্য্য জমা তলব করিয়া আসিয়াছেন এবং সেই বেশী জমা পাইবার নিমিত্ত যদ্রূপ তাহাদিগের মহাল সকলের প্রকৃত উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ নিরূপণ করিতে বারম্বার অনুসন্ধান করা ঘটিয়াছে, তদ্রূপ তাহাদিগের ভূমির ব্যবহারকর্তৃত্ব হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া, হয় ঐ সকল ভূমির ইজারা বিলি করা হইয়াছে, নয় অব্যবহিতে অর্থাৎ একারেক রায়তগণের নিকট হইতে খাজানা আদায় করিবার নিমিত্ত শাসনকর্তৃত্বের পক্ষ হইতে সাজওয়াল নামে কর্ম্মচারিগণকে নিযুক্ত করিবার পদ্ধতিও চলিয়া আসিয়াছে।

প্রথা লোপ করিয়া ধার্য্যজমা নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত
ডাইরেক্টর সভার অভিপ্রায়ের কথা।

এই সকল প্রথা ও কার্য্যোপায় এদেশের সৌভাগ্য সমৃদ্ধি পক্ষে হানিকর বিবেচনা করিয়া সম্ভ্রান্ত ডাইরেক্টর সভা এতন্নিবাসীন ব্যক্তিগণের ভাবী স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ-সমৃদ্ধি করণাভিপ্রায়ে ইতিপূর্ব্বোক্ত কথা জানাইবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। এবং যে সকল জমিদার, অনধীন তালুকদার ও অন্যান্য ভূম্যধিকারীর সঙ্গে স্বতঃ বা পক্ষতঃ বন্দোবস্ত সমাধা করা হইয়াছে বা হইতে পারিবে, তাহারা এই ধার্য্যজমা নির্দ্ধারণীয় আজ্ঞাগুলি অখণ্ডনীয় এবং আপনাদিগের পক্ষ হইতে এতদ্দেশের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত সেই ডাইরেক্টর সভা যে কোন কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিবেন, তাহাদিগের দ্বারা অপরিবর্ত্তনীয়, বিবেচনা করিবেন।

ভূম্যধিকারিগণ আপনাদের মহালের সমৃদ্ধি সাধন করিবেন,
এরূপ প্রত্যাশার কথা।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারলের প্রতীতি এই যে, রাজকীয় ধার্য্যজমা চিরকালের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হইবার ভূম্যধিকারিগণের যে যে হিত সাধিত হইল, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া সেই সকল ভূম্যধিকারীরা এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধিতে আপনাদিগের ভূমিকর্ষণে যত্নবান হইবেন যে, তাহাদিগের উৎকৃষ্টতর ব্যবহারকর্তৃত্ব ও পরিশ্রমের ভূরি ফল তাহারা একাকী ভোগ করিবে এবং তাহাদিগের নিজ নিজ মহালের সমুন্নতি দৃষ্টে সেই ধার্য্য জমার বেশীর নিমিত্ত বর্ত্তমান বা ভবিষ্য কোন গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক তাহাদিগের কিম্বা তাহাদিগের ওয়ারিসানের কি উত্তরাধিকারিগণের উপর কোন তলব কস্মিন্‌কালে করা যাইবে না।

অধীন তালুকদারগণের ও রায়তগণের প্রতি ভূম্যধিকারীরা
যেরূপ আচরণ করিবেন, তাহার কথা।

ভূম্যধিকারিগণ টালমাটাল বা বঞ্চনা না করিয়া নিরূপিত কালে রাজস্ব প্রদান করিবেন, এবং তাহাদের অধীন তালুকদারগণের ও রায়তদের সঙ্গে ধর্ম্মত সরলতা ও ক্ষমা আচরণ করিবেন, এ কার্য্যগুলি তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য ও সর্ব্বকালেই সাধিতব্য ছিল বটে, কিন্তু ইদানীং যেরূপ কতিপয় আজ্ঞা বাহির হইল, তদুৎপন্ন তাহাদের ভূরি উপকারের প্রত্যুপ-

কারে তাহারা এক্ষণে কোনমতে এই সকল অবশ্য কর্ত্তব্য সাধনে যে বিমুখ হইবে না, এটি অভিপ্রেত।

অতএব মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল প্রত্যাশা করেন যে, কেবল অধীন তালুকদারগণ ও রায়তগণের প্রতি এবম্প্রকার আচরণ করিয়া ভূম্যধিকারিগণ যে ক্ষান্ত থাকিবেন, তাহা নয়, বরং প্রথমোক্তের নিকট হইতে খাজানা আদায় করিবার নিমিত্ত যে সকল ব্যক্তিকে শেষোক্ত ব্যক্তিরা নিযুক্ত করিয়া থাকেন, তাহাদিগকেও সেই নীতি সাধন করিবার বিশেষ আদেশ করিয়া দিবেন।

ক্ষান্ত বা স্থগিত রাখিবার কোন দাবি শুনা, না যাইবার কথা।

তিনি আরও এই প্রত্যাশা করেন যে, এরূপ আচরণ ত তাহাদের করিতেই হইবে, এতদ্ভিন্ন তাহারা রীতিমত মৌর্ষমী মৌর্ষমী কিস্তিতে রাজস্ব প্রদান করিবে, একারণ মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল তাহাদিগকে অবগত করিতেছেন যে, ভবিষ্যতে হাজা, শুকা বা অন্য মৌর্ষমী ইতি (ব্যাঘাত) হিসাবে রাজস্ব প্রদান ক্ষান্তকরণের কিম্বা স্থগিত রাখনের কোন দাবি বা প্রার্থনা শুনা যাইবে না।

রাজস্ব বাকীর নিমিত্ত ভূমি, বিক্রয়ের কথা।

কিন্তু যে কোন জমিদার, অনধীন তালুকদার কিম্বা অন্য প্রকৃত মালিকের সঙ্গে স্বতঃ বা পক্ষতঃ বন্দোবস্ত সমাধা করা হইয়াছে বা হইতে পারিবে, সেই জমিদার, অনধীন তালুকদার বা অন্য প্রকৃত ভূম্যধিকারী কিম্বা তাহার ওয়ারিসান কি উত্তরাধিকারিগণ পূর্ব্বোক্ত কএক ব্যবস্থানুসারে তাহাদের ভূমির উপরে যে সরকারী রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহা যথাকালে প্রদান না করিলে সেই রাজস্ব-বাকীদারের সমুদায় ভূমি কিম্বা সেই বাকী সঙ্কুলান করণোপযোগী ঐ সকল ভূমির অংশ নিশ্চয়রূপে ও প্রতিনিয়ত নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

ঘোষণাপত্রের সপ্তম প্রবন্ধ।

৮ ধারা। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধগুলির ভুল ব্যাখ্যা নিবারণ করিতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল আবশ্যক বিবেচনা করিয়া জমিদারগণকে, অনধীন তালুকদারকে ও অপর প্রকৃত ভূম্যধিকারিগণকে নিম্নলিখিত কথাগুলি জানাইতেছেন যথা।—

রায়ত প্রভৃতিকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত ব্যবস্থার কথা।

প্রথম।—সকল শ্রেণীর লোককে বিশেষতঃ অবস্থা বিবেচনায় যাহারা নিরাশ্রয় হয়, তাহাদিগকে পরিত্রাণ করাই শাসনকর্ত্তৃত্বের কর্ত্তব্য কার্য্য, এ বিষয়ে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল যখন যেমন উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, অধীন তালুকদারের, রাইয়তগণের ও ভূমির অন্যান্য কর্ষকগণের পরিত্রাণের ও সুখসমৃদ্ধির নিমিত্ত উপযুক্ত বিধান করিবেন, তাহাতে কোন জমিদার অনধীন তালুকদার বা অপর প্রকৃত ভূম্যধিকারী, যে ধার্য্য জমা তাহারা নিজে নিজে প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছে, তাহা প্রদানকরণের প্রতি কোন আপত্তি করিতে পারিবে না।

সকল আভ্যন্তরিক মাশুলের প্রতি গবর্ণমেণ্টের স্বত্বের কথা।

দ্বিতীয়।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল ১৭৯০ সালের ২৮ জুলাই তারিখে সায়েরি আদায় উঠাইবার আদেশ করিবার, এই কার্য্য ক্ষান্তকরণ জন্য ভূম্যধিকারিগণের যত রাজস্বের ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহার এওজে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ তাহাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত হুজুর কৌন্সিল জানাইতেছেন যে, সেই সায়েরি আদায় বা অপর আভ্যন্তরিক মাশুল পুনঃ স্থাপন করা এবং তত্তাবতীয় আদায় করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা উপযুক্ত বিবেচনা হইলে তাহার অংশ গ্রহণে প্রবিষ্ট হইতে কিম্বা সেই হিসাবে ধার্য্য জমা মুসমা দেওনের দাবি করণে ভূম্যধিকারিগণকে স্বত্বাধিকারী হইতে দেওয়া যাইবে না।

হস্তান্তরিত ভূমির জমার প্রতি গবর্ণমেণ্টের স্বত্বের কথা।

তৃতীয়।—যে সকল ভূমি এক্ষণে হস্তান্তরিত হইয়া ও সরকারী রাজস্ব দিতেছে না, অথচ যাহা আইন অসঙ্গত ও অপ্রসিদ্ধ সনন্দানুসারে ভোগকৃত হওয়া প্রমাণিত হইয়াছে বা হইতে পারিবে, সেই সকল ভূমির উপর উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল ঐ রূপ ধার্য্যজমা আরোপ করিবেন।

ঐ রূপে আরোপিত ধার্য্য জমা গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি হইবে এবং তাহাতে কোন অংশে কোন ভূম্যধিকারীর স্বত্ব বর্ত্তিবে না।

ভূম্যধিকারীগণকে পোলিসের খরচ হিসাবে যে মিনাহ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা বাজেয়াপ্ত করণের কথা।

চতুর্থ।—ঐ সকল জমিদার, অনধীন তালুকদার ও অন্যান্য প্রকৃত ভূম্যধিকারীর যে জমা পূর্ব্বোক্ত কয়েক প্রবন্ধে নির্দ্ধারিত হওয়া জানা যায়, সেই জমার সঙ্গে, তাহাদিগের জমার পরিমাণ মীমাংসা করিয়া দিবার কালে থানাদারী অর্থাৎ পোলিসের নৈত্যিক খরচের সঙ্কুলানের নিমিত্ত তাহাদিগকে যে মিনাহ দেওয়া গিয়াছে, এতদ্ভিন্ন যে কোন ভূমির উৎপন্ন ফসল দিতে তদভিপ্রায় সাধনার্থ খরচপাতি চালাইবার নিমিত্ত তাহাদিগের প্রতি অনুমতি প্রদত্ত হইয়া থাকিবে, এতদুভয় অর্থাৎ নগদের ও উক্ত ফসলের কোন সংস্রব ও সংযুক্তি নাই। এবং শান্তিরক্ষার খরচ দিবার ভার হইতে ভূম্যধিকারিগণকে অব্যাহতি দিয়া এদেশীয় পোলিসের তত্ত্বাবধারণ করণে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত করা হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল যথোপযুক্ত বিবেচনায় উক্ত রূপ মিনাহের বা ঐরূপ ভূমির ফসলের সমুদায় বা তদংশ বাজেয়াপ্ত করিবার ক্ষমতা আপনাতে রক্ষা করিতেছেন।

কিন্তু মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল জানাইতেছেন যে, ও মিনাহ ও যে ভূমি বাজেয়াপ্ত করিতে পারা যাইবে, তাহার উৎপন্ন ফসল অপর কোন কার্য্য সাধনার্থ ব্যবহৃত না হইয়া পোলিসের ব্যয় সঙ্কুলান করিবার নিমিত্ত খরচ করা যাইবে এবং কালেক্টরগণ ঐরূপ মিনাহ কিম্বা ঐরূপ ভূমির উৎপন্ন ফসল ভূম্যধিকারিগণের সেই জমির সঙ্গে যোগ না করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে স্বাতন্ত্র্যে সেই টাকা বা তৎপরিমিত টাকা আদায় করেন, এইরূপ উপদেশ কালেক্টরগণকে পাঠান যাইবে।

অযোগ্য ভূম্যধিকারিগণের মহালগুলি বাকী রাজস্বের নিমিত্ত নিলামে দায়ী না হওয়ার কথা।

পঞ্চম। এই ঘোষণাপত্রের লিখিত কোন কথাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, অযোগ্য ভূম্যধিকারিগণ সম্বন্ধে যে সকল বিধান ১৭৯১ সালের ১৫ জুলাই তারিখে প্রচলিত হয়, সেই সকল বিধানের প্রথম প্রবন্ধে বিবৃত বিবিধ অযোগ্য ভূম্যধিকারীর ভূমিগুলি সেইরূপ কোন রাজস্ব-বাকীর নিমিত্ত নিলামে দায়ী হইবে, যে বাকী দশসালা বন্দোবস্তের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত কএক বিধান মতে তাহাদিগের ভূমির উপর যে জমা ধার্য্য হইয়া থাকে বা হইতে পারিবে, তাহাতে জমিয়া থাকে বা জমিতে পাবে। কিন্তু ১৭৯১ সালের ১৫ জুলাই তারিখের উক্ত বিধানচয় অনুসারে আপনাদিগের ভূমি সরবরাহ করা হইতে যতকাল তাহারা বেদখল হইয়া থাকে বা হইতে পারিবে, যদি সেই সময়ে কোন বাকী পড়িয়া থাকে বা পড়িতে পারে এমত হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত প্রকরণে নিলাম করা যায়।

যাহা হউক এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, যখন যখন শেষোক্ত বিধানের প্রথম প্রবন্ধে বিবৃত সকল প্রকার অযোগ্য ভূম্যধিকারীকে, সেই অযোগ্যতা নাই বলিয়া হউক কিম্বা ঐ সকল বিধান পরিবর্ত্তন করিতে বা উঠাইয়া দিতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেল চাহেন না বলিয়া হউক, আপনাদের ভূমির সরবরাহকারিতা গ্রহণ করিতে বা ক্রমান্বয়ে রক্ষা করিতে অনুমতি করা যাইবে, তখন তখন ঐরূপ ভূম্যধিকারিগণের ভূমি সকল যে কালে ঐ সরবরাহকারিতা তাহাদিগের উপর নিক্ষিপ্ত হয়, সেই সময় অবধি যে জমা তাহাতে জমিয়া থাকে বা জমিতে পারিবে, তাহার নিমিত্ত সেই প্রকারে দায়ী ধরা যাইবে, যে প্রকারে যে সকল ভূম্যধিকারীকে আপনাদিগের মহাল সরবরাহ করিতে যোগ্যপাত্র বলিয়া জানান হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন যে সকল ভূম্যধিকারী স্বাভাবিক বা অপর কোন অযোগ্যতা নিবন্ধন ঐরূপ সরবরাহ করণে অযোগ্যপাত্র থাকে অথচ ১৭৯১ সালের ১৫ই জুলাই তারিখের বিধানচয়ের প্রথম প্রবন্ধের বিবৃত ভূম্যধিকারী শ্রেণীভুক্ত হয় না, এতদুভয় প্রকার ভূম্যধিকারীর ভূমিগুলি যে নির্দ্ধারিত জমা তাহারা বা তাহাদের অপর কেহ দশসালা বন্দোবস্তের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে প্রদান করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে বা করিতে পারিবে, সেই জমার উপর বাকীপড়া রাজস্বের নিমিত্ত দায়ী ধরা যাইবে।

ঘোষণাপত্রের অষ্টম প্রবন্ধ।

গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন বিনা ভূম্যধিকারিগণের ভূমি হস্তান্তর, করিতে পারিবার কথা।

৯ ধারা। ভূম্যধিকারিগণ বর্ত্তমানে প্রচলিত বিধান অনুসারে গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বগত অনুমোদন বিনা আপনাদের মহাল ইচ্ছামতে বিক্রি অর্থাৎ হস্তান্তর করিতে পারে কি না, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ না থাকে, এই জন্য মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেল জমিদারগণকে অনধীন তালুকদারগণকে ও অন্যান্য ভূম্যধিকারীকে এই কথা অবগত করিতেছেন যে, দান বিক্রয় বা অন্য কোন প্রকারে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনের নিমিত্ত প্রার্থনা না করিয়া, আপন

আপন মহালের সমুদায় হউক বা তাহার কোন অংশ হউক, যাহাকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তাহাকেই হস্তান্তর করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ সকল হস্তান্তর প্রসিদ্ধ থাকিবে।

উপবিধি।

কিন্তু যে স্থলে প্রত্যেক হস্তান্তরে লিপ্তপক্ষগণ ধর্ম্মবিশ্বাসে হিন্দু কি মুসলমান থাকে বলিয়া দায়তত্ত্ব বা সরামতে সেই হস্তান্তর মীমাংসাকরণ-সাধ্য হইয়া থাকে, সে স্থলে সেই সকল হস্তান্তর মহম্মদীয় বা হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী হওয়া চাই এবং ব্রিটনীয় রাজত্বের অনুমোদিত এক্ষণকার প্রচলিত অথবা ইতঃপরে কৃত অপর কোন বিধানের অসঙ্গত না হওয়া চাই।

ঘোষণাপত্রের নবম প্রবন্ধ।

বিক্রয় বা হস্তান্তর ঘটিলে মহালগুলির নানা অংশের এবং মহালচয়ের সরিকানি হিস্যার উপর নির্দ্ধারিত জমা বণ্টন করিবার বিধির কথা।

১০ ধারা*। ভূমি সকলের উপর রাজকীয় দাওয়ার সীমাবদ্ধতা জন্য উন্নতিসাধনহেতুক যে বেশী খাজানা পাওয়া গিয়া থাকে, তাহা বাদ দিয়া, যে কোন ভূমি সম্পত্তির উপর ধার্য্য জমার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের ও মালিকের সঙ্গে এক স্বতন্ত্র চুক্তিবদ্ধ হইয়া থাকে বা হইতে পারে, (সেই মালিকের অন্যান্য ভূমি সম্পত্তির সঙ্গে এক চুক্তিভুক্ত হউক না কেন), এবং যাহা খোষ কোবালায় বিক্রয়ের কি নীলামবিক্রয়ের নিমিত্ত উত্থিত হইতে পারে, সেই ভূমি সম্পত্তির খাটি মুনফা তদ্ধেতু মূল্য, তাহার উপর নির্দ্ধারিত ধার্য্য জমার পরিমাণ, সরঞ্জামি খরচা মিনাহ দিয়া সেই সম্পত্তির উৎপন্ন সমুদায় ফসলের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই প্রতিনিয়ত নিরূপণ করা যায়। (এস্থলে উক্ত নির্দ্ধারিত ধার্য্য জমা পূর্ব্বোক্ত কএক ধারার আদেশমতে সম্পত্তি যাহার কাছে কেন থাকুক না, চিরকালের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত জানান কথামতে অপরিবর্ত্তনীয় থাকিবে)।

কিন্তু এইরূপ কোন মহালের সমুদায় সরকারী নীলামে, কিম্বা খোষ কোবালায় অথবা অন্য প্রকারে দুই বা ততোধিক লাটে কিম্বা তাহার এক হিস্যা, সেই অংশ গোটা কি দুই বা ততোধিক লাটে হস্তান্তরিত হওয়া, অথবা তাহা এজমালী সম্পত্তি হইলে মালিকানের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া ঘটিলে তদারোপিত নির্দ্ধারিত ধার্য্য জমা যে সকল মূল নিয়মানুসারে তাহার নানা ভাগে বিভাগ করিয়া দিতে হইবে, সে গুলির এক বিজ্ঞাপন দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। নতুবা কি নির্দ্ধারিত ধার্য্য জমা ঐরূপ সকল স্থলে নানা বিভাগে আরোপ করা যাইবে, তাহা অনুমানে স্থির করিবার কোন নিয়ম অভাবে প্রত্যেক হিস্যার যথার্থ মূল্য

---

* এই ও পরের কয়েক ধারার যে অংশ ডিক্রীজারীতে নীলামকৃত ভূমির ধার্য্য জমাসম্বন্ধীয় মীমাংসার সঙ্গে সংস্রব রাখে, সেই অংশ ১৮৪৬ সালের ৪ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে।

পাঠকের সুবিধার নিমিত্ত এই আইনের সমাপ্তির পরে ১৮৪৬ সালের উক্ত ৪ আইন সমুদায় মুদ্রাঙ্কিত হইল দেখিবেন।

অনিশ্চয় হইবে, সুতরাং ভূমি সকলের উপর রাজকীয় ধার্য্য জমা নির্দ্ধারণ হইতে যে সকল উপকার উদ্ভব হইবার আশা করা যায়, তাহার সম্যক্ লাভ সিদ্ধি ঘটে না।

এতদনুসারে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেল পূর্ব্বোক্ত নানা স্থলে, নির্দ্ধারিত ধার্য্য জমা অংশাংশ করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত কএকটী নিয়মের উপদেশ করিলেন। কিন্তু যদি পূর্ব্বোক্ত কোন স্থলে ধার্য্য জমা অংশাংশ করিয়া দিবার ভার মালিকদের উপর দেওয়া যায়, তবে যখন ধার্য্য জমা বিষমভাবে অংশাংশ হইলে শাসনকর্ত্তৃত্ব বিলক্ষণ ক্ষতি সহ্য করিতে পারিবে, তখন তাঁহার আদেশ এই যে, স্বরাও পক্ষগণের স্বর ও কার্য্যদ্বারা বৃত্ত সকল হস্তান্তর বা বিভাগ যে জেলাতে সেই জমি স্থিত, সেই জেলার কালেক্টরকে বা গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যতে অপর যে কোন কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিবেন তাহাকে জানাইতে হইবে, তাহা হইলে সমুদায় মহালের উপর যে নির্দ্দিষ্ট জমা ধার্য্য হইয়াছিল, ইতঃপর আদেশিত প্রকারে তাহার নানা হিস্যার উপর অংশাংশ করিয়া দেওয়া যাইবে এবং প্রত্যেক হিস্যায় মালিকানের নাম ও তাহার উপর যে জমা আরোপিত হইয়াছে, তাহা রাজকীয় রেজিষ্টরী বহিতে অর্থাৎ তৌজিতে লিখিয়া লইতে পারা যায় এবং প্রত্যেক হিস্যার উপর ধার্য্য জমা প্রদান করিবার নিমিত্ত মালিকান আলাহিদা চুক্তি লিখিয়া দিতে পারিবে, তাহা হইলে সেই চুক্তির তারিখ অবধি ঐ সকল মালিককে প্রকৃত মালিক বলিয়া গণ্য করা যাইবে।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল এই কথা জানাইতেছেন যে, যদি ঐরূপ হস্তান্তর বা অংশাংশ লিপ্তপক্ষগণ জেলার কালেক্টর বা ইতঃপর-ব্যক্ত কোন কর্ম্মচারীকে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকল সাধনার্থ সেই সকল হস্তান্তর বা বিভাগের সমাচার না দেন, তবে যেন কোন হস্তান্তর বা বিভাগ করা ঘটে নাই, এই ভাবে সেই সমুদায় মহালের উপর ধার্য্য নির্দ্দিষ্ট জমার পরিশোধের নিমিত্ত সেই মহালকে দায়ী ধরা যাইবে।

এই প্রবন্ধ বৃত্ত যে সকল আদেশ চলিত বিধানের মূল নিয়ম সঙ্গত হইতেছে, সেই সকল আদেশ আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল আরও একটি বিজ্ঞাপন করা আবশ্যক বোধ করেন যে, যদি কোন জমিদার, অনধীন তালুকদার কিম্বা অপর প্রকৃত ভূম্যধিকারী তালুকের ভাবে নিজভূমিসম্পত্তির এক অংশ বিক্রয় করে, তাহা হইলে যে জমা সেই অধীন তালুকদার দিবে বলিয়া অঙ্গীকার হইতে পারিবে, তাহা গবর্ণমেণ্টের কাগজ পত্রে লিখিত থাকিবে না, কিম্বা সেইরূপ হস্তান্তর হওয়াতে উক্ত মহালের অবশিষ্ট অংশের সঙ্গে সমভাবে সেই মহালের মালিক, তাহার ওয়ারিষ বা উত্তরাধিকারী যে কোন কারণে হউক রাজস্ব বাকী পড়িলে সেই বাকীর জন্য সেই হস্তান্তরিত বা বিভাজিত অংশের ভূমি দায়-নিষ্কৃতি পাইবে না, অথবা যেন কোন হস্তান্তর বা বিভাগ ঘটে নাই এই ভাবে ইহাতে গবর্ণমেণ্টের স্বত্ব বা দাওয়া সমূলের প্রতি কোন প্রত্যবায় ঘটিতে দেওয়া যাইবে না।

প্রথম। যে জমীদার, অনধীন তালুকদার কিম্বা অপর প্রকৃত ভূম্যধিকারীর সঙ্গে স্বতঃ ও পক্ষতঃ বন্দোবস্ত করা হইয়া থাকে বা হইতে পারিবে, তাহার সমুদায় ভূমির বাকী খাজানা পরিশোধের নিমিত্ত কিম্বা বিচারালয়ের নিষ্পত্তির অনুরোধে হউক, দুই বা ততোধিক লাটে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরলের হুকুমক্রমে রাজকীয় নীলামে তোলা ঘটিলে

প্রত্যেক লাটের ধার্য্যজমা সেই পরিমাণে নির্দ্ধারিত হইবে, যাহা সেই প্রত্যেক (১) লাটের উৎপন্ন ফসলের সঙ্গে সেই তারতম্য রাখিবে, যে তারতম্য সমুদায় ধার্য্যজমা সমুদায় উৎপন্ন ফসলের সঙ্গে রাখিয়া থাকে।

প্রচলিত বিধান ও যে বিধান মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল ইতঃপরে স্থাপিবেন, তাহার সম্মত প্রকারে উৎপন্ন ফসল নিরূপিত করিতে হইবে, এবং ঐ সকল ভূমির খরিদার বা খরিদারগণ এবং তাহার বা তাহাদের ওয়ারিষান ও উত্তরাধিকারিগণ, যে জমায় ঐরূপ খরিদ হইল, সেই জমায় চিরকালের নিমিত্ত ঐ সকল ভূমি ভোগ করিবে।

দ্বিতীয়।—যে জমিদার, অনধীন তালুকদার কিম্বা অপর প্রকৃত ভূম্যধিকারীর সঙ্গে স্বতঃ বা পরতঃ পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে এক বন্দোবস্ত সমাধা হইয়া থাকে বা হইতে পারিবে, তাহার ভূমি সম্পত্তির অংশ মাত্র যখন ধার্য্য জমার বাকী পরিশোধার্থ মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরলের আজ্ঞাক্রমে অথবা বিচারালয়ের নিষ্পত্তি অনুযায়ী রাজকীয় নীলামে উঠান যাইবে, তখন এক লাটে বিক্রীত হইলে ঐরূপ সকল ভূমির ধার্য্যজমা ও সেই সকল ভূমির প্রকৃত উৎপন্ন ফসলের (১) মধ্যে সেইরূপ তারতম্য থাকিবে, যদ্রূপ তারতম্য ঐরূপ ভূম্যধিকারীর (বিক্রীত অংশ সমেত) সমুদায় ভূমির ধার্য্যজমা ও তদুৎপন্ন প্রকৃত ফসলের মধ্যে আছে।—

যদি দুই বা ততোধিক লাটে বিক্রীত হইয়া থাকে, তবে প্রত্যেক লাটের উপর ধার্য্য জমা তদুৎপন্ন প্রকৃত ফসলের সঙ্গে সেইরূপ পরিমাণ বা তারতম্য রাখিবে, যদ্রূপ ঐরূপ ভূম্যধিকারীর (বিক্রীত অংশগুলি সমেত) সমুদায় সম্পত্তির উপর ধার্য্য জমা তদুৎপন্ন প্রকৃত সমুদায় ফসলের সঙ্গে রাখিয়া থাকে (১)।

ঐরূপ ভূম্যধিকারীর সমুদায় ভূমির প্রকৃত উৎপন্ন ফসল সেই সমুদায়ের কতক অংশ গোটা এক লাটে কিম্বা দুই বা ততোধিক লাটে বিক্রীত হউক না কেন, বর্ত্তমান প্রচলিত আইন অথবা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল ইতঃপরে যে যে আইন স্থাপন করিবেন সেই আইন প্রোক্ত উপায়ে নিরূপণ করিতে হইবে এবং ঐ কতক বা কতক কতক ভূমির খরিদ্দার বা খরিদ্দারগণকে এবং তাহার বা তাহাদিগের ওয়ারিসানকে বা উত্তরাধিকারিগণকে যে বা যে যে জমা ধার্য্যে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ঐ বা ঐ ঐ অংশ খরিদ করিল সেই জমায় চিরকালের নিমিত্ত সেই সেই অংশ ভোগ করিতে দেওয়া যাইবে, এবং সাবেক ভূম্যধিকারীর দখলে অবশিষ্টাংশ থাকিবে বলিয়া সুতরাং ইহার দ্বারা রাজকীয় জমার যে অবশিষ্টাংশ দিতে হইবে তাহাও চিরকালের নিমিত্ত অপরিবর্ত্তনীয় থাকিবে।

তৃতীয়।—যে জমিদার, অনধীন তালুকদার বা অপর প্রকৃত ভূম্যধিকারীর সঙ্গে স্বতঃ বা পরতঃ এক বন্দোবস্ত সমাধা করা হইয়া থাকে বা হইতে পারিবে, যখন তাহার সমুদায় ভূমি সম্পত্তি দুই বা ততোধিক অংশে এক খরিদ্দারকে অথবা তদংশ এজমালিতে দুই বা ততোধিক খরিদ্দারকে খোসকোবালায়, দানে কিম্বা অন্য প্রকারে হস্তান্তর করিবে, তখন সেইরূপ মহালের হস্তান্তরিত প্রত্যেক অংশের উপর জমা নিম্নলিখিত পরিমাণে ধার্য্য করিতে হইবে। যথা

(১) ১৮০১ সালের ৮ আইনের ১ ধারা দেখ।

সমুদায় সম্পত্তির উপর খার্য্যজমা তদুৎপন্ন প্রকৃত ফসলের সঙ্গে যে তারতম্য রাখিবে, হস্তান্তরিত অংশের খার্য্য জমাও তদুৎপন্ন প্রকৃত ফসলের সঙ্গে সেই তারতম্যও রাখিবে।

বর্ত্তমানে প্রচলিত বিধান অথবা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারল ইতঃপরে যে বিধান স্থাপন করিবেন, সেই বিধান প্রোক্ত উপায়ে সেই উৎপন্ন ফসল নিরূপণ করিতে হইবে এবং যে ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিগণকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে জমায় হস্তান্তরিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ এবং তাঁহার বা তাহাদের ওয়ারিসান বা উত্তরাধিকারিগণ চিরকালের নিমিত্ত সেই হস্তান্তরিত অংশ এবং যে স্থলে এক অংশ মাত্র ঐরূপে হস্তান্তরিত বা খারিজ করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে, সেস্থলে তৎসমুদায় মহালের অবশিষ্টাংশ সাবেক ভূম্যধিকারীর দখলে এখনও থাকে বলিয়া সমুদায় খার্য্য জমার যে অংশ তাহার দেয় থাকে, তাহা চিরকালের নিমিত্ত অপরিবর্ত্তনীয় থাকিবে।

চতুর্থ। যে সকল ভূমির বন্দোবস্ত কোন মালিক বা মালিকগণের সঙ্গে স্বতঃ বা পরতঃ সমাধা হইয়া থাকে বা করিতে হইবে ও যে সকল ভূমি দুই বা ততোধিক ব্যক্তির এজমালী সম্পত্তি গণ্য হয় বা হইবে, যখন সেই সকল ভূমির ভাগ বাটওয়ারা করা হইবে, তখন এই পরিমাণে প্রত্যেক ভাগের খার্য্যজমা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, যথা সমুদায়ের উপর খার্য্যজমা ও তদুৎপন্ন প্রকৃত ফসলের মধ্যে যে তারতম্য আছে, সেই প্রত্যেক বিভক্ত খণ্ডের খার্য্যজমা ও তত্তদুৎপন্ন প্রকৃত ফসলের মধ্যে সেই পরিমাণ থাকিবে।

বর্ত্তমানে প্রচলিত বিধান কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারল ইতঃপরে যে বিধান স্থাপন করিবেন, সেই বিধান প্রোক্ত উপায়ে উক্ত উৎপন্ন ফসল নিরূপণ করিতে হইবে এবং হিস্যাদার বা তাহাদের ওয়ারিসান ও উত্তরাধিকারিগণ যে জমা প্রত্যেক হিস্যার উপর খার্য্য হইতে পারিবে সেই জমায় আপনাপন হিস্যা চিরকালের নিমিত্ত ভোগ করিবে।

ঘোষণাপত্রের দশম প্রবন্ধ।

খাস দখলি বা ইজারা বিলি করা ভূমির জমা মীমাংসার কথা।

১১ ধারা (১)। যে সকল জমিদারের, অনধীন তালুকদারের অথবা অপর প্রকৃত ভূম্যধিকারীর ভূমিগুলি খাসে ভোগ কৃত কিম্বা ইজারা বিলি করা হইয়া থাকে বা হইতে পারিবে, যদি তাহাদের ভূমি রাজকীয় নীলাম দ্বারা কিম্বা মালিকের স্বরাও কোন কার্য্য অর্থাৎ দান বিক্রয়াদিদ্বারা হস্তান্তরিত হইয়া থাকে, কিম্বা এজমালি সম্পত্তি হওয়ায় মালিকানের মধ্যে ভাগ বাটওয়ারা হইয়া থাকে, তবে সেই সকল ভূমির উপর খার্য্যজমা মীমাংসা করণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধিচয় প্রণীত হইতেছে।

প্রথম।—যে জমিদার, অনধীন তালুকদার বা অপর প্রকৃত ভূম্যধিকারীর নিকট পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে খার্য্য জমা আদায়ের প্রস্তাব করিলে, সে ব্যক্তি তাহা প্রদান করিতে অসম্মত হইয়া থাকে, এ নিমিত্ত তাহার ভূমিসম্পত্তি খাসে দখল বা ইজারা বিলি হইয়া থাকে বা হইতে

(১) ১০ ধারার নীচের মন্তব্য দেখ।

পারিবে, যদি এরূপ জমিদার অনধীন তালুকদার বা অপর প্রকৃত ভূম্যধিকারীর সমুদায় বা কতক ভূমি সম্পত্তি (কোন বিচারালয়ের নিষ্পত্তি অনুযায়ী) এক কিম্বা দুই বা ততোধিক লাটবন্দি হইয়া রাজকীয় নীলামে উঠান যায়, তাহা হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল যে কোন ধার্য্য জমা উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, সেই জমাতেই ঐরূপ খাস দখলি ভূমি সকল হস্তান্তর করা যাইবে, এবং ঐরূপ সকল ভূমির খরিদদার বা খরিদদারগণও তাহার বা তাহাদিগের ওয়ারিসন বা উত্তরাধিকারিগণ যে জমা ধার্য্যে ঐ সকল ভূমি খরিদ হইল, সেই জমায় চিরকালের নিমিত্ত ভোগ করিতে পাইবে।

নীলামে নিক্ষেপ করিবার কালে যদি সেই সকল ভূমি ইজারা বিলি করা থাকে, অথচ এক লাটে অথবা দুই বা ততোধিক লাটে উঠান হইয়া থাকে, তবে নিম্নলিখিত কবারদাদমতে সেই সকল ভূমি বিক্রয় করা যাইবে, যথা—

ইজারা পাট্টার মিয়াদের যত কাল গত না হইবে, তত কাল সেই খরিদদার বা খরিদ্দারগণ তত মালিকানা পাইবে, যাহা ঐরূপ খরিদা ভূমির হিসাবে আপনার মালিকী স্বত্বানুরোধে ঐরূপ মালিক পাইতে পারিত, এবং সেই ইজারাদারের পাট্টার মিয়াদ গত হইলে, ঐরূপ খরিদদার বা খরিদদারগণ ঐ সকল ভূমির হিসাবে গবর্ণমেণ্ট যত জমা উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, তত ধার্য্য জমা প্রদান করিতে প্রতিজ্ঞা করিবেন।

ইজারদারের পাট্টার অনাগত মিয়াদ মধ্যে খরিদদার বা খরিদদারগণ যত মালিকানা পাইবে, এবং সেই পাট্টার মিয়াদ গত হইলে, ঐরূপ খরিদদার বা খরিদদারগণের যে জমা দিতে হইবে, সেই প্রাপ্য ও দেয় টাকা নীলামের কালে ব্যক্ত করিতে হইবে, আর ঐরূপ খরিদদার বা খরিদদারগণ কিম্বা তাহার বা তাহাদিগের ওয়ারিসান কি উত্তরাধিকারিগণ যে জমায় ঐ সকল ভূমি খরিদ করা হইল, সেই জমায় সেই সকল ভূমি চিরকালের নিমিত্ত ভোগ করিতে পাইবে।

দ্বিতীয়।—যে জমিদারের, অনধীন তালুকদারের অথবা অপর প্রকৃত ভূম্যধিকারীর ভূমি-সম্পত্তি খাসে ভোগ বা ইজারা বিলি হইয়া থাকে বা হইতে পারিবে, যদি সেই জমিদার, অনধীন তালুকদার বা অপর প্রকৃত ভূম্যধিকারী খোসকোবালায় দানে বা অন্য প্রকারে এক লাটে কিম্বা দুই বা ভিন্ন লাটে বন্দি করিয়া আপনার সমুদায় বা কতক ভূমি হস্তান্তর করিয়া থাকে, তাহা হইলে যে ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিগণকে সেই সকল ভূমি উক্ত প্রকারে হস্তান্তরিত হইয়াছে, খাস দখলের ভূমি হইলে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কিম্বা ইজারা বিলি থাকিলে, ইজারদারের নিকট হইতে সেই মালিকানা পাইতে পারিবে, যাহা ঐরূপ হস্তান্তরিত ভূমির হিসাবে সাবেক মালিক পাইতে পারিত।

যে সকল ব্যক্তিকে ঐ সকল ভূমি উক্তরূপে হস্তান্তরিত হইয়া থাকে, সে সকল ব্যক্তি এবং চতুর্থ প্রবন্ধে লিখিত যে জমিদারগণের, অনধীন তালুকদারগণের বা অন্যান্য প্রকৃত ভূম্যধিকারিগণের ভূমিগুলি, দশশালা বন্দোবস্তের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে তাহাদের নিকট প্রস্তাবিত ধার্য্যজমা তলব হইলে, তাহারা তাহা দিতে অসম্মত হওয়াতে খাসে ভোগ বা

ইজারা বিলি হইয়া থাকে, সেই সকল জমিদার, অনধীন তালুকদার বা অন্যান্য প্রকৃত ভূম্যধিকারী. এতদুভয়ই সম অবস্থাপন্ন। এবং সেই প্রবন্ধ ধৃত আদেশগুলি সেই সকল হস্তান্তরিতা ব্যক্তির প্রতি খাটিবে, অবধারণ করা গেল।

তৃতীয়।—যে সকল ভূমি দুই বা ততোধিক ব্যক্তির এজমালী সম্পত্তি হয় বা হইবে, ও যাহা খাসে ভোগ বা ইজারা বিলি করা হয় বা হইবে, সেই সকল ভূমির বিভাগ করা ঘটিলে. সেই নানা হিস্যাদার মালিকানা আপনাপন হিস্যা সম্বন্ধে তদ্রূপ অবস্থাপন্ন হইবে, তদ্রূপ অবস্থা চতুর্থ প্রবন্ধপ্রোক্ত সেই সকল জমিদারের, অনধীন তালুকদারের বা অপর প্রকৃত ভূম্যধিকারীর হইয়া থাকে, যাহাদের ভূমি সম্পত্তি, দশশালা বন্দোবস্তের নিমিত্ত কৃত পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে প্রস্তাবিত ধার্য্য জমা দিতে তাহারা অসম্মত হওয়াতে, খাসে ভোগ বা ইজারা বিলি হইয়া থাকে। সেই প্রবন্ধপ্রোক্ত আদেশগুলি ইহাদের প্রতিও খাটিবে অবধারণ করা গেল।

ভূমির রাজস্ব আদায় বিষয়ক

১৭৯৩ সালের ২ আইন।

ইংরাজী ১৭৯৩ সালের ১ মে তারিখে অনুমোদিত।

মাল-আদালত অর্থাৎ রেভিনিউ কোর্ট নামক আদালত সকল উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত এবং যে সকল মোকদ্দমা ঐ সকল আদালতের গ্রাহ্য ছিল, তত্তাবতীয়ের বিচার স্থানান্তর করিয়া দেওয়ানী আদালত সমূহে অর্পণ করিবার নিমিত্ত তথা রেভিনিউ বোর্ডের এবং কালেক্টরগণের আচরণের উপদেশার্থ বিধি প্রণয়ন করিবার নিমিত্ত এই আইন। (১)

হেতুবাদ।

১ ধারা। ব্রিটনের অধিকৃত বঙ্গদেশস্থ সকল স্থানে নানাবিধ ও বহু মূল্যবান্ ব্যবসাযোপযোগী অপেক্ষাকৃত অধিক সরঞ্জাম এবং রপ্তানীর যোগ্য অনেকানেক প্রধান প্রধান দ্রব্য এই দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইয়েছে যে, এ দেশের চাষাবাদের সঙ্গে সঙ্গে ও তৎপরিমাণে এতদ্দেশের বাণিজ্য ও তদ্ধেতু ধনসম্পত্তি বাড়ান আবশ্যক।

কিন্তু শুদ্ধ বাণিজ্যকার্য্যের নিমিত্তই যে এই সকল প্রদেশের সৌভাগ্যসমৃদ্ধি পক্ষে চাষাবাদের উৎসাহ দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে, তাহা নহে।

এ দেশের অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দুজাতি। ইহারা আপনাদের ধর্ম্মোপদেশের অনুরোধে এদেশীয় ভূমির উৎপন্ন শস্যের উপর নির্ভর রাখিয়া আহারাদি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে

---

(১) ১৮৭৪ সালের ১৫ আইনক্রমে তফসীলের লিখিত কয়েক অঞ্চল ছাড়া (তদর্থে ১৭৯৩ সালের ১ আইনের প্রথম পৃষ্ঠার মন্তব্য দেখ) নিম্নপ্রদেশ অর্থাৎ বঙ্গদেশের সমুদায় স্থানে খাটিবে বলিয়া জানান হইয়াছে। ১৮৫৪ সালের ২৫ আইন, ১৮৬৮ সালের ৮ আইন, ১৮৭১ সালের ২৬ আইন, ১৮৭৩ সালের ১২ আইন, ১৮৭৪ সালের ১৬ আইন, ১৮৭৬ সালের ১২ আইন এবং ১৮০৪ সালের ৫ আইন, ১৮১৩ সালের ১৫ আইন এবং ১৮২২ সালের ৩ আইন দ্বারা এই আইনের যে যে অংশ রহিত করা গিয়াছে, তাহা তত্তৎস্থানে নির্দ্দেশ করিয়া এখানে লেখা গেল না।

এই আইনের যে অংশে ভিন্ন ভিন্ন জেলার কালেক্টরের দেওয়ানদিগকে নিযুক্ত করণের নিমিত্ত আদেশ দেয়, কি যে অংশে সেই দেওয়ানদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্মের বিস্তার বর্ণনা করে অথবা অন্য কোন প্রকারে প্রত্যক্ষরূপে বা প্রকারান্তরে হউক, এই সকল কর্ম্মচারীর সঙ্গে সংশ্রব রাখে, সেই সেই অংশ ১৮১৩ সালের ১৫ আইনের ২ ধারাতে অতিক্রম করিতেছে এবং শেষোক্ত আইন পুনর্ব্বার ১৮৬৮ সালের ৮ আইনের দ্বারা রদ হইল।

বাধ্য হয় এবং অপর যে সকল অন্যান্যজাতি এতদ্দেশে দৃষ্ট হয়, তাহারা সেই ধর্ম্মাক্রান্ত নহে বটে, কিন্তু অভ্যাস বা প্রয়োজনানুরোধে তদনুরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছে।

অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি প্রযুক্ত বন্যা নিবন্ধন সময়ে সময়ে এই সকল শস্যপক্ষে বহুল হানি বা নাশ ঘটে, তাহাতেই নিয়ত দুর্ভিক্ষ হয়, তজ্জন্য ভূমির কৃষকেরা ও ব্যবসায়দারেরা বহুলাংশে মাত্র দুঃখভাগী হইয়া থাকে, অথচ এতদুভয় শ্রেণীর লোক হইতেই এদেশের আহারীয় দ্রব্য ও ধন উদ্ভব হয়।

কৃতকার্য্যে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে, এদেশে অকাল ঘটিলে দেশান্তর হইতে শস্যাদির সম্যক্ যোগান পাইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব যদবধি ভূম্যধিকারীরা ও কৃষকেরা অধিক পরিমাণে বর্ষাকালের অসাময়িক অনাবৃষ্টি নিবারক ও বন্যার রক্ষকস্বরূপ জলাশয়াদি, ভেড়ি বাঁধাদি ও তদ্রূপ অন্যান্য মানবীয় কার্য্য প্রস্তুত করণে সম্পন্ন না হইবে, ততকাল পর্য্যন্ত এই দেশ এতাবতীয় দুর্ঘটনার অধীন থাকিবে এবং ইত্যাদি দুর্ঘটনা নিরাকরণের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত সাবধানতা আচরিত হইলেও ঘটিবেই ঘটিবে, স্থির জানিয়া মধ্যে মধ্যে বার্ষিক উৎপন্ন শস্যে যে অল্প পরিমাণে অসদ্ভাব ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, সেই সেই অকুলান পূরণ করিবার নিমিত্ত এতদ্দেশে প্রচুর পরিমাণে সর্ব্বদা শস্য মজুত রাখিতে হইবে।

যাহাতে প্রত্যেক প্রকার শস্য অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইবে, এরূপ চাষাবাদীয় উন্নতি সাধন করিতে ব্রিটনীয় শাসনকর্তৃত্বের প্রধান মনোযোগ হইয়াছে। তাহাতে এই সকল প্রদেশের আভ্যন্তরীক শাসনীয় বন্দোবস্তে সেই মনোযোগ পরিণত হইতেছে।

এই ফল সাধনার্থ দুইটী প্রধান প্রধান উপায়স্বরূপে এতদ্দেশস্থ ভূমির স্বামিত্ব ভূম্যধিকারিগণে অর্পিত হইল এবং প্রত্যেক মহাল হইতে গবর্ণমেণ্টকে দেয় রাজস্ব চিরকালের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হইল, জানান গিয়াছে।

ইহাতে ভূম্যধিকারিগণ আপন আপন মহালের উন্নতি সাধন করিলে আপনারা লাভ-ভোগী হইবে, তদুপযোগী পুঁজি সংগ্রহ করিবার উপায় যে তাহারা পাইয়াছে, এককালে তাহাদের এরূপ বোধ জন্মিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে কস্মিনকালে ভূমির স্বামিত্ব ভূম্যধিকারিগণে অর্পিত হইল বলিয়া রীতিমতে জানান হয় নাই কিম্বা পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া যে স্বত্ব তাহারা ভোগ করিত তাহা হস্তান্তর করিতে অথবা আপনাদিগের হুকুমের খাতিরে টাকার যোগাড় করিতে তাহা-দিগকে দেওয়া হয় নাই।

প্রত্যেক মহালের উপর রাজকীয় রাজস্ব তলব সম্বন্ধে বলিয়া যে গবর্ণমেণ্ট যখন যেমন উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, বর্ষে একবার বা বারম্বার তাহা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

রায়তেরা বা প্রজারা উচিত প্রতি বিঘা ভূমিতে যে যে খাজানা দিয়া থাকে, সেই সেই খাজানার জুমলার আনুমানিক হিসাব হইতে সরঞ্জামি খরচা বাদ দিলে যাহা বাকী থাকে, সেই নিট হিসাব দৃষ্টে রাজকীয় কর্ম্মচারীরা রাজস্বের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। সেই খাজানায় এগার ভাগের দশ ভাগ রাজকীয় স্বত্ব এবং তদবশিষ্ট এক ভাগ ভূম্যধিকারীর হইল।

যে টাকা তাহার নিকটে তলব দেওয়া যায়, তাহা দিতে অস্বীকার করিলে নিজ ভূমির সরবরাহকরণ হইতে তাহাকে স্থানান্তর করা যাইবে এবং রাজকীয় প্রাপ্যগুলি হয় ইজারাবিলি করা যাইবে, নয় গবর্ণমেন্টের পক্ষীয় কর্ম্মচারীর দ্বারা আদায় উসুল করা হইবে এবং ভূম্যধিকারীর পূর্ব্বোক্ত হিস্যা অথবা যে টাকা বিশেষ প্রথাতে কিম্বা গবর্ণমেন্টের হুকুমে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে তদনুরূপ টাকা হয় সেই ইজারদার নয় রাজকীয় কোষাগার হইতে তাহাকে দেওয়া যাইবে।

যখন চাষাবাদ বিস্তীর্ণ হওয়াতে অপেক্ষাকৃত ভারী জমা ধার্য্য হইবার সম্ভাবনা, এতদ্ভিন্ন সম্পত্তির দখল অনিশ্চয় থাকে, তখন মৌরসী ভূম্যধিকারীরা নিজ মহাল উন্নত করিতে প্রলোভন পায় না, এবং ভূমি খরিদ বা উন্নত করণার্থ আপনাদের পুঁজি ফেলিতে ধনী লোকেরা উৎসাহ পায় না, তদবস্থাতে যেমন মুনফার তেমনই পুঁজির নির্ব্বিঘ্নতারও কিছুমাত্র স্থিরতা থাকে না।

অতএব যে সকল কারণে ভূমির উন্নতি সাধন করিতে না দিল, সেই সকল কারণেই তাহার মূল্যের ক্ষুন্নতা সাধন করিল।

যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত গুরুতর অভিপ্রায় সাধনের নিমিত্ত অতিরিক্ত কয়েক উপায়ও অবলম্বন করা আবশ্যক হইতেছে।

জমা ধার্য্য ও রাজকীয় রাজস্বের আদায় উসুল সংক্রান্ত গবর্ণমেন্ট ও ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে স্থিত সকল বিচার্য্য বিষয় এবং ভূম্যধিকারিগণ ও রায়তগণের কিম্বা আপনাদের খাজানা আদায়ে যাহাদের সংস্রব থাকে, তাহাদিগের মধ্যে বিরোধীয় দাওয়া সকল একাল পর্য্যন্ত মাল অর্থাৎ রেভিনিউ আদালতদ্বারে গ্রাহ্য করা হইতে পারিত।

এই সকল আদালতে মাল মোতালকের কালেক্টরেরা বিচারপতিস্বরূপে বসিয়া থাকেন, এবং তাহার নিষ্পত্তির অসম্মতিতে রেভিনিউ বোর্ডে আপীল করা যায়, এবং সেই বোর্ডের কৃত ডিক্রীর উপর মাল মোতালকের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারলের নিকটে আপীল হইয়া থাকে।

যতকাল মাল মোতালকের কর্ম্মচারীরা এই সকল বিচার-ক্ষমতাতে ভূষিত হইয়া থাকিবে, ততকাল ভূম্যধিকারীরা যে যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, সেগুলি নির্ব্বিঘ্ন হওয়া তাহারা বিবেচনা করিতে পারে না।

এই সকল আদালতের অনিয়মিত, সংক্ষিপ্ত ও একতরফা কার্য্যানুষ্ঠান হইতে এবং তাহাদিগের বিচার সংক্রান্ত কর্ত্তব্য গুলি তাহাদিগের অর্থ সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়াতে কালেক্টরেরা বিচার সংক্রান্ত কর্ত্তব্যগুলি স্থগিত রাখেন বলিয়া সেই সকল আদালতের প্রতি যে সকল আপত্তি উদ্ভব হইয়া থাকে, সেগুলি ছাড়া আরও বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে, যদি রাজকীয় জমা ধার্য্য ও আদায় করণীয় বিধানগুলি ভঙ্গ হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বয়ং মাল মোতালকের কর্ম্মচারিদের আক্রমণে সেইরূপ ভঙ্গ হইয়া থাকে, এবং যাহারা তাঁহাদিগের এক ক্ষমতাক্রমে অত্যাচার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা সেই সকল আদালতের অপর ক্ষমতাক্রমে তাঁহাদিগের নিকট প্রতিকার পাইবার আশা করিতে পারিবে না।

অর্থকোষ সম্বন্ধীয় কার্য্যাতে ভূম্যধিকারিদের ও তাহাদিগের প্রজাগণের মধ্যে যে কোন আইন থাকে, তদনুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে কালেক্টরগণকে অযোগ্য করে।

অতএব চাষাবাদে বাঞ্ছিত উন্নতি সমূহ সফল করিবার আশা করণের অগ্রে সম্পত্তিতে এবং তৎসংলগ্ন স্বত্বগুলিতে অন্যান্য নির্ব্বিঘ্নতা দেওয়া আবশ্যক।

গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থাপকীয় ক্ষমতাতে ভূম্যধিকারিগণকে যে সকল স্বত্ব ও অধিকার দিয়াছেন, কর্ম্মণ্য বিভাগে সেই সকল স্বত্ব ও স্বাধিকার ভাঙ্গিবার ক্ষমতা হইতে গবর্ণমেণ্ট অবশ্য আপনাকে বঞ্চিত করিবেন।

মালকর্ম্মচারিদিগকে বিচারক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করা আবশ্যক।

পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে বিরোধিত রাজকীয় অর্থকোষসম্বন্ধীয় দাবিচয় সেই সকল বিচার আদালতের গ্রাহ্যতায় নিক্ষেপিত করা আবশ্যক, যে সকল আদালতের হাকিমেরা পদ ও আফিস সম্বন্ধীয় ভিন্ন বিবেচনায় আপনাদের নিষ্পত্তির ফলে আপনারা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইবেন, তদ্ভিন্ন সরকার ও ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে এবং শেষোক্ত ও তাহাদিগের প্রজাগণের মধ্যে মামলার অপক্ষপাতি বিচার করিতে পারিবেন।

আপনাদিগের কার্য্যের সম্বন্ধে নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা হইতে মাল-কালেক্টরগণকে চ্যুত করা আবশ্যক, তদ্ভিন্ন তাঁহারা বিচার সংক্রান্ত আদালতে বিচারিত হইতে পারিবেন। এবং যে রাজকীয় রাজস্বের আদায় ওয়াশীল করা হইয়াছে, তাহা আদায় করিতে গিয়া রাজ্যের পক্ষে যত টাকা তলব করিতে তাঁহাদের ক্ষমতা আছে, তাহার অতিরিক্ত কিছুমাত্র আদায় করিলে, এবং তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত প্রণীত বিধানের অমতে একটি কার্য্য করিলেই তাঁহাদের নিজের বিরুদ্ধে নালিশ চলিবে।

একারণ যদ্দ্বারা ভূম্যধিকারিগণের আইনের প্রদত্ত অধিকার ভঙ্গ না হইতে পারে, কিম্বা ভূমি সম্পত্তির মূল্য না কমিতে পারে, এমত একটি আধিপত্য এদেশে থাকিবে।

অতএব এ দেশের মধ্যে ভূমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্পত্তি অবশ্য গণ্য হইল, এবং এদেশ নিবাসী ব্যক্তিগণের পরিশ্রম চাষাবাদের সেই সকল উন্নতিসাধনের প্রতি নির্দ্দেশিত হইবে, যে সকল উন্নতি যদ্রূপ তাহাদিগের নিজের সুখের তদ্রূপ রাজ্যের সৌভাগ্যের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে।

এতদনুসারে ১৭৮৭ সালের ৮ জুন ও ১৮৮৮ সালের ২৫ এপ্রেল তারিখে কালেক্টরগণের তথা রেভিনিউ বোর্ডের উপদেশার্থ যে সকল বিধি মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে, সে গুলি পূর্ব্বোক্ত মূল নিয়মোপযোগী পরিবর্ত্তন সমেত এখানে আইনরূপে পরিণত হইয়াছে।

২ ধারা। (১৮৮৩ সালের ১২ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে)।

মাল-কালেক্টরগণের কথা।

৩ ধারা। প্রত্যেক জেলাস্থিত সকল মহাল হইতে গবর্ণমেণ্টের দেয় রাজস্ব আদায়করণের ভার যদ্রূপ পূর্ব্বে তদ্রূপ এক্ষণেও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির যে একজন (সিভিল সার্ভেণ্ট) চলিত কর্ম্মচারীর উপর ভারার্পিত হইবে, তিনি যে জেলাতে নিযুক্ত হইবেন, সেই জেলার মাল-কালেক্টর বলিয়া অভিহিত হইবেন।

রেভিনিউ বোর্ডের অধীনে কালেক্টরগণের থাকার কথা।

৪ ধারা। কালেক্টরগণের এবং রেভিনিউ বোর্ডের মধ্যে পত্রাপত্র লেখালেখি চলিবে, এবং সেই বোর্ড কালেক্টরগণকে যে সকল উপদেশ দিবেন ও যে সকল উপদেশ এক ক্ষি, অন্য কোন আইনে পরিবর্ত্তিত হয় নাই বা হইতে না পারিবে, এতদ্ভিন্ন যে সকল উপদেশ ইতঃপরে রেভিনিউ বোর্ড তাঁহাদিগকে পাঠাইবেন তদনুসারে কালেক্টরগণ চলিবেন।

কালেক্টরগণের মোহরের কথা।

৫ ধারা। নানা জেলার কালেক্টরগণ দেড় ইঞ্চ ব্যাস পরিমিত গোলাকার এক মোহর ব্যবহার করিবেন।

সুবে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার কালেক্টরগণের মোহরে বাঙ্গালা ও পারস্য অক্ষরে ও ভাষাতে এবং সুবে বেহারের কালেক্টরগণের মোহরে পারস্য অক্ষরে ও ভাষাতে তথা হিন্দুস্থানী ভাষায় ও নাগরী অক্ষরে এইরূপ নিম্নলিখিত মর্ম্মের খোদাই করা থাকিবে যথা "অমুক জেলার কালেক্টরের মোহর।"

কালেক্টরগণের রোজনামচা (দৈনিক বিবরণপত্র) রাখার কথা।

৬ ধারা। কালেক্টরগণ আপনাপন রাজকীয় কার্য্যের এক দৈনিক বিবরণপত্র রাখিবেন, তাহাতে হয় পারস্য, নয় ইংরাজি, নয় বাঙ্গালা ভাষাতে যখন যে কার্য্য ঘটিবে, তখনই আপন আপন হস্তাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া দস্তখৎ করিবেন।

কালেক্টরগণের কর্ত্তব্যসমূহের কথা।

৭ ধারা। পশ্চাল্লিখিত ধারাপ্রণীত কর্ত্তব্যকর্ম্মগুলি কালেক্টরগণ প্রতিপালন করিবেন এবং তদুপরি রেভিনিউ বোর্ডের তত্ত্বাবধায়কতা থাকিবে।

কর্ত্তব্যসমূহের ভাবের কথা।

৮ ধারা। প্রথম প্রকরণ।—যে সকল জমিদারের, অনধীন তালুকদারের কিম্বা অন্যান্য প্রকৃত ভূম্যধিকারীর সঙ্গে স্বতঃ বা পক্ষতঃ এক বন্দোবস্ত করা হইয়া থাকে বা হইতে পারিবে, তাহাদিগের ভূমিসম্পত্তির উপর ধার্য্য নির্দ্ধারিত রাজস্ব আদায় উশুল করা।

দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে সকল মহাল ইজারাবিলি করা হইয়াছে, সেই সকল মহালের ইজারদারগণ হইতে তদঙ্গীকৃত প্রকৃত রাজস্ব আদায় করা।

তৃতীয় প্রকরণ।—খাসভুক্ত মহালসমূহ হইতে খাজানা ও রাজস্ব আদায় করা।

চতুর্থ প্রকরণ।—খাসভুক্ত কিম্বা ইজারা প্রদত্ত মহাল সমূহের ভবিষ্য বন্দোবস্তের নিমিত্ত যে বিধান থাকে ও যে উপদেশ তাঁহারা প্রাপ্ত হন, তদনুসারে সেই বন্দোবস্ত করা।

পঞ্চম প্রকরণ।—যে কোন বর্ণনা বিশিষ্ট হউক, অবৈধ বা অপ্রসিদ্ধ ভূমিস্বত্ব অনুসারে যে সকল ভূমি রাজস্ব প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সকল ভূমি হইতে গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্যাংশ আদায় করা।

ষষ্ঠ প্রকরণ।—সরকারী রাজস্বভুক্ত পেন্সন ও বৃত্তিসমূহ তথা সাএরি উঠাইয়া দেওয়া নিবন্ধন যে সকল পেন্সন ও ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, তত্তাবতীয় প্রদান করা।

সপ্তম প্রকরণ।—অযোগ্য ভূম্যধিকারিগণ ও তাহাদিগের মহালসংক্রান্ত কোর্ট অব ওয়ার্ডস্

অর্থাৎ অযোগ্য জমিদারগণের আদালতের দ্বারা তাহাদিগকে যে সকল উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে, তদনুসারে কার্য্য সম্পন্ন করা।

অষ্টম প্রকরণ।—গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ী যে ভূমিসম্পত্তি দুই বা ততোধিক মহালে পৃথক্ পৃথক্ বিভাগ করিবার হুকুম হইয়া থাকিবে, তাহার বিভাগ অর্থাৎ বাটওয়ারা বিষয়ে তত্ত্বাবধান করা।

নবম প্রকরণ।—রাজস্বের বাকী পরিশোধার্থ সরকারী নীলামে যে সকল ভূমি নীলাম করিবার হুকুম হয়, সেগুলির উপর ধার্য্য সরকারী রাজস্ব বণ্টন করা।

দশম প্রকরণ।—মাদক আবক এবং মাদক গাছড়া বা দ্রব্যের উপর ধার্য্য ট্যাক্স আদায় করা।

একাদশ ও দ্বাদশ প্রকরণ।—(১৮৭৪ সালের ১৬ আইনদ্বারা রহিত হইয়াছে)।

ত্রয়োদশ প্রকরণ।—যে সকল বিধি তাহাদিগকে বলা হইয়াছে বা বলা হইবে, তদনুসারে পূর্ব্বোক্ত তথা অপর অপর কর্ত্তব্য প্রতিপালন করা।

চতুর্দ্দশ প্রকরণ।—যে বার্ষিক, মাসিক বা অন্য হিসাব বোর্ডের কিম্বা ঐরূপ হিসাব চাহিতে ক্ষমতাপন্ন বোর্ডের অধীন কোন কর্ম্মচারীর আদেশে তাহাদের পাঠাইতে হয় বা হইতে পারিবে, সেই প্রকার হিসাব প্রেরণ করা।

পঞ্চদশ প্রকরণ।—যে সকল বিশেষ হুকুম রেভিনিউ বোর্ডদ্বারা বা ঐরূপ হুকুম বাহির করিতে ক্ষমতাপন্ন রাজকীয় কর্ম্মচারীদ্বারা বাহির হইয়াছে বা বাহির হইতে পারিবে, সেই সকল বিশেষ হুকুম মতে কার্য্য করা।

এদেশীয় কর্ম্মচারিগণ কালেক্টরের আজ্ঞা মানিয়া চলিবার কথা।

৯ ধারা। কালেক্টরের অধীনস্থ যত এদেশীয় কর্ম্মচারী থাকে, তাহারা সকলে তাহার কৃত বা ভবিষ্য আজ্ঞা মানিয়া চলিবে।

• কালেক্টরের অনুমোদন বা তাঁহার নিকট ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইয়া ক্ষমতা সংক্রান্ত কোন কর্ম্ম এদেশীয় কর্ম্মচারীরা করিবেন না, যদি করেন, তবে হয় ছয় মাসের বেতনের অনধিক তাহাদের অর্থদণ্ড হইবেক, নয় কালেক্টর, রেভিনিউ বোর্ড অথবা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেল কর্ত্তৃক তাহার পদচ্যুতি হইবে, নতুবা সেই অপ্রাপ্ত ক্ষমতানুসারে কৃত কার্য্য দ্বারা যে কোন ব্যক্তি আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত জ্ঞান করিবে, সেই ব্যক্তি তাহাদিগের বিরুদ্ধে খেসারতের নিমিত্ত বিচারালয়ে নালিশ করিতে পারিবে।

কালেক্টরদিগের স্বয়াও চাকরকে সরকারী কার্য্যে না লাগাইবার কথা।

১০ ধারা। প্রত্যক্ষরূপে হউক বা প্রকারান্তরে হউক, আপনাদের কোন সরকারী কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে বেনিয়া বা অন্য জাতীয় কোন স্বয়াও চাকরকে নিযুক্ত করিতে কালেক্টরদিগের প্রতি নিষেধ আছে, কেন না, এই আদেশ আছে যে, তাহাদিগের উপর যে ভার ন্যস্ত আছে, তৎসংক্রান্ত সকল বিষয়ে তাহারা গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেণ্ট অর্থাৎ স্বপক্ষীয় লোক স্বরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, যে যে স্থলে ও যে প্রকারে [illegible] স্বপক্ষীয়তা অর্থাৎ এজেন্সিতে

RIAL ARY

খাটাইতে তাঁহারা ক্ষমতাপন্ন আছেন, সেই সকল স্থলে ও সেই প্রকারে মধ্যে মধ্যে আপনাদিগের আসিষ্টাণ্টগণকে বা তাহাদিগের অধীন সরকারী কর্ম্মচারিগণকে নিযুক্ত করিতে তাঁহারা যে পারিবেন না, এমত কোন কথা ঐ নিষেধে দেখা যায় না।

দেশীয় কোষাধ্যক্ষ অর্থাৎ খাজাঞ্চিদিগকে নিযুক্ত বা পদচ্যুত করণের কথা।

১১ ধারা। প্রত্যেক জিলাতে কালেক্টর, খাজাঞ্চি অর্থাৎ দেশীয় তহবীলদারকে মনোনীত করিয়া তাহার উপর যে ভার ন্যস্ত করা যাইবে, সেই ভার সংক্রান্ত কার্য্য ধর্ম্মতোভাবে নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত, এবং যে সরকারী টাকার ভার তাহাকে দেওয়া যাইবে, সেই টাকাতে অকারণে কমতি ঘটিলে তাহা পূরণ করিয়া দিবার নিমিত্ত তাহার নিকট হইতে উৎকৃষ্ট ও যথেষ্ট জামিন লইতে পারিবেন।

কালেক্টর যে ব্যক্তিকে খাজাঞ্চির পদে নিযুক্ত করিবেন তাহার নাম, এবং তাহার জামীনের নাম ও তৎসঙ্গে শেষোক্ত ব্যক্তি যে জামিনীপত্র লিখিয়া দিল, সেই জামিনীপত্রের নকল রেভিনিউ বোর্ডে পাঠাইয়া দিবেন, কিন্তু যদবধি রেভিনিউ বোর্ড তাহার ও তাহার জামীনের বিষয়ে আপনাদের অনুমোদন হওয়া প্রকাশ না করিবেন, ততকাল পর্য্যন্ত ঐরূপ মনোনীত করা ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইল, বিবেচনা করা যাইবে না।

অসদাচরণ বা অপর যথেষ্ট হেতু রেভিনিউ বোর্ডের হৃৎপ্রত্যয় হয়, এই ভাবে প্রমাণিত না হইলে অপর কোন সামান্য দোষে ঐ রূপে নিযুক্ত করা খাজাঞ্চিকে পদচ্যুত করা যাইবে না। এবং তাহার ও কালেক্টরের হাতে যে সরকারী টাকা ন্যস্ত করা হইয়াছে, তাহারা একা একা অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যভাবে তদুভয়ে দায়ী আছেন, অবধারণ করিতে হইবে।

১২ ধারা। ১৮৫৪ সালের ২৫ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে।

দেশীয় কর্ম্মচারিগণকে নিযুক্ত ও পদচ্যুত করণের কথা।

১৩ ধারা। (খাজাঞ্চি ও মহাফেজ ভিন্ন কালেক্টরীর দপ্তরের অন্যান্য দেশীয় সরকারী আমলাকে নিযুক্ত ও পদচ্যুত করণের ক্ষমতা কালেক্টরগণে বর্ত্তিয়াছে)। *

কিন্তু কালেক্টরগণ যত নিয়োগ বিয়োগের অর্থাৎ বাহাল বরতরফের রীতিমত সমাচার রেভিনিউ বোর্ডে পাঠাইয়া দিবেন এবং আপনাদের আফিস সংক্রান্ত কোন কার্য্যে, ঐরূপ সরকারী ও রেজিষ্টরী করা কর্ম্মচারী ভিন্ন আর কাহাকে নিযুক্ত করিবেন না এবং কোন প্রকার ছলে বা ওজরে আপনাদিগের দ্বারাও কোন কার্য্যের ভার সরকারী কর্ম্মচারীর উপর দিবেন না।

কালেক্টর না থাকিলে জ্যেষ্ঠসহকারী সেই অনুপস্থিতিকালে তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার কার্য্য চালাইবার কথা।

১৪ ধারা। কালেক্টর মৃত্যুপ্রাপ্ত বা পদচ্যুত হইলে কিম্বা আড্ডায় না থাকিলে সেই স্থানে যে-জ্যেষ্ঠসহকারী থাকেন সেই কালেক্টরের অনুপস্থিতি কালে তাহার কর্ত্তব্য নিজে চালাইবেন। এমতে কালেক্টরীর সকল সরকারী আমলা তাঁহার হুকুম মান্য করিয়া চলিবেন।

* এই অংশ ১৮৭৪ সালের ৫ আইনের ৩ ধারাতে রহিত হইয়াছে।

কালেক্টরগণ ও তাঁহাদিগের অধীন কর্ম্মচারিগণের পক্ষে আপনাদের পদ সংক্রান্ত নহে, এমত ভাবে রাজস্বে তাহাদের সংস্রব রাখিতে নিষেধের কথা।

১৫ ধারা। কোন কালেক্টর, কালেক্টরের আসিষ্টাণ্ট (সহকারী, কালেক্টরের ও কোন সহকারী নিযুক্ত করা দেশীয় আমলা, প্রত্যক্ষভাবে হউক বা প্রকারান্তরে হউক, কোন ইজারা রাখিবেন না কিম্বা আপনাদের স্বরাও হিসাবে ইজারদার বা জামিন হইয়া বা অন্য প্রকারে সেই জিলাস্থিত ভূমির রাজস্ব আদানে কি প্রদানে আপনারা স্বরাও হিসাবে সংস্রবী হইবেন না, এবং দেশীয় আমলারা ও কালেক্টরগণের ও তাহাদের আসিষ্টাণ্টগণের স্বরাও চাকর ও অধীন জনগণ কালেক্টর যে ভূমি সরকারী নিলামে বিক্রয় করেন, তাহা প্রত্যক্ষভাবে বা প্রকারান্তরে খরিদ করিতে পারিবেন না, এমত নিষেধ আছে, খরিদ করিলে যদি মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীলশ্রীযুত গবর্ণর জেনেরলের হৃদপ্রত্যয়ে ঐরূপ খরিদ হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে সেই সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টে জমা হইবে।

খোস কোবালায় বিক্রীত হইলে ভূমি কালেক্টরের আমলাগণ দ্বারা প্রকৃতপ্রস্তাবে খরিদকরণ ইত্যাদির কথা।

১৬ ধারা। নিজ জিলাস্থিত ভূমি খোস কোবালায় বিক্রীত হইলে, তাহার মালিকী স্বত্ব খরিদ করিতে কালেক্টরীর কোন আমলা কিম্বা কালেক্টরের বা তাঁহার আসিষ্টাণ্টের কোন স্বরাও চাকরের পক্ষে যে কোন নিষেধ আছে, পূর্ব্বোক্ত ধারার বিধিগুলির এমত অর্থ থাকা বিবেচনা করা যাইবে না।

১৭ ধারা। (১৮৬৮ সালের ৮ আইনের দ্বারা রহিত হইল)।

কালেক্টরগণের ও তাঁহার আসিষ্টাণ্টগণের পক্ষে কোন ব্যবসায় করা নিষেধ থাকিবার কথা।

১৮ ধারা। কোন কালেক্টর বা তাঁহার আসিষ্টাণ্ট প্রত্যক্ষভাবে বা প্রকারান্তরে কোন ব্যবসায় চালাইবেন না কিম্বা কোন বাণিজ্য ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিবেন না।

কালেক্টরগণ ও তাঁহার আসিষ্টাণ্টগণ সম্বন্ধীয় এই নিষেধ ইউরোপে টাকা চালান দিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশস্থ ব্রিটনীয় অধিকারের মধ্যে কোন বাণিজ্য দ্রব্য বা মাল প্রত্যক্ষ ভাবে বা প্রকারান্তরে খরিদ করাতেও বিস্তারিত হইবে বলিয়া জানান যাইতেছে।

১৯ ধারা। (১৮৭৩ সালের ১২ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে)।

কালেক্টরগণের কাগজপত্র রাখিবার কথা।

২০ ধারা। কালেক্টরগণ আপন আপন জিলার হিসাব ও কাগজপত্র সমুদয় সাবধান-পূর্ব্বক সম্পূর্ণভাবে ও রীতিমতে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবেন।

২১ ও ২২ ধারা। (১৮৭৪ সালের ১৬ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে)।

২৩ ধারা। (১৮৭১ সালের ২৬ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে)।

কালেক্টরগণ আপনাদিগের জিলার সীমার বাহিরে কোন স্থানে আজ্ঞা না পাইলে ক্ষমতা চালাইবেন না, ইহার কথা।

২৪ ধারা। কালেক্টরগণের পক্ষে অন্য কালেক্টরের জিলার মধ্যে কোন স্থানে কোন ব্যক্তিকে জার দিয়া পাঠাইতে কিম্বা আপন আপন জিলার সীমার বাহিরে কোন স্থানে কোন

ক্ষমতা চালাইতে নিষেধ আছে, কিন্তু যদি তাঁহারা কোন উপযুক্ত ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন হাকিমের নিকট সেই রূপ কার্য্য করিতে বিশেষ ক্ষমতা পাইয়া থাকেন, তবে ঐ নিষেধ খাটিবে না।

দাখিলা সম্বন্ধীয় নিয়মের কথা।

২৫ ধারা। আপনাদিগের ধনাগারে যে যে রাজস্ব প্রদত্ত হইয়া থাকে, তত্তাবতীয়ের নিমিত্ত কালেক্টরের মাসিক দাখিলা দিবেন, এই সকল দাখিলাতে যে তারিখে বা যে যে তারিখে ঐ ঐ টাকা পাওয়া গেল, সেই তারিখ বা সেই সেই তারিখ বিস্তারিত লেখা থাকিবেক।

দেশীয় কাগজপত্রের মহাফেজগণ রীতিমত নম্বর দিয়া সেই সকল দাখিলার এক রেজিষ্টরী রাখিবেন।

ঐ সকল দাখিলা রেজিষ্টরী করিবার পরে যে তারিখে সেই দাখিলাগুলি রেজিষ্টরি করা যায়, তত্তাবতীয়ের উপরে তাঁহারা আপনাদিগের নাম দস্তখত করিবেন।

এই রেজেষ্টরীর একখানি নকল রেভিনিউ বোর্ডে মাসে মাসে কিম্বা যতবার বোর্ড তলব করিবেন, ততবার পাঠাইতে হইবে।

তহশীলদার, সাজওয়ালগণ অথবা যে দেশীয় কর্ম্মচারিগণের উপর সরকারী রাজস্ব একাএক আদায় করণের ভার দেওয়া যায়, তাহাদিগের দ্বারা দাখিলা গুলির তদ্রূপ এক রেজিষ্টরী রক্ষিত হইবেক এবং তাহার এক এক খানি নকল কালেক্টরকে মাসে মাসে অথবা যতবার তিনি তলব করিবেন, ততবার প্রেরণ করিতে হইবে।

বেতনাদির রসিদের রেজিষ্টরীর কথা।

২৬ ধারা। যে কোন প্রকার বেতন, পেন্সন কিম্বা বৃত্তি কালেক্টরগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকিবে, তত্তাবতীয়ের নিমিত্ত মাসিক বা অন্য প্রকার রসিদগুলি আপন আপন জেলার মহাফেজখানায় আমানত করিতে হইবে এবং দেশীয় কাগজপত্রের মহাফেজগণ সে তাবতীয়ের এক রেজিষ্টরী তৈয়ারি করিয়া রাখিবেন।

২৭ ধারা। (১৮৭৪ সালের ১৬ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে)।

২৮, ২৯ ধারা। (১৮২২ সালের ৩ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে)।

৩০, ৩১, ৩২ ধারা। (১৮৭৪ সালের ১৬ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে)।

যে যে স্থলে সেই বোর্ড এদেশীয় লোকদিগকে নিজে হাজির হইবার আদেশ দিতে পারিবেন, তাহার কথা।

৩৩ ধারা। রেভিনিউ বোর্ডের বিবেচনায় হাজির হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইলেই কোন ভূম্যধিকারীকে, ভূমির ইজারদারকে, কিম্বা কোন অধীন তালুকদারকে, দর-ইজারদারকে কিম্বা রায়তকে অথবা যে কোন কর্ম্মচারী কোন বন্দোবস্ত মীমাংসা করিবার নিমিত্ত, কি হিসাব পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত অথবা আপনাদিগের প্রভুতার অধীন কোন বিরোধ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত কোন কালেক্টরের তাঁবে নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাকে হাজির হইতে বলিবার ক্ষমতা রেভিনিউ বোর্ডের আছে।

ঐ সকল স্থানে সেই বোর্ড কালেক্টরের প্রতি এই আদেশ দিবেন যে, কালেক্টর নিজে রাজকীয় মোহর ও দস্তখৎ করিয়া ঐরূপ ব্যক্তির উপর যে এক নোটিস জারি করিবেন,

তন্মধ্যে যে কার্য্য বা হিসাবের নিমিত্ত তাহার হাজির হওয়া আবশ্যক বিচারিত হইল, তাহার বিবরণ লিখিয়া এই আদেশ লিখিবেন। যথা—যে মিয়াদ তাহারা অর্থাৎ বোর্ড সীমা করিয়া দিবেন, সেই মিয়াদ মধ্যে সে ব্যক্তি সেই বোর্ডের সমক্ষে আসিয়া হাজির হয়, হাজির না হইলে যতকাল সে ব্যক্তি হাজির না হইবে কিম্বা হাজির না হইবার সন্তোষজনক কারণ না দেখাইবে, ততকাল পর্য্যন্ত সেই বোর্ডের বিহিত বিবেচনামতে নিত্য নিত্য জরিমানার অধীন তাহাকে হইতে হইবে।

এরূপ সকল ব্যক্তি মিয়াদ মধ্যে হাজির হইতে অমনোযোগ করিলে, মোকদ্দমার হাল ও গরহাজির পক্ষের অবস্থা ও সম্ভ্রম বিবেচনায় যে পরিমাণে উপযুক্ত বোধ হইবে সেই পরিমাণে বোর্ড ঐ সকল ব্যক্তির অর্থদণ্ড করিতে পারিবেন এবং কালেক্টর রাজস্ব বাকী আদায়ের নিমিত্ত উপদিষ্ট উপায়ে সেই জরিমানা আদায় করিবেন।

কিন্তু যে যে স্থলে উকিলের দ্বারা কর্ম্ম চালান যাইতে পারে, সেই সেই স্থলে নিজের হাজির হইবার আদেশ দিতে রেভিনিউ বোর্ডের পক্ষে নিষেধ আছে।

৩৪ ও ৩৫ ধারা। (১৮২২ সালের ৩ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে)

খাসভুক্ত ভূমির বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় বোর্ডের ক্ষমতার কথা।

৩৬। ধারা। প্রচলিত আইন ও যে সকল বিশেষ উপদেশ মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারল দ্বারা উপদিষ্ট হইবে, সেই সকল বিশেষ উপদেশানুসারে খাসভুক্ত ভূমির বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত আপনাদের অধীন কর্ম্মচারিগণকে রেভিনিউ বোর্ড আজ্ঞা করিতে ক্ষমতা-বিশিষ্ট আছেন।

রাজস্ব দিবার নিমিত্ত জামিনের কথা।

৩৭ ধারা। যে যে স্থলে জমিদারগণ, অনধীন তালুকদারগণ কিম্বা অন্যান্য প্রকৃত ভূম্যধিকারীর সঙ্গে স্বতঃ বা পক্ষতঃ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, সেই সেই স্থলে তাহাদিগের ভূমি রাজস্ব দিবার নিমিত্ত যথেষ্ট জামিনরূপে গণ্য করা যাইবে।

কিন্তু যে স্থলে ভূমিগুলি ইজারা বিলি করা যায়, সে স্থলে এক মালজামিন অর্থাৎ রাজস্ব সকালে পরিশোধের নিমিত্ত জামিন প্রতিনিয়ত তলব করা যাইবে।

ক্ষমা করিবার কথা।

৩৮ ধারা। পূর্ব্ববর্ত্তী সনের বন্দোবস্ত মতে কিছুমাত্র কিম্বা কোন প্রকার ক্ষমা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারলের অনুমোদন না পাইয়া রেভিনিউ বোর্ড দিতে পারিবেন না।

বন্দোবস্ত সমুচয় কালেক্টরগণের করিবার কথা।

৩৯ ধারা। যে সকল ভূমি খাস হইয়া থাকে বা হইতে পারে, সেই সকল ভূমির বন্দোবস্ত প্রচলিত আইন ও রেভিনিউ বোর্ডের উপদেশ অনুসারে কালেক্টরগণ করিতে সক্ষম আছেন, এটী সাধারণ মূল নিয়ম স্বরূপে প্রতিপালন করিতে হইবে।

কিন্তু যদি সেই বোর্ড আপনাদিগের কোন এক মেম্বরকে কিম্বা অপর কোন ব্যক্তিকে ঐরূপ সকল ভূমির বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত বিশেষরূপে ভারার্পণ করা আবশ্যক বিবেচনা করেন,

তাহা হইলে তাঁহারা কেন তদ্বিষয়ে অনুরোধ করিতেছেন, তাহার হেতুবাদ সহিতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারলের নিকট সেই প্রস্তাব জানাইবেন।

বন্দোবস্ত সমাপন হইলে কার্য্যবিধির কথা।

৪০ ধারা। প্রচলিত আইনানুসারে কোন ইজারদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত সমাপন হইলে রেভিনিউ বোর্ড সেই কার্য্য অনুমোদনের নিমিত্ত মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারলের নিকটে প্রার্থনা না করিয়াই সেই ভূম্যধিকারী বা ইজারদারের নামে এক সামান্য বন্দোবস্তী পরওয়ানা বাহির করিতে পারিবেন।

রাজস্ব আদায়ের কথা।

৪১ ধারা। রাজস্ব আদায়ের ভার কলেক্টরের উপর আছে, কিন্তু রেভিনিউ বোর্ড দেখিবেন যে, নিরূপিত কিস্তিতে কিস্তিতে সেই রাজস্ব আদায় হইতেছে কিম্বা আদায় করিতে বিলম্ব ঘটিলে কি কম রাজস্ব আদায় করা হইলে তাহার নিমিত্ত কালেক্টর তদ্বিষয়ে গাঢ় ও সন্তোষজনক হেতুবাদ লিখিয়া দেন।

(যদ্রূপ ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনে উপদিষ্ট হইয়াছে, ভূম্যধিকারী ও ইজারদারগণের উপর জেল করিয়া আদায় করিবার ক্ষমতাও কালেক্টরগণের প্রতি অর্পিত আছে) *

কিছুকালের নিমিত্ত স্থগিত রাখিবার কথা।

৪২ ধারা। যখন যখন বোর্ডের দৃষ্টিতে নিতান্ত আবশ্যক বোধ হইবে যখন তখন মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারলের নিকট কেন স্থগিত রাখা হইল তাহার হেতুবাদ সহিত অবিলম্বে স্থগিত রাখা টাকার রিপোর্ট দিয়া রাজস্বের তলব কিছুকালের নিমিত্ত স্থগিত রাখার অনুমতি করিতে সেই বোর্ড ক্ষমতাবিশিষ্ট হন। কিন্তু চলিত সনের অতিরিক্তে তাঁহারা সেইরূপ স্থগিত রাখার অনুমতি করিতে পারিবেন না।

বাকী রাজস্ব ক্ষমা দিবার কথা।

৪৩ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারলের বিশেষ অনুমতি না পাইয়া রাজস্ব বাকী দেওয়া ক্ষমা করিবার অনুমতি দেওয়া যাইবে না।

৪৪ ধারা। (১৮৭১ সালের ২৬ আইন দ্বারা রহিত করা হইয়াছে)।

হিসাব ইত্যাদি যোগাইবার বিষয়ে বোর্ডের কর্ত্তব্যের কথা।

৪৫ ধারা। যদ্রূপ এক্ষণে যোগাইবার আদেশ আছে বা হইতে পারে, তদ্রূপ বার্ষিক, মাসিক বা অন্য প্রকার হিসাব মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারলের নিকট রেভিনিউ বোর্ডের যোগাইতে হইবে।

সেই প্রকারে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারলের নিকট হইতে যে বিশেষ হুকুম তাঁহারা পাইয়াছেন বা পাইতে পারিবেন, তৎসমস্ত তাঁহারা পালন করিবেন।

* এই অংশ ১৮৭৪ সালের ১৬ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে।

১৭৯৩ সালের ২ আইনের কেবলমাত্র "১ ধারা" মোক্তারী পরীক্ষার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "অধিকন্ত ন দোষায়" ভাবিয়া আমরা সমুদায় ধারাগুলি সন্নিবিষ্ট করিলাম। পরীক্ষার নিমিত্ত ১ম ধারা পড়িলেই হইবে।

দশসালা বন্দোবস্ত বিষয়ক

১৭৯৩ সালের ৮ আইন।

ইংরাজী ১৭৯৩ সালের মে তারিখে অনুমোদিত।

সুবে বাঙ্গালা, সুবে বেহার ও সুবে উড়িষ্যার জমিদারগণের, অনধীন তালুকদারগণের এবং অন্যান্য প্রকৃত ভূম্যধিকারীর ভূমির দেয় সরকারী রাজস্বসম্বন্ধীয় দশসালা বন্দোবস্তের যে নিয়মগুলি ক্রমান্বয়ে ১৭৮৯ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৭৮৯ সালের ২৫শে নবেম্বর এবং ১৭৯০ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী ও পরের অন্যান্য তারিখে অনুমোদিত হইয়াছে, প্রকারান্তর পরিবর্ত্তন ও সংশোধন সমেত তৎসমুদয় পুনর্ব্বার বিধানে পরিণত করিবার নিমিত্ত এই আইন। (১)

১, ২ ও ৩ ধারা। (১৮৭৪ সালের ১৬ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে)।

কাহার সহিত বন্দোবস্ত সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহার কথা।

৪ ধারা। জমিদার, তালুকদার কিম্বা চৌধুরি উপাধিবিশিষ্ট হউক, যে কোন প্রকারের ভূমির প্রকৃত মালিকানের সঙ্গে ইতঃপর ব্যক্ত কয়েক সঙ্কীর্ণতা ও বর্জ্জন অনুসারে বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৫ হইতে ১২ ধারা। (১৮৭৪ সালের ১৬ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে।)

যে তালুকদারগণকে পৃথক করিয়া দিবার আজ্ঞা হইয়াছে,
তাঁহাদের দ্বারা রাজস্ব প্রদানের কথা।

১৩ ধারা। যে তালুকদারগণকে পৃথক করিবার আজ্ঞা হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগের প্রতি, যদ্রূপ ইতিপূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে, তদ্রূপে এক্ষণে জমিদারগণের বা মহালের অন্যান্য প্রকৃত মালিকের মারফতে ধার্য্য রাজস্ব দিবার নিমিত্ত অনুমতি করা যাইবে না।

পৃথককৃত তালুকদারগণ কোথায় রাজস্ব দিবে, তাহার কথা।

১৪ ধারা। যে সকল তালুকদার যে সকল জমিদার বা ভূম্যধিকারী মারফতে এ কাল

(১) ১৮৭৪ সালের ১৫ আইনক্রমে তফসীলের লিখিত কয়েক অঞ্চল ছাড়িয়া নিম্ন প্রদেশ অর্থাৎ বাঙ্গালার সর্ব্ব স্থানে খাটিবে, জানান হইল। বিশেষ বিবরণের নিমিত্ত ১৭৯৩ সালের ১ আইনের প্রথম পৃষ্ঠার টীকা দেখ।

পর্য্যন্ত রাজস্ব আদায় দিয়া আসিয়াছিল, তাহাদিগের হইতে ঐ সকল তালুকদারকে ৫ ও ৯ ধারার (১) লিখিত বিধিক্রমে পৃথক করা হইয়াছে, তাহারা ভবিষ্যতে আপনাদের দেয় রাজস্ব একাএক কালেক্টরিতে দাখিল করিবেন। কেবল যে কএক জেলার তালুকের সংখ্যা বিবেচনায় বা অপর কোন কারণে এইরূপ কার্য্য করিতে গেলে বহুল অসুবিধা উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে, কেবল সেই সকল জেলায় মাত্র তত্রত্য তালুকদারের রাজস্ব আদায় করিবার নিমিত্ত তহসিলদার বা দেশীয় পাঠওয়ারী নিযুক্ত করা যাইবে।

তহসিলদারগণের কথা।

১৫ ধারা। যে সকল জমিদার বা ভূম্যধিকারীর জমিদারী বা মহাল হইতে তালুকগুলি পৃথক করিয়া দেওয়া হইবে সেই সকল জমিদার বা ভূম্যধিকারী এরূপ পৃথককৃত তালুক হইতে রাজস্ব গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তহসিলদার স্বরূপে নিযুক্ত হইবে না কিন্তু প্রত্যেক স্থলে অপর

---

(১) ৫ ও ৯ ধারা নীচে দেওয়া যাইতেছে যথা।—

৫ ধারা।—(প্রথম প্রকরণ) এই এই তালুকদারকে তালুকের প্রকৃত ভূম্যধিকারী বলিয়া পরিগণিত করা যাইবে যথা।—

দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে সকল তালুকদার, হয় খোস কোবালায়, নয় সরকারী নীলামে আপনাদিগের ভূমি খরিদ করিয়াছেন, অথবা জমিদার বা অপর প্রকৃত ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে সেই সকল ভূমি প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগের তালুকের উপর ধার্য্য রাজস্ব এক্ষণে দিতেছে, কিন্তু গবর্ণমেন্টের প্রসিদ্ধ প্রাপ্য গণ্ডা দিবার সর্ত্তের অধীন আপনাদিগের মৌরসানের নিকট হইতে তালুক পাইয়াছে, এবং যে সকল তালুকদার জমিদারের নিকট হইতে ঐ সকল ভূমির কোবালা বা দানপত্র পাইয়াছে, অথবা খলসার নিকট হইতে তদুপরি তাহার মালিকী স্বত্ব অর্পণীয় সনন্দ পাইয়াছে।

তৃতীয় প্রকরণ।—যে জমিদার বা অন্য প্রকৃত ভূম্যধিকারীকে অথবা তাহার মৌরসকে আপনাদিগের রাজস্ব এক্ষণে প্রদত্ত হইতেছে, তাহাদিগের জমিদারী উত্তরাধিকার করণের পূর্ব্বে যে সকল তালুকদারের তালুক কৃত হইল।

চতুর্থ প্রকরণ।—যে জমিদার বা অন্য প্রকৃত ভূম্যধিকারীকে কি তাহাদিগের মৌরসকে আপনারা রাজস্ব দিয়া আসিয়াছে, যে তালুকদারের তালুক তাহাদিগের সম্পত্তি কখন হয় নাই।

পঞ্চম প্রকরণ।—পূর্ব্বগত কএক ধারার বর্ণিত ভাবের তালুক খরিদি স্বত্বে, দান স্বত্বে বা উত্তরাধিকার সূত্রে সাবেক মালিকের নিকট পাইয়া যে তালুকদারগণ উত্তরাধিকার করিয়াছে।

৯ ধারা।—যে সকল আয়মাভূমি নির্দ্ধারিত কুইট (স্বল্পমোকররী) রাজস্বদায়ী থাকিয়া মালগুজারি আয়মা নামে বিখ্যাত আছে। সেই সকল ভূমিতেও ৫ ধারার লিখিত তালুক সম্বন্ধীয় বিধিগুলি বিস্তারিত হইয়াছে। এবং সেই ধারার বিধানিত বৈচিত্র অনুসারে যে সকল মালগুজারি আয়মা হউক সকল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী পাইবার পূর্ব্ব হইতে মহম্মদীয় শাসনকর্ত্তৃত্বের সনন্দ দ্বারা ভোগকৃত হইয়া আসিয়াছে কিম্বা যে সকল আয়মা সেই কাল অবধি কিছু সেলামীস্বরূপ লইয়া মহালের মালিকানা প্রদান করিয়াছে, তত্তাবতীয় আয়মা যাহাদিগকে সেই আয়মাদারেরা রাজস্ব দিয়া আসিতেছে, এমত ভূম্যধিকারিগণ হইতে এই ভাবিয়া পৃথক করিতে হইবে যে, তত্তাবতীয় আয়মা তালুকদার আখ্যাত ভূম্যধিকারিগণকে পৃথক করিবার নিমিত্ত বিধি মধ্যে আসিতেছে। কিন্তু যে সকল মালগুজারী আয়মা পতিত ভূমির আবাদ হাসিল করিবার নিমিত্ত প্রকৃত প্রস্তাবে দেওয়া প্রকাশ পাইতেছে, সেই সকল আয়মা যে যে মহালে এক্ষণে সংলগ্ন আছে তাহার সামিল হইয়া এখন চলিবে, যদ্রূপ ৮ ধারার নিয়মমতে জঙ্গল বরি ভূমিগুলি আছে।

কোন কোন সচ্চরিত্র ও সম্ভ্রান্ত লোকের উপর তহসিলদারের কার্য্যের ভার দেওয়া যাইবে এবং গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ের সমুদায় খরচা দিবেন।

১৬। ১৭ ও ১৮ ধারা। (১৮৭৩ সালের ১২ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে)।

ইস্তমেরারদারগণকে পাট্টাই তালুকদারের স্বরূপে গণ্য করিবার কথা।

১৯ ধারা। তদ্রূপ ১৮ ধারার লিখিত মোকররিগণের দখল পাইয়াছে বিবেচনা করা যায়, তদ্রূপে যে ইস্তমেরারগণের প্রকৃত ভূম্যধিকারীগণকে ছাড়িয়া কিম্বা তাহাদিগের সম্মতি না লইয়া আপনাদের ভূমি দখল করে নাই এবং সেই ভূম্যধিকারিগণের নিকট প্রাপ্ত পাট্টা বা ইজারা সূত্রে পাইয়া ভোগদখল করিয়া আসিতেছে, তাহাদিগকে এক প্রকার পাট্টাই তালুকদারগণ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং ইতঃপরে ব্যক্ত প্রকারে তাহাদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিতে হইবেক।

প্রকৃত ভূম্যধিকারিগণের সহিত দশসালা বন্দোবস্ত সমাপন করণ বিষয়ক সাধারণ আজ্ঞার বর্জ্জনস্থল সমূহ অর্থাৎ তদ্বিষয়ক বিশেষ বিধির কথা।

২০ ধারা। ৪ ধারার লিখিত প্রকৃত ভূম্যধিকারিগণের সঙ্গে দশসালা বন্দোবস্তের বিষয়ে যে সাধারণ আজ্ঞা হইয়া গিয়াছে, তাহা হইতে পশ্চাল্লিখিত ব্যক্তিগণকে বর্জ্জন করা যায় যথা— যে সকল স্ত্রীলোককে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল আপনাদের মহাল সরবরাহ করিবার উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, সেই সকল স্ত্রীলোক ছাড়া অপর স্ত্রীলোক—নাবালক—জড়—ক্ষিপ্ত—অথবা যে কোন প্রকার স্বাভাবিক দোষ বা রোগ প্রযুক্ত যে ব্যক্তি আপনার ভূমি সম্পত্তি সরবরাহ করিতে অক্ষম হইয়াছে। কিন্তু এই সকল প্রকারের ব্যক্তি সম্বন্ধে এই বিধি হয় যে যদি ইহারা কোন জমিদারিতে, অনধীনা তালুকে বা অন্য প্রকৃত ভূমিসম্পত্তিতে অন্য প্রকারের লোকের সঙ্গে সরিক থাকিয়া ভোগ করিতেছিল দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাদিগের সেই সকল সরিকের সঙ্গে স্বয়ং তাহাদিগকে অথবা তাহাদিগের অভিভাবকগণকে তাহাদিগের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে চুক্ত করিতে অথবা ইতঃপর ব্যক্ত কট নিয়মানুসারে এক সাধারণ সরবরাহকার মনোনীত করিতে দেওয়া যাইবে।

অযোগ্য মালিকানের ভূমি সরবরাহের কথা।

২১ ধারা। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অযোগ্য মালিকানের ভূমি সকল সেই মালিকানের লাভার্থে সেই সকল ব্যক্তি দ্বারা সরবরাহ করান যাইবে, যাহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করিয়া সেই ভার দিবেন।

যে ভূম্যধিকারী গবর্ণমেণ্টের নিকটে রাজস্ব বাকী পাড়িয়াছে, ও সেই বাকী দিতে অসমর্থ হইতেছে, তাহার সম্বন্ধে বর্জ্জনের কথা।

২২ ধারা। যে সকল ভূম্যধিকারী গবর্ণমেণ্টের নিকট রাজস্ব বাকী পাড়িয়াছে, আপনাদের ঐ বাকী দিতে অক্ষম হইতেছে, তাহাদিগের সম্বন্ধে অতিরিক্ত অর্থাৎ দোসরা বিশেষবিধি করা হইয়াছে। এই সকল স্থলে সেই বাকীদার ভূম্যধিকারীদিগের সহিত কোন বন্দোবস্ত সমাধা করা যাইবে না, কিন্তু তাহাদিগের মহাল কাড়িয়া লইয়া যদ্রূপ কালেক্টর উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তিন বৎসরের নিমিত্ত হয় ইজারা দেওয়া যাইবে, নয় খাসে ভোগ দখল করা যাইবে।

২৩ হইতে ২৫ ধারা। (১৮০৫ সালের ১৭ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে)।

অবিভক্ত মহাল সকলের জমাতে সম্মতির মীমাংসা করণের কথা।

২৬ ধারা। অবিভক্ত মহালগুলির নিমিত্ত প্রস্তাবিত জমাতে সম্মতি দেওয়া বা না দেওয়া বিষয়ে ২৩ ধারার * লিখিত কয়েক সঙ্কীর্ণ আজ্ঞা অনুসারে উপস্থিত মালিকানের অধিকাংশের মীমাংসা ও অবশিষ্ট সরিক ভূম্যধিকারীর প্রতি আবদ্ধকর হইবে, যদি সরিকান তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করে, তবে আপনাদের ভূমির বিভাগ ও তদুপরি ধার্য্য রাজস্বের পারিমাণিক বণ্টন হইতে পারিবে; তাহাতে আপনাদিগের খরচ লাগিবে অর্থাৎ তাহাদিগের নিজ খরচে সেই কার্য্য হইবে।

যে ভূমি নানা মালিকের সাধারণ নামে অথবা অনেকের পরিবর্ত্তে এক জনের নামে থাকে, সেই ভূমির বন্দোবস্তের কথা।

২৭ ধারা। যখন এক খণ্ড ভূমি নানা মালিকের সাধারণ নামে কিম্বা অনেকের মধ্যে এক জনের নামে থাকে, কিন্তু প্রত্যেকেই নিজ নিজ হিস্যা আপনাদের দখলে বা সরবরাহকারিত্বে অথবা তাহার স্বপক্ষীয় এজেণ্টের সরবরাহকারিত্বে রাখে, তখন দখলিকার ব্যক্তির সহিত বন্দোবস্ত করিতে হইবেক এবং তাহার উপর ধার্য্য রাজস্বের নিমিত্ত শুদ্ধ সেই ভূমি একাকী দায়ী হওয়া ধরিতে হইবে।

২৮ ও ২৯ ধারা। (১৮১৬ সালের ১২ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে)।

বিরোধবিশিষ্ট মহালের বন্দোবস্তের কথা।

৩০ ধারা। যে স্থলে ভূমির স্বামিত্ব সম্বন্ধে বিরোধ আছে, সে স্থলে স্পষ্ট এই আদেশের অধীনে দখলিকার মালিকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে হইবে যে, সে ব্যক্তি সেই মহালের উপর নানা দাবির অধীন হইবে অর্থাৎ যে অপর ব্যক্তিকে পরে সেই স্বামিত্ব নিষ্পত্তি দ্বারা প্রদত্ত হইবে, তাহাকে উক্ত মহাল হস্তান্তর হইতে পারিবে।

পূর্ব্বে কোন দাবিদার দখলিকার না থাকিলে তাহার কথা।

৩১ ধারা। যদি এমত স্থল ঘটে, যে স্থলে দাবিদারগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে দখলিকার ছিল না তাহা হইলে জেলার দেওয়ানী আদালতে তাহাদিগের দাবিচয় যতকাল মীমাংসীকৃত না হইবে ততকালের নিমিত্ত তাহাদিগকে এক জন সরবরাহকার নিযুক্ত করিতে

* উল্লিখিত ধারার মর্ম্ম কথা এই যথা।—যে স্থলে একাধিক মালিক এক অবিভক্ত মহাল দখল করিতেছে, এবং তাহাদিগের সকলে ২০ ধারার লিখিত অযোগ্য মালিকান শ্রেণীভুক্ত না হয়, সে স্থলে সাধারণে তাহাদের সকলের সহিত বন্দোবস্ত করিতে হইবেক, এবং আদেশ দেওয়া যাইবে যে, তাহারা এক জনকে সরবরাহকার বা ব্যবহারকর্ত্তাস্বরূপে মনোনীত করিবেন। এ ব্যক্তি আপনার নিয়োগকাল পর্য্যন্ত একাকী তাহাদিগের ভূমি সরবরাহ কার্য্য সমাধা করিবেক। মালিকানের অধিকাংশের মীমাংসা কিম্বা কেহ উপস্থিত না থাকিলে যাহারা উপস্থিত আছে, তাহাদিগের অধিকাংশের মীমাংসা সরবরাহকার মনোনীত করণ বিষয়ে অবশিষ্ট মালিকের বা মালিকানের উপর আবদ্ধকর হইবে এবং যদি সেই মালিকানের মধ্যে মতামত সমান হয় তবে সম্পত্তিতে সেই সকল মালিকানের মধ্যে অধিকতর লাভবিশিষ্ট দেখিয়া তদনুসারে সরবরাহকারকে মনোনীত নির্ণয় করিতে হইবে। যদি লাভও সমান হয়, তবে রেভিনিউ বোর্ড সরবরাহকার নিযুক্ত করিবেন।

দেওয়া হইবে কিন্তু যদি তাহারা এক সবরবাহকার নিযুক্ত করিতে সম্মত না হয়, তবে সেই ভূমি খাসে ভোগ করা যাইবে এবং রাজস্ব পরিশোধের পরে যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হইবে তাহা সেই সম্পত্তির স্বত্বপক্ষে নিষ্পত্তি না হওয়াবধি আমানত থাকিবে।

চৌহদ্দি সম্বন্ধে বিরোধ থাকিলে বন্দোবস্তের কথা।

৩২ ধারা। যে স্থলে ভূমির চৌহদ্দি সম্বন্ধে বিরোধ থাকে, সে স্থলে দেওয়ানী আদালত দ্বারা মীমাংসা হইবার নিমিত্ত সেই সকল বিরোধ রক্ষিত হইবে এবং বিরোধকারী পক্ষগণের মধ্যে যাহার যে ভূমি দখল আছে, সেই সেই ব্যক্তির সহিত ইতিমধ্যে সেই সেই ভূমির বন্দোবস্ত করা যাইবে।

ধার্য্যজমা নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত বিধির কথা।

৩৩ ধারা। তিনটি প্রদেশের ধার্য্যজমা যাহার যে অবস্থা সেই অবস্থানুসারে নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত বিশেষ নিয়ম ৬৮ ধারার সঙ্গে আবদ্ধ করা যায়। সেই সকল নিয়মের অতিরিক্ত নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রণীত হইয়াছে যথা।—

কাজিগণের ও কানুনগুইদিগের বৃত্তিগুলি এবং সরকারী পেন্‌সন, জমার সঙ্গে যোগ করিবার কথা।

৩৪ ধারা। কাজিগণের ও কানুনগুইর যে সকল বৃত্তি এক্ষণ পর্য্যন্ত ভূম্যধিকারিগণ দিয়া আসিয়াছে, তথা যে কোন সরকারী পেন্‌সন এক্ষণ পর্য্যন্ত ভূম্যধিকারিগণের মারফতে দিয়া আসা হইয়াছে সেই সকল বৃত্তি ও পেন্‌সন জমার পরিমাণে যোগ করিতে হইবে এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রত্যেক জিলার কালেক্টর দ্বারা ভবিষ্যতে প্রদত্ত হইবে। এই সকল বৃত্তি ও পেন্‌সন প্রদান করিবার বিষয়ে কালেক্টরগণের উপদেশার্থ মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল ১৭৯১ সালের ১০ জুন তারিখের সেই সকল প্রতিজ্ঞাপত্রের লিখিত কতকগুলি বিধি ও নিষেধ অনুমোদন করিয়াছেন, যাহা তৎপরে ১৭৯৩ সালের ২৪ আইনে সংশোধনান্তে বিধানিত হইয়াছে (১)।

বর্জ্জনবিশিষ্ট সায়েরী ছাড়া ধার্য্য জমা নির্দ্ধারণ করিবার কথা।

৩৫ ধারা। সাধারণ সায়েরী নামে খ্যাত মাসুল, ট্যাক্স ও অন্যান্য বাবে আদায় ছাড়িয়া ও না ধরিয়া ধার্য্য জমা নির্দ্ধারণ করিতে হইবেক। সহর কলিকাতার সীমার মধ্যে গঞ্জ, হাট ও বাজারে যে যে বাবদ আদায় করা যায় তাহা ছাড়িয়া দিতে হইবে, তদ্ভিন্ন মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরলের অনুমোদিত (১৭৯০) ১১ জুনের প্রতিজ্ঞাপত্র দ্বারা গঞ্জ, বাজার ও হাটের মালিকানক যে সকল আদায় বাহাল রাখা হইয়াছে তাহা ছাড়িয়া দিতে হইবে।

লাখেরাজ ভূমিও ছাড়িয়া ধার্য্য জমা নির্দ্ধারণ করিবার কথা।

৩৬ ধারা। বৈধ সনন্দ সহিত কি ব্যতিরেকে লাখেরাজ অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ভূমি ছাড়িয়া এবং না ধরিয়াও ধার্য্য জমা নির্দ্ধারণ করিতে হইবেক।

(১) ১৮৭১ সালের ২৩ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে।

কিন্তু বেহারের মালিকানা ভূমি কিম্বা বাঙ্গালায় ও মেদিনীপুরস্থিত অন্যান্য প্রকারের ভূমিতে বর্জ্জন না খাটিবার কথা।

৩৭ ধারা। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বর্জ্জন স্থলের মধ্যে বেহারের মালিকানা ভূমি, কিম্বা বাঙ্গালা ও মেদিনীপুরস্থ জমিদারগণের, অনধীন তালুকদারগণের কিম্বা অন্যান্য প্রকৃত ভূম্যধিকারীর নানকার, খামার, নিজজোৎ ও অন্যপ্রকার ঘরাও ভূমি যে ধরা যাইবে এমত অভিপ্রেত হয় নাই। এই সকল প্রকারের ভূমি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধি প্রণীত হইতেছে যথা।

বেহার স্থিত মালিকানা ভূমি পুনঃ সংযোজিত করণের কথা।

৩৮ ধারা। যে স্থলে বেহার স্থিত জমিদারগণ বা অন্যান্য প্রকৃত ভূম্যধিকারিগণ কেবল মালিকানা রূপে স্বত্বের দখল করিয়া আপনাদের ভূমির ব্যবহারকর্ত্তৃত্ব ইস্তফা অর্থাৎ পরিত্যাগ করিয়াছে বা তৎসমুদয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, সে স্থলে সেই মালিকানা ভূমি পুনঃ সংযোজিত হইবে, এবং সেই মালিকানা ভূমি সমেত আপনাদিগের মহালের সমুদয়ের নিমিত্ত চুক্তি করিবার জন্য সেই সকল জমিদার বা অপর প্রকৃত ভূম্যধিকারীকে আদেশ দেওয়া যাইবে। যদি মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেলের কিম্বা যখন এদেশের যে প্রধান শাসনকর্ত্তৃত্ব বলবৎ থাকিবে, তখনকার সেই শাসনকর্ত্তৃত্বের কৃত বা অনুমোদিত সনন্দ অনুসারে সেই মালিকানা-রূপে ভূমি ভোগ হইয়া থাকে, এবং সেই মালিকানা ভূমি বেচিয়া বা বন্ধক দিয়া বন্ধকগৃহীতার দখলে দেওয়া হইয়া থাকে, তবে অর্থাৎ এই সকল স্থলে উক্ত ভূমি সকলকে এই নিয়ম হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইবে।

দেশের প্রধান শাসনকর্ত্তৃত্ব মালিকানা ভূমির দরুণ যে সকল সনন্দ অর্পণ করেন নাই বা অনুমোদন করেন নাই, সেই সনন্দগুলি ১৭৮৮ সালের ৮ই আগষ্ট তারিখের অনুমোদিত বিধান দ্বারা অপ্রসিদ্ধ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

কিন্তু যদি কালেক্টরগণের এমত রায় হয় যে, এই সকল হুকুমমতে কার্য্য করিতে গেলে, কোন ব্যক্তির বিশেষ হানি সাধিত হইবে, তাহা হইলে রেভিনিউ বোর্ডে তাহারা সেই বিবরণ রিপোর্ট করিবেন।

বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার ভূম্যধিকারিগণের নানকার, খামার, নিজজোৎ ও অন্যান্য প্রকার ঘরাও ভূমিগুলি মালগুজারি ভূমি সমস্তে সংযোজিত হইবার কথা।

৩৯ ধারা। বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার জমিদারগণ, অনধীন তালুকদারগণ ও অন্যান্য প্রকৃত ভূম্যধিকারী যে যে নানকার, খামার, নিজজোৎ ও অন্য প্রকার ঘরাও ভূমি আপনাদিগের ও পরিবারগণের ভরণ পোষণার্থ নিয়োজন করিয়া ব্যবহার করিত, সেই সকল নানকারাদি ভূমি ও মালগুজারি ভূমিতে সংযোজন করিতে হইবে, এবং নিম্নলিখিত মতান্তর করিয়া তৎসমুদয়ের উপর দশসনি জমা নির্দ্ধারণ করা যাইবে যথা—যে ভূম্যধিকারিগণ আপনাদের ভূমির বন্দোবস্ত করিয়া লইতে অস্বীকার করিবে, তাহাদিগকে যে যে নিয়মে তাহারা এ নাগাএদ সেই সকল ভূমি দখল করিয়া আসিল, সেই সকল নিয়মে পূর্ব্বোক্ত ঘরাও ভূমিগুলির দখল রাখিবার স্বাধীন ক্ষমতা তবেই দেওয়া যাইবে, যদি তাহারা রেভিনিউ বোর্ডের সন্তোষসাধন করিয়া সপ্রমাণ করিতে পারে যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী পাইবার তারিখ ১৭৬৫ সালের

১২ আগষ্ট তারিখের পূর্ব্বাবধি তাহারা ভোগ করিয়া আসিন এবং তাহা যৎযৎকালে তাহা- দিগের জমিদারী বা মহালগুলি খাস করিয়া লওয়া হইল বা ইজারা দেওয়া হইল তত্তৎকালেও সে তাবতীয় দখল করিতে তাহাদিগকে অনুমতি করা হইয়াছে, নতুবা নহে।

ঐরূপ প্রমাণ হইলে এবং আপনাদের ঘরাও ভূমির দখল রাখা না রাখারূপ যে উপরোক্ত স্বাধীনতা তাহাদিগকে দেওয়া যায়, তাহার লাভ ভোগ করিতে গেলে ৪৪ ধারাক্রমে বর্জ্জিত ভূম্যধিকারিগণের নিমিত্ত যে পরিমাণে বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে তাহা হইতে ঐরূপ সকল ভূমির খাটি উৎপন্নের উপযুক্ত বাদ দেওয়া যাইবে।

কোন কোন তালুকেও মালগুজারি ও ঘরাও ভূমি একত্রিভূত করণের কথা।

৪০ ধারা। তালুকদারগণের খাজানা বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে না হউক, কিন্তু যে সরকারী ধার্য্য জমা তাহাদের ভাগ্যে পড়িয়াছে, তাহার পরিমাণের নিমিত্ত তালুকের সমুদায় ভূমিকে দায়ী করিবার নিমিত্তই যে মালগুজারি ও ঘরাও ভূমি সকল যে ভূম্যধিকারিগণের অধীন ছিল সেই সকল ভূমি তাহাদিগের তাঁবে থাকা তালুক একত্র করিয়া দিতে হইবেক।

চাকরাণ ভূমিগুলি মালগুজারি ভূমিতে সংযোজিত করণের কথা।

৪১ ধারা। চাকরাণ ভূমি অর্থাৎ যে সকল ভূমি সরকারী বা ঘরাও চাকরেরা বেতনের পরিবর্ত্তে ভোগ করিয়া থাকে, সেই ভূমি ৩৬ ধারার লিখিত বর্জ্জনের অন্তর্গত বলিয়া অভিপ্রেত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশস্থ এই সমুদায় ভূমি মালগুজারি ভূমিতে সংযোজিত করিতে হইবে এবং অন্যান্য মালগুজারি ভূমির সঙ্গে সমানরূপে যে সরকারী রাজস্ব তদভুক্ত জমিদারী, অনধীন তালুক কিম্বা অপর মহালের উপর ধার্য্য করা হইয়াছে, তজ্জন্য দায়ী থাকিবে জানান যায়।

৪২ ধারা। (১৮৭৪ সালের ১৬ আইনের দ্বারা রহিত হইয়াছে।)

ভূম্যধিকারিগণকে যে জমার প্রস্তাব করা হয়, তাহা তাহারা বন্দোবস্ত করিয়া লইতে অস্বীকার করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৩ ধারা। ভূম্যধিকারীকে যে জমার প্রস্তাব করা হয়, সেই জমার ভূমি বন্দোবস্ত করিয়া লইতে সে ব্যক্তি অস্বীকার করিলে কালেক্টর সেই প্রদত্ত আপত্তিচয় ও তৎসম্বন্ধে আপনার রায় লিখিয়া রেভিনিউ বোর্ডে জানাইবেন।

বোর্ড আপনাদের বিবেচনায় যে অতিরিক্ত তদন্ত করা আবশ্যক হয়, সেই রূপ তদন্ত করিয়া উপযুক্ত কি জমা ধার্য্য করিতে হইবে, তাহা নির্ণয় করিবেন এবং আপত্তিকারী ভূম্যধিকারী আর বিলম্ব না করিয়া ঐরূপ ধার্য্য জমা বন্দোবস্ত করিয়া লইবেন এই আদেশ করা যাইবে। এবং লিখিয়া আপনার অস্বীকার জানাইলে, যদ্রূপ প্রত্যেক স্থলে বোর্ড সুবিধা বোধ করিবেন, হয়, তাহার ভূমিগুলি ইজারা বিলি করা যাইবে, নয় খাসে ভোগ করা যাইবে।

৪৪ হইতে ৪৭ ধারা। (১৮৭৪ সালের ১২ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে)।

৪৮ ধারা। (১৮৭৬ সালের ১৬ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে)।

কোন কোন এস্তমেরারদারের বেশী খাজানার নিমিত্ত দায়ী না থাকিবার কথা।

৪৯ ধারা। ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ১৮ ধারার (১) বর্ণিত প্রকারের যে সকল এস্তমেরারদার অর্থাৎ মোকররিদার ১২ বর্ষাধিক কাল নির্দ্ধারিত জমায় আপনাদের ভূমি ভোগ করিয়া আসিযাছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের অধীন কর্ম্মচারী দ্বারা হউক, অথবা জমিদার কি অপর প্রকৃত ভূম্যধিকারী, নিজের ভূমির বন্দোবস্ত করিয়া লইলে, তাহার দ্বারা হউক বেশী জমা ধার্য্যের নিমিত্ত দায়ী হইবে না।

যে সকল এস্তমেরারদার এত কাল নির্দ্ধারিত জমায় আপনাদের ভূমি ভোগ করে নাই, তাহাদিগের সম্বন্ধে বলা যাইতেছে যে, যদি জমিদার বা অপর প্রকৃত ভূম্যধিকারী দলিল দ্বারা তাহাদিগের খাজানা বৃদ্ধি করিবে না বলিয়া আপনাকে আবদ্ধ করিয়া থাকে, তবে সেই জমিদার কি অপর প্রকৃত ভূম্যধিকারী আপনার লাভের অনুরোধে সেই দলিলের সর্ত্ত ভঙ্গ করিতে পাইবে না, বরং যে খাজানা সে ব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছে, সেই খাজানাতে আপনার দাওয়া অবশ্য আটক রাখিবে।

পূর্ব্বোক্ত বিধির বর্জ্জনের স্থলের কথা।

৫০ ধারা। ৪৯ ধারাতে জমিদার কি অপর ভূম্যধিকারীর উপর শেষে যে নিষেধ আজ্ঞা আরোপিত হইল, তাহাতে সেই জমিদারী খাসে ভোগ করা গেলে, কি ইজারাবিলি হইলে, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীকে, কিংবা ইজারদারকে জেলাপ্রচলিত সাধারণ হার অনুযায়ী ইস্তমেরারদারগণের জমা ধার্য্য করিতে যে নিষেধ করিতেছে, এমত জ্ঞান করা যাইবে না।

তালুকদারগণের নিকট হইতে অবৈধ কর আদায়
নিবারণার্থ বিধি সমূহের কথা।

৫১ ধারা। অধীন তালুকদারগণের নিকট হইতে অবৈধ কর আদায় নিবারণার্থ নিম্নলিখিত কয়েক বিধি উপদিষ্ট হইতেছে, যথা—

প্রথম। কোন জমিদার কিম্বা অপর প্রকৃত ভূম্যধিকারী গবর্ণমেণ্টকে নিজে বেশী জমা দিতে দায়ী থাকিলেও আপনার অধীন তালুকদারগণের নিকট হইতে বেশী কর দাওয়া করিতে

(১) ১৮ ধারা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে যথা—

১৮ ধারা। যে সকল মোকররিদার ভূমি ভোগ করিতেছে, অথচ তাহারা প্রকৃত ভূম্যধিকারী না হয় এবং তাহারা কোম্পানির দেওয়ানী প্রাপ্তির পরে সেই সকল মোকররী সনন্দ পায় কিন্তু সুপ্রীম গবর্ণমেণ্ট তাহা অনুমোদন না করিয়া থাকেন, সেই সকল মোকররিদারকে বে-দখল করিতে হইবে এবং এই আইন অনুসারে প্রকৃত ভূম্যধিকারীর সঙ্গে সেই বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

কিন্তু যে যে স্থলে ঐরূপ সকল মোকররিদার ১২ বর্ষাধিক কাল পর্য্যন্ত আপনাদের মোকররী ভোগ দখল করিয়া আসিয়া থাকে, তাহারা সম্ভ্রান্ত ডাইরেক্টর সভার যেমত ইচ্ছা হয় যাবজ্জীবনকাল যে জমাতে তাহারা সেই ভূমি ভোগ করিতেছে এবং যে জমা প্রকৃত ভূম্যধিকারী এক্ষণে দিতে স্বীকার করিবে, এতদুভয় জমার মধ্যে বিভিন্নতা বাজেয়াপ্ত করা বা উঠাইয়া দেওয়া অনুমোদিত সায়েরির নিট উৎপন্নের সঙ্গে যোগ করিলে যেটি বর্ত্তে তাহাই পাইবে।

পারিবে না। কিন্তু যদি সেই জমিদার বা অপর প্রকৃত ভূম্যধিকারী সেই জেলার বিশেষ প্রথাক্রমে, যে যে সর্ত্তে তালুকদার নিজ তালুক ভোগ করে, সেই সকল সর্ত্ত ক্রমে ঐরূপ বেশী দাওয়া করিতে তাহার সর্ত্ত থাকা, অথবা সেই তালুকদার একবার আপনার জমাতে কমি পাইয়া দাবিকৃত বেশী জমা দিতে আপনাকে যে দায়ী করিয়াছে, এবং সেই সকল ভূমি বেশী কর দিতে যে ইত্যাদি প্রমাণ হয়, তবেই পূর্ব্বোক্ত বিধি খাটিবে না।

দ্বিতীয়। যদি কোন উপলক্ষে এমত প্রমাণিত হয় যে, কোন জমিদার বা অপর প্রকৃত ভূম্যধিকারী তাহার অধীন তালুকদারের নিকট হইতে যত খাজানা পাইতে স্বত্ববান্, তদপেক্ষা অধিক আদায় করিয়াছে, তাহা হইলে আদালতের বিচারে যত টাকা বেশী সে আদায় করিয়া লইল, সকল খরচা সমেত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সেই জমিদার বা অপর প্রকৃত ভূম্যধিকারী তাহার দ্বিগুণ দিবে। (১)

যদ্রূপ উপযুক্ত বিবেচনা হয়, অবশিষ্ট ভূমি বিলি করিতে প্রকৃত ভূম্যধিকারীর ক্ষমতার কথা।

৫২ ধারা। যে কোন প্রকার উপযুক্ত বিবেচনা হয়, উপদিষ্ট নিষেধাজ্ঞা মান্য করিয়া নিজ জমিদারী বা মহালের অবশিষ্ট ভূমি জমিদারের বা অপর প্রকৃত ভূম্যধিকারীর বিলি করিতে হয়, কিন্তু অধীন ইজারদার বা প্রজার সঙ্গে যে কোন বন্দোবস্ত থাকে, তাহাই খাজানার পরিমাণ ও তৎসংক্রান্ত কারবার সম্বন্ধে বিশেষ শাসন গণ্য হইবে। এবং খাজানাদায়ী ব্যক্তিগণের বন্দোবস্তে ব্যক্ত পরিমাণের অতিরিক্তে যে কোন রকমে ভূম্যধিকারী বা অপর ভূম্যধিকারী বেশী টাকা আদায় করিয়া লইলে, সেই বেশী খাজানা বলপূর্ব্বক লওয়া হইল বিবেচনা করা যাইবে, এবং দ্বিগুণ দণ্ড সমেত তাহা ফেরত দিতে হইবে। এই ধারাতে যে যে নিষেধ আজ্ঞা উপবিষ্ট ও নির্দ্দেশিত হইল, তাহা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে, যথা,—

আমলনামা না পাইলে ঐরূপে বিলি করা ভূমির ভার না লইবার কথা।

৫৩ ধারা। যে কোন ব্যক্তি জমিদার অনধীন তালুকদার কিম্বা অপর প্রকৃত ভূম্যধিকারীর সঙ্গে চুক্তি করে, অথবা আদায় ওয়াশীলের সরবরাহ করিতে নিযুক্ত হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তি সেই জমিদারের, অনধীন তালুকদারের বা অপর ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত আমলনামা বা হুকুমনামা না পাইয়া সেই সকল ভূমি কি তাহার খাজানা আদায় করিবার ভার গ্রহণ করিবে না।

আবওয়াব, মাথট ইত্যাদিমোমে কোন বাজে জমা রায়তগণের উপর চাপান নিবারণের উপায়ের কথা।

৫৪ ধারা (২)। আবওয়াব, মাথট বা অন্যান্য বাজে জমা রাইয়তগণের উপর চাপাইলে, সে তাবতীয় অনেক ও অনিশ্চয় বলিয়া হিসাব স্থির করা কঠিন ব্যাপার, এবং তাহাতে রায়ত-

(১) ১৮৬৯ সালের ১০ আইনের ১৫ ধারা দেখ।

(২) জিলা রামগড়ের যে অংশ সুবে বেহারের অন্তর্গত হইতেছে, তাহাতে এই ৫৫ ধারা খাটে না, তদর্থে ১৭৯৪ সালের ৪ আইনের ২ ধারা দেখ।

গণের উপর অত্যাচারের সূত্রপাত হওয়াতে সকল প্রকার ভূম্যধিকারী ও অধীন তালুকদারেরা রাইয়তগণের সঙ্গে এক পরামর্শ করিয়া তত্তাবতীয় পুনঃ পর্য্যালোচনা করতঃ আসলের সঙ্গে সমুদায় একত্রিত করিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে পরিণত করাইবে।

বড় বড় জমিদারী বা মহালে, মালিকানের পক্ষে যে যে পরগণাতে ঐরূপ আবওয়াব প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ জমা অনেকগুলি চাপান আছে, সেই সকল পরগণাতে রায়তগণের খাজানা সরল করিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে অপর সকল স্থানে সেই কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, কিন্তু এই কার্য্য বঙ্গদেশস্থ সকল জেলার ভূমি সম্বন্ধে যেন বাঙ্গালা ১১৯৮ সাল এবং বেহার ও উড়িষ্যাতে ফসলি ও বিলায়তি ১১৯৮ অব্দে সাঙ্গ হয়, কেন না, এই এই কাল পাট্টা ইত্যাদি আদান প্রদানের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে (পরে ব্যক্ত হইবে)।

মালিকানের ও ইজারদারগণের পক্ষে নূতন আবওয়াব বা মাথট রায়তগণের উপর চাপান নিষেধের কথা।

৫৫ ধারা। যে কোন প্রকার ভূম্যধিকারী, অধীন তালুকদার বা জমির ইজারদার কোন রকম ছলক্রমে রায়তগণের উপর কোন নূতন আবওয়াব বা মাথট আরোপ করিতে না।

এরূপ প্রত্যেক আদায়ের স্থলে আরোপিত পরিমাণের তিন গুণ দণ্ড হইবে এবং যদি পরে কোন কালে এমত প্রকাশ পায় যে নূতন আবওয়াব বা মাথট আরোপিত হইয়াছে, তাহা হইলে সেইরূপ আবওয়াব আরোপকারী ব্যক্তি আরোপের সমুদায় সময়ের নিমিত্ত এইরূপ দণ্ডের নিমিত্ত দায়ী হইবে।

৫৬ ও ৫৭ ধারা। (১৮৭৬ সালের ১২ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে)।

৫৮ ধারা। (১৮১২ সালের ৫ আইনের ৩ ধারা দ্বারা রহিত হইয়াছে)।

৫৯ ও ৬০ ধারা। (১৮৭৬ সালের ১২ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে)।

৬১ ধারা। (১৮৭৪ সালের ১৬ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে)।

পাটওয়ারি সম্বন্ধে নিয়মাবলির কথা।

৬২ ধারা। প্রথম প্রকরণ।—যে সকল ভূম্যধিকারীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে বা করা যাইতে পারিবে, তাহাদিগের সকল মহাল হইতে দেয় বার্ষিক রাজস্ব চিরকালের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হওয়া জানান হইবার এবং গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী বা অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক হউক, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের আধিপত্যের কৃত হউক, সেই নির্দ্ধারিত রাজস্বের অতিরিক্ত সকল দাওয়ার বিরুদ্ধে সেই সকল ভূম্যধিকারীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ক্ষমতাবিশিষ্ট করিয়া বিচারালয় স্থাপিত হইবার যখন যে সকল হেতুতে মহালের জমা কমি বেশীর অধীন থাকিবার কালে সেই সকল মহালের মালিকান ইতিপূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে বাদ ও কমি পাইয়া আসিয়াছে, সেই সকল হেতু আর নাই, তখন তাহাদের মহালের যথার্থ হস্তবুদ জানা গেলে তাহাদিগের স্বত্ব বা তাহাদিগের সম্পত্তির মূল্য পক্ষে ভবিষ্যতে কোন প্রত্যবায় হইতে পারিবে না।

অতএব পাটওয়ারি সম্বন্ধে ইতঃপরে নিয়মাবলী প্রণয়ন করা গিয়াছে। এই সকল নিয়মের তাৎপর্য্য এই যথা—ভূমির মালিকান, ইজারদারগণের ও তাহাদিগকে খাজানা বা রাজস্ব দেওনীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে কোন মোকদ্দমা বিচারালয়ে কৃত হইবে, তাহা নিষ্পত্তির

সু বধা তদ্দ্বারা সাধন করা যাইবে এবং ১৭৯৩ সালের ১ আইনপ্রোক্ত মূল নিয়মানুসারে যে সকল মহাল বিভাগ করা যাইতে পারে, তত্তাবতীয়ের সরকারী জমা বণ্টন করিবার নিমিত্ত আবশ্যক সমাচার ও হিসাব পাইতে কালেক্টরগণকে সক্ষম করিয়া গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিত জমা কমান কিম্বা ব্যক্তিগণের প্রতি অবিচার না করা হয়, এরূপ সাবধান সম্পাদন করিবে। এই সকল নিয়মের প্রতি কেবল সেই সকল ভূম্যধিকারী আপত্তি করণে সক্ষম হইবে, যাহারা আপনাদের মহালের কতক অংশের ভাগ বা হস্তান্তর ঘটিলে গবর্ণমেণ্টকে সেই নির্দ্ধারিত রাজস্বের অংশ হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে কিংবা সেই নানা হিস্যার উপর ধার্য্য সরকারী জমা অসমান বণ্টন করিয়া লইয়া আপনাদের মহালের কোন কোন শরিককে ঠকাইতে পারিবে অথবা প্রজাগণ উৎপীড়িত হইয়া আদালতে আসিয়া নালিশ করিলে, যে সকল আবশ্যক দলিল দৃষ্টে আদালত তাহাদিগকে প্রতিকার দিতে সক্ষম হইবেন, সেই সকল দলিল আদালতে না দিয়া নির্ব্বিঘ্নে তাহাদিগের খাজানা বা রাজস্ব দেওনীয় পক্ষগণের প্রতি অত্যাচার সাধন করিতে পারিবেন।

সরকারী রাজস্বের তথা সবাও স্বত্ব ও সম্পত্তির নির্ব্বিঘ্নতা সাধনার্থ এটি নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে এবং ভূমির উপর ধার্য্য সরকারী জমা চিরকালের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হওয়া দেশের যে প্রাচীন প্রথাতে ও উক্ত ঘোষণাপত্রের কয়েক আদেশে জানায় সেই প্রথা ও উক্ত আদেশ সঙ্গত হইতেছে। একারণ গবর্ণমেণ্ট ঐরূপ দূষণীয় অভিপ্রায় অপনয়ন করিতে পারিবেন বলিয়া নিম্নলিখিত নিয়মগুলি এস্থলে স্থাপিত হইল, যথা—

প্রত্যেক মৌজার হিসাব রাখিবার নিমিত্ত ভূম্যধিকারিগণের
পাটওয়ারি নিযুক্ত করিবার কথা।

দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে ভূম্যধিকারী (স্ত্রী বা পুরুষ হউক) আপনার মহালান্তর্গত প্রত্যেক মৌজাতে, যদ্রূপ ঐ সকল প্রদেশের দশসালা বন্দোবস্তের আদিম সকল নিয়মে চাহে, তদ্রূপ রায়তগণের হিসাব রাখিবার জন্য পাটওয়ারি নিযুক্ত না করিয়া থাকে, সেই ভূম্যধিকারী অবিলম্বে তদর্থে প্রত্যেক মৌজাতে এক এক পাটওয়ারি নিযুক্ত করিবেন।

মহালের মালিকান জেলার দেওয়ানী আদালতে, কালেক্টরের কাছারিতে এবং প্রত্যেক মহালের বা পরগণার প্রধান প্রধান মালকাছারীতে আপনাপন মহালের সকল পাটওয়ারিগণের এক নাম তালিকা দাখিল করিবে। এই সকল তালিকাতে যে পাটওয়ারি যে মহালের হিসাব রাখিতে নিযুক্ত হইয়াছে, সেই সকল মৌজার নাম লিখিত থাকিবে। এবং ঐ সকল পদ খালি হওয়া এবং যে সকল ব্যক্তিকে সেই সেই পদে নিযুক্ত করা হইবে ইত্যাদি বিষয়ের সমাচার ভূম্যধিকারিগণ আদালতকে ও কালেক্টরকে দিবে।

পাটওয়ারিগণের সংখ্যা কমাইতে ভূম্যধিকারিগণকে রেভিনিউ বোর্ডের
ক্ষমতা দিবার কথা।

যে যে স্থলে প্রত্যেক মৌজায় এক এক জন পাটওয়ারি নিযুক্ত করা নিষ্প্রয়োজন প্রকাশ পায়, সেই সেই স্থলে যেমত উপযুক্ত বোধ হইবে সেই পরিমাণে পাটওয়ারিগণের সংখ্যা কমাইতে কোন ভূম্যধিকারীকে অনুমতি দিতে রেভিনিউ বোর্ডের ক্ষমতা আছে।

পাটওয়ারিগণের পক্ষে আদালতের প্রয়োজনীয় হিসাব দাখিল করিবার কথা।

তৃতীয় প্রকরণ।—প্রত্যেক মহালের পাটওয়ারিগণ, যে ব্যক্তি যে মহালের জমি, জমা, আদায় ও মৌজা বা মৌজাচারের সবপ্রামি খরচার হিসাব রাখে, সে ব্যক্তি সেই হিসাব দাখিল এবং সেই সকল হিসাব সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সমাচার ও কৈফিয়ৎ তখনই যোগাইবে, যখন কোন বিচারালয় কোন ভূম্যধিকারী বা ইজারদার এবং রায়ত বা অন্য কোন খাজানা বা রাজস্ব দেওনীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে কৃত কোন মোকদ্দমা বা অপর কোন মোকদ্দমা মীমাংসা করিবার নিমিত্ত বিচারালয়ে আবশ্যক হইতে পারিবে।

কালেক্টর তলব করিলে ব্যক্ত সকল স্থলে সরকারী রাজস্ব বণ্টন করিবার নিমিত্ত দাখিল করণের কথা।

চতুর্থ প্রকরণ।—প্রত্যেক মহালের পাটওয়ারিগণ ইতিপূর্ব্বগত প্রকরণোক্ত হিসাব দাখিল এবং তৎসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সমাচার ও কৈফিয়ৎ তখনও দিবে, যখন সেই সেই মহালের সমুদয় বা তদংশ সরকারী নীলামে বিক্রীত হইবার আদেশ হইলে কিম্বা কোন বিচারালয়ের ডিক্রী অনুসারে বিভাগ করিবার হুকুম হইলে, কিম্বা যেস্থলে এজমালী মহালস্বত্বে সকল সরিকের মধ্যে এক বা ততোধিক জনের প্রার্থনাতে বিভাগ করিতে হইলে ১৭৯৩ সালের ১ আইনের নির্দ্ধারিত মূল নিয়মানুসারে সরকারী ধার্য্যজমা বণ্টন করিবার নিমিত্ত প্রয়োজন হইবে।

যে যে স্থলে কালেক্টরগণ পাটওয়ারিগণের নিকট হইতে হিসাব তলব করিতে নিষেধিত আছেন, তাহার কথা।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কয়েক অভিপ্রায় ভিন্ন কিম্বা অপর যে যে স্থলে ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনোক্ত (১) প্রকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত কোন ব্যবস্থা দ্বারা তত্তাবতীয় হিসাব তলব করিতে তাঁহারা স্পষ্টতঃ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েন, সেই সেই স্থল ব্যতিরেকে কোন পাটওয়ারিকে আপনার নিকটে হাজির হইতে ও তাহার হিসাব দাখিল করিতে কালেক্টর আদেশ দিবেন না।

নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গজন্য দণ্ডের কথা।

যে সকল স্থলে বা যে যে অভিপ্রায়ে হিসাব তন্ন তন্ন করিতে কালেক্টর ক্ষমতা না পাইয়া থাকেন, যদি সেই সকল অভিপ্রায়ে বা সেই সকল স্থলে আপনার নিকট হাজির হইতে এবং তাহার মৌজাসংক্রান্ত হিসাব দাখিল করিতে কোন কালেক্টর কোন পাটওয়ারির প্রতি তলব দিয়া থাকেন, তবে সেই মহালের মালিক সেই সমুদয় হাল জানাইলে দেওয়ানী আদালত সেই হিসাব তলবকরণে কালেক্টরকে নিষেধ করিতে পারিবেন এবং পুনর্ব্বার সেইরূপ হিসাব তলব করিলে আদালত বিহিত বিবেচনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট টাকা তাহার অর্থদণ্ড করিয়া তাহা সেই মহালের মালিককে দিবার নিষ্পত্তি করিবেন, এবং ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৩৩ ধারার (২)

(১) ১৮৬৮ সালের ৮ আইনে রহিত হইয়াছে।

(২) ১৮৭৪ সালের ১৬ আইনে রহিত হইয়াছে।

বর্ণিত মোকদ্দমাতে যদ্রূপ কালেক্টরগণের নিকট জরিমানা আদায় করিতে আদালতের ক্ষমতা আছে, সেই প্রকারে পূর্ব্বোক্ত জরিমানাও আদায় করিতে পারিবেন।

কি প্রকারে কালেক্টরগণ ও আদালত সকল পাটওয়ারিকে
হাজির করাইবেন, তাহার কথা।

পঞ্চম প্রকরণ।—যখন কোন কালেক্টর আপনার সমক্ষে হউক কিম্বা কোন কর্ম্মচারীকে তদর্থে ভার দিবেন, তাঁহার সমক্ষে হউক হিসাব পরীক্ষার্থ হাজির হইতে কোন পাটওয়ারীকে আদেশ দিবেন, তখন তিনি আপনার দস্তখত ও জেলার মোহরযুক্ত এক এত্তেলানামা এতল্লিখিত হিসাব সঙ্গে লইয়া হাজির হইবার নিমিত্ত ঐরূপ পাটওয়ারীর উপর জারি করিবেন।

যদি নির্দ্ধারিত মিয়াদ মধ্যে সে ব্যক্তি হিসাব সঙ্গে লইয়া হাজির না হয় এবং ঐরূপ হাজির না হওয়ার নিমিত্ত কালেক্টরকে কোন প্রসিদ্ধ কারণ না দেখায়, তবে কালেক্টর গবর্ণমেণ্টের উকীলের দ্বারা সেই সকল বিষয়ের অবস্থা জেলার দেওয়ানী আদালতের গোচর করিতে পারিবেন জানাইলে সেই জেলার জজ তদ্রূপ আচরণের যথেষ্ট হেতু প্রকাশ পাইলে যতকাল সেই পাটওয়ারি সেই হিসাব দাখিল না করিবে, ততকাল তাহাকে হাজৎ দিবার হুকুম করিতে পারিবেন।

আদালতের সমক্ষে বিচারে উপস্থিত থাকা কোন মামলা বা বিরোধ মিটাইবার নিমিত্ত আবশ্যক হইলেও যদি পাটওয়ারিগণ আপনাদের হিসাব সঙ্গে লইয়া হাজির না হয়, তবে সেই আদালতসমূহ ও সেই কার্য্যপ্রণালী প্রতিপালন করিবেন।

হিসাবের সত্যতা বিষয়ে শপথ করিবার নিমিত্ত পাটওয়ারি-
গণের উপর আদেশ হইবার কথা।

ষষ্ঠ প্রকরণ।—আবশ্যক হইলে যে সকল হিসাব পাটওয়ারিগণ দাখিল করিবে, তত্তাবতীয়ের সত্যতা সম্বন্ধে শপথ করিতে পাটওয়ারিগণের প্রতি আদেশ হইতে পারিবে এবং যদি কালেক্টর নিজে কিম্বা কোন কর্ম্মচারীর উপর ভার দিয়া সরেজমিনে মৌজা-সংক্রান্ত হিসাব পরীক্ষা করিতে হয়, তবে গবর্ণমেণ্টের উকীলের দ্বারা বা কালেক্টরের দ্বারা জানাইলে পরে সেই জজ তাঁহাকে কিম্বা ঐরূপ কর্ম্মচারীকে যে পাটওয়ারিদিগের হিসাব পরীক্ষা করিতে হইবে, তাহাদিগকে শপথ করাইবার নিমিত্ত এক কমিসান অর্থাৎ ক্ষমতাপত্র দিতে পারিবেন এবং প্রত্যেক কমিস্যনে শপথ করণোপযোগী প্রত্যেক পাটওয়ারীর নাম লিখিবেন।

যে স্থানে কালেক্টরী স্থাপিত আছে, যদি সেই স্থানে পাটওয়ারির হিসাব পরীক্ষা করা কালেক্টরের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে সেই হিসাবের সত্যতাসম্বন্ধে সেই পাটওয়ারিকে শপথ করাইবার আবশ্যক বিবেচনা হইলে কালেক্টর তাহাকে নিজ আদালতের সমক্ষে শপথ করাইবে না।

বিচারসংক্রান্ত আদালতে মিথ্যা হিসাবকে সত্যরূপে শপথ করিলে তন্নিমিত্ত
পাটওয়ারীর নামে ফৌজদারীতে নালিশ হইবার কথা।

সপ্তম প্রকরণ।—পাটওয়ারী আদালতে উপস্থিত কোন মামলা নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্ত যে হিসাব সেই আদালতের সমক্ষে দাখিল করিবার আদেশ পাইয়া থাকিবে, সেই হিসাব সত্য

বলিয়া যদি পাটওয়ারী শপথ করিয়া থাকে অথচ সেই হিসাব কৃত্রিম তৈয়ারি বা পরিবর্ত্তিত অথবা সত্য না হওয়া পরে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে সেসন আদালতে শপথপূর্ব্বক মিথ্যা কথা বলিবার অপরাধে বিচার হইবার নিমিত্ত তাহাকে অর্পণ করিতে সেই আদালতের বিচারপতির ক্ষমতা আছে।

কালেক্টরের সমক্ষে পূর্ব্বোক্তরূপ ঘটনা হইলেও ফৌজদারী নালিশ হইবার কথা।

অষ্টম প্রকরণ।—কালেক্টর আপনার নিকট কোন মামলাতে হিসাব দাখিল করিবার নিমিত্ত পাটওয়ারিকে আদেশ দিতে ক্ষমতাপন্ন থাকিলে, যে হিসাবে সেই পাটওয়ারি সেই কালেক্টরের বা তাহার কর্ম্মচারীর সমক্ষে দাখিল করিয়াছে, যদি সেই হাকিমের সমক্ষে সেই হিসাব সত্য বলিয়া সে ব্যক্তি শপথ করে অথচ পরে সেই হিসাব কৃত্রিম তৈয়ারি বা পরিবর্ত্তিত অথবা সত্য না হওয়া প্রকাশ পায়, তবে শপথপূর্ব্বক মিথ্যা কথা বলিবার অপরাধে ঐরূপ পাটওয়ারীর নামে ফৌজদারী নালিশ উপস্থিত করিতে সেই কালেক্টর গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উকীলকে নিযুক্ত করিতে পারেন।

হিসাব কৃত্রিম করিতে যে ভূম্যধিকারীর বা ইজারদারের সংশ্রব থাকে, তাহাদিগের দণ্ডের কথা।

এই ও ইতিপূর্ব্বের প্রকরণে ব্যক্ত স্থলে যদি আদালতের হৃতপ্রত্যয়ে এমত প্রমাণিত হয় যে, সেই হিসাব কোন ভূম্যধিকারীর বা ইজারদারের আদেশে গোচরে কি কুমন্ত্রণায় কৃত্রিম ভাবে প্রস্তুতীকৃত, পরিবর্ত্তিত কিম্বা বিনির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা হইলে সেই অপরাধকারী ভূম্যধিকারীর বা ইজারদারের মামলার গুরুত্ব ও লঘুত্ব ও অপরাধীর সমস্থান বিবেচনায় সেই আদালত উপযুক্ত বোধে জরিমানা করিতে পারিবেন।

পাটওয়ারী নিযুক্ত না করিলে ভূম্যধিকারিগণের বিরুদ্ধে কিরূপ ব্যবহার চলিবে তাহার কথা।

নবম প্রকরণ।—মৌজাওয়ারি হিসাব দাখিল করিবার আজ্ঞা হইলে যদি দৃষ্ট হয় যে, দ্বিতীয় প্রকরণোক্ত নিয়মাবলী অনুসারে রায়তগণের হিসাব রাখিতে কোন পাটওয়ারীকে নিযুক্ত করা হয় নাই তাহা হইলে সর্ব্ব প্রথমবারে হিসাব নিতান্ত প্রয়োজনের স্থলে মামলার গুরুত্ব, লঘুত্ব ও অপরাধীর সমস্থান বিবেচনায় যাহা উপযুক্ত হয়, আদালত এমত অর্থদণ্ড করিবেন। দ্বিতীয়বার তাহার দ্বিগুণ এবং তৃতীয় ও পরের সকল বারে পূর্ব্বপূর্ব্ব রায়ের দ্বিগুণ অর্থদণ্ড হইতে থাকিবে।

যদি কালেক্টরের সেই হিসাব আবশ্যক হইয়া থাকে তবে তিনি দ্বিতীয় প্রকরণের নিয়ম ভঙ্গ করণাপরাধে সেই ভূম্যধিকারীর নামে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সরকারীর উকিলকে নালিশ করিবার নিমিত্ত আদেশ দিবেন।

অধীন তালুকের প্রতি ও এই সকল নিয়ম খাটিবার কথা।

দশম প্রকরণ।—এই ধারার নিয়মাবলী এতদ্দ্বারা যদ্রূপ গবর্ণমেণ্ট অব্যবহিত রাজস্ব দেওনীয় মহালে তদ্রূপ অধীন তালুকও খাটান যাইতে পারিবে (১)।

৬৩ ধারা। (১৮১৪ সালের ১৬ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে)।

মফস্বল কিস্তিবন্দির ব্যবস্থার কথা।

৬৪ ধারা। বিবিধ ভূম্যধিকারী, অধীন তালুকদার ও ভূমির ইজারদার আপন আপন অধীন প্রজা ও রায়তগণের নিকট হইতে প্রাপ্য খাজানার উৎপন্ন ফসল কাটিয়া বিক্রয় করিবার মোরদম বুঝিয়া কিস্তিওয়ারী ব্যবস্থা করিয়া দিবেন এবং এই নিয়ম প্রতিপালন না করণে খেসারতের নিমিত্ত তাহাদিগের বিরুদ্ধে নালিশ হইতে পারিবে।

আইনবিরুদ্ধ বন্দোবস্ত করণে বাধা থাকার কথা।

৬৫ ধারা। এই ধারার প্রত্যক্ষর মর্ম্মের বিরুদ্ধে কোন ভূম্যধিকারী বা অধীন তালুকদার আপন আপন অধীন প্রজার সঙ্গে কোন চুক্তি, বন্দোবস্ত বা কোন কর্ম্ম করিবেন না (২)।

ভূম্যধিকারী প্রভৃতি, আদালতের কি মাজিষ্ট্রেটের গ্রহণযোগ্য মামলাতে হস্তক্ষেপ না করিবার কথা।

৬৬ ধারা। জমিদারগণ, অনধীন তালুকদারগণ অন্য প্রকৃত ভূম্যধিকারিগণ, অধীন তালুকদারগণ গবর্ণমেণ্টের একাএক অধীন ইজারদারগণ ও ভূম্যধিকারিগণের ও ইজারদারগণের পেটাও ইজারদারগণ তথা তাহাদের কর্ম্মচারি ও গোমস্তাগণ চাকরেরা, অধীন জনগণ ও রায়তেরা দেওয়ানী আদালতের শেসন বিচারালয়ের কিম্বা মাজিষ্ট্রেটগণের গ্রাহ্য মামলা

(১) জেলা কটক তথা পরগণা পটানপুর ও তদধীন নানা পরগণা সম্বন্ধে এই ধারাটি ১৮১৭ সালের ১২ আইনের ২ ধারা দ্বারা রহিত হইয়াছে।

(২) ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৬ ধারা দেখ, তাহা এই যথা—

যেরূপ সুবিধা হয়, ভূম্যধিকারীরা পাট্টা দিয়া কবুলিয়ৎ লইতে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন থাকিবার কথা।

৬ ধারা।—ভূম্যধিকারীরা অধীন তালুকদারগণকে, অধীন প্রজাগণকে ও রায়তদিগকে ঐ সকল শ্রেণীর প্রজা বা অপর শ্রেণীর প্রজার দেয় খাজানা আদায় করিবার নিমিত্ত ইতঃপর পাট্টা দিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে কবুলিয়ৎ লইতে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন হইবেন। এইরূপ চুক্তির পাঠ উভয় পক্ষের নিজ নিজ সুবিধা ও লাভ বিবেচনায় করিতে হইবে।

স্বেচ্ছামত কর আদায় নিষেধের কথা।

কিন্তু ইহার কোন কথাতে এমত বুঝা যাইবে না যে, তাহাতে কোন স্বেচ্ছামত বা অনিশ্চিত কর, যথা আবওয়াব মাথট বা অন্য প্রকার অভিহিত কর আরোপ করা অনুমোদন করিতেছে।

এইরূপ আরোপিত বন্দোবস্ত বা স্বাধিকার রক্ষা আদালতের বিচারে বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে, কিন্তু উভয় পক্ষ বিশেষরূপে যে চুক্তিতে সম্মত হইয়া আপনাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছে, সেইরূপ নিশ্চিত বন্দোবস্ত আদালত বলবৎ করিতে কিম্বা চুক্তি করা টাকা আদায় করাইতে পারিবেন।

মোকদ্দমা গ্রহণ করিবেন না বা তাহাতে সংশ্রবী হইবেন না, করিলে বা হইলে যে আদালতে সেই কার্য্যের নিমিত্ত তাহাদের নামে নালিশ হইবে সেই আদালতের বিচারে গবর্ণমেণ্টের নিকট উপযুক্ত গণ্য জরিমানা ও ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির নিকট খেসারতের অধীন তাহাদের হইতে হইবে।

৬৭ ধারা। প্রথম হইতে চতুর্থ প্রকরণ (১৮৭৩ সালের ১২ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে)।

নির্দ্দিষ্ট জিলাতে না খাটিলে আইনের সূক্ষ্ম মর্ম্মের প্রতি কালেকক্টেরের দৃষ্টি রাখিবার কথা।

পঞ্চম প্রকরণ।—পূর্ব্বোক্ত নিয়মাবলীতে ইহাও আদেশ হইল যে, যদি কোন উপলক্ষে নির্দ্দিষ্ট জিলার অবস্থাতে আইন সমূহ খাটে না প্রকাশ পায়, তবে কালেক্টর সেই আইনের সূক্ষ্ম মর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিবেন এবং অবস্থা বিবেচনায় যেরূপ হইতে পারে, যে পরিবর্ত্তন বা সংশোধন তিনি আবশ্যক বিবেচনা করেন, তদ্বিষয়ে রিপোর্ট করিয়া সেইরূপে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবেন।

যে কোন বন্দোবস্ত সমাধা করিতে বাকী আছে, তাহা সম্পন্ন করণে এই নিয়ম প্রবল গণ্য হইবে, কিন্তু তাহাতে এমত বুঝিতে হইবে না যে, কালেক্টরেরা কোন বিচারের ক্ষমতা চালাইবেন।

বে-বাদসাহী লাখেরাজবিষয়ক

১৭৯৩ সালের ১৯ আইন।

১৭৯৩ সালের ১লা মে তারিখে অনুমোদিত।

বাদসাহী বা রাজকীয় নহে এরূপ সনন্দ অনুসারে লাখেরাজ ভূমি ভোগ করণীয়া কিম্বা ভোগের স্বত্ব দাবী করণীয়া ব্যক্তিগণের ভোগস্বত্ব প্রসিদ্ধ কি না, তাহার পরীক্ষার্থ ১৭৯০ সালের ১লা ডিসেম্বরে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেল যে সকল নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, সেই সকল নিয়ম কিছু কিছু পরিবর্ত্তন-সহ ব্যবস্থারূপে পরিণত করিবার, তথা ঐ রূপে ভোগ-কৃত যে সকল ভূমি খেরাজি বলিয়া মীমাংসাকৃত হইবে, কিম্বা খেরাজের নিমিত্ত দায়ী হইবে, সেই সকল ভূমির উপর বার্ষিক ধার্য্য জমা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত আইন (১)।

হেতুবাদ।

এতদ্দেশের প্রাচীন ব্যবস্থানুসারে, শাসনকর্ত্তৃপক্ষ বিঘা প্রতি তদুৎপন্নের একটি পারিমাণিক অংশ (স্থানীয় প্রথামত নগদে হউক, কিম্বা ফসলে হউক) পাইতে স্বত্বাধিকারী হবেই আছেন, যদি সেই শাসনকর্ত্তৃপক্ষ আপনার সেই স্বত্ব কিছুকালের নিমিত্ত হউক, কিম্বা চির-কালের নিমিত্ত হউক, হস্তান্তর করিয়া না দেন, কিম্বা কোন ব্যক্তির সমুদায় ভূমির উপর সাধারণ দাবী সীমাবদ্ধ করিয়া তাহাকে উৎপন্ন ফসলের পারিমাণিক অংশের মূল্যের ও সরকারকে দেয় পরিমাণের মধ্যে যে তারতম্য থাকে তাহা, যতকাল সে ব্যক্তি শেষোক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকে, ততকাল পর্য্যন্ত নিজ ব্যবহারে লাগাইতে তাহাকে অনুমতি না করেন।

এই ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় ফলানুসারে যদি একজন জমিদার আপনার ভূমি সম্পত্তির কোন অংশ লাখেরাজ করিয়া ভোগ করিবার নিমিত্ত দান করেন, তাহা হইলে সেই দান বাতিল

(১) ১৮৭৪ সালের ১৫ আইনক্রমে তফসীলের লিখিত কএক অঞ্চল ছাড়া বঙ্গীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের সমস্ত শাসিত স্থানে এই আইন চলিবে বলিয়া জানান হইল। বিশেষ জানিবার জন্য ১৭৯৩ সালের ১ আইনের প্রথম পৃষ্ঠার বক্তব্য দেখ।

বিবেচিত হইবে, কেন না গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন না পাইয়া গবর্ণমেণ্টের যথার্থ পাওনা হইতে সেই অংশ বাহির করিয়া দেওয়া ঘটিল।

যদি এইরূপ সকল দানের প্রসিদ্ধতা স্বীকার করা যাইত, তাহা হইলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ক্রমশঃ কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

যাহা হউক, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী পাইবার অগ্রে এইরূপ অনেক দান কেবল জমিদারেরা যে করিয়া গিয়াছেন তাহা নহে, বরং গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যে সকল কর্ম্মচারী কিছুকাল রাজস্ব আদায়ের তত্ত্বাবধারণের নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের দ্বারাও কৃত হইয়াছে। এই সকল দানের ছলনা এই যে, ভূমির উৎপন্ন ধর্ম্ম বা দাতব্য কার্য্যে নিয়োজিত হইল।

এই সকল সনন্দের মধ্যে কতকগুলি যে যে কার্য্য সাধনার্থ কৃত হইল, সেই সেই কার্য্য স্পষ্ট ব্যক্ত আছে কিন্তু সাধারণতঃ গ্রহীতার নিজের লাভার্থে কিংবা দাতার ব্যবহারে সেই উৎপন্ন লুকাইয়া নিয়োজন করিবার অভিপ্রায়ে কৃত হইয়াছে অথবা দাতার নিজের সঙ্কটাপন্ন দায় উদ্ধার করিবার নিমিত্ত বিক্রীত হইয়াছে।

এতদ্দেশীয় রাজত্বের আমলে যে সকল মূল নিয়ম প্রচলিত ছিল তদনুযায়ী ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী পাইবার পর তাহাদিগের অনুমোদন না পাইয়া রাজস্ব না দিয়া ভূমি ভোগ করিবার যে সকল সনন্দ কৃত হইয়াছে, সেই সকল সনন্দ অবৈধ ও বাতিল বলিয়া ব্রিটনীয় গবর্ণমেণ্ট মধ্যে মধ্যে জানাইয়াছেন।

যাহা হউক, সদয় হইয়া গবর্ণমেণ্ট এই এক মূল নিয়ম অবলম্বন করিতে সুমতিবিশিষ্ট হইয়াছেন যে, দেওয়ানী পাইবার তারিখের পূর্ব্বে এইরূপ যে সকল সনন্দ কৃত হইয়াছে সেই সকল সনন্দভুক্ত ভূমিতে যদি গ্রহীতাগণ দখল পাইয়া থাকে, তবেই যে দাললক্রমে ঐ সকল দান ঘটিয়া থাকিবে সেই দলিলের মর্ম্ম বিবেচনায় কিংবা তত্রাবতীয় লিখনের ভাব ও নাম বিবেচনায় যতদূর দাতার অভিপ্রায় সংগ্রহ করা যাইবে, ততদূর পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ বলিয়া অবধারণ করা যাইবে।

কিন্তু ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানী পাইবার তারিখে ও তৎপরের কালে এই সকল লাখেরাজ ভূমির সম্পূর্ণ রেজেষ্টরি করা না হইবার অনেকানেক জমিদার তথা সরকারী রাজস্বের নিয়াদী ইজারদারগণ এবং জমিদারগণের নিকট হইতে রাজস্ব তলব করা গেলে, তাহাদের তাহা না দেওয়ায় নানা জেলার রাজস্ব আদায় করিবার ভার যে সকল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের উপর দেওয়া হইয়াছিল, সেই সকল কর্ম্মচারী পূর্ব্বোক্ত জমা নিরূপণের বিধানের লাভভোগী হইয়া অপরাপর ব্যক্তিকে কিংবা আপনাদের কুটুম্ব বা অধীন জনগণের নামে তাহাদিগের ব্যবহারের নিমিত্ত সুবিকীর্ণ ভূমিখণ্ড দান করিয়া গিয়াছেন, অথচ সেই সকল সনন্দে উক্ত কোম্পানীর দেওয়ানী পাইবার পূর্ব্বের তারিখ বসাইয়া গিয়াছেন অথবা যেন সেই কালের পূর্ব্বে কৃত হইয়াছিল এই ভাবে জমিদারী কাগজপত্রে সেই দলিল রেজেষ্টরি করাইয়াছেন।

অপরাপর ভূম্যধিকারী সনন্দে পূর্ব্বের তারিখ না বসাইয়া এইরূপ সকল হস্তান্তর সাধন করতঃ গ্রহীতার মস্তকে এই ভার রাখিয়া গিয়াছেন যে, যদি তাহাদের ঐ স্বত্বের প্রতি কখন

কোন সংশয় উপস্থিত হয়, তবে আপনার অবস্থানুসারে আপনার দখল সে ব্যক্তি বাহাল রাখিতে চেষ্টা করিবে।

যখন এতদ্দেশের প্রাচীন ও আধুনিক নীতির বিরুদ্ধে এবম্প্রকারে হস্তান্তরিত রাজকীয় প্রাপ্য আদায় করা তথা যে সকল সনন্দের মিয়াদ গত হইয়া থাকিবে, সেই সকল সনন্দভুক্ত সকল ভূমির রাজস্ব বাজেয়াপ্ত করা আপনার নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারল বিবেচনা করিতেছেন এবং যখন আপনাদের মহালের সামিল রাজকীয় প্রাপ্যের যে অংশ গবর্ণমেণ্ট হস্তান্তর করা পরামর্শ সিদ্ধ বিবেচনা করিয়াছিলেন, সেই অংশ আদায় করিতে কিংবা যে সকল ভূমি তাহাদিগের বা অন্যাপর ব্যক্তিদ্বারা হস্তান্তরিত হইয়াছিল, সেই সকল ভূমি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতে মহাল সকলের মালিকানের কোন ক্ষমতা ছিল না, কেন না এতদুভয় স্থলেই যে হস্তবুদ দেখিয়া ঐ বন্দোবস্ত করা হইল তাহা জমা হইতে বাদ দেওয়া হয়, তখন যে বন্দোবস্তে দশসালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বলিয়া জানান হইয়াছে ও যাহা ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৩৬ ধারার দ্বারা পুনরায় আইনরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে সেই বন্দোবস্ত করিবার কালে এই এক বিধান করা হইয়াছে যে, ভূম্যধিকারিগণের উপর যে জমা ধার্য্য হইয়া গিয়াছে, তাহার অনধীন ও তাহা ছাড় বৈধ সনন্দবিশিষ্ট হউক বা ব্যতিরেকে হউক, লাখেরাজ ভূমি ছিল এবং ১৭৯৩ সালের ১ আইনের যুক্ত ঘোষণাপত্রের সপ্তম প্রবন্ধের যে তৃতীয় প্রকরণ অর্থাৎ যে সকল করারদাদমতে গবর্ণমেণ্ট দশসালা বন্দোবস্তকে কায়েমি বলিয়া জানাইয়াছেন, তদনুসারে এই স্পষ্ট সর্ত্ত আছে যে, যে সকল ভূমি আপাততঃ হস্তান্তরিত হইয়াছে ও রাজস্ব দিতেছে না অথবা অবৈধ বা অপ্রসিদ্ধ স্বত্বানুসারে ভোগকৃত হইয়াছে বা হওয়া প্রমাণিত হইতে পারে, সেই সকল ভূমির উপর মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া জমা ধার্য্য করিবেন।

যদ্রূপ এক পক্ষে যে সকল ভূমি অবৈধরূপে হস্তান্তরিত হইয়াছে, সেই সকল ভূমির দরুণ রাজকীয় প্রাপ্য অংশ আদায় করিতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেলের বাঞ্ছা হইয়াছে, তদ্রূপ পক্ষান্তরে তাঁহার চিন্তাববিষয় এই যে, যে সকল ব্যক্তি প্রসিদ্ধগণ্য স্বত্বানুসারে বিষয় ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহারা আপনাদের সম্পত্তির ভোগে ও দখলে যেন নির্ব্বিঘ্নে থাকে।

আরও তাঁহার ইচ্ছা এই যে, যে সকল ভূমি ১৭৯০ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখের পূর্ব্বে অবৈধরূপে হস্তান্তরিত হইয়াছে, সেই সকল ভূমির দরুণ গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য অংশ আদায় করণে সেই সকল ভূমির অধিকারগণের কিছুমাত্র কষ্ট না ঘটে, এবং লাখেরাজ ভূমির অধিকারীগণের স্বত্বের প্রতি অনুসন্ধান সম্বন্ধে কোন অবিচার বা অত্যাচার না ঘটে, তাহা সাধন করিবার নিমিত্ত তিনি আরও এই মনস্থ প্রকাশ করিয়াছেন যে, যদি তাহারা আইনের আদেশমতে আপনাদের দানপ্রাপ্ত ভূমিগুলি রেজিষ্টরি করিয়া থাকে, তবে তাহাদের স্বত্বাস্বত্বের বিচার বিচারসংক্রান্ত আদালতকর্ত্তৃক সম্পন্ন হইবে, এবং যদবধি এক চূড়ান্ত বিচারসম্পর্কীয় ডিক্রী দ্বারা সেই মালিকের স্বত্ব সমূহে অপ্রসিদ্ধ বিচারিত না হইবে, ততকাল পর্য্যন্ত ঐরূপ লাখেরাজ ভূমির দরুণ রাজস্ব প্রদান করিতে হইবে না।

পূর্ব্বোক্ত কয়েক হেতুর অনুরোধে, এবং অপ্রসিদ্ধ সনন্দানুসারে লাখেরাজ সকল ভূমির দরুণ রাজকীয় প্রাপ্য অংশ আদায়ের সুবিধা করিবার অভিপ্রায়ে তথা ব্যক্তিগণের মহাল সমূহের উপর চিরকালের নিমিত্ত ধার্য্য সরকারী রাজস্বের বিঘ্ন নিবারণ করিতে তদ্রূপ অবস্থাপন্ন হস্তান্তর ইতঃপরে আর না ঘটে, এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত, এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট এবং সরকারী রাজস্ব আদায় উসুল করিতে নিযুক্ত কর্ম্মচারীরা সদা সর্ব্বদা প্রত্যেক জেলার লাখেরাজ ভূমির সমুদায়ের এক বিশুদ্ধ রেজিষ্টরী আপনাদের দখলে পাইবেন বলিয়া ১৭৯০ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখের বিধি সমূহ অন্তর্ভূত নিম্নলিখিত বিধিগুলি সংশোধনান্তে আইনে পরিণত করা গিয়াছে যথা,—

১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্ট তারিখের পূর্ব্বে ও পরে হস্তান্তরকৃত লাখেরাজ ভূমি সনন্দের প্রসিদ্ধতার কথা।

২ ধারা। প্রথম প্রকরণ।—ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী পাইবার তারিখ ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্টের পূর্ব্বে (যে কোন আধিপত্য দ্বারা হউক ও লিখিয়া দেওয়া হউক বা না হউক) হস্তান্তরকৃত লাখেরাজের সকল সনন্দ তবেই প্রসিদ্ধ গণ্য হইবেক, যদি গ্রহীতা প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ব্বোক্ত তারিখের পূর্ব্ব হইতে ঐরূপে সনন্দিত ভূমিতে দখল পাইয়া থাকে, এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষের কর্ম্মচারী দ্বারা কিম্বা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে তৎপরে কখন গবর্ণমেণ্টের রাজস্বপ্রদানের অধীন না হইয়া থাকে

যদি আদালতের হৃৎপ্রত্যয়ভাবে এরূপ প্রমাণিত হয় যে, গ্রহীতা ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্টের পূর্ব্বে ঐরূপে সনন্দকৃত ভূমিতে দখল পায় নাই, কিম্বা তাহার পূর্ব্বে তাহাকে দখল পাইয়াছিল বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণকর্ত্তৃক কি গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে পরে কখন গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব প্রদানের অধীন হইয়াছে, তাহা হইলে সেই সনন্দকে প্রসিদ্ধ গণ্য করা যাইবে না।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারেলের নিকট সন্দেহযুক্ত দাবী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইবার কথা।

দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী পাইবার তারিখের পূর্ব্বে সনন্দ করা লাখেরাজ ভূমির অধিকারী ব্যক্তি কোন দাওয়া উত্থাপন করে, এবং যে আদালতে সর্ব্ব প্রথমে মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইয়াছে, অথবা যে আদালতে সেই মোকদ্দমার আপীল হইতে পারিবে, সেই আদালতের হৃৎপ্রত্যয়রূপে এরূপ প্রমাণিত হয় যে, সেই তারিখের পূর্ব্বে উক্ত গ্রহীতা সেই লাখেরাজ ভূমি ভোগদখল করিয়া আসিল বটে, কিন্তু সেই তারিখের পরে কখন গবর্ণমেণ্টের পক্ষীয় কর্ম্মচারীর দ্বারা সেই ভূমির রাজস্ব প্রদানের অধীন করা হইয়াছে, এবং ঐরূপ ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর রাজস্ব প্রদানের অধীন করিতে উপযুক্ত ক্ষমতা ছিল কি না, তদ্বিষয়ে আদালতের সন্দেহ উদয় হয়, তাহা হইলে সেই আদালত আর নিষ্পত্তি করা স্থগিত রাখিয়া দিয়া ঐরূপ কর্ম্মচারীর সেই ভূমিতে রাজস্ব প্রদানের অধীন করিতে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন ছিলেন কি না, তদ্বিষয়ে মীমাংসা করিতে বিশেষ ক্ষমতাবিশিষ্ট বলিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর

জেনারেলের নিকটে সেই মোকদ্দমার বিবরণ রিপোর্ট করিবেন, এবং তদ্বিষয়ে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারেলের মীমাংসা প্রাপ্ত হইলে, পরে তদনুসারে সেই আদালত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন।

যে তারিখে ঐরূপ দাবী উপস্থিত করা যাইবে, সেই তারিখের অব্যবহিত পূর্ব্বের বার বৎসর পর্য্যন্ত যে ভূমির রাজস্ব প্রদানের অধীন হইয়া থাকিবে, সেই ভূমি রাজস্ব প্রদান হইতে খোলাসা করিয়া ভোগ করিবার কোন দাবী তবেই কোন জেলা বা সহর আদালত দ্বারা শুনা যাইবে না, যদি উক্ত বার বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত আধিপত্যবিশিষ্ট কোন হাকিমের নিকট সেই দাবী যে কেন উত্থাপিত করা হয় নাই, তাহার যথেষ্ট ও প্রসিদ্ধ কারণ সেই দাবিদার না দিতে পারে।

আদি গ্রহীতা না হইলে রাজস্বের অনধীনে ভূমি ভোগ করিতে কোন ব্যক্তির অধিকার না থাকার কথা।

তৃতীয় প্রকরণ।—পূর্ব্বগত দুই প্রকরণের কোন অংশের এরূপ ব্যাখ্যা করা যাইবে না যে, তদ্দ্বারা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী পাইবার অগ্রে কৃত যে কোন সনন্দের লিখন প্রকরণে জানায় যে, গ্রহীতাগণের যাবজ্জীবনমাত্রে তাহা কৃত হইয়াছে মাত্র, অথবা মনে কর ঐরূপ কোন বিবরণ লেখার ভাবে করা হয় নাই, অথবা সেইরূপ লেখা পাওয়া যাইতেছে না, অথবা ঐরূপ কোন লেখা না থাকিলেও সেস্থলে সনন্দের নামে ও ভাবে এদেশের প্রাচীন প্রথা অনুসারে যাবজ্জীবনের ভূমি স্বত্ব বলিয়া প্রমাণিত হইয়া থাকে, সে স্থলে সেই সনন্দমতে যে ভূমি রাজস্ব প্রদান করিতে দায়ী আছে, সেই ভূমি লাখেরাজ স্বরূপে যে ব্যক্তি আদি গ্রহীতা নয়, এরূপ ব্যক্তির ভোগ করণে অধিকারী হওয়া আদালত নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান দখলিকারগণের ওয়ারিসগণের ও অধিকার না থাকার কথা।

চতুর্থ প্রকরণ।—কিম্বা দেওয়ানীর পূর্ব্বে কৃত যে স্থলে কোন সনন্দের লিখনের ভাবে গ্রহীতার যাবজ্জীবনের নিমিত্ত হওয়া স্পষ্ট বিবরণ করে, কিম্বা মনে কর লিখনে ঐরূপ স্পষ্ট বিবরণ নাই, কিম্বা ঐরূপ লিখন পাওয়া যাইতেছে না, কিম্বা ঐরূপ লিখন না হইলেও যেস্থলে সনন্দের ভাবে ও নামে এদেশের প্রাচীন প্রথানুসারে কেবল যাবজ্জীবনের নিমিত্তে হওয়া প্রমাণিত হইবে, সে স্থলে বর্ত্তমান দখলিকারের মৃত্যু হইলে, ঐরূপ লাখেরাজ ভূমি উত্তরাধিকার করিতে তাহার ওয়ারিসানকে আদালত স্বত্ববান্ করিতে পারিবেন।

কিম্বা মনে কর, সেই সনন্দ মৌরসি গণ্য কি না, এরূপ কোন স্পষ্ট ভাব লেখাতে প্রকাশ না পাইলে, যদি বর্ত্তমান দখলিকারের মৃত্যু হয়, তবে তাহার উত্তরাধিকারীকে লাখেরাজ ভূমি ভোগ করিতে দিতে পারিবেন। কিন্তু যদি আদালতের দৃঢ়প্রত্যয়ভাবে প্রমাণিত হয় যে, সেই সনন্দের ভাবে ও নাম দৃষ্টে এদেশের প্রাচীন প্রথানুসারে সেই সনন্দ মৌরসি বটে, তাহা হইলে সে কথা স্বতন্ত্র।

কিন্তু এই প্রকরণ অনুসারে যে কোন সনন্দ মৌরসি নহে বলিয়া বিচারিত হইতে পারিবে, তাহার বর্ত্তমান দখলিকারের মৃত্যু হইলে যদিস্যাৎ এমত প্রকাশ পায় যে, যে কোন স্বত্বে ভোগ হউক, দেওয়ানীর পূর্ব্বে এক বা ততোধিক কএক পুরুষ চলিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে,

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারেলের অনুমোদন বিনা শুদ্ধ ডিক্রী অনুসারে সেই সকল ভূমিকে রাজস্ব প্রদানের অধীন করা যাইবে না। বরং উক্ত হুজুর কৌন্সিলে আদালতের কার্য্যানুষ্ঠানের ও ডিক্রীর নকল পাঠাইয়া দিতে হইবে, কেন না তাহাতে যথোপযুক্ত বিবেচনায় সেই সকল ভূমি রাজস্ব প্রদানের অধীন রাখার ক্ষমতা রক্ষিত হইয়াছে মাত্র।

বর্ত্তমান দখলিকারগণের পক্ষে হস্তান্তর করিতে, বা বন্ধক দিতে নিষেধ থাকিবার কথা।

পঞ্চম প্রকরণ।—দেওয়ানীর পূর্ব্বে কৃত যে যাবজ্জীবন সনন্দ সকল পূর্ব্বগত প্রকরণে মৌরসি না হওয়া জানান হইয়াছে, তদনুসারে লাখেরাজ ভূমির বর্ত্তমান দখলিকারগণ আপনাদিগের জীবনের অতিরিক্ত কালের নিমিত্ত সেই সকল ভূমি বিক্রয় বা অন্য প্রকারে হস্তান্তর করিতে অথবা তত্তাবতের রাজস্ব বন্ধক দিতে পারিবে না, যদি করে বা দেয় তবে সেই সকল হস্তান্তর ও বন্ধক ব্যাপার অবৈধ ও অসিদ্ধ হইবে।

যাহা হউক এই মাত্র বুঝিতে হইবে যে, যদি ঐরূপ কোন যাবজ্জীবন সনন্দ (ভূমিদান) গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কিম্বা বাহাল রাখিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক মৌরসী হকুক স্বরূপে বাহাল রাখা হইয়া থাকে, তবে বর্ত্তমান দখলিকারের মৃত্যু ঘটিলে সেই সকল সনন্দ রাজস্ব প্রদানে দায়ী হইবে না এবং এই ও পূর্ব্বগত প্রকরণ ধৃত অন্যান্য নিয়ম হইতে বর্জ্জিত হইবে।

যদি ঐরূপ জীবন-সনন্দ মৌরসি স্বরূপে বাহাল রাখিতে গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত কর্ম্মচারীর ক্ষমতার উপযুক্ততা সম্বন্ধে কোন সংশয় উপস্থিত হয়, তবে আদালত আপন নিষ্পত্তি স্থগিত রাখিয়া সেই মামলার সমুদয় অবস্থার বিবরণ মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারলের নিকট রিপোর্ট করিবেন, কেননা সেই সনন্দ মৌরসিস্বরূপ বাহাল রাখিতে ঐরূপ কর্ম্মচারীর উপযুক্ত ক্ষমতা থাকে কি না, তাহা নির্ণয় করণের অধিপত্য সেই হুজুর কৌন্সিলে মাত্র বর্ত্তিয়াছে। অনন্তর মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরলের তদ্বিষয়ক মীমাংসা পাইলে পরে আদালত তদনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন।

দেওয়ানীর পর অবধি যে সকল সনন্দ কৃত বা স্বিকৃত হইয়াছে, তত্তাবতীয় অপ্রসিদ্ধ বলিয়া জানাইবার কথা।

৩ ধারা। প্রথম প্রকরণ।—লাখেরাজ ভূমি অধিকারের যে সকল সনন্দ ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্ট তারিখের পরে এবং ১৭৯০ সালের ১ ডিসেম্বরের পূর্ব্বে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১১৯৭ সালের ১৮ অগ্রহায়ণ, ফসলি ১১৯৮ সালের ১০ অগ্রহায়ণ, বিলায়তি ১১৯৮ সালের ১৮ অগ্রহায়ণ তারিখের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন অপর আধিপত্যদ্বারা কৃত হইয়াছে, এবং যাহা গবর্ণমেণ্ট দ্বারা কিম্বা সনন্দ বাহাল রাখিতে ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন কর্ম্মচারী দ্বারা বাহাল রাখা হয় নাই, সেই সকল সনন্দ অপ্রসিদ্ধ বলিয়া জানান গেল।

সনন্দ বাহাল রাখনীয় কর্ম্মচারীর ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইলে আদালত কি প্রকার কার্য্য করিবেন, তাহার কথা।

দ্বিতীয় প্রকরণ। ঐরূপ সনন্দ বাহাল রাখিতে কোন কর্ম্মচারীর ক্ষমতার উপযোগিতা

সম্বন্ধে আদালতের মনে সংশয় উদয় হইলে আদালত আপনার নিষ্পত্তি স্থগিত রাখিবেন এবং সেই কর্ম্মচারী ঐ সনন্দ বাহাল রাখিতে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কি না তদ্বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতাবিশিষ্ট শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরলের নিকট সেই মামলার সকল অবস্থা লিখিয়া রিপোর্ট করিবেন এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরলের সেই মীমাংসা পাইলে পরে তদনুসারে নিষ্পত্তি করিবেন।

প্রদেশীয় সভার অধ্যক্ষগণের কৃত সনন্দের সাপক্ষে বর্জ্জনের কথা।

তৃতীয় প্রকরণ।—বাঙ্গালা, বেহার কিম্বা উড়িষ্যাস্থিত ভূমি হইলে ক্রমান্বয়ে বাঙ্গালা ১১৭৮ সাল, কিম্বা ফসলি বা বিলায়তি ১১৭৯ সাল আরম্ভের পূর্ব্বে কৃত সনন্দানুসারে ভোগকৃত লাখেরাজ ভূমিকে রাজস্ব দেওনে দায়ী করিতে পারা পক্ষে প্রথম প্রকরণধৃত নিয়ম যে বিস্তারিত হইল এমত বিবেচনা করা যায় না, যদি লাখেরাজরূপে ভোগ করণার্থ ভূমিদান করিবার যে ক্ষমতা গবর্ণমেণ্ট বিগত প্রদেশীয় মন্ত্রিসভা সমুচয় দিয়াছিলেন, তদনুসারে সেই সকল সভার অধ্যক্ষগণ উক্ত সনন্দে দস্তখৎ ও উক্ত মন্ত্রিসভার মোহরাঙ্কিত করেন এবং উক্ত ভূমির বার্ষিক উৎপন্ন একশত টাকার অতিরিক্ত না হইয়া থাকে।

ধর্ম্ম কিম্বা দাতব্য অভিপ্রায়ে কৃত কয়েক সনন্দের সাপক্ষেও বর্জ্জনের কথা।

চতুর্থ প্রকরণ।—বাঙ্গালা, বেহার বা উড়িষ্যাস্থিত ভূমি হইলে ক্রমান্বয়ে বাঙ্গালা ১১৭৮ সাল, কিম্বা ফসলি বা বিলায়তি ১১৭৯ সাল আরম্ভের পূর্ব্বে গ্রহীতার জীবনস্বত্ব থাকুক বা অন্য প্রকার হউক, যে লাখেরাজ ভূমির সনন্দ কৃত হইয়াছে, তাহাকে সে স্থলে ও রাজস্ব প্রদানে দায়ী করিতে পারা পক্ষেও প্রথম প্রকরণধৃত নিয়ম যে বিস্তারিত হইল এমত বিবেচনা করা যাইবে না, যে স্থলে ভূমির পরিমাণ দশ বিঘার অতিরিক্ত না হয় এবং তদুৎপন্ন লাভ ও কর স্বরূপে প্রকৃত প্রস্তাবে মন্দিরে অথবা ব্রাহ্মণদিগের ভরণপোষণার্থে কিম্বা অন্য ধর্ম্ম বা দাতব্য অভিপ্রায়ে নিয়োজন হইয়া থাকে।

এই প্রকরণের নিয়ম যে কোন প্রকারের ভূমির পরিমাণ দশ বিঘার অতিরিক্ত না হয় ও যাহার উৎপন্ন লাভ ঐরূপে এখনও নিয়োজিত করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধীয় দেওয়ানীর পূর্ব্বে কৃত সকল সনন্দেও বিস্তারিত হইবে।

মালিকী স্বত্বসম্বন্ধীয় বিবাদের কথা।

৪ ধারা। ১৭৯০ সালের ১ ডিসেম্বরের পূর্ব্বে হস্তান্তরিত ভূমি সমুচয় রাজস্বদায়ী আছে কি না, শুদ্ধ এই বিষয়ের সঙ্গে এই আইনের সংশ্রব আছে।

ঐ তারিখের পূর্ব্বে হস্তান্তরিত যে ভূমি এই আইনানুসারে এক্ষণে রাজস্বদায়ী হইতেছে, তৎসম্বন্ধীয় সকল প্রকার বিবাদ বা দাবী সর্ব্বতোভাবে ঘরাও কাণ্ড স্বরূপে গণ্য, সুতরাং দাতা ও গ্রহীতার অথবা তাহাদের ওয়ারিসান ও উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে কোন বিরোধ বা দাবী উপস্থিত হইলে তাহা দেওয়ানী আদালতদ্বারা মীমাংসা করা যাইবে।

যদবধি দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী দ্বারা বেদখল না করা যায়, ততকাল পর্য্যন্ত গ্রহীতাগণ বা বর্ত্তমান দখলিকারগণ ভূমির সেইরূপ স্বামিত্ববিশিষ্ট মালিকস্বরূপে পরিগণিত হইবে, যে স্বামিত্ব (যদ্রূপ ৬, ৭ ও ২১ ধারায় বিবৃত আছে) এক শত বিঘার অতিরিক্ত বা কম হউক তদনুসারে

খেরাজি মহালের কি অধীন তালুকের মালিকানে বর্ত্তে বলিয়া জানান হইয়াছে, এবং যেমন যেমন যে মহালের মধ্যে উক্ত ভূমি স্থিত সেই মহালের রাজস্ব মালিকের, কি ইজারদারের দেয় হউক কিম্বা খাসে আদায় হউক, তেমতি তেমতি দশসালা বন্দোবস্তের নিমিত্ত কৃত নিয়মানুসারে যে রাজস্ব তাহাদের সেই ভূমির উপর চাপান যাইতে পাবে, সেই রাজস্বের নিমিত্ত চুক্তিপত্র তাহাদের হয় গবর্ণমেণ্টকে নয় সেই মহালের মালিককে বা ইজারদারকে লিখিয়া দিতে হইবে।

দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তিক্রমে যদি ভূমির মালিকীস্বত্ব হস্তান্তর করা যায়, তবে তদুত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে সমভাবে তদুপরি ধার্য্য বা আরোপিত রাজস্ব প্রদানের নিমিত্ত দায়ী ধরা যাইবে।

দখলিকার গ্রহীতাতে সেই মালিকীস্বত্ব ক্রমান্বয়ে
রাখিবার ফলের কথা।

৫ ধারা। পূর্ব্বগত ধারা বিবৃত সকল স্থলে গ্রহীতা বা দখলিকারে ভূমির মালিকীস্বত্ব ক্রমান্বয়ে রাখিলে ভূতপূর্ব্ব প্রথানুসারে সর্ব্বতোভাবে তাহাকে সেই ভূমি হইতে বেদখল না করিয়া এবং ইহার পরের দুই ধারা প্রোক্ত প্রকারে সেই ভূমির জমা ধার্য্য না করিয়া এক সদয় প্রশস্ত বিধান তাহার পক্ষে বিধানিত হইবে।

যে স্থলে বাঙ্গালা ১১৭৮ সালের অথবা ফসলী কি বিলায়তী ১১৭৯ সালের পূর্ব্বে সেই সনন্দ হইয়া থাকে, সে স্থলে সেই ভূমির মালিক এদেশের অন্যান্য মালগুজারী ভূমিতে যত জমা ধার্য্য করা যায় তাহার কেবল অর্দ্ধেক পরিমাণে রাজস্ব প্রদান করণীয় একটি মহালস্বরূপে সেই ভূমি ভোগ করিবে।

এবং যে স্থলে পূর্ব্বোক্ত কয়েক তারিখের পরে সেই সনন্দ হইয়া থাকে, সেস্থলে যদ্রূপ ইতঃপরে আদেশ হইল, দশসালা বন্দোবস্তের নিমিত্ত নিয়মাবলী অনুসারে রাজস্ব ধার্য্য অন্যান্য ভূমির ন্যায় তত্তুল্য রাজস্ব প্রদানের অধীনে সে ব্যক্তি ঐ ভূমি ভোগ করিবে।

১৭৯০ সালের ১ ডিসেম্বরের পূর্ব্বে হস্তান্তরিত এক শত বিঘার অনধিক
ভূমির উপর ধার্য্যজমা কাহার হইবে, তাহার কথা।

৬ ধারা। যে পরগণাতে ভূমি স্থিত, সেই পরগণার প্রচলিত জরিপমতে এক শত বিঘার অনধিক যে ভূমি এক গ্রামে, বা দুই গ্রামে বা তদোধিক গ্রামে থাকুক এবং যাহা ১৭৯০ সালের ১ ডিসেম্বরের পূর্ব্বে কৃত যে কোন সনন্দদ্বারা হস্তান্তরিত হইয়াছে এবং যাহা রাজস্ব প্রদানে দায়ী হইয়া থাকে বা হইবে বলিয়া বিচারিত হইতে পারে, তাহাতে তাহার উপর ৯ ধারামতে যে রাজস্ব ধার্য্য করা যাইতে পারে, তাহা সেই ব্যক্তির হইবে, যে ব্যক্তি ১৭৯৩ সালের ১ আইনের ৮ ধারাতে ১ কোন কথা বলা হইলেও যে মহাল বা অধীন তালুকের মধ্যে সেই ভূমিস্থিত তাহার রাজস্ব পরিশোধ করিবার নিমিত্ত দায়ী থাকে।

এবং যখন সেই ভূমি রাজস্ব প্রদানে দায়ী বলিয়া ঐরূপে বিচারিত হইবে, তখন যে চুক্তি অনুসারে ঐরূপ মহালের বা তালুকের রাজস্ব তাহার দিতে হয়, সেই চুক্তি প্রবল থাকার কাল

পর্য্যন্ত ঐরূপ সকল ভূমির উপর জমা ধার্য্য হওয়া প্রযুক্ত কোন অতিরিক্ত রাজস্ব প্রদানে তাহাকে দায়ী করা যাইবে না।

যদি সেই সকল ভূমি রাজস্ব প্রদানে দায়ী বলিয়া ডিক্রী হইবার কালে সেই মহাল বা অধীন তালুক খাসে ভোগ করা যায়, তবে মালিক বা ইজারদারের সঙ্গে যদবধি কোন বন্দোবস্ত না করা যাইবে, ততকাল পর্য্যন্ত যাহাকে সেই মহালের বা অধীন তালুকের খাজানা ও রাজস্ব দেয় থাকে, সেই ব্যক্তিই ঐ টাকা আদায় করিয়া লইবে এবং তাহাকে তাহা দিতে হইবে।

যে ভূমি রাজস্ব প্রদানে দায়ী বলিয়া ঐরূপে বিচারিত হইয়া থাকে, তাহাকে অধীন তালুক স্বরূপে বিবেচনা করিতে হইবে।

১৭৯০ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখের পূর্ব্বে হস্তান্তরিত এক শত বিঘার অধিক ভূমির রাজস্ব গবর্ণমেণ্টের, হইবার কথা।

৭ ধারা। যে পরগণায় ঐ ভূমিস্থিত তাহাতে প্রচলিত জরিপমতে যে ভূমি একশত বিঘার অধিক হইয়া এক, দুই বা ততোধিক গ্রামে থাকে ও যাহা ১৭৯০ সালের ১ ডিসেম্বরের পূর্ব্বের কৃত এক সনন্দে কৃত হইয়াছে ও যাহা রাজস্ব প্রদানে দায়ী থাকে বলিয়া বিচারিত হইয়া থাকে তাহার উপর ৮ ধারা অনুসারে ধার্য্য রাজস্ব গবর্ণমেণ্টের হইবে, জানান যাইতেছে।

এই ধারার বিবৃত যে সকল ভূমি রাজস্ব প্রদানে দায়ী বলিয়া বিচারিত হইয়া থাকে, সে গুলিকে এক অনধীন তালুক রূপে পরিগণ্য করা যাইবে।

৭ ধারামতে জমা ধার্য্য করণের নিয়মাবলীর কথা।

৮ ধারা। প্রথম প্রকরণ।—৭ ধারার বিবৃত ভূমির দেয় রাজস্বের পরিমাণ নিম্নলিখিত নিয়মাবলীতে মীমাংসা করিতে হইবেক, যথা।—

বাঙ্গালা ১১৭৮ সালের কিম্বা ফসলী কি বিলায়তী ১১৭৯ সালের পূর্ব্বে সনন্দ কৃত হইলে, নিয়মের কথা।

দ্বিতীয় প্রকরণ।—বাঙ্গালা, বেহার কি উড়িষ্যা-স্থিত ভূমি হইলে বাঙ্গালা ১১৭৮ সালের কিম্বা ফসলী কি বিলায়তী ১১৭৯ সালের পূর্ব্বে যদি সেই সনন্দ হইয়া থাকে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে দেয় রাজস্ব, সেই পরগণায় স্থিত সেই প্রকার ভূমির যে হারে জমা ধার্য্য করা যায়, সেই হারে উক্ত ভূমির বার্ষিক উৎপন্নের অর্দ্ধেক হইবে।

যদি সেই ভূমির কোন অংশ পতিত থাকে, তবে তাহা উঠিত করিবার নিমিত্ত সেই মালিকের প্রতি আদেশ করা যাইবে এবং যদ্রূপ রেভিনিউ বোর্ড মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরলের অনুমোদন পাইয়া উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তদ্রূপে উঠিত ভূমির ধার্য্য জমার কম হার উদ্দেশে ব্যবস্থিত সনদ অর্থাৎ ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল জমা দিবার নিমিত্তও তাহার প্রতি আদেশ করা যাইবে।

জরিপ জমাবন্দি দ্বারা ভূমির উৎপন্ন নিরূপণ করিতে হইবে। যদি মালিক তলব করা জমা দিতে স্বীকার করে তবে সেই জরিপ জমাবন্দি করণের অর্দ্ধেক খরচা মালিকের দিতে হইবে এবং অপরার্দ্ধ গবর্ণমেণ্ট দিবেন। কিম্বা যে প্রকারে কালেক্টর রেভিনিউ বোর্ডের অনু-

মোদন পাইয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিবেন, সেই প্রকারেও পূর্ব্বোক্ত উৎপন্ন নিরূপিত হইতে পারিবে।

যদি মালিক সেইরূপ জমা ধার্য্যে সম্মত না হয়, তবে ১১৯৩ সালের ৮ আইন প্রণীত নিয়মাবলীতে সেই সকল ভূমি হয় খাসে নয় ইজারা বিলি করা যাইবে।

মালিকের নিকট হইতে যে রাজস্ব তলব করা যায় যদি তাহা দিতে সেই মালিক সম্মত হয়, তবে সেই রাজস্বের পরিমাণে ভবিষ্যতে কমি বেশী হইবে না, কিন্তু সে ব্যক্তি স্বয়ং, তাহার ওয়ারিসান ও উত্তরাধিকারিগণ চিরকালের নিমিত্ত ঐরূপ নির্দ্ধারিত হারে সেই ভূমি ভোগ করিতে পাইবে।

সেই তারিখের পরে কৃত সনন্দ হইলে নিয়মের কথা।

তৃতীয় প্রকরণ।—বাঙ্গালা, বেহার কি উড়িষ্যাস্থিত ভূমি হইলে যদি সেই সনন্দ বাঙ্গালা ১১৭৮ সালের কি ফসলি কিংবা বিলায়তি ১১৭৯ সালের পরে কৃত হইয়া থাকে, তবে সেই ভূমি হইতে গবর্ণমেণ্টকে দেয় জমা বা রাজস্ব ১৭৯৩ সালের ৮ আইনে যে নিয়মাবলী গবর্ণমেণ্টকে রাজস্ব দাবী মহালের বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত বলা হইয়াছে, তদনুসারে ধার্য্য করিতে হইবেক এবং পূর্ব্বাগত প্রকরণে ভূমি সম্বন্ধে যে উপায় বর্ণিত হইয়াছে, সেই উপায়ে উৎপন্ন নিরূপণ ও তদন্তের খরচা ব্যয় করিতে হইবেক।

যদি মালিক সেই ধার্য্য জমা দিতে অস্বীকার করে তবে দশসালা বন্দোবস্তের নিমিত্ত নিয়মাবলী অনুসারে সেই ভূমি হয় ইজারা বিলি নয় খাসে ভোগ করা হইবে।

যদি সেই মালিকের নিকট তলব করা রাজস্ব দিতে সে ব্যক্তি সম্মত হয়, তবে ভবিষ্যতে তাহা কমি বেশী হইবে না বরং সে স্বয়ং, তাহার ওয়ারিসান এবং উত্তরাধিকারিগণ চিরকালের নিমিত্ত সেই নির্দ্ধারিত হারে তাহা ভোগ করিতে পাইবে।

৬ ধারার ব্যক্ত ভূমির রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত নিয়মের কথা।

৯ ধারা। পূর্ব্বগত ধারার নিয়মাবলী ৬ ধারার ব্যক্ত ভূমির প্রতিও খাটিতে পারে বলিয়া গণ্য হইবে। কেবল বিভিন্নতা এই যে, যে মালিক, ইজারদার, অধীন তালুকদার অথবা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীকে রাজস্ব দেয় থাকে, তিনি গ্রহীতাকে খরচার দায়ী না করিয়া ভূমির উৎপন্ন নিরূপণ করিবেন এবং তাহার হিসাব কালেক্টরের নিকট অর্পণ করিলে, কালেক্টর চিরকালের নিমিত্ত সেই ভূমির দাতব্য রাজস্ব নির্দ্ধারণ করতঃ সেই পরিমিত রাজস্বের বিষয় রেভিনিউ বোর্ডের বাহালের নিমিত্ত রিপোর্ট করিবেন যেহেতু উপযুক্ত বোধ হইলে তাহা কমি বেশী করিবার ক্ষমতা সেই বোর্ডের আছে।

যদি তাহার নিকট তলব করা রাজস্ব দিতে সেই মালিক সম্মত হয়, তবে সেই মালিক, তাহার ওয়ারিসান ও উত্তরাধিকারিগণ চিরকালের নিমিত্ত ঐরূপ নির্দ্ধারিত রাজস্ব দিতে দায়ী থাকিয়া অধীন তালুক স্বরূপে ঐ সকল ভূমি ভোগ করিতে পাইবে।

১৭৯০ সালের ১লা ডিসেম্বরের পরে কৃত সনন্দ সমুচয়
অকর্ম্মণ্য জানাইবার কথা।

১০ ধারা। একশত বিঘার বেশী বা কম হউক, লাখেরাজ ভোগ করিবার যে সকল সনন্দ

১৭৯০ সালের ১লা ডিসেম্বরের পরে কৃত হইয়াছে, কিংবা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরলের আধিপত্য বিনা অপর কোন হাকিম দ্বারা ইতঃপরে কৃত হইতে পারিবে, সেই সকল সনন্দ অকর্ম্মণ্য ও বাতিল গণ্য হয় এবং সেই ভূমি সম্পত্তি সম্বন্ধেই হউক, কিংবা তাহার খাজানা সম্বন্ধেই হউক, যতকাল কেন ভোগ থাকুক না, তাহাকে ঐরূপ কোন সনন্দে প্রসিদ্ধতা দিবে না।

এবং যে ব্যক্তি কোন মহালে বা অধীন তালুকে মালিকী স্বত্ব বর্ত্তমানে ভোগ করিতেছে কি পরে উত্তরাধিকার করিবে কিম্বা যে ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের ভূম্যধিকারীর কিম্বা অপর ব্যক্তির অথবা খাসভুক্ত কোন মহাল বা তালুক হইতে খাজানা আদায় করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ যে কোন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়েন, তাহার নিকট ইজারা পাইয়া কোন মহাল বা অধীন তালুক ভোগ করে বা ইতঃপরে উত্তরাধিকার করিবে, সেই ব্যক্তি বিচারালয়ে তৎপূর্ব্বে কোন দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা না করিয়া কিম্বা সেই বেদখলের কিম্বা পুন-সংযোগের পূর্ব্বে বা পরে গবর্ণমেণ্টের তরফের কোন কর্ম্মচারীকে কোন সমাচার না দিয়া, সেই পরগণা হারে ঐরূপ সকল ভূমি হইতে খাজানা আদায় করিতে, তথা ভূমির মালিকা স্বত্ব হইতে সনন্দ গ্রহীতাকে বেদখল করিতে, তথা যে মহালে বা তালুকে ঐ ভূমিস্থিত, তাহার সেই ভূমি পুনর্ব্বার যোগ করিয়া লইতে, ক্ষমতা রাখেন ও আদেশ করিতে পারেন।

কিম্বা যখন সেই সনন্দ ঐরূপে বাজেয়াপ্ত করা যায় ও অকর্ম্মণ্য করা হয়, তখন ঐরূপ কোন মালিক, ইজারদার কিম্বা অধীন তালুকদার ঐরূপ সনন্দ তৎকর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত বা অকর্ম্মণ্য করা হইয়াছে বলিয়া তাহার হিসাবে যতকাল তাহার মহালের বা তালুকের রাজস্ব দেওনের চুক্তির মিয়াদ বলবৎ থাকিবে, ততকাল বেশী ধার্য্য জমা দিতে দায়ী হইবে না।

এই ধারাক্রমে মালিকানে যে সকল ক্ষমতা বর্ত্তে, আপনাদের মনিবের তরফে অযোগ্য মালিকানের মহালের তথা এজমাল অবিভক্ত মহাল সমূহের সরবরাহকারগণ সেই সকল, ক্ষমতা চালাইতে যোগ্যতা ও আদেশ পাইতেছে। (১)

কি প্রকারে মালিকগণ ও ইজারদারগণ ৬ ধারা বিবৃত ভূমির ধার্য্য রাজস্ব আদায় করিবেন, তাহার কথা।

১১ ধারা। ভূমির মালিকগণ কিম্বা ইজারদারগণ অথবা অধীন তালুকদারগণের মধ্যে যাহাদের মহালে, ইজারায় কিম্বা তালুকে ৬ ধারা প্রোক্ত প্রকারের যে ভূমি থাকে, সেই ভূমির রাজস্ব পাইবার অধিকারী হইলে তাঁহারা দেওয়ানী আদালতে সেই রাজস্ব আদায় করিবার নিমিত্ত নালিশ করিতে পারিবেন।

যে ভূমির মালিক বা ইজারদারগণ অথবা, অধীন তালুকদার ঐরূপ ভূমিকে রাজস্বদায়ী করে অথচ তৎপূর্ব্বে তদর্থে এক বিচারসংক্রান্ত ডিক্রী না পাইয়া থাকে সে মালিক প্রভৃতির বিরুদ্ধে যাহাদের ক্ষতি সাধন হইয়াছে, তাহারা খেসারতের নিমিত্ত নালিশ করিতে পারিবে।

যে স্থলে মহাল বা অধীন তালুক খাসে ভোগ হইতেছে, সে স্থলে ৬ ধারা বিবৃত ভূমি

(১) ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ২৮ ধারাক্রমে আংশিক রহিত হইয়াছে।

হইতে রাজস্ব আদায় করিবার স্বত্ব সেই পক্ষে বর্ত্তে বিবেচনা করা যাইবে, যে পক্ষকে সেই মহালের বা তালুকের আদায়ী জমা প্রদত্ত হইয়া থাকে।

যদি সেই মহাল বা তালুক গবর্ণমেণ্টের খাসে থাকে, তাহা হইলে মালিকের পরিবর্ত্তে ঐরূপ ভূমির উপর ধার্য্য রাজস্বের নিমিত্ত তহশীলদার বা অন্য কর্ম্মচারী নালিশ করিতে পারিবেন, কিন্তু কালেক্টরের আদেশমতে তাহা করিতে হইবে।

১২, ১৩, ১৪ ধারা। (১৮১০ সালের ২ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে)।

গবর্ণমেণ্টের দ্বারা বা বিরুদ্ধে মোকদ্দমার কথা।

১৫ ধারা। কোন ব্যক্তি লাখেরাজস্বরূপে ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব দাবী করিয়া গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নালিশ উপস্থিত করিলে মালমোতালকের কালেক্টরেরা সেই সকল মোকদ্দমার প্রতিবাদ করিবেন। এইরূপ সকল মোকদ্দমার এবং যে যে মোকদ্দমা রেভিনিউ বোর্ড উপস্থিত করিবার নিমিত্ত কালেক্টরকে আদেশ দিতে পারেন, সেই সেই মোকদ্দমায় কালেক্টরের নিকট শিক্ষা পাইয়া গবর্ণমেণ্টের উকীল প্রতিবাদ ও বাদ করিবেন।

এবং যদি সমুদয় বা অংশতঃ গবর্ণমেণ্টের হারি হয়, কিম্বা যদি কালেক্টর কোন রকমে সেই ডিক্রীতে অসন্তুষ্ট হয়েন, তবে রাজস্ব বাকী বলিয়া কালেক্টরের তলব দেওয়া, কিম্বা প্রকৃতরূপে গ্রহণ করা টাকার নিমিত্ত ভূমির কোন মালিক, কিম্বা ইজারদার তাহার বিরুদ্ধে নালিশ উপস্থিত করিলে জেলার সেই কালেক্টরের বিরুদ্ধে প্রদত্ত নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৩০ ধারা (১) ও অন্যান্য ধারাস্থিত সকল নিয়ম ঐরূপ ডিক্রীতে খাটিবে বলিয়া অবধারিত হইল। ইহাতে কেবল এইমাত্র বিভিন্নতা আছে যে, আদ্যোপান্তে সেই মোকদ্দমা গবর্ণমেণ্টের খরচে প্রতিবাদিত কি বাদিত হইবে, এবং যদি রেভিনিউ বোর্ড সেই জেলা আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল প্রোবিন্স্যাল আপীল আদালতে উত্থাপন না করিবার, কিম্বা প্রোবিন্স্যাল আপীল আদালতের আপীল উত্থাপন করিতে হুকুম করিলেও তাহাতে তাহাদের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হইয়া গেলে, প্রোবিন্স্যাল আপীল আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে উত্থাপন না করিবার, হুকুম করা উপযুক্ত বোধ করেন, তবে উভয় স্থলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারেলের নিকট আপীল না করিবার হেতুবাদ লিখিয়া তাঁহারা রিপোর্ট করিতে হুজুর কৌন্সিল যেমত উপযুক্ত বোধ করিবেন, সেই মোকদ্দমায় আপীল করিতে হইবে কি না, তদ্বিষয়ে আদেশ দিবেন।

১৬ ধারা। (১৮১৯ সালের ২ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে)।

সনন্দ কৃত্রিম কি তাহাতে কোন রকমে পরিবর্ত্তন অথবা পূর্ব্বের তারিখ দিলে তাহা অকর্ম্মণ্য হওয়া জানাইবার কথা।

১৭ ধারা। বিচার চলিবার কালে যদি কোন বিচারালয়ে এমত প্রকাশ পায় যে, ১৭৯০ সালের ১ লা ডিসেম্বর তারিখের পূর্ব্বের লাখেরাজ ভূমির কোন সনন্দ কৃত্রিম করা হইয়াছে, কিম্বা আদি সনন্দগ্রহীতার নাম চাঁচিয়া ফেলিয়া তৎপরিবর্ত্তে অপর কোন নাম বসান হইয়াছে, অথবা আদি সনন্দে যে নাম আগে ছিল না, তাহা পরে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে, কি আদি-

(১) ১৮৭৪ সালের ১৬ আইনদ্বারা রহিত হইয়াছে।

সনন্দের লিখিত হুকুমের নাম চাঁচিয়া ফেলা বা পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, অথবা সনন্দের তারিখ একরূপ ছিল অন্য প্রকার করা হইয়াছে, কিম্বা সেই সনন্দে পূর্ব্বের তারিখ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইলে রাজস্ব প্রদানের দায়িত্ব হইতে খালাস দেওয়ার সংস্রব পর্য্যন্ত সেই সনন্দ অকর্ম্মণ্য ও বাতিল বলিয়া বিচারিত হইবে, এবং তদনুসারে সেই ভূমি রাজস্ব প্রদানের অধীন হইবে।

১৮ ধারা। (১৮৭৪ সালের ১৬ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে)।

১৯ ধারা। (১৮১৯ সালের ২ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে)।

সনন্দ হস্তান্তরের কথা।

২০ ধারা। ভূমিসংক্রান্ত যে যে সনন্দ তাহার সর্ত্তানুযায়ী হউক, কি হুকুমের ভাবে হউক, মৌরসি হইয়া থাকে, ও এই আইনদ্বারা প্রসিদ্ধ বলিয়া জানান হইয়া থাকে, কিম্বা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট দ্বারা অথবা স্থিরতর রাখিতে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন কর্ম্মচারী দ্বারা স্থিরতর রাখা হইয়া থাকে বা হইতে পারিবে, সেই সেই সনন্দ, দান বিক্রয় বা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর যোগ্য বলিয়া জানান হইতেছে।

যে কোন প্রকারে হউক, যে সকল ব্যক্তি ঐ সকল সনন্দ উত্তরাধিকার করে, তাহাদের প্রতি এই আদেশ হইতেছে যে, তাহাদের উত্তরাধিকার করিবার পর হইতে ছয় মাসের মধ্যে কালেক্টরিতে তাহারা আপনাদের নাম রেজিষ্টরী করায়,

কিন্তু খরিদদারের ঝুঁকিতে ঐরূপ সকল খরিদ কৃত হইল বিবেচনা করা যাইবে, এবং যদি সেই সনন্দ মৌরসি না হওয়া, কিম্বা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট দ্বারা কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণদ্বারা কৃত না হওয়া বা স্থিরতর না রাখা প্রমাণিত হয়, তবে হস্তান্তর হইয়াছে বলিয়াই যে তাহা এই আইনমতে রাজস্ব প্রদান হইতে খালাস পাইবে, তাহা নহে।

২১, ২২ ধারা। (১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে)।

২৩ ধারা। (১৮৬৮ সালের ৮ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে)।

সনন্দ রেজিষ্টরি করাইবার মিয়াদের কথা।

২৪ ধারা। ১৭৯০ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখের পূর্ব্বে কৃত হউক, একশত বিঘার বেশী বা কম হউক, এবং যখন যিনি দেশের শাসনকর্ত্তা হন, তখন তাঁহার দ্বারা কৃত বা স্থিরতর রাখা হউক, এমত সনন্দক্রমে প্রকৃত প্রস্তাবে ভোগবান লাখেরাজদারকে পরের ধারার লিখিত ইস্তাহারের তারিখ অবধি যে জেলাতে সেই সকল ভূমিস্থিত সেই জেলার কালেক্টরিতে আপনাদের নাম রেজিষ্টরী করাইবার নিমিত্ত এক বৎসর মিয়াদ দেওয়া যাইবে।

সনন্দ রেজিষ্টরী করাইবার নিমিত্ত সকল ব্যক্তিকে আদেশ দিয়া ইস্তাহার করিবার কথা।

২৫ ধারা। পূর্ব্বগত ধারামত নিয়ম জানি না বলিয়া ইতঃপরে কোন ওজর করা নিবারণ করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক জেলার কালেক্টর এই আইন পাইয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মের এক ইস্তাহার বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা প্রদেশে বাঙ্গালা ও পারশ্য ভাষায়, এবং বেহার প্রদেশে পারশ্য ও হিন্দি ভাষায় ও নাগরি অক্ষরে লিখাইয়া ও আপনার আফিসের মোহর ও নিজে দস্তখৎ করিয়া

একাএক গবর্ণমেণ্টে রাজস্ব দেয়, এরূপ জেলাস্থিত সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারদারের তথা গবর্ণমেণ্টের খাসভুক্ত প্রত্যেক এদেশীয় কালেক্টরের (তহশীলদারের প্রধান প্রধান মাল কাছারিতে লটকাইয়া দিবেন।

এবং যে স্থলে যে ভূম্যধিকারীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হইয়া থাকিবে, তাহার মহালে কিম্বা কোন ইজারদারের ইজারায় অথবা খাসভুক্ত ভূমি গুলিতে দুই বা ততোধিক পরগণা বা পরগণার অংশ থাকে, সে স্থলে সেই কালেক্টর ঐরূপ মহালের, ইজারার বা খাসভূমির প্রত্যেক পরগণার প্রধান প্রধান কাছারিতে সেই ইস্তাহার লটকাইয়া দিয়া যে এক রসিদ ঐরূপ মহালের মালিকের, ইজারদারের কিম্বা দেশীয় কর্ম্মচারীর নিকট হইতে লইবেন, তাহাতে যে তারিখে ঐ ইস্তাহার লটকান হইল সেই তারিখ বিস্তারিতরূপে লেখা থাকিবে এবং ঐ ভূম্যধিকারী, ইজারদার বা দেশীয় কর্ম্মচারী ঐ রসিদের তারিখ অবধি এক বৎসর কাল সেই কাগজ তদ্রূপে লটকান থাকিবার জন্য জওয়াবদিহি করিবেন অর্থাৎ দায়ী থাকিবেন।

"১৭৯৩ সালের ১৯ আইন অনুযায়ী অমুকের মহালভুক্ত কিম্বা অমুকের ইজারাভুক্ত কিম্বা অমুকের তাবাদীনের যে পরগণায় সেই ভূমিস্থিত সেই পরগণার প্রচলিত জরিপমতে যে সকল ব্রহ্মত্তর, বিষ্ণুপ্রীত বা অন্য প্রকার এক্ষণকার লাখেরাজ ভূমি এক শত বিঘার বেশী হউক বা কমী হউক এক, দুই বা ততোধিক মৌজাভুক্ত হউক বা ব্যাপক হউক, এবং ১৭৯০ সালের ১লা ডিসেম্বর অর্থাৎ বাঙ্গালা ১১৯৭ সালের ১৮ই অগ্রহায়ণ, ফসলি ১১৯৮ সালের ১০ই অগ্রহায়ণ এবং বিলায়তি ১১৯৮ সালের ১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখের পূর্ব্বে কৃত হইয়াছে, এবং এদেশে যখন যে শাসনকর্তৃপক্ষ থাকেন তখন সেই শাসনকর্তৃপক্ষ দ্বারা কিম্বা তাঁহার কর্ম্মচারিগণ দ্বারা অথবা অপর হাকিম দ্বারা কৃত হউক বা স্থিরতর রাখা হউক, সেইরূপ সকল ভূমির অধিকারিগণের প্রতি এই আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, তাহারা এই ইস্তাহারের তারিখের পর অবধি এক বৎসর মিয়াদ গত না হইতে না হইতে জেলার কালেক্টরিতে নিম্নলিখিত বিবরণ লিখাইয়া রেজেষ্টরী করাইবেন।

"যদি ঐরূপ কোন সনন্দদারগণ স্বয়ং বা সনন্দ রেজেষ্টরী করণার্থ দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্যতায় প্রদত্ত ওকালৎনামা দিয়া উকীলের দ্বারা, আপনাদিগের সনন্দের রেজেষ্টরী না করাইয়া থাকে, তাহা হইলে যদ্রূপ আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীক্রমে বিচারিত হইয়া থাকে, সেই প্রকারে সেই সকল ভূমি রাজস্ব প্রদানের অধীন বলিয়া বিবেচিত হইবে।

"যাহার লাখেরাজ ভূমি ভোগ করিবার দাওয়া রাখে মাত্র অথচ তাহা ভোগ না করিতেছে, তাহাদিগের ঐরূপ দাবী করা ভূমি রেজেষ্টরী করাইতে হইবে না।"

"সনন্দের নাম, যথা।—বিষ্ণুপ্রীত, ব্রহ্মত্তর কি অন্য প্রকার।

"সনন্দদাতার নাম।

"আদিসনন্দদারের নাম।

"বর্ত্তমান দখলিকারের নাম এবং যদি সে আদিসনন্দদার না হয়, তবে তাহার সঙ্গে কি সম্পর্ক আছে এবং ওয়ারিযীসূত্রে পাইয়াছে কি খরিদসূত্রে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে সে ব্যক্তি তাহা উত্তরাধিকার করিয়াছে।

"যদি লিখিত পঠিত সনন্দ হয়, তবে সেই দলিলের তারিখ এবং যদি না হয়, তবে যে তারিখে সেই সনন্দ অর্থাৎ ভূমি দান হইল, সেই তারিখ।

"যে গ্রাম বা যে যে গ্রাম লইয়া ঐ সনন্দ হয় কিম্বা যাহাতে সেই সকল ভূমি থাকে সেই গ্রামের বা সেই সেই গ্রামের নাম।

"সনন্দভুক্ত প্রত্যেক মৌজার কি মৌজাহায়ের অথবা ভূমির জরিপ।

"যে পরগণা বা পরগণাহায়ে সেই ভূমিস্থিত সেই পরগণার নাম।

"যে আদি সনন্দ বা অন্য লিখনমতে সেই ভূমি ভোগ কৃত হইতে পারিবে, তাহার নকল।"

নির্দ্ধারিত মিয়াদ মধ্যে রেজেষ্টরী না করা ভূমির কথা।

২৬ ধারা। যদি এক্ষণকার লাখেরাজ ভূমির কোন সনন্দের দখলিকার ব্যক্তি যে যে বিবরণ তাহার যোগাইতে পারিবার নিমিত্ত আদেশ আছে সেই সেই ঠিক বিবরণ সহিতে ইস্তাহারের নির্দ্ধারিত মিয়াদমধ্যে তাহা রেজেষ্টরী না করায় তবে সেই সনন্দের লিখিত ভূমি, ঐরূপ ত্রুটি-প্রযুক্ত, যেন বিচারালয়ের কোন চূড়ান্ত ডিক্রীমতে রাজস্ব প্রদানের অধীন বলিয়া সেই ভূমি বিচারিত হইয়াছে, সেই ভাবে রাজস্ব প্রদানের অধীন হইবে এবং এক শত বিঘার অতিরিক্ত হইলে, তদনুসারে তাহার জমা ধার্য্য করিতে কালেক্টর প্রবৃত্ত হইবেন এবং যদি এক শত বিঘার কম হয়, তবে ৬ ধারামতে যাহাকে যে ভূমির রাজস্ব দেয় থাকে, সেই ব্যক্তি সেই ধারার আদেশিত প্রকারে ঐ সকল ভূমির জমা ধার্য্য করিতে ক্ষমতাবিশিষ্ট আছেন।

কিন্তু যদি ভূমির দখলিকার নির্দ্ধারিত মিয়াদমধ্যে ভূমি রেজেষ্টরি না করাইবার যথেষ্ট ও প্রসিদ্ধ হেতু মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরলের হুজুরপ্রত্যয়ে দেখাইতে পারে, তবে সেই নির্দ্ধারিত মিয়াদ গত হইলে পরেও কোন সনন্দ রেজেষ্টরিভুক্ত করিয়া লইবার ক্ষমতা শুদ্ধ সেই হুজুর কৌন্সিল আপনাতে রাখিয়াছেন এবং যে স্থলে আদেশমতে আপনাদের সনন্দ রেজেষ্টরি না করিয়াও তাহারা আপনাদের সেই সকল সনন্দ রেজেষ্টরি ভুক্ত করণে স্বত্ববান্ বলিয়া রেভিনিউ বোর্ডের দৃষ্টিতে প্রকাশ পাইবে, সেইরূপ প্রত্যেক স্থল উক্ত বোর্ড মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরলের নিকট রিপোর্ট করিবেন।

নির্দ্ধারিত মিয়াদমধ্যে রেজেষ্টরি না করা ইত্যাদি সনন্দচয়
অপ্রসিদ্ধ হইবার কথা।

২৭ ধারা। সনন্দ রেজেষ্টরি করিবার নিমিত্ত যে মিয়াদ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা গত হইলেও যে সকল সনন্দ সেই মিয়াদ মধ্যে রেজেষ্টরি করান হইল না এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল কর্ত্তৃক তৎপরে রেজেষ্টরি ভুক্ত করা হইল না, সেই সকল সনন্দ রাজস্ব প্রদান হইতে অব্যাহতি পাইবার সংশ্রব পর্য্যন্ত অপ্রসিদ্ধ হইবে, জানান যাইতেছে।

ভূমি রেজিষ্টরী করিবার ফলের কথা।

২৮ ধারা। কিন্তু স্পষ্ট জানান যাইতেছে যে, এই আইনমতে সনন্দ রেজেষ্টরি করা হইলেই যাহার নামে সেগুলি রেজেষ্টরি করা হইল, সেই ব্যক্তির স্বত্ব থাকা যে স্বীকার করা হইল তাহা নহে কিম্বা সেই লাখেরাজ ভূমির ভোগাধিকার তাহাতে বর্ত্তান ও যে স্বীকার করা হইল তাহা নহে।

প্রথমোক্ত স্বত্বের নিমিত্ত সে কোন ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতে তাহার নামে নালিশ করিতে পারিবে এবং শেষোক্ত অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যদি বোর্ডের দৃষ্টিতে এমত প্রকাশ পায় যে, সেই সকল ভূমি রাজস্বপ্রদানের নিমিত্ত দায়ী আছে, তবে সেই বিষয়ে বোর্ডের অনুমোদন পাইয়া কালেক্টর নালিশ করিতে পারিবেন।

২৯ হইতে ৩৪ ধারা। (১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনদ্বারা রহিত হইয়াছে।

কি প্রকারে লাখেরাজ ভূমিচয়ের পার্থক্য বা সংযোজন আদালতে জানাইতে হয়, তাহার কথা।

৩৫ ধারা। পার্থক্যসম্পন্ন অর্থাৎ কার্য্যে পরিণত করিবার কাল উপস্থিত হইলে যে জেলা হইতে পৃথক্ করিবার আদেশ হইয়াছে, সেই জেলার কালেক্টর নিজ জেলার দেওয়ানী আদালতের জজের নিকট শেষ সাময়িক রেজিষ্টরীর তথা তাহার জেলা হইতে পৃথক্ করণোপযোগী সনন্দের সঙ্গে যে মধ্যবর্ত্তী রেজিষ্টরীর সংস্রব আছে, সেই সকল রেজিষ্টরীর নকল পাঠাইয়া দিবেন।

এবং যে জেলাতে সংযোজন করিতে হইবে, সেই জেলার কালেক্টরকে পূর্ব্ব প্রকরণমতে যে সকল খণ্ড-রেজিষ্টরী দিবার কথা আছে, সেই সকল খণ্ড লিপির নকল গুলি সংযোজিত-জেলার জজকে পাঠাইয়া দিবেন।

এই সকল কাগজপত্র পাইবামাত্র যে সকল আদালতের আধিপত্য হইতে পার্থক্য করা যাইবে, সেই সকল আদালত আপনাদের সমক্ষে দায়ের থাকা মোকদ্দমাসংক্রান্ত যে সকল কাগজপত্র সেই পার্থক্যনিবন্ধন জেলার অপর আদালতে গ্রাহ্য হইতে পারিবে, সেই সকল কাগজপত্রের নকল ঐরূপ আদালতে পাঠাইয়া দিবেন, এবং তাহার লিখিত সমাচার অর্থাৎ নোটিস পক্ষগণকে জানাইবেন।

৩৬ হইতে ৪৪ ধারা। (১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনদ্বারা রহিত হইয়াছে)।

৪৫ ও ৪৬ ধারা। (১৮৭৬ সালের ১২ আইনদ্বারা রহিত হইয়াছে)।

জীবন-সনন্দ সংক্রান্ত নিয়মাবলী মিয়াদি সনন্দের প্রতি খাটিতে পারিবার কথা।

৪৭ ধারা। কোম্পানির দেওয়ানী পাইবার তারিখের পূর্ব্বে কৃত জীবনসনন্দমতে এখনকার ভোগকৃত কিম্বা ভোগ হওনের দাবিকৃত লাখেরাজ ভূমিসম্বন্ধীয় এই আইনে যে সকল নিয়ম আছে, তত্তাবতীয় নিয়ম সেই তারিখের পূর্ব্বে কৃত মিয়াদি সনন্দে খাটিতে পারিবে বিবেচনা করা যাইবে।

বাজে জমিন দপ্তরের বিগত সুপারিন্টেণ্ডেণ্টগণের দ্বারা যে সকল সনন্দ কৃত বা স্থিরীকৃত হইয়াছে তত্তাবতীয় বাঁচাইবার কথা।

৪৮ ধারা। বঙ্গদেশস্থ বাজে জমিন দপ্তরের বিগত সুপারিন্টেণ্ডেণ্টগণ আপনাদিগের অর্পিত ক্ষমতানুরোধে যে লাখেরাজ ভূমির সনন্দ করিয়াছেন বা স্থিরতর রাখিয়াছেন, সেই সকল সনন্দ এই আইনের কোন অংশে বাতিল করিতেছে না, বিবেচনা করিতে হইবে।

বাদসাহী সনন্দ বাঁচাইবার কথা।

৪৯ ধারা। যে জায়গির, আলতমগা, মদদমাস, আয়মা বা অপর বাদসাহী অর্থাৎ রাজকীয় সনন্দ, এবং রাজ-সনন্দ অনুসারে যে দানপ্রাপ্ত ভূমি ভোগ হইতেছে, কিম্বা ভোগ হওয়া কথিত হইতেছে, তাহাতেও এই আইনের কোন অংশ বিস্তারিত হইবে না।

এইরূপ সকল সনন্দের প্রতি খাটিবার যোগ্য নিয়মাবলী ১৭৯৩ সালের ৩৭ আইনে লিখিত আছে।

পত্তনী তালুকবিষয়ক

১৮১৯ সালের ৮ আইন।

ইংরাজী ১৮১৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে অনুমোদিত।

নির্দ্দিষ্ট ভূস্বত্ব সমস্তের প্রসিদ্ধতা নির্ণয় এবং জমিদারগণের ও পত্তনী তালুকদারগণের মধ্যে যাহার যে অধিকার থাকে, তাহার বর্ণনা, তথা জমিদারগণের খাজানা সম্বন্ধীয় দাওয়া মিটাইবার নিমিত্ত ঐরূপ তালুক নীলাম করিবার উপায় প্রতিষ্ঠা এবং সাধারণতঃ বঙ্গময়ে খাজানা আদায় ওয়াশীল করণের প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠানের অন্যান্য অংশ ব্যাখ্যা ও মতান্তর করিবার নিমিত্ত এই আইন হইতেছে।

হেতুবাদ।

১ ধারা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নিয়মক্রমে গবর্ণমেণ্টকে রাজস্ব দায়ী মহালের মালিকান অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন মহালের উপর তৎকালে যে রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট যাহারা জবাবদিহী করিয়া থাকে, তাহারা আপনাদের ভূমি সকল তালুক করিয়া হউক বা অন্য প্রকারে করিয়া হউক, পাট্টা দিবার নিমিত্ত যে কোন বন্দোবস্ত আপনাদের অতীব স্বার্থসাধক বিবেচনা করিবে, তাহাই করিতে স্বত্ববান বলিয়া জানান হইল।

যাহাহউক ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের * নিয়মক্রমে ঐরূপ সকল বন্দোবস্তের দুইটী সীমা অবধারিত হইয়াছে যথা—প্রথমতঃ দশ বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত জমা বা খাজানা নির্দ্ধারিত করা যাইবে না। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বাকী পড়াতে নীলাম হইলে নীলামের তারিখ অবধি ঐরূপ সকল পাট্টা বা বন্দোবস্ত অন্যথা হওয়া গণ্য করা যাইবে।

১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ২ ধারার যে সকল বিধানক্রমে খাজানার দরূণ সকল নির্দ্ধারিত বন্দোবস্তের মিয়াদ দশ সনমাত্রে সীমাকৃত হইয়াছে, সেই সকল বিধান ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২ ধারাদ্বারা রহিত হইল এবং সেই সালের ১৮ আইনে অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট করিয়া জানান

---

* ১৮৭১ সালের ২৯ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে।

হইয়াছে যে, জমিদারগণের আপনাদের স্বাধীন বিবেচনামতে চিরকালের নিমিত্ত খাজানা নির্দ্ধারণ করিয়া তালুক করিয়া দিতে কিম্বা আপনাদের ভূমি সকলের পাট্টা বন্দোবস্ত করিতে অবাধে পারিবে। কিন্তু ভূতপূর্ব্ব প্রকারে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বাকী পড়াতে দাতা জমিদারের মহাল নীলামে বিক্রীত হইয়া গেলেই সেই রূপ বন্দোবস্ত সকল অন্যথা হইবে।

শেষোক্ত দুইটী আইন প্রচলিত হইবার অগ্রে, কিছুকাল বঙ্গ প্রদেশের জমিদারগণ চিরকালের নিমিত্ত খাজানা নির্দ্ধারণ করিয়া তালুক করিয়া বা অন্য প্রকার পাট্টা বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া গিয়াছিল বটে কিন্তু যে নিয়মে ঐরূপ বন্দোবস্ত সকল অকর্ম্মণ্য ও বাতিল বলিয়া জানাইল, সেই নিয়ম রহিতে গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের জামিনস্বরূপে সেই বন্দোবস্ত বলবৎ করা যায় বলিয়া যে আদৌ সংকল্প হইয়াছিল তাহার অভিপ্রায় বা ইচ্ছা ত্যাগ করিলেও তৎকালে স্থায়ী যে সকল ভূস্বত্ব ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ২ ধারার * নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া উভয় পক্ষের প্রবিষ্ট চুক্তি বা বন্দোবস্তক্রমে ভোগকৃত হইয়া আসিয়াছে, সেই সকল ভূস্বত্বে আপত্তি উপস্থিত হইলে পূর্ব্ববৎ অপ্রসিদ্ধ ও বাতিল গণ্য হইবে কি না এই বিষয় ১৮১২ সালের ৫ ও ১৮ আইনের নিয়মাবলীতে জানান হয় নাই।

যে নিয়মে ঐ রূপ সকল বন্দোবস্তের মিয়াদ সীমাবদ্ধ করিয়া তদতিক্রমে যে বন্দোবস্ত কৃত হয়, তাহা অকর্ম্মণ্য ও বাতিল বলিয়া জানায়, সেই নিয়ম থাকিবার কালে চিরকালের নিমিত্ত কিম্বা দশ সনের অতিরিক্ত কালের নিমিত্ত খাজানা নির্দ্ধারিত করিয়া ভূস্বত্ব সমুচয় প্রদত্ত হইলেও এক্ষণে যে সকল ভূস্বত্ব প্রবর্ত্তমান আছে, সাধারণতঃ তৎসমস্ত প্রসিদ্ধ বলিয়া জানাইয়া এই বিষয়ে একটী মত স্থির করা আবশ্যক গণ্য হইয়াছে।

তদতিরিক্ত আরও অবগত করা যাইতেছে যে, গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে একাএক বন্দোবস্তকারী জমিদারগণকে যে স্বাধিকার সদয়ভাবে প্রদত্ত হইলে তাহা চালাইয়া যে এক প্রকার ভূস্বত্ব সৃজিত হইয়াছে, তাহা বর্দ্ধমানের রাজার মহালেই আদৌ আরম্ভ হইয়াছিল, তৎপরে অন্যান্য জমিদারিতে আসিয়া বিস্তারিত হইয়াছে। এই ভূস্বত্বের ভাব এই যে, জমিদারের কৃত এক তালুক পট্টাদারের ও তাহার ওয়ারিসানের দ্বারা চিরকালের নিমিত্ত প্রদত্ত এক কাএমি নির্দ্ধারিত জমায় ভোগকৃত হইবে। সেই খজানা তথা প্রজার আচরণের নিমিত্ত সাধারণতঃ পোষণীয় জামিন দিতে সেই প্রজাকে তলব দেওয়া যাইবে অথবা জমিদারের স্বাধীন বিবেচনামতে এই বাধ্যবাধকতা হইতে তাহাকে অবসর দেওয়াও যায়, কিন্তু আদিম প্রজাকে মাপ করা গেলেও খাজানা বাকীর নিমিত্ত নীলাম হওয়াতে অথবা নূতন প্রজাকে আনিবার উপযুক্ত ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে জমিদার ইচ্ছা করিলেই কার্য্যতঃ যে কোন সময়ে নূতন ভোগবান পক্ষকে ঐ ভাবে তলব দেওয়া যাইতে পারিবে।

পরস্পরের মধ্যে যে বন্দোবস্ত কৃত হইয়া থাকে, তাহার সকল শর্ত্তের মধ্যে এই এক ব্যবস্থা রাখিতেই হয় যে, খাজানা বাকী পড়িলে জমিদার সেই ভূস্বত্ব নীলাম করাইতে পারিবে এবং তাহা বিক্রয় করাইলেও যদি সমুদায় বাকীর দাবি মিটিয়া না যায়, তবে সেই বাকীদারের অবশিষ্ট সম্পত্তিও সেই বাকীর নিমিত্ত দায়ী থাকিবে।

* ১৮৭১ সালের ২৯ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে।

সচরাচর এই সকল ভূস্বত্ব পত্তনী তালুক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সকল ভূস্বত্বধারীর পক্ষে ও ঠিক সেইরূপ সকল শর্ত্তে অপরাপর ব্যক্তিকে কোর্ফা বিলি করিবার সাধারণ পদ্ধতিও প্রচলিত আছে। এই অপরাপর ব্যক্তি পাট্টা পাইলে তাহাদিগকে দরপত্তনীদার বলে। ইহারাও কখন কখন কোর্ফা বিলি করিলে যাহাদিগকে বিলি করা হইল, তাহাদিগকে সে-পত্তনীদার বলা যায়। এই সকল পাট্টাদারের মধ্যে যে স্বত্ব সম্বন্ধীয় দলীল লিখিত পঠিত হইয়া থাকে, শর্ত্ত সম্বন্ধে আদিম খানি যেরূপ পরের গুলিও সেই ভাবের হইয়া থাকে।

যাহাহউক, এই সকল বন্দোবস্তে পত্তনীদাতা আপনাতে যে নিলামের ক্ষমতা রাখিয়া দিয়াছে, তাহা আপনার লাভার্থ কি প্রজার লাভার্থ সেই নিলাম কৃত হয় অর্থাৎ নীলাম বিক্রয়ের পণ জমিদারের খাজানার দাবি অপেক্ষা অধিক হইলে, সেই অতিরিক্ত অংশে প্রজার স্বত্ব থাকিবে কি না, এরূপ শর্ত্ত করা হয় নাই কিম্বা কি প্রকারে নিলাম করা হইবে তাহাও ব্যক্ত হয় নাই অথবা এদেশের প্রচলিত প্রথাতে কি গবর্ণমেণ্টের আইন সমূহে এরূপ কোন স্বতন্ত্র নিয়মও যোগায় না যে, তাহা সেই সকল নির্দিষ্ট স্থলে খাটাইলে পূর্ব্বোল্লিখিত অসম্পূর্ণতা পূরণ করা যাইতে পারে কিম্বা পূর্ব্বোক্ত কার্য্যগুলি না করাতে যে সন্দেহ ও কঠিনতা উদ্ভব হইয়া থাকে, সঙ্গত ও প্রকৃত রূপে তাহা মিটান যাইতে পারিবে।

বঙ্গদেশের নানা জেলার মধ্যে প্রাসঙ্গিক ভূস্বত্ব কৃত হইয়া আসিয়াছে এবং এ তাবতীয় ভূস্বত্ব সম্বন্ধীয় দেওয়ানী বিচারালয়ের উপদেশার্থ পূর্ব্বাপর কার্য্য সঙ্গত নিয়মাভাবজনিত অনিষ্ট হইতে যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আইন কর্ত্তৃত্বের মধ্যস্থতার আবশ্যক হইতেছে।

এমতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পত্তনী তালুক সৃজিত হইলে দেওয়া লওয়া সম্পত্তির ভাব সম্বন্ধে ব্যবস্থা ও বর্ণনা করা তদ্ভিন্ন পত্তনীদারগণ প্রভৃতি যে প্রকারে কোর্ফাবিলির পদ্ধতি করিয়া গিয়াছেন, তাহার আইনসিদ্ধতা জানান তথা তাহার সঙ্গে অধীন পাট্টাদারকে, তাহার অব্যবহিত প্রধান তালুকদার তাহাকে নষ্ট করিবার নিমিত্ত জমিদার বা অপরের সহিত সাজস করিলে সেই বিরোধ হইতে যদ্রূপে বাঁচাইতে সক্ষম তদ্রূপ জমিদারের সঙ্গে কৃত আদি বন্দোবস্তের শর্ত্তানুসারে জমিদার কোন হকুক নীলাম করাইতে যে সকল স্বত্ব বাধে সেই সকল যথার্থ স্বত্ব রক্ষা করিতে পারে এমত বিধান স্থাপন করা প্রয়োজনীয় গণ্য হইতেছে।

যে উপায়ে উক্ত ভূস্বত্বগুলি নীলামের লাটে উঠান গিয়া থাকে এবং যে রকমে ও প্রকারে ঐরূপ নীলাম চালান যায়, তাহা নির্দ্ধারণ করাও অনিবার্য্য গণ্য হইয়াছে।

এবং গবর্ণমেণ্টকে মাস-কিস্তি ক্রমে দেয়, রাজস্ব বাকী পড়িলে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে কৃত বন্দোবস্তের অধীন জমিদারগণের মহাল সমস্ত নীলাম করান যাইতে পারে বলিয়া যে জমিদার খাজানা বাকী পড়িলে বিক্রয় করাইবার শর্ত্ত বশিষ্ট ভূস্বত্বচয় দিয়া থাকিবে, তাহাকে প্রচলিত আইনক্রমে যদ্রূপ এক্ষণে হইতেছে একেবারে সন আখেরিতে না হইয়া বৎসরের মধ্যে একবার এবং বৎসরের শেষে বারান্তরে আপনার প্রাপ্য অংশ আদায় করিবার সুযোগ সেই জমিদারকে দেওয়াই ন্যায্য বোধ হইয়াছে। আরও উভয় পক্ষের পরস্পরে কৃত বন্দোবস্তের অন্তর্ভূত নীলামের শর্ত্তে বঙ্গদেশ প্রচলিত সন আখেরিতে মাত্র অনাদায়ী খাজানার দাওয়ার স্থলে ঐরূপ

নীলাম সংকীর্ণ করিলেও যে যে স্থলে নীলামের স্বত্ব রক্ষিত হইয়া থাকে, সেই সেই স্থলে এই নিয়ম বিস্তারিত করা ন্যায্য গণ্য হইয়াছে।

এক্ষণকার অপেক্ষা সেই সকল খাজানা আদায়ের নিয়ম অধিক ফলোপধায়ক করিবার তথা বাকীদারেরা এড়াইবার যে নানা উপায় অবলম্বন এক্ষণে করিয়া থাকে, সেই সকল উপায়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায়ে তৎসমস্তের কতিপয় নিয়ম ব্যাখ্যা ও মতান্তর করা সমভাবে যুক্তিসিদ্ধ পরিগণিত হইয়াছে।

অতএব মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত মহিমবর শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল দ্বারা পশ্চাল্লিখিত নিয়মগুলি কৃত হইল। এই সকল নিয়ম মেদিনীপুরসহ বঙ্গদেশের নানা জেলাতে প্রচারিত হইবার কাল হইতে ফলবৎ হইবে। যথা—

১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ২ ধারা প্রবল থাকিবার কালে লিখিত পঠিত হইলেও চিরকালের নিমিত্ত কিম্বা দশ বর্ষাধিক কালের নিমিত্ত নির্দ্ধারণীয় পাট্টা প্রসিদ্ধ হইবার কথা।

২ ধারা। এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, বর্ত্তমানে চলনশীল খাজানা নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত যে সকল পাট্টা বা বন্দোবস্ত গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে কৃত বন্দোবস্তের অধীন কোন মালিক কর্ত্তৃক তথা তৎপ্রদানে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন অপর ব্যক্তিকর্ত্তৃক কয়েক সন মিয়াদে কি চিরকালের নিমিত্ত প্রদত্ত হইয়া থাকিবে, সেই সকল পাট্টা বা বন্দোবস্ত পরস্পরে আদান প্রদানীয় চুক্তি কিম্বা বন্দোবস্তের শর্ত্ত অনুসারে বিশিষ্ট ও প্রসিদ্ধ ভূস্বত্ব বলিয়া পরিগণিত হইবে, সেস্থলে ১৮১২ সালের ৫ আইন প্রচলিত হইবার অগ্রে এবং যৎকালে ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ২ ধারার যে নিয়ম ঐরূপ সকল বন্দোবস্তের মিয়াদ আইন সঙ্গত বলিয়া দশ সন মাত্রে সীমাকৃত করিয়াছিল এবং তদধিককালের নিমিত্ত কৃত বন্দোবস্ত সকল অকর্ম্মণ্য ও বাতিল বলিয়া জানাইয়াছিল সেই নিয়ম সম্পূর্ণ প্রবল থাকিবার কালে সেই সকল বন্দোবস্ত লিখিত পঠিত হউক না কেন এবং উক্ত পাট্টা বন্দোবস্ত সকল প্রাসঙ্গিক নিয়মে ভঙ্গ করিয়া হউক না কেন, তথাপি বিশিষ্ট ও প্রসিদ্ধ পরিগণিত হইবে।

যাহাহউক এই বিধান করা যাইতেছে যে, এতল্লিখিত কোন কথাতে গবর্ণমেণ্টে রাজস্ব দায়ী মহালের মালিকগণের নিকট প্রাপ্ত বন্দোবস্ত মতে ভোগকৃত ভূস্বত্বগুলি উক্ত রাজস্বে বাকী পড়াতে উক্ত মহাল নিলাম হইতে অন্যথা হওনোপোযোগী যে হইবে না, এমত অবধারণ করা যায় না, কিন্তু যদি প্রাসঙ্গিক নিয়মক্রমে অথবা প্রচলিত আইনচয়ে কোন বিশেষ নিয়মক্রমে ঐরূপ অন্যথা হওনের দায়িত্ব হইতে বিশেষরূপে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, সে স্বতন্ত্র কথা।

পত্তনী ভূস্বত্বগুলি প্রসিদ্ধ, হস্তান্তরযোগ্য এবং দেনার নিমিত্ত দায়ী বলিয়া জানাইবার কথা।

৩ ধারা। প্রথম প্রকরণ।—যদ্রূপ এই আইনের হেতুবাদে উক্ত হইয়াছে, পত্তনী নামে খ্যাত ভূস্বত্বগুলি বন্দোবস্তের যে শর্ত্তে ভোগকৃত হইল, তদনুসারে চিরকালের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে। যেরূপ কারারদাদ থাকে, তাহা বিবেচনা করিলে সেগুলি উত্তরাধি-

কারের যোগ্য থাকে, এবং এতদ্দ্বারা আরও জানান যাইতেছে যে, অধিকার ভোগীর স্বাধীন বিবেচনা মতে দান বিক্রয় বা অন্য রকমে হস্তান্তর যোগ্য তথা তাহার নিজের দেনার নিমিত্ত দায়ী, এবং অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি যেরূপে হইয়া থাকে, সেইরূপে বিচারালয়ে পরওয়ানা জারীর অধীন হইয়াছে।

পত্তনীদারের কোর্ফা বিলি করিবার স্বত্বের কথা।

দ্বিতীয় প্রকরণ। এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, যে প্রকারে আপনাদের অতীব স্বার্থসাধক বোধ হয়, সেই প্রকার আপনাদের তালুকভুক্ত ভূমিগুলি বিলি করিবার স্বত্ব পত্তনিদারগণের আছে, এবং অপরাপর ব্যক্তির সঙ্গে ঐরূপ তালুকদারগণ যে যে বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন, সেই বন্দোবস্তগুলি তল্লিপ্ত উভয় পক্ষে তাহাদের ওয়ারিসানের ও বরাৎপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে বৈধ ও আবদ্ধকর হইবে।

কিন্তু ব্যবস্থা করা যাইতেছে যে, জমিদার যে অবস্থাতে সেই প্রধান ভূস্বত্ব অর্থাৎ পত্তনী দিয়াছিল, সেই অবস্থায় আপনার খাজানা বাকীর নিমিত্ত দায়ী ধরিয়া, এবং তাহার প্রজা অর্থাৎ পত্তনীদারের কৃত কার্য্যোদ্ভূত কোন দায়শূন্য উক্ত ভূ স্বত্ব ভোগ করিতে সেই জমিদারের যে স্বত্ব আছে, পূর্ব্বোক্ত বন্দোবস্তে তাহার প্রত্যবায়ে কোন কার্য্য করিবে না।

খাজানা বাকী পড়িলেই পত্তনী স্বত্ব বাতিল না হইবার কথা।

তৃতীয় প্রকরণ।—এই ধারার প্রথম প্রকরণে উদ্দিশিত প্রকারের কোন ভূ-স্বত্বের উপর খাজানা বাকী পড়া ঘটিলে তজ্জন্য তাহা অন্যথা করিবার যোগ্য হইবেক না। বরং সেই ভূস্বত্বটি সরকারী নীলাম দ্বারা বিক্রয় করণার্থ উঠান যাইবে, এবং দেনা বাকী খাজানার অতিরিক্তে ঐরূপ বিক্রয়ের পণ ফাজিল সেই ভূস্বত্ব ভোগী পাইতে স্বত্ববান হইবে। পরন্তু এমত স্থল এই আইনের ১৭ ধারার বিধানের অধীন থাকিবে।

৩ ধারাতে পত্তনী তালুকের নিমিত্ত যে স্বার্থের ব্যবস্থা করে, তত্তুল্য স্বার্থ তত্তুল্য স্বাত্বিক দলিলানুসারে ভোগকৃত নিকৃষ্ট ভূস্বত্বে দিবার কথা।

৪ ধারা। যদি কোন পত্তনী তালুকদার এই ভাবে আপনার তালুকের ভূমি বিলি করিয়া থাকে যে, তাহাতে যদ্রূপ এই আইনের হেতুবাদে ব্যাখ্যা করা গিয়াছে, আপনার ভোগ্য সমতুল স্বার্থ হস্তান্তর করা হইয়াছে, তাহা হইলে ঐরূপ অধীন ভূস্বত্বদাতার সংশ্রব পর্য্যন্ত যে সকল স্বত্ব ও স্বাধিকার পত্তনী তালুকে সংলগ্ন আছে বলিয়া জানান হইয়াছে, সেই সকল স্বত্ব ও স্বাধিকার ঐরূপ এক ভূস্বত্বভোগী পাইল জ্ঞান করা যাইবে। অর্থাৎ জমিদার সম্বন্ধে দরপত্তনীদার যেরূপ, পত্তনীদার সম্বন্ধে দরপত্তনীদারও সেইরূপ স্বত্ব ও স্বাধিকার পাইবে।

তৃতীয় কি চতুর্থ শ্রেণীর অর্থাৎ সেপত্তনী বা চতুর্থ শ্রেণী পত্তনী তালুকের স্থলেও সেইরূপ ব্যাখ্যা করা যাইবে।

হস্তান্তর বলবান করিতে জমিদারের অসম্মত না হইবার কথা।

৫ ধারা। হস্তান্তরের স্বত্ব পত্তনীদারে বর্ত্তিয়াছে বলিয়া জানান হইবায় জমিদার বা অপর প্রধান ভূম্যধিকারী নিজ স্বত্ব হস্তান্তরকারী পক্ষকে নিজ দায়িত্ব হইতে খালাস দিয়া, এবং

হস্তান্তরিতের বন্দোবস্ত সকল গ্রাহ্য করিয়া ঐরূপ হস্তান্তর রেজিষ্টরী করণে ও অন্য প্রকারে তাহা ফলবতী করণে অস্বীকার করিতে পারেন না।

কিন্তু তাহার ফী চাহিতে পারিবার কথা।

কিন্তু প্রসিদ্ধ প্রথানুসারে সেই জমিদার কিম্বা অপর প্রধান ভূম্যধিকারী ঐরূপ প্রত্যেক হস্তান্তরে একটী ফী অর্থাৎ সেলামী চাহিতে স্বত্ববান আছেন। উক্ত সেলামী যদবধি উর্দ্ধ মাত্রায় এক শত টাকা না হয়, ততকাল হস্তান্তরিত স্বার্থের জমা অর্থাৎ বার্ষিক খাজানার উপর শতকরা দুই টাকা হারে নির্দ্ধারিত হইবে।

এবং জামিনের কথা।

এতদ্ভিন্ন হস্তান্তরিত ভূস্বত্ব হইতে আপনার প্রাপ্য জমা বা বার্ষিক খাজানার অর্দ্ধেক পরিমাণে সেই হস্তান্তরিত বা খরিদ্দার ব্যক্তির নিকট হইতে মাতব্বর জামিন চাহিতে সেই জমিদার স্বত্ববান আছেন, চাহিবামাত্রে ঐরূপ জামিন দিবার করারদাদটী সেই ভূস্বত্বের আদিম দায়িত্বের মধ্যে গণ্য বলিয়া বুঝিতে হইবেক।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মগুলি যদ্রূপ অন্যান্য হস্তান্তরের স্থলে তদ্রূপে অর্থাৎ সমভাবে আদালতের ডিক্রী বা হুকুমজারিক্রমে কৃত নীলামেও খাটিবে। কিন্তু ইতঃপর ধৃত নিয়মানুসারে জমিদার বা অপর প্রধান ভূম্যধিকারীর খাজানা বাকীপড়াতে যে নীলাম হইয়া থাকে, তাহাতে ঐ বিধি খাটিবে না।

ঐরূপ নীলাম খরিদ্দার আপনার নাম রেজিষ্টরী করাইতে, এবং ফী না দিয়া দখল পাইতে স্বত্ববান হইবে, কিন্তু খরিদা ভূস্বত্বের করারদাদ অনুসারে জামিন দিবার নিমিত্ত তাহাকে আহ্বান করা যাইতে পারিবে।

ফী ও জামিন না দেওয়া পর্য্যন্ত জমিদার হস্তান্তর অর্থাৎ খারিজ মঞ্জুর করা অস্বীকার করিতে পারার কথা।

৬ ধারা। যদবধি নির্দ্ধারিত ফী প্রদত্ত না হইবে, এবং যদবধি ব্যক্ত টাকার পরিমাণে জামিন প্রদত্ত হওয়া গ্রাহ্য না করা যায়, ততকাল পর্য্যন্ত জমিদার বা অপর প্রধান ভূম্যধিকারী খারিজদাখিল করিয়া লইতে অস্বীকার করিতে পারেন।

কিন্তু এই বিধান করা যাইতেছে যে, যদি কোন খরিদ্দার বা খারিজদার যে জামিন দিতে চাহিল, তাহা জমিদার মঞ্জুর না করেন, এবং যে পক্ষ তাহা দিতেছে, সেই পক্ষ ঐরূপ নামঞ্জুর করাতে অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহার উপর সেই পক্ষ জেলার দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত বা বক্তৃতা দ্বারা আপীল করিতে পারিবে, আপীল হইলে সেই কর্তৃপক্ষ অর্পিত জামিনের প্রচুরতা পক্ষে সুপ্রতীত হইলে তাহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত, এবং অবিলম্বে সেই হস্তান্তর সফল করিবার নিমিত্ত জমিদারের প্রতি আজ্ঞা করিবেন।

এতদ্দ্বারা বিধান করা যাইতেছে যে, এই ও পূর্ব্বগত ধারার নিয়মগুলি কোন পত্তনী তালুকের কোন খণ্ডাংশ খারিজের প্রতি, কিম্বা সমুদয় স্বার্থ ভিন্ন অপস্বার্থের প্রতি খারিজের প্রতি যে বর্ত্তে, তাহা অবধারণ করা যাইবে না, কেন না জমিদারের বিশেষ অনুমোদন না হইলে তাহার রক্ষিত খাজানার অর্থাৎ মালিকানার অংশাংশ করা সিদ্ধ করিতে দেওয়া যায় না।

সরকারী নীলাম হইলে যদি এক মাসের মধ্যে জামিন না দেওয়া যায়, তবে জমিদারের ক্রোক করিতে পারিবার কথা।

৭ ধারা। আদালতের ডিক্রীজারীক্রমে এক পত্তনী তালুক নীলাম হইলে, সেই নীলামের তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে তাহার উপর নির্দ্ধারিত জমা যে প্রধান ভূম্যধিকারীকে দিতে হয়, তাঁহার দ্বারা সেইরূপ তালুক খারিজ দাখিল করাইয়া লইবার নিমিত্ত এই আইনের ৫ ধারার নিয়মগুলি মতে যদি সেই খরিদ্দার কার্য্য না করে, তাহা হইলে সেই জমিদার বা অপর প্রধান ভূম্যধিকারী নিজ ক্ষমতা মতেই যদবধি সেই সকল উপদিষ্ট উপায় প্রতিপালিত না হইবে, ততকালের নিমিত্ত ক্রোক করিয়া দখল করিবার নিমিত্ত এক জন সাঁজওয়ালকে পাঠাইতে পারিবেন।

এই আইনের নিয়মক্রমে সেই পত্তনী তালুকের খাজানা বাকীর নিমিত্ত তাহা নীলাম করা হইলেও সেই নীলামের তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে জমিদার জামিন চাহিলে যদি খরিদ্দার তাহা না দেয়, তাহা হইলে যদবধি সেই উপদিষ্ট জামিন প্রদত্ত না হইবে, ততকাল পর্য্যন্ত সেই খরিদ্দারকে ছাড়িয়া দিয়া সেই নীলামক্রমে গত স্বার্থটি ক্রোক করিয়া দখল করিবার নিমিত্ত জমিদার নিজ এক্তিয়ারে এক জন সাজওয়ালকে তদ্রূপে পাঠাইতে পারিবেন।

জিম্মাস্বরূপে সেই ক্রোকের ফল হইবার কথা।

এই ধারামতে কৃত ক্রোক সমুদয় খরিদ্দারগণের লাভার্থ ও ঝুঁকিতে জিম্মা স্বরূপ হইল, পরিগণিত হইবে। সুতরাং প্রাপ্য বাকী খাজানা ও ক্রোক করিবার খরচা বাদে আদায়ী খাজানাতে যে উদ্বৃত্ত দাঁড়াইবে, তাহা ঐরূপ খরিদ্দারের নিমিত্ত আমানৎ রাখা যাইবে। কিন্তু যদি তৎকালের আদায়ী টাকা সেই বাকী খাজানার কম হয়, তবে যেন কোন ক্রোক করা হয় নাই, এই ভাবে সেই পত্তনীদারের পত্তনী তালুক ও দেহকে দায়ী ধরা যাইবে এবং সেই জমিদার বা অপর প্রধান ভূম্যধিকারী সেই ক্রোক করণের যে সকল হিসাব দাখিল করিবে, তাহা ঐরূপ জমা হওয়া বাকীর নিমিত্ত এক পরওয়ানা ন্যায্য করণ পক্ষে সবল প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করা যাইবে।

খাজানা বাকীর নিমিত্ত বিক্রয় করাইবার স্বত্ব যে সকল জমিদারে রক্ষিত হইয়াছে, সেই সকল জমিদারকে পত্তনী তালুক বিক্রয় করাইতে দিবার কথা।

৮ ধারা। প্রথম প্রকরণ।– জমিদারগণের অর্থাৎ যে ভূম্যধিকারীরা একাএক গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে, তাহারা সেই পত্তনী সৃষ্ট হইবার কালে উভয় পক্ষের পরস্পরের কৃত বন্দোবস্তের শর্ত্তক্রমে খাজনা বাকীর নিমিত্ত বিক্রয় করাইবার কিম্বা বিক্রয়ার্থ নীলামে উঠাইবার বিশেষ স্বত্বগুলি আপনাতে রাখিয়া দিয়া থাকিবে, সেই সকল ভূম্যধিকারীরাই সেই স্বত্বানুসারে নিয়মিত সময়ে সময়ে পশ্চাল্লিখিত প্রকারে দরখাস্ত করিতে স্বত্ববান হইবে।

যে সকল স্থলে নিলাম করিবার শর্ত্ত কাল সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণতা না পাইয়া থাকিবে, কেবল সেই সকল স্থলেই এই ক্ষমতামতে কার্য্য করা যে আটক থাকিবে, তাহা নহে বরং প্রচলিত আইন-ক্রমে যে পদ্ধতি চলিয়াছে, (১) তদনুসারে সন আখিরিতে নীলাম করণীয় শর্ত্তাধীন পত্তনী তালুকেও সমভাবে খাটিতে পারিবে।

(১) ১৮২০ সালের ১ আইন ও ১৮৬৫ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের ৩ ধারা দেখ।

বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে প্রথম নিলামের নিমিত্ত দরখাস্ত করিবার কথা।

দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে সনের দরুন খাজানা বাকী পড়িয়াছে, তাহার পর সনের প্রারম্ভে অর্থাৎ ১লা বৈশাখ তারিখে জমিদার কালেক্টরের নিকট সকল বা তদন্তর তালুকদারের কিম্বা এই ধারার পূর্ব্বগত প্রকরণে বর্ণিত প্রকারের অন্য স্বার্থাধিকারীর গত সনের হিসাবে যে যে খাজানা বাকী পড়িয়াছে তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিয়া এক দরখাস্ত করিবে।

সেই দরখাস্ত কাছারির এক প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া দিয়া তাহার সঙ্গে এই রূপ এক নোটিস দিতে হইবেক যে, দাবি করা টাকা ১লা জ্যৈষ্ঠের অগ্রে না দিলে সেই সকল বাকীদারের তালুক সেই দিনে সেই খাজানা বাকী পরিশোধনার্থ সরকারী নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

কিন্তু ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখে রবিবার বা পর্ব্বোপলক্ষে কাছারি বন্দের দিন হইলে, তৎপরিবর্ত্তে বন্দ নহে এরূপ পর দিন মনোনীত করিতে হইবে। সেই মর্ম্মের এক নোটিস স্বয়ং জমিদারের সদর কাছারিতে লটকাইয়া দিতে হইবে এবং সেই নোটিসের নকল বা যে খণ্ডলিপি তাহার প্রতি খাটে, সেই নকল বা খণ্ডলিপি সেই জমিদার দ্বারা তদ্রূপে সেই বাকীদারের কাছারিতে কিম্বা প্রধান নগরে বা গ্রামে প্রচার করিতে হইবে।

পূর্ব্বোপদিষ্ট কার্য্যোপায় প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত একাকী জমিদারকেই দায়ী ধরা যাইবে এবং নোটিস মফঃসলে পাঠাইবার আবশ্যক তাহা একজন পেয়াদা মাত্র জারী করিয়া হয় সেই বাকীদারের, নয় তাহার সরবরাহকারের রসিদ আনিয়া দিবে। কিম্বা যদি সেই রসিদ না পাওয়া যায়, তবে সেই নোটিস যে আনা হইয়াছিল ও সরেজমীনে প্রচার করা গিয়াছিল, এই বিষয় সাব্যস্ত করিবার নিমিত্ত সেই পল্লিবাসী তিন জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দস্তখৎ আনিলেও চলিবে।

যদিস্যাৎ রসিদের বা প্রাসঙ্গিক দস্তখতের ভাবে এমত প্রকাশ পায় যে, বৈশাখ মাসের প্রথম ১৫ দিনের পূর্ব্বে যে কোন কালে সেই নোটিস প্রচার করা হইয়াছে, তাহা হইলে-নির্দ্ধারিত দিবসে সম্পূর্ণ ন্যায্যমতে সেই নীলাম-কার্য্য চলিবে।

যদি সেই গ্রামের লোকে সাক্ষীস্বরূপে আপনাদের নাম দস্তখৎ করিতে আপত্তি বা অস্বীকার করে, তাহা হইলে সেই পেয়াদা নিকটতম মুন্সেফের কাছারিতে যাইবে কিম্বা ঐরূপ মুন্সেফ না থাকিলে নিকটতম থানায় গমন করিবে, এবং তথায় স্বেচ্ছাপূর্ব্বক রীতিমতে তাহা জারী করা হইয়াছে বলিয়া শপথ করিলে উক্ত কর্ম্মচারিগণ সেই মর্ম্মের এক সার্টিফিকট সহিত মোহর করিয়া সেই প্যায়াদার হস্তে দিবেন (১)।

কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিবসে যাণ্মাসিক নীলামের নিমিত্ত দরখাস্ত হইবার কথা।

তৃতীয় প্রকরণ।—১লা কার্ত্তিকে অর্থাৎ বৎসরের মধ্যবর্ত্তী কালে জমিদার আশ্বিন মাসের শেষ পর্য্যন্ত চলিত সনের যে খাজানা বাকী পড়িয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়া তদ্রূপ এক দরখাস্ত করিবেন এবং যদি ১লা অগ্রহায়ণের পূর্ব্বে সেই ইস্তেহার করা বাকীর সমুদায় কিম্বা সেই বাকী কমায় এমত কতক টাকা বৎসর আরম্ভ অবধি কার্ত্তিক মাসের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত হিসাব

(১) ১৮৫০ সালের ৩৩ আইন দেখ।

কমিয়া কিস্তিবন্দি অনুসারে জমিদারের সমুদায় পাওনার রকম চারি আনাব কমে কার্ত্তিক মাসের দরুন কোন মধ্যবর্ত্তী দাওয়া সমেত না দেওয়া হয়, তবে উক্ত ১লা অগ্রহায়ণ তারিখে বাকীদারগণের তালুক সমুচয় নীলামে বিক্রয় হইবে বলিয়া তদ্রূপ প্রচার করাইবেন।

কি প্রকারে নীলাম চালান যাইবে তাহার কথা।

৯ ধারা। এই আইনোক্ত নিয়মক্রমে বিক্রয়যোগ্য সমুদয় তালুকের নীলাম সরকারী কাছারিতে সম্পন্ন করিতে হইবে। সর্ব্বোচ্চ ডাককারিকে সেই ভূমি সম্পত্তি বিক্রয় করা যাইবে, সেস্থলে প্রকৃত বাকীদার না হইলে সকলেই ডাকিতে পারিবে। কিন্তু যাহার দাওয়ার পরিশোধ করিবার নিমিত্ত সেই নীলাম কৃত হইতেছে, সেই ব্যক্তি কিম্বা বাকীদারের অধীন তকুকদার পর্য্যন্ত বাদ যাইবে না। যাহার নামে ডাক শেষ হইল, তাহাকে তৎক্ষণাৎ সেই পণের টাকার শতকরা ১৫৲ টাকা হিসাবে অবিলম্বে আমানত করিতে হইবে এবং যে কর্ম্মচারী নীলাম করিতেছেন, সেই ব্যক্তি ডাক মঞ্জুর করিতে পারেন, অস্বীকার করিতে পারেন কিম্বা কাহারও ডাক শেষ তবেই করিতে পারেন, যদি তাঁহার এমত হৃৎপ্রত্যয় হয় যে, যে টাকা আমানত করা আবশ্যক হইয়াছে, তাহা তাহার হাতে তৎকালে থাকে বা দুই ঘণ্টার মধ্যে আনিয়া দাখিল করিবে।

যদি নগদ টাকা কিম্বা বেঙ্গল বেঙ্কের নোট শতকরা পোনের টাকার হিসাবে ঐ নীলামের পর দুই ঘণ্টার মধ্যে প্রদান করা না যায় অথবা তত্তুল্য পরিমাণের গবর্ণমেণ্টের ঋণপত্র গচ্ছিত না রাখা যায়, তবে সেই দিনেই সেই লাট পুনর্ব্বার নীলামে বিক্রয় করা যাইবে। আর যদি সেই নীলামের পর অবধি অষ্টম দিবসের বেলা দুই প্রহরের মধ্যে সেই অবশিষ্ট টাকা প্রদত্ত না হয়, তাহা হইলে তৎপর অর্থাৎ প্রথম নীলামের পর নবম দিবসে সেই জেলার সদর আড্ডার বাজারের মধ্যে ঢেঁড়রা অর্থাৎ ঢোল সোহরৎ দিয়া সেই বিষয় প্রচার করত এক নোটিস দেওয়া যাইবে। তাহার পরে নির্দ্ধারিত সময়ে প্রথম খরিদ্দারের ঝুঁকিতে সেই লাট পুনর্ব্বার বিক্রয় করা যাইবে, তাহাতে সেই প্রথম খরিদ্দার যে শতকরা পোনের টাকা আগে আমানত করিয়াছিল, তাহা জব্দ করা যাইবে। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ব নীলামের পণের যত টাকা কম দ্বিতীয়বারে ডাক হইল, তাহার নিমিত্ত সে ব্যক্তি দায়ী হইবে এবং সেই কমতি ডাকের টাকা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীজারীর পরওয়ানা দ্বারা আদায় করা যাইবে।

বিক্রয় করিতে যে যে কার্য্যোপায় মানিয়া চলিতে হইবে, তাহার কথা।

১০ ধারা। নীলামের কালে, ইতিপূর্ব্বে কাছারিতে যে নোটিস লটকাইয়া দেওয়া গিয়াছে, তাহা নীচে নামাইতে হইবে এবং সেই নোটিসে যেরূপ পরম্পরায় লাট দেখিতে পাওয়া যাইবে, সেইরূপ পরম্পরায় সেগুলি নীলাম করা যাইবে।

জমিদারের তরফে এক ব্যক্তি প্রত্যেক প্রচারিত লাটের বাকী হিসাবে নীলামের দিন পর্য্যন্ত যত টাকা আদায় সাব্যস্ত হইয়াছে, তাহার একখান ফর্দ্দ এবং মফঃসলে যে নোটিস প্রচার করিবার আদেশ হইয়াছিল, তাহার একখানি রসিদ কিম্বা সার্টিফকেট সঙ্গে লইয়া কাছারিতে উপস্থিত হইবে। কিম্বা যদবধি দাখিল করা উক্ত ফর্দ্দ দৃষ্টি করা না হইবে এবং তদ্দৃষ্টে ঐ সনের দরুণ কত টাকা এখনও বাকী আছে তাহা নিরূপিত না হইবে অথবা সেই

নোটিসের রসিদপাঠ করা না হইবে, ততকাল পর্য্যন্ত একটিও লাট নীলামে উঠান হইবে না। এই সকল কার্য্যোপায যে মান্য করা হইল এই বিবরণ পৃথক পৃথক রূবকারিতে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রত্যেক লাটের বিক্রয় সমাপ্ত করিতে হইবে।

যদি এই আইনের ৮ ধারার ৩ প্রকরণের বিধানিত প্রকারের নীলাম হইয়া থাকে, তবে নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত যে খাজানা বাকী থাকে, তাহার রকম ।০ আনা অংশের অতিরিক্ত প্রদত্ত না হওয়া দেখিতে পাওয়া যাইবে বলিয়া বাকীদারের কিস্তিবন্দি খানি দাখিল করিতে হইবে। এই বিষয় নিরূপিত না হইলে নীলাম করা যাইবে না।

এবম্প্রকার দাখিল করণোপযোগী কাগজপত্রের বিশুদ্ধতা ও সত্যতার নিমিত্ত একাকী জমিদার মাত্র দায়ী হইবে কিম্বা সেই নীলাম ন্যায্য ও সুপ্রচারিত হইল কি না, তদ্ব্যতীত এই আইনে তাহার উপদেশার্থ যে সকল নিয়ম করা হইয়াছে, তাহা ছাড়া অন্য কোন রকমে নীলামকারী কর্ম্মচারী দায়ী হইবে না।

বাকীদারের কৃত দায় শূন্যে তালুক বিক্রয় হইবার কথা।

১১ ধারা। প্রথম প্রকরণ।—এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, যে কোন তালুক বা বিক্রয়যোগ্য হকুক এই আইনের নিয়মাবলীমতে তাহা হইতে প্রাপ্য বাকী খাজানার অনুরোধে সরকারী নীলামে বিক্রীত হইতে পারিবে, তাহা সেই বাকীদার ভূম্যধিকারীর তাহার প্রতিনিধির বা বরাৎপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা কৃত তদুপরি স্থাপিত কোন দায় শূন্যে তবেই বিক্রয় করা যায়, যদি যে সকল লিখিত করারদাদ অনুসারে উক্ত তালুক ভোগ করা হইয়া থাকিবে সেই সকল করারদাদের মধ্যে সেই মর্ম্মের কোন শর্ত্তে স্পষ্টতঃ সেই ভূম্যধিকারিতে ঐরূপ দায় ঘটাইবার স্বত্ব না বর্ত্তিয়া থাকে।

জমিদার যে অবস্থায় সেই তালুকের সৃষ্টি করিল, সেই অবস্থায় নিজের সৃষ্ট সেই হকুককে খাজানার নিমিত্ত দায়ী ধরিয়া তাহা ভোগ করিবার যে অবিনাশ্য স্বত্ব রাখে, তৎপক্ষে দান বিক্রয় কি অন্য প্রকার হস্তান্তর অথবা কোন বন্ধক বা অন্য প্রকার অস্থায়ী বরাতকে প্রতিবন্ধক হইতে দেওয়া যাইবে না, কিন্তু যদি ঐরূপ জমিদারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন স্পষ্ট ক্ষমতানুসারে সেই মর্ম্মের এক করারদাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই হস্তান্তর করা বা বরাত দেওয়া থাকে সে স্বতন্ত্র কথা।

নীলামের পরে কোন কোর্ফা পাট্টা স্থির না থাকিবার কথা।

দ্বিতীয় প্রকরণ।—বাকী খাজানার নিমিত্ত কোন তালুক বিক্রয় করা গেলে, সম প্রকারে সাবেক তালুকদারের কৃত যে সকল পাট্টা সাবেক ভূম্যধিকারী ও বাসিন্দা কৃষকগণের মধ্যবর্ত্তী সম্বন্ধের সৃজন করে, সেই সকল পাট্টা অকর্ম্মণ্য হইল অবশ্য বিবেচনা করা যাইবে, কিন্তু যদি ঐরূপ পাট্টা দিবার অধিকার পর্য্যন্ত হস্তান্তর হইয়া থাকে, সে স্বতন্ত্র কথা। পূর্ব্বোক্তরূপ ফল হইলে ঐ মধ্যবর্ত্তী সম্বন্ধাধিকারীরা সেই ভূমি ভোগের ও তাহা হইতে খাজানা আদায়ের স্বত্ব হারাইবে, কেন না বাকীদারের যে সমুদায় হকুক খাজানার নিমিত্ত দায়ী ছিল, তাহার কতক অংশ মাত্র সেই বাকীদার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়াতেই তাহার ভোগ ঘটিয়াছিল।

রায়তগণের প্রকৃত সরলভাবের বন্দোবস্তের সপক্ষে বর্জ্জনের কথা।

তৃতীয় প্রকরণ। কিন্তু ইহার কোন কথার এমত ব্যাখ্যা করা যাইবে না যে, তদ্দ্বারা কোন তালুকের কিংবা জমিদার ও প্রকৃত কৃষকগণের মধ্যবর্ত্তী অপর বিক্রয় যোগ্য হকুকের খরিদ্দার কোন খোদকস্তা কিংবা বা সিন্দা ও মৌরসী কৃষককে বেদখল করিতে কি সাবেক আমলদার বা তাহার প্রতিনিধি ঐরূপ প্রজাদের সঙ্গে যে কোন প্রকৃত সরল বন্দোবস্ত করিয়া থাকিবে তাহা অকর্ম্মণ্য করিতে স্বত্ববান হইবে, পরন্তু যদি তাহার খাজানা বন্দোবস্তের নিমিত্ত ঐরূপ খরিদ্দারের আনীত জাবেতা মোকদ্দমাতে এমত প্রমাণিত হয় যে, তাহার পূর্ব্বাধিকারীর কৃত প্রথম বন্দোবস্তের চুক্তি হইবার কালে এতদপেক্ষা অধিকতর খাজানা তলব দেওয়া যাইতে পারিত, সে স্বতন্ত্র কথা।

পূর্ব্বোক্ত নিয়ম ভূতপূর্ব্ব ফলবতী হইবার কথা।

১২ ধারা। যে সকল উপলক্ষে বিক্রয়যোগ্য হকুকগুলিকে জমিদারের রক্ষিত খাজানা অর্থাৎ মালিকানার নিমিত্ত দায়ী ধরা যায়, সেই সকল স্থলে মান্য কর্ত্তব্য মূল নিয়ম নির্ণয়কারী পূর্ব্বগত ধারার নিয়মচয়, যদ্রূপে যে যে তালুক ইতিপূর্ব্বে বিক্রীত হইয়াছে, তদ্রূপে ইতঃপরে যে যে তালুক বিক্রীত হইবে, এতদুভয়ের প্রতি তবেই সমভাবে বর্ত্তিবে, যদি ন্যায্যমতে সেই নীলাম হইয়া থাকে এবং তাহা চালাইতে যে কার্য্যোপায় মান্য করা হইয়াছে, তাহা নীলাম হইবার কালে সেই জেলায় স্বীকার ও ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

উপবিধি।

কিন্তু এতল্লিখিত কোন কথাতে স্পষ্টতঃ হউক বা প্রকারান্তরে হউক, কোন তালুকের খরিদ্দারের ও তাহার পূর্ব্বাধিকারীর পাট্টাদারগণের মধ্যে স্থিত কোন বন্দোবস্তের প্রত্যবায়ে কার্য্য করিবে না।

কিন্তু খোষকোবালায় হস্তান্তরের পরি না ঘটিবার কথা।

কিংবা অধীন হকুকের পত্তন সংক্রান্ত ঐ নিয়মটি কোন তালুকদার আপনার সম্বন্ধ খরাও হস্তান্তর করিলে, সেই হস্তান্তরের প্রতি, কিংবা কোন ডিক্রীজারীতে কৃত সরকারী নীলামের প্রতি, কিংবা তালুকদার সেই জমিদারের সাপক্ষে এস্তেফা করিলে সেই এস্তেফার প্রতি অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের খাজানা বাকী ব্যতীত পূর্ব্বাধিকারীর কৃত অপর কার্য্যের প্রতি খাটিবে না, ঐরূপ সকল কার্য্যেতে যে অবস্থাতে সেই তালুক ভোগকৃত হইতেছিল সেই অবস্থাতে মাত্র এক হস্তান্তর সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং নূতন আমলদার সাবেক অধিকারীর স্বত্ব সমস্ত যাহা কেন হউক না, সেই সকল রক্ষিত স্বত্বের অধিক পাইয়া থাকে না অর্থাৎ তাহার কার্য্যেতে সেই হকুকোপরি যে কোন নিষেধ আরোপিত হইয়া থাকে, তদধীন হইয়া থাকে।

অধীন তালুকদারগণকে নীলাম স্থগিত রাখিবার উপায় দিবার হেতুবাদের কথা।

১৩ ধারা। প্রথম প্রকরণ।—যদি প্রধান হকুকের অধিকারী অর্থাৎ পত্তনীদার আপনার নিকট জমিদারের প্রাপ্য খাজানা জাতকুতে না দেয়, অথচ প্রজাগণের নিকটে আপনার প্রাপ্য খাজানা আদায় করিয়া লইয়া থাকে, তবে পূর্ব্বগত নিয়মাবলীর কার্য্যেতে তদধীন তালুকদারের অর্থাৎ দর-পত্তনীদারের যে ক্ষতি সাধিত হইতে পারে, তদুদ্দেশে ঐরূপ নীলাম হইতে যে

সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা, তাহা হইতে আপনাদের হকুক বাঁচাইবার উপায় সেই সকল তালুকদারকে দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। এমতে এই অভিপ্রায়ে পশ্চাল্লিখিত নিয়ম বিধানিত হইয়াছে।

কি প্রকারে অধীন তালুকদারেরা নীলাম স্থগিত রাখিতে পারিবে, তাহার কথা।

দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে কোনকালে জমিদারের প্রাপ্য খাজানা বাকীর নিমিত্ত এই আইনের ৮ ধারার দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকরণের আদেশিত প্রকারে প্রথম শ্রেণীর তালুকদারের হকুকের অর্থাৎ পত্তনী তালুকের নীলাম ইস্তাহার হইয়া থাকে, সেই সেই কালে নীলামের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত দিনে জমিদারের তরফের লোক হাজির হইয়া যে খাজানা বাকী থাকা জানায়, সেই মোট টাকা দ্বিতীয় শ্রেণীর কি অপর কোন শ্রেণীর তালুকদার অর্থাৎ দরপত্তনীদার বা সে পত্তনীদার প্রভৃতি যে কেহ আদালতে অর্পণ করিয়া তাহার চূড়ান্ত নীলাম স্থগিত রাখিতে স্বত্ববান হইবে নির্দ্ধারিত নীলামের দিনে প্রাপ্য বলিয়া যে কোন বাকী-তলব পাইবার সম্ভাবনা, তাহা পরিশেষে মিটাইয়া দিবার নিমিত্ত সমভাবে তাহারা টাকা জমা দিতে পারিবে। যদি সেই জমা দেওয়া টাকা যথেষ্ট হয়, তবে নীলাম চলিবে না বরং জমিদারের দাওয়ার টাকা মিটাইয়া দিয়া যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা সেই জমাকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে প্রত্যর্পণ করা যাইবে।

অধীন হকুকদারের নিকট প্রাপ্য খাজানার টাকা
দেওয়া হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

তৃতীয় প্রকরণ।—যদি সেই জমা দেওয়া টাকা নিকৃষ্ট তালুকদারের নিকটে নীলামে ইস্তাহারকৃত তালুকদারের প্রাপ্য খাজানার হিসাবে দেওয়া হইয়া থাকে, তবে আমানত করিবার কালে তাহা ব্যক্ত করিতে হইবে এবং তাহা হইলে সেই টাকা জমাকারী প্রজা বা প্রজাদের হিসাবে জমা দেওয়া যাইবে এবং তৎকালে যে খাজানার দাবি থাকে কিংবা ইস্তাহার করা তালুকের অধিকারী তাহার বা তাহাদিগের বিরুদ্ধে জের টানিয়া থাকিবে, তাহা হইতে যে সন বা মাসের নিমিত্ত নীলামের এত্তেলা প্রচার হইয়া থাকিবে সেই সনের বা মাসের হিসাবে বাদ দেওয়া যাইবে।

স্বরাও তহবিল হইতে অগ্রীম হিসাবে টাকা জমা দিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

চতুর্থ প্রকরণ।—যদ্যপি প্রধান হকুকের নীলাম স্থগিত রাখিবার নিমিত্ত আমানতকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা আপনার বা আপনাদের নিকটে প্রাপ্য সমুদায় খাজানা প্রদান করিয়া থাকে, তাহাতে সেই আমানতি টাকা স্বরাও তহবিল হইতে অগ্রে সেই টাকা জমা দেওয়া হইল, কিন্তু উক্ত খাজানার হিসাবে খরচ দেওয়া হইল না, তাহা হইলে ঐরূপ আমানতি টাকা খাজানার হিসাবে ভবিষ্য দাওয়ার বিরুদ্ধে জমা দেওয়া ঘটিবে না বরং ঐ উপায়ে নীলাম হইতে রক্ষিত হকুকের মালিককে ঋণ দেওয়া হইল বিবেচনা করা যাইবে। এবং যে ব্যক্তি বা যে যে ব্যক্তি সেই অগ্রীম টাকা দিল, তাহাদিগের নিকট ঐরূপ রক্ষিত তালুক জামিন স্বরূপ থাকিবে, তাহাতে সেই সকল ব্যক্তি, যেন বন্ধক দেওয়া হইয়াছে, সেই ভাবে তাহার উপর এক দায় পাইবে এবং তদর্থে দরখাস্ত করিয়া তৎসংক্রান্ত মুনফার টাকা হইতে অগ্রিম

দত্ত ঐ টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত বাকীদারের সেই হকুকে অবিলম্বে দখল পাইতে স্বত্ববান হইবে।

যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা অগ্রিম টাকা দিয়া তাহাতে ঐরূপ এক সম্বন্ধ ও তদ্ধেতু তাহাতে দখল পাইয়াছে, যদি তাহাদের হাত হইতে সেই বাকীদার আপনার হকুককে পুনরুদ্ধার করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে যে তারিখে পূর্ব্বোক্ত দখল দেওয়া হইয়া থাকিবে, সেই তারিখ পর্য্যন্ত বার্ষিক শতকরা ১২ টাকা হারে সুদ সমেত অগ্রিম দত্ত সমুদায় টাকা পরিশোধ না করিলে কিম্বা তদর্থে রুজু করা জাবেতা মোকদ্দমাতে সুদ সমেত ঐরূপ দত্ত টাকা সেই হকুকের মুনফা হইতে আদায় করিয়া লওয়া প্রমাণ না করিলে, সে ব্যক্তি ঐরূপে উদ্ধার করিতে পারিবেন না (১)

দাবী করা বাকী খাজানা জমা না দেওয়া হইলে নীলাম
স্থগিত রাখা না হইবার কথা।

১৪ ধারা। প্রথম প্রকরণ। কোন হকুক নীলামের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত দিন পর্য্যন্ত সেই হিসাবের জমিদার যে বাকী খাজানার দাওয়া করিয়াছে, যদি তাহা প্রদান করা না ঘটে, তবে এই আইনের ৯ ও ১০ ধারার বিধানিত প্রকারে অবাধে নীলাম করা যাইবে। দাবির টাকা জমা না দেওয়া গেলে কোন হিসাবে সেই নীলাম ক্ষান্ত বা স্থগিত রাখা হইবে না। কিন্তু তাহা অন্যথা করিবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত হইতে পারিবার কথা।

কিন্তু কিছুমাত্র খাজানা বাকী নাই বলিয়া হউক কিম্বা অপর কোন হেতুতে হউক, সেই নীলাম বিক্রয় করণে জমিদারের স্বত্বের প্রতি যে পক্ষ বিরোধ করিতে ইচ্ছুক থাকে, সেই পক্ষ সেই নীলাম অন্যথা করাইবার নিমিত্ত উক্ত জমিদারের নামে নালিশ উপস্থিত করিতে এবং যথেষ্ট ওজর সাব্যস্ত করিতে পারিতে সম্পূর্ণ খরচা ও খেসারত সমেত ডিক্রী পাইতে উপযুক্ত রূপে সক্ষম আছে।

ঐ রূপ সকল মোকদ্দমাতে খরিদদারকে পক্ষভুক্ত করিতে হইবে এবং নীলাম অন্যথা করা হইলে, জমিদারের কিম্বা যে ব্যক্তির মোকদ্দমাতে সেই নীলাম কৃত হইয়া থাকিবে, তাহার খরচের খরিদদারের ক্ষতি পূরণ করিয়া দিতে আদালত সাবধান হইবেন।

সরাসরী অনুসন্ধানের নিমিত্ত বাকীদারের প্রার্থনা করিতে পারিবার কথা।

দ্বিতীয় প্রকরণ।—আরও যে সকল স্থলে প্রচারিত নোটিসে জমিদারের ব্যক্ত খাজানা বাকী তলবের প্রতি কোন তালুকদার বিরোধ করিতে পারে, সেই সেই স্থলে উক্ত নোটিসের মিয়াদ মধ্যে যে কোন সময়ে সরাসরী অনুসন্ধানের নিমিত্ত সেই তালুকদার প্রার্থনা করিতে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন হইবে। তাহাতে নিলামের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত দিনের পূর্ব্বে সাধ্যমতে শীঘ্র ফয়সলা করা যাইতে পারিবে বলিয়া যত অল্পকাল মিয়াদের হয় নোটীস দিয়া তাহার কবুলিয়ৎ ও অন্যান্য প্রমাণ দিবার নিমিত্ত সেই জমিদারকে আহ্বান করা যাইবে।

দাবী করা টাকা আমানত করা না হইলে নীলাম ক্ষান্ত না রাখিবার কথা।

ঐ রূপ ফয়সলা কৃত হইলে তাহাতে পরের কার্য্যোপায় ব্যবস্থা করিবে, কিন্তু তখনও যদি সেই মামলা চলিতে থাকে, তথাপি মোকদ্দমা সত্ত্বেও পালানুসারে সেই লাট নীলামের নিমিত্ত আনা যাইবে। তাহাতে যদি জমিদার কি তাহার উপস্থিত কারপরদাজ নিজ বাকী তলবের বিষয়ে জেদ করে, তবে তাহার ঝুঁকিতে সেই নীলাম করা যাইবে কিম্বা দাবি করা টাকা

(১) ১৮৬৫ সা, বঙ্গীয় ৮ আ, ৬ ধারা দেখ।

মধ্যে কি গবর্ণমেণ্টের ঋণপত্রে অথবা বেঙ্গল বেঙ্কের নোটে সেই বাকী তলব বিরোধী তালুকদার কর্ত্তৃক জমা দেওয়া না হইলে, সেই নীলামও ক্ষান্ত রাখা যাইবে কিম্বা সরাসরি মোকদ্দমা চলিতে দেওয়া যাইবে না। এবং যদি ঐরূপ টাকা আমানত করা না হয়, তবে উল্লিখিত বাকীদার সেই নীলাম রদের ও খেসারতের নিমিত্ত জাবেতা নালিশ উপস্থিত না করিলে, অপর প্রতিকার পাইবে না (১)

খরিদ্দারকে দখল দিবার কথা।

১৫ ধারা। প্রথম প্রকরণ।—এই আইন অনুসারে নীলাম কৃত হইলে, সেই নীলাম খরিদ্দার কর্ত্তৃক পণের টাকা সমুদায় অর্পিত হইবা মাত্র ঐরূপ খরিদ্দার, যে কর্ম্মচারীরা সেই নীলাম চালাইতেছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে ঐ টাকা প্রদানের এক সার্টিফিকেট পাইবেন।

তৎপরে সেই খরিদ্দার পোসঙ্গিক সার্টিফিকেট লইয়া সেই জমিদারের কাছারিতে নাম খারিজ দাখিল করাইতে গমন করিবে এবং জমিদার চাহিলে, বার্ষিক জমার অর্দ্ধেকের পরিমাণে জামিন দিয়া "তাহাকে তালুকদার মান্য করিয়া ইতঃপর অবধি তাহাকে খাজানা দিবে" এই মর্ম্মে রায়তগণ ও অপরাপর ব্যক্তিগণের নামে এক এত্তেলানামা সহকারে এক সামান্য আমলদস্তক অর্থাৎ দখলের হুকুম নামা পাইবে।

সেই তালুক সংক্রান্ত যে সকল কাগজ পত্র জমিদারের কাছারীতে পাওয়া যাইতে পারে, তৎসমস্ত সেই জমিদার ঐ খরিদ্দারকে দেখিতে দিতে আবদ্ধ হইবে এবং চাহিবাতে বিশিষ্ট ও বাস্তবিক জামিন দেওয়া হইলেও যদি কোন রকমে তাহার কার্য্যালয়ে ঐরূপ কাগজপত্র হস্তান্তর করিতে বিলম্ব ঘটে ও দখলের হুকুমনামা দিতে অস্বীকার ঘটে, তবে সেই নূতন খরিদ্দার একাএক আদালতে আসিয়া দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা করিয়া দখলের হুকুম পাইতে পারিবে এবং যেরূপে আদালতের ডিক্রী অনুসারে দখল পাওয়া গিয়া থাকে, সেইরূপে নাজিরের দ্বারা ঐ সকল ভূমিতে তাহাকে দখল দেওয়ান যাইবে, কিন্তু যদি অর্পিত জামিন যথেষ্ট হইল কি না তৎসম্বন্ধে জমিদারের বিরোধ হেতু সেই রূপ বিলম্ব ঘটিয়া থাকে, তবে এই আইনের ৬ ধারার নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে।

খরিদ্দারকে বাধা দিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

দ্বিতীয় প্রকরণ।—নূতন খরিদ্দার আপনার খরিদা ভূমিতে দখল লইতে গেলে যদি সাবেক আমলদার স্বয়ং কিম্বা সাবেক আমলদার হইতে উদ্ভবনীয় ভূস্বত্ব বা বরাতধারী ব্যক্তিগণ অথবা তাহার ও প্রকৃত কৃষকদের মধ্যবর্ত্তী হকুকাধিকারী বাধা অর্পণ করিতে কিম্বা খরিদা ভূমি হইতে নূতন খরিদ্দারের খাজানা আদায়ের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে চেষ্টা পায়, তাহা হইলে শেষোক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ সেই খরিদ্দার অবিলম্বে আপনার যথার্থ স্বত্বের দখল পাইতে সরকারী কর্ম্মচারিগণের সাহায্য পাইবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিতে পারিবে।

আদালতের মোহরাঙ্কিত ও বিচারপতির দস্তখৎ হইয়া যে একখানি ইস্তেহার বাহির হইবে, তাহাতে এই কথা জানান যাইবে যে, সেই নূতন আমলদার জমিদারের প্রাপ্য বাকী খাজানা হেতুমূলক নিলামে খরিদ করিয়া যে অবস্থাতে সেই সাবেক আমলদার জমিদারের নিকট হইতে আদৌ সেই তালুক পাইয়াছিল, সেই অবস্থায় উক্ত সাবেক আমলদারের সেই তালুক সংক্রান্ত যে কোন স্বত্ব ও স্বাধিকার থাকে, তৎসমস্তই পাইয়াছে ও মফঃস্বলে মাল গুজারি আদায় করিতে স্বত্ববান বলিয়া স্বীকার করা যাইবে এবং অপর কোন ব্যক্তিকে খাজানা প্রদত্ত হইলে যখন খাজানার নিমিত্ত কোন মোকদ্দমাতে বা অপর কোন উপলক্ষে সেই টাকা

(১) ১৮২২ সালের ৭ আইনের ১৬ ধারার ৩ প্রকরণ দেখ। এই আইন পুনর্ব্বার ১৮৭১ সালের ৬ আইনদ্বারা রহিত হইয়াছে।

দেওয়া হইবে, তখন ঐরূপ প্রদান করা টাকা বাবতগণের বা অপরাপরের হিসাবে জমা পড়িবে না।

ক্রমান্বয়ে বাধা প্রদত্ত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

তৃতীয় প্রকরণ।—যদি সাবেক আমলদার কি তাহার সাবেক প্রজারা ঐরূপ ইস্তেহার প্রচারিত হইলেও নূতন খরিদ্দারের দখল প্রবেশের প্রতি বাধা দিতে থাকে কিম্বা কোন পক্ষের কৃত কার্য্যে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করিবার হেতু থাকে, তাহা হইলে পোলিসকর্ম্মচারীর এবং যাঁহাদিগের নিকটে সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে ও যাঁহারা সাহায্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, নূতন খরিদ্দার দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা করিলেই তাঁহাদের সাহায্য দিতে হইবে এবং কোন বিবাদ বা শান্তিভঙ্গ ঘটনা হইলে, সেই নূতন খরিদ্দার নিজ স্বত্ব গ্রহণ করিতে চেষ্টা করাতে যে পক্ষ তাহার সেই চেষ্টার প্রতি বাধা দিতেছিল, তাহার উপর সেই শান্তিভঙ্গের ঝুঁকি পড়িবে।

১৬ ধারা। (১৮৬৫ সালের বঙ্গীয় ৮ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে।

নীলামের পণের টাকা বিলি করিবার কথা।

১৭ ধারা। প্রথম প্রকরণ।—এই আইনের নিয়মমতে কৃত নীলামের পণ বিলি করিবার নিমিত্ত পশ্চাল্লিখিত নিয়মচয় বিধানিত হইল।

গবর্ণমেণ্টের হিসাবে বাদ দিবার কথা।

দ্বিতীয় প্রকরণ।—এই আইনের বিধান প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত যে অতিরিক্ত দপ্তর রাখিবার প্রয়োজন হইতে পারে, তাহার খরচ চালাইবার নিমিত্ত প্রাপ্ত নিট পণ হইতে শতকরা এক টাকা বাদ দিয়া গবর্ণমেণ্টের হিসাব জমা দিতে হইবে।

জমিদারদিগকে দিবার কথা।

তৃতীয় প্রকরণ।—যে খাজানা বাকীর নিমিত্ত সেই নীলাম কৃত হইল, মায় সুদ ও সেই তালুক নীলাম করাইবার নিমিত্ত যত খরচা পড়িয়াছিল, মায় সেই খরচা সেই জমিদারকে অথবা অপর যে ব্যক্তির সেই বাকী প্রাপ্য হইবে, তাহাকে সমুদয় দিতে হইবে, কিন্তু সেই পরিশোধিতব্য দাওয়ার মধ্যে চলিত সনের বাকী (কিম্বা পর সনের আরম্ভেতেই নীলাম হইলে গত সনের বাকী) দেওয়ার সাবেক বকেয়া বাকী ধরা যাইবে না।

যদি জমিদার উপযুক্ত সময়ে স্বায়ত্তাধীন উপায় দ্বারা ঐরূপ বকেয়া বাকীর পরিশোধ না পাইয়া থাকে, তাহা হইলে বস্তুতঃ সেই সকল বকেয়া বাকী নিজ তালুকদারের শুদ্ধ শরীরগত দেনা হইবে এবং অন্যান্য দেনার ন্যায় আদালতে জাবেতা নালিশ দ্বারা অবশ্য আদায় করাতে হইবে।

অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ পণফাজিল বিলি করিবার কথা।

চতুর্থ প্রকরণ।—পূর্ব্ব বর্ণিত প্রকারে জমিদারের দাওয়া মিটাইয়া দিবার পরে যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা নীলামকারী কর্ম্মচারী সেই জেলার কালেক্টরের কিম্বা আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরের কোষাগারে চালান দিবেন, তথায় আমানত থাকিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর তালুকদারগণের কিম্বা অপর যাহারা সেই বাকীদারের বরাতমতে সেই বিক্রীত তালুক সমুদায় কি তদংশে মূল্যবান সম্বন্ধ রাখিয়া দখলিকার থাকে, তাহাদিগের দাবি মিটাইয়া দেওয়া যাইবে।

নিজ সম্বন্ধের মূল্য বা ক্ষতিপূরণ পাইবার নিমিত্ত অধীন হকুকদারের নালিশ করিতে পারিবার কথা।

পঞ্চম প্রকরণ।—যে কোন ব্যক্তি আপনাকে সম্বন্ধভোগী জ্ঞান করিবে, সে ব্যক্তি সেই সম্বন্ধের নিমিত্ত যত টাকা দিয়া থাকে অথবা সেই নীলাম জন্য তাহার যে ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে, সেই যথার্থ ক্ষতি পূরণের নিমিত্ত সেই নীলামের তারিখের পর অবধি দুই মাসের মধ্যে

যে কোন কালে এক জাবেতা নালিশ উপস্থিত করিয়া আপনার দাবি উত্থাপন করিতে পারিবে।

যদি অনুসন্ধানক্রমে আদালত বাদীর দাবি ন্যায্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে সেই আদালত হয় আদৌ সে ব্যক্তি যে মূল্য দিয়াছিল, সেই মূল্য, নয় নীলামের কালের সেই সম্বন্ধের মূল্য অথবা সমুদায় ভাবগতিকে বিবেচনামতে অপর যে টাকা ন্যায্য ও উপযুক্ত গণ্য করা যাইতে পারে, তাহা সেই দাবিদারকে দিবেন

যদি একাধিক দাবিদার থাকে, তবে সকল দাবির পরিমাণ স্থিরীকৃত না হইলে টাকা দেওয়া যাইবে না, এবং সমুদায় দাবির মূল্য আমানতি টাকার অতিরিক্ত হইলে হারহারিমতে সেই টাকা বিভাগ করিয়া দেওয়া যাইবে, এবং সেই অবশিষ্ট দাবি সেই বাকীদারের নিজ হিসাবের দেনা দাঁড়াইবে ও ডিক্রীজারী সংক্রান্ত সামান্য উপায়ে তাহা আদায় করিয়া লইতে হইবে।

নীলামের কালে সেই অধীন হকুকদার বাকীদার হইলে, মোকদ্দমা না চলিবার কথা।

ষষ্ঠ প্রকরণ।—ব্যবস্থা করা যাইতেছে যে, যে অধীন হকুকদার অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর তালুকদার প্রভৃতি কিম্বা নীলামকৃত হকুকের ভূমির-সম্বন্ধাধিকারী অপর যে ব্যক্তি খাজানা হিসাবে বার্ষিক কতক টাকা দিবার শর্ত্তে ভোগ করিয়া বিক্রীত হকুকের ভূমির খারিজ করা সম্বন্ধ ভোগ করিতেছে, সে ব্যক্তি প্রধান তালুকের নীলামে তাহা অন্যথা করা হইয়াছে বলিয়া ঐরূপ হকুকের বা খারিজের ক্ষতিপূরণ পাইতে স্বত্ববান্ হইবে না, কিন্তু নীলামের তারিখের পূর্ব্বে তাহার নিকট বাকা তলবের উপযুক্ত খাজানা সমুদায় দেওয়া বা জমা হওয়া প্রমাণ করিলে পর সে ব্যক্তি তদ্রূপ স্বত্ববান হইবে।

কখন বাকীদারে লাদাবি উদ্বৃত্ত পাইবে, তাহার কথা।

সপ্তম প্রকরণ।—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিক্রীত তালুকের পণের টাকার উপর যদি কোন অধীন হকুকদার বা বরাদ্দারগণ সেই নীলামের তারিখের পর অবধি দুই মাসের মধ্যে কোন দাবি উত্থাপন না করিয়া থাকে, কিম্বা যাহারা নালিশ উপস্থিত করিয়া থাকিবে, তাহাদিগের দাবি সমুদয় আমানতি টাকার সমান না হইয়া থাকে, তবে যাহার তালুক বিক্রয় করা হইল, সেই ব্যক্তি উক্ত আমানতি টাকা কিম্বা যখন যেমন, তাহার উদ্বৃত্ত টাকা পাইবার নিমিত্ত আদালতে দরখাস্ত করিবে, এবং সেই আমানতি টাকা সমুদায় বা তদংশ আর আটক করিয়া রাখিবার কোন হেতু নাই বলিয়া আদালতের মোহরাঙ্কিত এক সার্টিফিকেট পাইবে। তৎপরে কালেক্টরকে ঐরূপ সার্টিফিকেট দেখাইলে তদ্দ্বারা মুক্ত সেই আমানতি টাকা তাহার নিকট রসিদ লইয়া তাহাকে দেওয়া যাইবে।

সমপ্রকারে কোন অধীন হকুকদারগণের বা বরাদ্দারগণের সাপেক্ষ কৃত ডিক্রীজারী করা হইলে পরে, তাহারা আদালতের মোহরাঙ্কিত যে সার্টিফিকেট পাইবে, তাহাতে উক্ত আমানতি টাকা হইতে যত টাকা তাহাদিগকে দিতে হইবে বিচার হইল, তাহা জানান যাইবে, এবং এই সকল সার্টিফিকেট দেখাইলে যাহার যত টাকা পাওনা, তাহাতে তত টাকা কালেক্টর তাহাদিগের নিকটে রসিদ লইয়া দিবেন।

আমানতি নগদ টাকার পরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্টের ঋণপত্র দিবার কথা।

অষ্টম প্রকরণ।—সেই আমানতি টাকাতে যে পক্ষের স্বার্থ থাকে, সেই আমানতি টাকার পরিবর্ত্তে সুদধারী গবর্ণমেণ্টের ঋণপত্র দাখিল করিয়া সেই পক্ষ তৎসমুদায় বা তদংশ উঠাইয়া লইতে পারিবে। সর্ব্ব শেষবারে প্রাপ্ত গবর্ণমেণ্ট গেজেটে যদ্রূপ বিজ্ঞাপন থাকে, তদ্রূপ যে হার অর্থাৎ ডিস্কাউণ্ট বা প্রিমিয়ম হউক, সেই হারে উক্ত ঋণপত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

[library stamp]

414

রেগুলেশন।

(২ নং)

অর্থাৎ

১৮৫৯ সালের ১১ আইন, ১৮৬২ সালের ৩ আইন,
১৮৬৮ সালের ৭ আইন, ১৮৬৫ সালের
৮ আইন একত্রে।

৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট—গরীব পুস্তকালয় হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা
৬৬নং বীডন ষ্ট্রীট, স্কুলবুক প্রেসে
শ্রীবেণীমাধব চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৭৪।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

414

182 Hb. 894 17

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের জারীকরা এই আইনমতে শ্রীযুত রাইট অনারেবল গবর্ণর জেনারল বাহাদুর ইংরাজী ১৮৫৯ সালের ৪ঠা মে তারিখে স্বীয় সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইন।

বাঙ্গালা রাজধানীর বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশে বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে ভূমির নীলাম করিবার আইন পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম করিবার আইন।

হেতুবাদ।

কটক প্রদেশে বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে কিংবা সরকারের অন্য অন্য দাওয়ার নিমিত্তে জমীর নীলাম করিবার আগে বোর্ড রেবিনিউ সাহেবদের অনুমতি লইবার রীতি রহিত করা বিহিত। ও কোন মহালের উপর বন্ধকাদিক্রমে কোন লোকের দাওয়া থাকিলে, বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে সে মহালের নীলাম না হইবার কারণে যত টাকার আবশ্যক হয়, তত টাকা যদি সেই লোক দাখিল করে, তবে তাহাকে উপযুক্তরূপে রক্ষা করা ন্যায্য হয়। আর মহালের যে অংশীরা আপন আপন হিস্যার সদর জমা উচিতমতে দিয়া থাকে, তাহাদের অংশ অন্য অন্য অংশীদারদের খাজানা বাকী পড়াতে নীলাম না হয় এমতে রক্ষা করিবার সহজ উপায় করা বিহিত। আর জমীদারদের, বিশেষতঃ যে জমীদারেরা ভিন্ন স্থানে থাকে, তাহাদের কর্ম্মকারকদের শৈথিল্য কি প্রতারণাপ্রযুক্ত তাহাদের মহালের বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে দৈবাৎ নীলাম না হওয়ার উপায় করা বিহিত। ও বন্দোবস্তের কালাবধি যে মফঃস্বলী তালুক আছে, তাহা তালুকদারের স্বেচ্ছামতে রেজিষ্টরী করিবার বিধান করা বিহিত। ও যে পেটাওতালুক বন্দোবস্তের সময়ের পরে হইয়া তৎপাট্টা প্রদাতাদিগের কি তাহাদের স্থলাভিষিক্তদের দ্বারা ফিরিয়া লওয়া যাইতে পারে না, এমত তালুক যে মহালের অন্তর্গত থাকে, তাহার বাকী মালগুজারী যদি নীলামের দ্বারা আদায় হইতে পারে, তবে নীলাম হইলেও ঐ পেটাওতালুক রেজিষ্টরী হইলে তাহার পাট্টা খেলাপ হওন দ্বারা ঐ পাট্টাদারদের ক্ষতি না হয়, তাহাদের এমত রক্ষা করা বিহিত। আর সে তালুকের যত খাজানা দেওয়া যাইতেছে, তাহা বুঝিয়া ঐ মহালের জমা পরিশোধ করিবার উপযুক্ত ইহা দর্শান গেলে, তাহার বিশেষ রেজিষ্টরী করণদ্বারা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করা বিহিত। ইত্যাদি কারণে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যা দেশে বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে ভূমির নীলাম করিবার আইন পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম করা উচিত হওয়াতে এই এই বিধান হইল।

১ ধারা। [১৮৭০ সালের ১৪ আইনের ১ ধারা দ্বারা রদ হইল।]

নী

মালগুজারীর বাকী যাহাকে বলে তাহার কথা।

২ ধারা। যে সন গবিয়া কোন মহালের বন্দোবস্তের ও কিস্তিবন্দীর নিয়ম হয়, সেই সনের কোন মাসের সমুদায় কিস্তী অথবা তাহার কতক অংশ সেই সনের তৎপর মাসের প্রথম তারিখ পর্য্যন্ত যদি না দেওয়া গিয়া থাকে, তবে ঐ না দেওয়া টাকা মালগুজারীর বাকী জ্ঞান হইবে।

মালগুজারী দিবার শেষ দিনের কথা।

৩ ধারা। এই আইন জারী হইলে কলিকাতার বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদের অধীনস্থ প্রত্যেক জিলার মধ্যে, সমস্ত বাকী মালগুজারীর, ও যে সকল দাওয়া চলিত আইনানুসারে বাকী মালগুজারীর মতে আদায় করিতে হুকুম আছে, সেই সেই দাওয়ার টাকা যে যে তারিখে দাখিল করিতে হইবেক, সেই সেই তারিখ কলিকাতার বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা নিরূপণ করিবেন। সেই সেই তারিখ পর্য্যন্ত ঐ টাকা না দেওয়া গেলে ঐ ঐ জিলার মধ্যে যে সকল মহালের মালগুজারী বাকী থাকে, তাহা নীলাম হইয়া যে ব্যক্তি অধিক ডাকিবে, তাহাকে বিক্রয় করা যাইবেক। কিন্তু এই আইনমতে অন্য যে বিধি করা যাইতেছে তাহা বাহাল থাকিবেক। এবং ঐ বোর্ডের সাহেবেরা ঐ নিরূপিত তারিখের সংবাদ সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিবেন, ও এক এক জিলা সম্পর্কীয় সেই প্রকারের সংবাদ ঐ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের, কিংবা অন্য যে কার্য্যকারক এই আইনমতে নীলাম করিতে উপযুক্তরূপে ক্ষমতাপন্ন হন, তাহার কাছারীতে, এবং জজ, ও মাজিষ্ট্রেট অথবা (বিষয়বিশেষে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারীতে) ও মুন্সেফদের কাছারীতে ও প্রত্যেক থানায়, সেই জিলার চলিত ভাষাতে প্রকাশ করিতে হুকুম দিবেন ও যে যে তারিখ উক্তরূপে নিরূপণ হয়, সেই সেই তারিখ, উক্ত বোর্ডের সাহেবেরা উক্ত প্রকারের ইস্তাহার ও এত্তেলা দিয়া যাবৎ পরিবর্ত্তন না করেন, তাবৎ তাহার পরিবর্ত্তন হইবেক না। যখন হয় তখন নূতন তারিখ বা তারিখ সকল যে বৎসরে চলন হইবেক সরকারী তাহার পূর্ব্ব বৎসরের শেষ হইবার আগে অন্যূন তিন মাস থাকিতে, ঐ ইস্তাহার ও এত্তেলানামা জারী করিতে হইবে।

৪ ধারা। [১৮৯১ সালের ১২ আইনের প্রথমর তফসীলে দ্বারা রদ হইল]

বিশেষ বিশেষ প্রকারের বাকীসম্পর্কে বর্জ্জিত বিধি।

৫ ধারা। কিন্তু নীচের লিখিত প্রকারের বাকী বা দাওয়া আদায় করিবার জন্য কোন মহাল, ও মহালের কোন অংশ কি সম্পর্ক এই নিয়মমতে কার্য্য না হইলে, নীলাম হইবেক না। অর্থাৎ এই আইনের ৩ ধারানুসারে টাকা দিবার যে তারিখ নিরূপণ হয়, সেই তারিখের পূর্ব্বে অন্যূন সম্পূর্ণ ১৫ পনের দিন পর্য্যন্ত, জিলার চলিত ভাষায় এক ইস্তাহারনামা কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে কিংবা এই আইনমতে নীলাম করণের উপযুক্তরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের কাছারীতে, ও ইস্তাহার হওয়া ভূমি যে জজ সাহেবের এলাকার মধ্যে, সেই জজ সাহেবের আদালতে ও যে মহালের কি মহালের যে অংশের ইস্তাহার হয়, তাহা যে চৌকীতে থাকে, সেই চৌকীর মুন্সেফের কাছারীতে, ও

পুলিসের থানায় লট্‌কাইতে হইবে। কিংবা যদি সে মহাল কি তাহার অংশ একের অধিক মুন্সেফের কি পুলিসের থানার এলাকার মধ্যে থাকে, তবে তাহার মধ্যে কোন এক কি অধিক কাছারীতে কি থানায় লট্‌কাইতে হইবে। আরও ঐ ইস্তাহারনামা ঐ মহালের কি তাহার অংশের মালগুজারীর কি মালিকের কাছারীতে, কিংবা ঐ মহালের কি তাহার অংশের মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর জন্য কোন স্থানে লট্‌কান যাইবে, ও যে পেয়াদা অথবা অন্য যে ব্যক্তি সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, সেই ব্যক্তি ইস্তাহার প্রকাশ হইবার কথা জ্ঞাত করিবে। ঐ বাকী টাকা কি দাওয়া যে প্রকারের যত হয়, ও শেষ তারিখে ঐ টাকা গ্রাহ্য হইবে তাহা ঐ ইস্তাহারনামাতে লিখিতে হইবেক। যে যে প্রকারে বাকীর কি দাওয়ার বাবতে ঐ নিয়ম খাটিবে তাহা এই এই।

প্রথম। চলিত বৎসরের অথবা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ব বৎসরের বাকী ছাড়া অন্য বৎসরের বাকী।

দ্বিতীয়। যে মহালের নীলাম হইবেক, তাহা ছাড়া অন্য মহালের বাবৎ বাকী।

তৃতীয়। আদালতের কোন কার্য্যকারকের হুকুম ক্রমে যে মহাল ক্রোক হইয়াছে তাহার, কিম্বা তদ্রূপ হুকুমমতে কালেক্টর সাহেবের সরবরাহ করা মহালের বাকী।

চতুর্থ। তাগাবী বা পুলবন্দী অথবা ভূমির মালগুজারী না হইয়া অন্য যে কোন দাওয়া ভূমির বাকী মালগুজারীর ন্যায় আদায় হইতে পারে, তাহার বাবৎ বাকী।

নীলামের ইস্তাহার জারী হইবার কথা। ও মালগুজারী দিবার শেষ দিনের পরে টাকা দাখিল করিতে চাহিলেও নীলাম স্থগিত না হইবার কথা।

৬ ধারা। কালেক্টর সাহেব অথবা অন্য যে কার্য্যকারক এই আইনানুসারে নীলাম করিতে উচিতমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি এই আইনের ৩ ধারানুসারে টাকা দাখিল করিবার যে শেষ দিবস নিরূপিত হইয়াছে, সেই দিবসের পর যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র সেই জিলার চলিত ভাষায় লিখিত ইস্তাহারনামা প্রকাশ করিবেন, ও আপনার কাছারীতে ও জিলার জজ সাহেবের কাছারীতে লট্‌কাইবেন। যে যে মহাল বা মহালের যে যে অংশ পূর্ব্বোক্তমতে নীলাম হইবেক, তাহাও যে দিবসে ঐ নীলাম আরম্ভ হইবেক, তাহা ঐ ইস্তাহারেতে বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক। ইস্তাহার যে তারিখে ঐ কালেক্টর সাহেবের অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রকার অন্য কার্য্যকারকের কাছারীতে লট্‌কান যায়, সেই তারিখের পর সম্পূর্ণ পনের (১)* দিনের কম না হয়, ও ত্রিশ (১) দিনের অধিক না হয়, এমত ঐ নীলাম আরম্ভ হইবেক। ও যে মহালের কিম্বা মহালের যে অংশের নীলাম হইবেক তাহার সদর মালগুজারী যদি পাঁচ শত টাকার অধিক হয়, তবে সেই মহালের কিম্বা তাহার অংশের নীলাম হইবার ইস্তাহার সরকারী গেজেটে ছাপাইতে হইবেক। উক্ত প্রকারে নির্দ্দিষ্ট সকল মহাল কি মহালের অংশ নীলামের নিরূপিত দিবসে অথবা তৎপর দিবসে সকলে কালেক্টর সাহেবের অথবা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের দ্বারা ও তাহার

* (১) ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ৩ ধারামতে "পনের দিনের পরিবর্তে ত্রিশ দিন" পাঠ হইবে এবং ত্রিশ দিনের অধিক এই কথার পাঠ ত্যাগ করিতে হইবে।

সাক্ষাতে নীলামে ধরা যাইবেক, ও যে ব্যক্তি অতি উচ্চ মূল্য ডাকে তাহাকে বিক্রয় করা যাইবেক, কিন্তু এই আইনে অন্য যে বিধান করা যাইতেছে, তাহা বাহাল থাকিবে। টাকা দাখিল করিবার উক্ত যে শেষ দিবস নিরূপিত আছে, সেই শেষ দিবসে সূর্য্যাস্তের পরে টাকা দেওয়া গেলে অথবা দিবার প্রস্তাব হইলেও, তাহাতে নীলামের সময়ে অথবা নীলাম হওনের পরে, ঐ নীলামের নিবারণ বা ব্যাঘাত হইবেক না।

রাইয়ত প্রভৃতিকে এত্তেলা দিবার কথা।

৭ ধারা। এই আইনের ৬ ধারামতে যদি কোন মহালের কিম্বা মহালের কোন অংশের নীলামের ইস্তাহার হয়, তবে কালেক্টর সাহেব অথবা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক আপনার দপ্তরখানায় ও তৎপরে যত শীঘ্র হইতে পারে, তত শীঘ্র করিয়া যে মুন্‌সেফের ও যে যে থানার এলাকার মধ্যে ঐ মহাল কি তাহার অংশ কি তাহার কোন ভাগ থাকে, সেই মুন্‌সেফের কাছারীতে ও সেই থানায় এবং ঐ মহালের কি তাহার অংশের মালগুজারীর কি মালিকের কাছারীতে অথবা ঐ মহালের কি তাহার অংশের মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে ঐ জিলার চলিত ভাষায় লেখা এক এত্তেলানামা লট্‌কাইয়া দেওয়াইবেন। ঐ এত্তেলানামাতে ঐ মহালের রাইয়ত ও পাট্টাদার প্রজাদিগের প্রতি এই হুকুম হইবেক যে, মালগুজারী দেওনের যে দিবস নিরূপিত হইয়াছে, সেই দিবসের পর যত খাজানা দেনা হয়, তাহা তাহারা বাকীদারকে না দেয় যদি দেয় তবে তদ্রূপ যত দেয় তাহা মহালের খরীদদারের হিসাবে তাহাদের নামে জমা হয়, এই স্বত্ব তাহাদের থাকিবে না।

গবর্ণমেণ্টের উপর বাকীদারের দাওয়া থাকিলে তদ্দ্বারা

নীলাম অসিদ্ধ, না হওয়ার কথা।

৮ ধারা। মালগুজারী কমী বা মাফ হইবার যে কোন দাওয়া থাকে, তাহা যদি সরকারের হুকুমানুসারে মঞ্জুর না হয়, তবে ঐ দাওয়ার দ্বারা, অথবা সরকারের বিপক্ষে বাকীদারের কোন বিশেষ দাওয়া কি মোকদ্দমার কারণ থাকে বা তাহার বিবেচনাতে থাকে তদ্দ্বারা এই আইনানুসারে নীলাম নিবারণ কি অসিদ্ধ হইবে না, কিম্বা অসিদ্ধ হইবার যোগ্য হইবে না। ও বাকী মালগুজারী যাহাতে পরিশোধ হইতে পারে, বাকীদারের এত টাকা কালেক্টর সাহেবের হাতে আছে, এই ওজর করিলেও এই আইনমতে নীলাম নিবারণ কি অসিদ্ধ হইবার যোগ্য হইবে না। কিন্তু যদি ঐ টাকা বিনা বিরোধে কেবল বাকীদারের নামে জমা থাকে ও বাকীদার উপযুক্ত সময়ের মধ্যে দরখাস্ত করিলে পর অথবা এই আইনের ১৫ ধারাতে যে লিখিত একবারনামার বিধান হইয়াছে, তাহা করা গেলে পর যদি কালেক্টর সাহেব ঐ বাকী মালগুজারী দেওয়ান মতে ঐ টাকা খারিজ দাখিল করিতে ত্রুটি করিয়াছেন অথবা অপ্রচুর কারণে অস্বীকার করিয়াছেন এমত বোধ হয়, তবে তাহাতে নীলাম নিবারণ কি অসিদ্ধ হইতে পারিবে।

মালিকভিন্ন অন্য লোকদের স্থানে আমানতের টাকা

গ্রাহ্য হইতে পারিবার কথা।

৯ ধারা। এই আইনের ৩ ধারামতে টাকা দাখিল করণের নিরূপিত শেষ দিবসে

সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কোন সময়ে কালেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক ঐ বাকী-পড়া মহালের কি মহালের অংশের মালিক ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির স্থানে আমানৎ স্বরূপে ঐ মহালের বাকী মালগুজারীর টাকা গ্রাহ্য করিতে পারিবেন। ও যদি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ঐ মহালের বাকীদার মালিক ঐ টাকা শোধ না করে, তবে ঐ আমানতী টাকা সূর্য্যাস্ত হইবার সময়ে ঐ বাকীর পরিশোধে জমা হইবে। ঐ আমানতকারী যে ব্যক্তির টাকা পূর্ব্বোক্তমতে জমা করা যায়, সেই ব্যক্তি যদি ঐ বাকী পড়া মহালের কি অংশের কি তাহার কোন ভাগের দখল পাইবার নিমিত্তে আদালতে উপস্থিত থাকা কোন মোকদ্দমার একপক্ষ হয়, তবে ঐ আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমার বাদী প্রতিবাদীদিগের স্থানে জামিন লওনের যে বিধি চলন আছে, তাহা বাহাল রাখিয়া ঐ মাহাল কি তাহার অংশ কি তাহার সেই ভাগ কিছু কালের নিমিত্তে উক্ত ব্যক্তির দখলে দেওয়াইবার হুকুক করিতে পারিবেন। আর ঐ আমানতকারী যে ব্যক্তির টাকা পূর্ব্বোক্তমতে জমা হইয়াছে সে যদ্যপি উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন দেওয়ানী আদালতে এমত প্রমাণ করিতে পারে যে ঐ মহালে তাহার যে সম্পর্কের বিঘ্ন বা ক্ষতি হইতে পারে কিম্বা ঐ নীলাম হইলে বিঘ্ন বা ক্ষতি হয়, তাহার প্রকৃত ভাবে এমত বিশ্বাস আছে, অতএব ঐ সম্পর্ক বজায় রাখিবার নিমিত্ত সে টাকা আমানৎ করিয়াছিল, তবে সেই ব্যক্তি ঐ আমানতী টাকা আদালতের বিবেচনা মতে সুদ সমেত কিম্বা সুদ বিনা মহালের বাকীদার মালিকের স্থানে পাইতে পারিবেক। আর ঐ আমানতকারী যে ব্যক্তির টাকা পূর্ব্বোক্তমতে জমা হইয়াছে সে যদি ঐ রূপ আদালতে এমত প্রমাণ করে যে ঐ মহালের কি অংশের কি তাহার কোন ভাগের উপর তাহার বন্ধকাদি ক্রমে যে দাওয়া আছে তাহার রক্ষার জন্যে তাহার ঐ টাকা আমানৎ করা আবশ্যক হইল, তবে সেই প্রকারে যত টাকা জমা হইয়াছে, তাহা ঐ আসল দাওয়ার টাকার উপর চড়াইয়া দেওয়া যাইবে।

সাধারণরূপে অধিকার করা অংশ বিভাগ করণের কথা।

১০ ধারা। সাধারণ রূপে ভোগ করা এজমালী মহালের একজন লিখিত অংশী গবর্ণমেণ্টের মালগুজারীর যে অংশ আপনি দিতে হয়, তাহা যদি স্বতন্ত্র দিতে চাহে, তবে সে ঐ মর্ম্মের লিখিত দরখাস্ত কালেক্টর সাহেবকে দিতে পারিবে। ঐ মহালে দরখাস্তকারীর যে অংশ থাকে, তাহা সেই দরখাস্তে বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে। পরে কালেক্টর সাহেব আপনার নিকটে কৃত ঐ দরখাস্তের এক এক কেতা নকল আপনার কাছারীতে ও সেই মহাল কি তাহার কোন অংশ যাঁহাদের এলাকার মধ্যে থাকে, এমত জজ সাহেবের ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের (অথবা বিষয় বিশেষে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের) ও মুন্সেফদের কাছারীতে ও পুলিসের থানায় ও সেই মহালেরই কোন প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া দিবেন। দরখাস্তের ঐ সকল এস্তেলা প্রকাশ হইবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত যদি লিখিত অন্য কোন অংশী কিছু আপত্তি না করে, তবে কালেক্টর সাহেব ঐ দরখাস্তকারীর সঙ্গে পৃথক একটা হিসাব আরম্ভ করিবেন ও সেই ব্যক্তি আপন অংশের বাবতে যে সকল টাকা দাখিল করে, তাহা তাহার অংশের হিসাবে পৃথকরূপে জমা করি-

বেন। কালেক্টর সাহেব স্বতন্ত্র হিসাব করিতে আপনার অনুমতি যে তারিখে রিকার্ড করেন, সেই তারিখ অবধি দরখাস্তকারীর অংশের স্বতন্ত্র দায় আরম্ভ হয়, এমত জ্ঞান হইবে।

ভূমির বিশেষ খণ্ডের অংশ স্বতন্ত্র করিবার কথা।

১১ ধারা। এজমালী মহালের লিখিত অংশীর যে অংশ থাকে, তাহা যদি জমীদারী ভূমির বিশেষ খণ্ড হয় ও সেই অংশী গবর্ণমেণ্টের মালগুজারীর আপন অংশ স্বতন্ত্র দিতে চাহে, তবে সে ঐ মর্ম্মের লিখিত দরখাস্ত কালেক্টরসাহেবকে দিবে। দরখাস্তকারীর অংশের মধ্যে যে জমী আছে, তাহাও তাহার পরিসীমা ও পরিমাণ বিশেষ করিয়া সেই দরখাস্তে লিখিতে হইবে ও সেই কাল পর্য্যন্ত ঐ খণ্ডের যত সদর জমা দেওয়া যাইতেছে, তাহার কথাও ঐ দরখাস্তে লিখিতে হইবে। সেই দরখাস্ত পাইলে পর, ১০ ধারাতে এত্তেলা প্রকাশ করিবার যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই নিয়মমতে কালেক্টরসাহেব ঐ দরখাস্ত প্রকাশ করাইবেন। তাহা প্রকাশ হইবার কালাবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে যদি ঐ মহালের লিখিত অন্য কোন অংশী কিছু আপত্তি না করে, তবে কালেক্টর সাহেব ঐ দরখাস্তকারীর সঙ্গে পৃথক হিসাব রাখিবেন, ও সেই ব্যক্তি ঐ অংশের বাবতে যে সকল টাকা দাখিল করে, তাহা তাহার অংশের হিসাবে পৃথকরূপে জমা করিবেন। কালেক্টর সাহেব স্বতন্ত্র হিসাব করিতে আপনার অনুমতি যে তারিখে রিকার্ড করেন, সেই তারিখ অবধি দরখাস্তকারীর অংশের স্বতন্ত্র দায় আরম্ভ হয়, এমত জ্ঞান হইবে।

আপত্তি হইলে উভয় পক্ষকে দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবার কথা।

১২ ধারা। সাধারণ রূপে কি প্রকারান্তরে যে মহালের অধিকার হয়, দরখাস্তকারী তাহার যে অংশের দাওয়া করে, তাহাতে তাহার কোন স্বত্ব নাই অথবা মহালেতে যে পর্য্যন্ত কিম্বা যে প্রকারের সম্পর্কের দাওয়া করে, তাহার সেই পর্য্যন্ত কি সেই প্রকারের সম্পর্ক নয়, অথবা ঐ দরখাস্ত মহালের জমীর কোন বিশেষ খণ্ড লওয়া হইলে, দরখাস্তকারীর কথামতে যত সদর জমা ঐ জমী খণ্ডের নিমিত্তে দেওয়া যাইতেছে, তাহা ঐ মহালের অন্য অংশীরা তাহার জমা বলিয়া কখন স্বীকার করে নাই, কোন লিখিত মালিক যদি এই এই আপত্তি করে, তবে কালেক্টর সাহেব উভয় পক্ষকে দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন, ও সেই বিবাদের কথা যাবৎ দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ তিনি ঐ দরখাস্তকারীর কার্য্য স্থগিত রাখিবেন।

স্বতন্ত্র অংশের নীলামের কথা।

১৩ ধারা। যখন কালেক্টর সাহেব এক কি অধিক অংশের নিমিত্ত পৃথক্ হিসাব রাখিবার আজ্ঞা করেন, তখন মহাল বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে নীলাম হইবার যোগ্য হইলে ঐ পৃথক হিসাব অনুসারে মহালের যে এক কি অধিক অংশের কিছু মালগুজারী বাকী থাকে, কালেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্যকারক কেবল সেই সেই অংশ প্রথমে নীলাম করিবেন। এমত সকল গতিকে, যে এক কি অধিক অংশের কিছু বাকী পাওনা না থাকে, সেই সেই অংশ ছাড়িয়া দিবার অভিপ্রায়ে সম্বাদ এই আইনের

৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট নীলামের ইস্তাহারে লিখিতে হইবে। নীলাম করা ঐ এক কি অধিক অংশ, ও নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া এক কি অধিক অংশ লইয়া মোটে একি মহাল হইয়া থাকিবে, ও যে এক কি অনেক অংশের নীলাম হয়, তাহার পৃথক যে জমা কি যে যে জমা ধরা আছে, তাহা সেই অংশ হইতে আদায় করা যাইবে।

বিশেষ নিয়মমতে সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইতে পারিবার কথা।

১৪ ধারা। উক্ত ১৩ ধারার বিধানমতে কোন নীলাম হইলে যে অংশ নীলামে ধরা যায়, তাহার নিমিত্তে অত্যুচ্চ যে মূল্যে ডাক হয়, তাহা যদি নীলাম হইবার তারিখ পর্য্যন্ত যত বাকী থাকে, তাহার সমান না হয়, তবে কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্তমত অন্য কার্য্য-কারক সাহেব নীলাম স্থগিত করিয়া এই আজ্ঞা করিবেন যে ঐ অংশের যত বাকী হয়, তাহা সমুদয় যদি লিখিত অন্য অংশী কি অংশীরা কিম্বা তাহাদের মধ্যে কোন এক কি অধিক জন দশ দিনের মধ্যে সরকারে দিয়া ঐ বাকীপড়া অংশ খরিদ না করে, তবে অন্য দিবসে সম্পূর্ণ মহাল বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে নীলাম হইবে। যদি সেই প্রকারের বাকী দিয়া ঐ অংশ খরিদ করা যায়, তবে কালেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের কার্য্যকারক ঐ আইনের ২৮ ও ২৯ ধারাতে যে সার্টিফিকেট দিবার ও দখল দেওয়াইবার কথা নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহা খরিদদারকে কি খরিদদারদিগকে দিবেন ও দখল দেওয়াইবেন, তাহাতে নীলামে ঐ অংশ খরিদ করিলে ঐ খরিদদারের কি খরিদারদের যে স্বত্ব হইত, সেই স্বত্ব থাকিবে। যদি পূর্ব্বোক্তমতে দশ দিনের মধ্যে ঐ রূপ খরিদ না করা যায়, তবে এই আইনের ৬ ধারামতে ইস্তাহার যত কাল ও যে প্রকারে প্রকাশ করিতে হয় তত কাল ও সেই প্রকারে প্রকাশ হইলে পর সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।

মহালের নীলাম না হয়, এই নিমিত্তে টাকা আমানৎ করার কথা।

১৫ ধারা। যদি মহালের কোন লিখিত মালিক কিম্বা বক্রাদার কালেক্টর সাহেবের নিকটে নগদ টাকা আমানৎ রাখে, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের নিদর্শন পত্রের পৃষ্ঠে কালেক্টর সাহে-বের নাম লিখিয়া তাহার হুকুমমতে পত্রের টাকা দেনা করিয়া পত্র আমানৎ করে ও সম্পূর্ণ মহালের জমার যামিনীস্বরূপ ঐ টাকা কি পত্র গবর্ণমেণ্টে গচ্ছিত করে ও সেই মহা-লের কিছু মালগুজারী বাকী হইলে কালেক্টর সাহেব ঐ টাকা কি নিদর্শনপত্রের ঐ টাকা কি তাহার যত আবশ্যক হয়, তাহা লইয়া ঐ বাকী শোধ করিবেন, এই মর্ম্মের একরার নামা দস্তখত করে তবে, ঐ আইনের ৩ ধারা মতে মালগুজারী দাখিল করিবার যে শেষ দিন নিরূপিত হয়, সেই দিবস সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্ব্বে যদি ঐ মহালের কিছু বাকী মালগুজারী দাখিল না করা যায়, তবে কালেক্টর সাহেব ঐ টাকা কি নিদর্শনপত্র লইয়া কি তাহার যে অংশ কিম্বা ঐ পত্রের উপর পাওনা সুদের যে অংশ আবশ্যক হয়, তাহা লইয়া ঐ বাকীর পরিশোধ দিবেন। অর্থাৎ কালেক্টর সাহেবের হাতে যে নগদ টাকা থাকে ও সেই নি-দর্শন পত্রের উপর যে কিছু সুদ পাওনা হয়, তাহাই তিনি ঐ বাকী শোধে প্রথমে দিবেন, পরে কিছু বাকী থাকিলে তাহার নিমিত্তে ঐ নিদর্শনপত্র বিক্রয় কি হস্তান্তর করিতে পারি-বেন। আর সেই কর্ম্মে ব্যয় হইতে পারে ও বাকী পরিশোধের উপযুক্ত পূর্ব্বোক্তমতে কিছু

টাকা কি নিদর্শনপত্র যতকাল থাকে, তত কাল সে মহালের রক্ষার নিমিত্তে তাহা আমানৎ করা যায়, তাহা বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে নীলাম হইবে না। তদ্রূপে যে সকল টাকা কি নিদর্শনপত্র আমানৎ করা যায়, তাহা কেবল দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীজারীমতে ক্রোক হইতে পারিবে, নতুবা নয়।

আমানতের টাকা প্রভৃতি ফিরিয়া লওনের কথা।

১৬ ধারা। উক্ত ১৫ ধারার বিধানমতে যে ব্যক্তি আমানৎ রাখে, সেই ব্যক্তি কি তাহার স্থলাভিষিক্ত কি তাহার এসাইনী যখন চাহে, তখনই ঐ আমানৎ ফিরিয়া লইতে পারিবে ও তাহা জামিনী স্বরূপে রাখিবার একরারনামা বাতিল করিতে পারিবে।

কোর্ট ওয়ার্ডসের অধীন ক্রোককরা মহালের কথা।

১৭ ধারা। কোন মহাল কোর্ট ওয়র্ডসের সাহেবদিগের তত্ত্বাবধারণের যে সময় থাকে, সেই সময়ে যে মালগুজারী বাকী পড়ে, তাহা আদায়ের নিমিত্তে ঐ মহাল নীলামের যোগ্য হইবে না ও নিয়মিতরূপে উত্তরাধিকারিত্বক্রমে কোন এক কি অধিক নাবালগ যদি কোন মহাল প্রাপ্ত হয়, ও সেই মহাল কেবল তাহার কি তাহাদেরই সম্পত্তি, ও তাহার কি তাহাদের তাহা প্রাপ্ত হইবার সংবাদ কোর্ট ওয়ার্ডসকে জ্ঞাত করিবার জন্য কালেক্টর সাহেবকে দেওয়া গিয়াছে, কিন্তু কোর্টওয়ার্ডসের সাহেবেরা ১৮২২ সালের ৬ আইনমতে তাহার তত্ত্বাবধারণের কার্য্য গ্রহণ করেন না, এমত স্থলে ঐ নাবালগেরা ঐ সম্পত্তির অধিকার পাইলে পর, তাহার যে মালগুজারী বাকী পড়ে, তাহার নিমিত্তে ঐ নাবালগ কি নাবালগগণেরা কি তাহাদের কোন একজন বয়ঃপ্রাপ্ত অর্থাৎ আঠার বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে নীলাম হইবে না। এবং মালগুজারীর কার্য্যকারকেরা আদালতের হুকুম ভিন্ন অন্য প্রকারে যে কোন মহাল ক্রোক করিয়া রাখেন, তাহা যতকাল ক্রোক থাকে, ততকাল বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে নীলামের যোগ্য হইবে না। ও যে মহাল আদালতের হুকুমক্রমে মালগুজারীর কার্য্যকারকের দ্বারা ক্রোক হইয়া কি সরবরাহ হইয়া থাকে, তাহা ক্রোক থাকন কি সরবরাহকরণ সময়ে যে মালগুজারী বাকী পড়ে, তাহা আদায়ের নিমিত্ত যে বৎসরে ঐ বাকী পড়িল, সেই বৎসরের শেষ না হইলে মহালের নীলাম হইবে না।

১৮ ধারা। মহালের কি মহালের অংশের নীলাম আরম্ভ হওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত মত অন্য কার্য্যকারক সাহেব মহাল কি মহালের ঐ অংশ নীলাম হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন। সেই প্রকারেও মহালের কি মহালের অংশের নীলাম আরম্ভ হওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে রাজস্বের কমিসনর সাহেব কালেক্টর সাহেবকে কি পূর্ব্বোক্ত মত অন্য কার্য্যকারক সাহেবকে প্রত্যেক গতিকে বিশেষ আজ্ঞা দিয়া ঐ মহাল কি তাহার কোন অংশ নীলাম হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন; ও মুক্ত হইবার সেই হুকুম হইলে পর যদি নীলাম হয়, তবে তাহা বেআইনী হইবে। কিন্তু এই ধারাক্রমে এই বিধান হইল, কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্তমত অন্য অন্য কার্য্যকারক সাহেব অথবা কমিসনর সাহেব ঐ রূপ মুক্ত করণের কারণ উপযুক্তমতে এক রোবকারিতে লিখিবেন: আরও নীলাম হইতে মুক্ত করণের যে হুকুম কমিসনর সাহেব দেন, তাহা কালেক্টর সাহেবের

নীলাম যে স্থানে করিতে হইবে, তাহার কথা।

১৯ ধারা। কালেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্যকারক সাহেব জিলার সদর মোকামে ভূমির রাজস্বের কাছারীতে সামান্যতঃ নীলাম করিবেন। কিন্তু যখন ভূমি সম্পর্কীয় ব্যক্তিদের পক্ষে উপকারক বোধ হয়, তখন বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ঐ কাছারী ভিন্ন অন্য কোন স্থানে নীলাম করণের হুকুম দিতে পারিবেন।

নীলাম অন্য দিন পর্য্যন্ত স্থগিত করিবার কথা।

২০ ধারা। পূর্ব্বোক্তমতের নীলামের নিরূপিত দিনে যদি কালেক্টর সাহেব কিংবা পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্যকারক পীড়া কি পর্ব্ব অথবা অন্য কারণ প্রযুক্ত নীলাম আরম্ভ করিতে না পারেন, কিংবা আরম্ভ করিয়া যদ্যপি কোন কারণ প্রযুক্ত তাহা সমাপ্ত করিতে না পারেন, তবে তাহার পর দিবস রবিবার না হইলে অথবা অন্য কোন পর্ব্ব নিমিত্ত বন্ধের দিন না হইলে, পর দিন পর্য্যন্ত ঐ নীলাম স্থগিত রাখিবেন। ও স্থগিত করণের কারণ রেকর্ড করিয়া, তাহার নকল মালগুজারীর কমিশ্যনার সাহেবের নিকট পাঠাইবেন, ও ঐ স্থগিত হওনের সমাচারের ইস্তাহার লেখাইয়া আপন কাছারীতে লটকাইয়া সকলকে জানাইবেন। এবং যে পর্য্যন্ত ঐ নীলাম আরম্ভ করিতে অথবা তাহা সমাপ্ত করিতে না পারেন, সেই পর্য্যন্ত দিন দিন ঐ প্রকার কর্ম্ম করিবেন, কিন্তু যদি ঐরূপে নীলাম স্থগিত না হয় ও তাহা রেকর্ড করিয়া রিপোর্ট না করা যায়, তবে উক্ত মতের নিরূপিত দিনেই প্রত্যেক নীলাম অবশ্য করিতে হইবে।

নীলাম করিবার নিয়মের কথা।

২১ ধারা। এই আইনের ৬ ধারানুসারে নিরূপিত নীলামের দিনে, মহালের নীলাম নম্বর ক্রমে হইবেক, অর্থাৎ জিলার কালেক্টরী কাছারীর বর্ত্তমান তৌজীতে কি রেজিষ্টরে, নীলাম হইবার যে মহালের কম নম্বর থাকে, তাহা প্রথমে নীলাম হইবেক ও ঐ নম্বরের ব্যতিক্রম করিয়া কোন মহালের নীলাম করিতে কোন কালেক্টর সাহেবের কি উক্ত প্রকারের কোন কার্য্যকারকের ক্ষমতা থাকিবে না। কেবল এই আইনের ২২ ধারার বিধানমতে বায়নার টাকা দিবার ত্রুটি হওয়াতে আবশ্যক হইলে করিতে পারিবেন।

খরিদী টাকার বাবৎ বায়নার কথা।

২২ ধারা। মহালের কি মহালের অংশের পূর্ব্বোক্তমতের নীলামে যাহাকে খরিদদার বলিয়া প্রকাশ করা যায়, সেই ব্যক্তিকে এই হুকুম হইবে যে, সে যত টাকা ডাকিয়াছে তাহার কি শত টাকার উপর পঁচিশ টাকা তৎক্ষণাৎ, কি ঐ মহালের কি অংশের নীলাম শেষ হইবার পর কালেক্টর সাহেব যত শীঘ্র আবশ্যক বোধ করেন, তত শীঘ্র করিয়া বায়না স্বরূপে আমানৎ করে, সেই বায়না নগদ কি বেঙ্গলব্যাঙ্ক নোট কি পোষ্ট বিল কি গবর্ণমেণ্টের নিদর্শনপত্র দ্বারা দাখিল করিতে পারিবেক। ঐরূপ নিদর্শনপত্র দিলে তাহার পিঠে উচিতমতে দস্তখৎ করিতে হইবেক, ও তাহার তৎকালে যে দর বাজারে হয়, সেই দর মতে তাহার মূল্য ধরা যাইবেক। ও সেই বায়নার টাকা দিবার কসুর হইলে ঐ মহাল কি অংশ তৎক্ষণাৎ পুনরায় নীলামে ধরিয়া বিক্রয় হইবে।

খরীদের সমুদয় টাকা দিবার কথা।

২৩ ধারা। খরীদদারের খরীদ করা মহালের কি মহালের অংশের নীলাম যে দিনে হয় সেই দিন অবধি ত্রিশ দিনের দিনে সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার খরীদের সমুদয় টাকা দাখিল করিতে হইবে। ঐ নীলামের দিন সেই ত্রিশ দিনের মধ্যে ধরিতে হইবে। যদি ঐ ত্রিংশৎ দিবস রবিবার বা অন্য কোন পর্ব্ব নিমিত্ত বন্ধের দিন হয়, তবে ত্রিংশৎ দিবসের পর প্রথম যে দিবসে কাছারী খোলা হয়, সেই দিবসে সমুদয় টাকা দিতে হইবে। যদি পূর্ব্বোক্তমতের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে টাকা দিবার ক্রটি হয়, তবে বায়নার টাকা সরকারে জব্দ হইবেক, ও ঐ মহালের কি অংশের পুনর্ব্বার নীলাম হইবেক, ও ঐ মহালের কি অংশের উপর, অথবা পরে তাহা যত টাকায় বিক্রয় হয়, তাহার কোন অংশের উপর, ঐ ক্রটিকারী খরীদদারের কোন দাওয়া থাকিবে না। ও অবশেষে যে নীলাম সিদ্ধ হয়, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ক্রটিকারী ডাকনিয়া যে মূল্য ডাকিয়াছিল তাহা হইতে যদি কম মূল্য পাওয়া যায়, তবে যত কম হয়, তাহা তাহার স্থানে আদায় হইবেক, অর্থাৎ সরকারী বাকী মালগুজারী আদায়ের নিমিত্ত যে যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার কোন নিয়মমতে আদায় হইবেক ও যত টাকা কম হয়, তাহা ঐ খরীদের টাকার এক অংশ বলিয়া জ্ঞান হইবেক, ও তাহা লইয়া যাহা করিতে হইবেক, ইহার যে বিধি এই আইনে নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে, সেই বিধিমতে কার্য্য হইবেক।

পুনশ্চ নীলামের কথা।

২৪ ধারা। যদি খরীদের টাকা দিবার ক্রটি হয়, তবে এই আইনের ৬ ধারামতে যত কালের ও যে প্রকারের ইস্তাহার করিবার বিধি হইয়াছে, ততকাল পর্য্যন্ত ও সেই প্রকারের ঐ নীলাম পুনশ্চ হইবার ইস্তাহার দিতে হইবে। কিন্তু টাকা দিবার ক্রটি যে দিনে হয় সেই দিনের পর পুরা তিন দিন গত না হইলে, ঐ ইস্তাহার প্রকাশ হইবেক না। মহাল কি অংশ যে বাকীর বাবতে প্রথমে নীলাম হইয়াছিল তাহা, ও তৎপরে আর যে কিছু বাকী পাওনা লইয়া থাকে, তাহা যদি সেই মহালের কি অংশের মালিক কি তাহার পক্ষে কেহ ঐ তৃতীয় দিবসের সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্ব্বে দাখিল করে কি দাখিল করিবার প্রস্তাব করে, তবে ঐ পুনশ্চ নীলামের ইস্তাহার জারী করা স্থগিত থাকিবে। ইহার পূর্ব্ব ধারার লিখিত সকল বিধি ঐ পুনশ্চ প্রত্যেক নীলামের উপর খাটিবে। পরন্তু খরীদের টাকা দিবার ক্রটি যদি একবারের অধিক হয়, তবে অতি উচ্চ যে মূল্যের ডাক হইয়াছে, ও অবশেষে যে মূল্যে বিক্রয় হয়, এই মূল্যের যত টাকার বিশেষ হয়, তত টাকা ঐ বাকীদার ডাকনিয়াদের স্থানে আদায় হইবেক, অর্থাৎ ক্রটিকারী যে ডাকনিয়ারা যত টাকা ডাকিয়াছিল, তাহার কম যত টাকা নীলামে পাওয়া যায়, তত টাকা তাহাদের কোন কাহার স্থানে পূর্ব্বোক্তমতে আদায় হইতে পারিবে।

আপীলের কথা।

২৫ ধারা। [১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ২৯ ধারাক্রমে এই ধারা রহিত হইয়াছে]।

বিশেষ স্থলে নীলাম অসিদ্ধ করিবার কথা।

২৬ ধারা। নীলামের উপর আপীল হইলে রাজস্বের কমিশ্যনার সাহেব কঠিন ব্যবহার

বা অন্যায় হইযাছে বলিয়া, তখন চূড়ান্ত হুকুম জারী না করিয়া,সেই কথা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে জানাইতে পারিবেন, ও তাহারা উপযুক্ত কারণ দেখিলে স্থান বিশেষের গবর্ণমেণ্টকে নীলাম অন্যথা করিবার পরামর্শ দিতে পারিবেন। এমত কোন গতিকে স্থান বিশেষের ঐ গবর্ণমেণ্ট নীলাম অসিদ্ধ করিতে পারিবেন ও যে যে নিয়ম যথার্থ ও উচিত বোধ হয়, সেই সেই নিয়মমতে ঐ মহাল কি তাহার অংশ মালিককে ফিরিয়া দেওয়াইতে পারিবেন।

যে সময়ে নীলাম চূড়ান্ত হইবে, তাহার কথা।

২৭ ধারা। * যে সকল নীলাম খরীদের টাকা এই আইনের ২৩ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে দেওয়া গিয়াছে ও তাহার উপর আপীল হয় নাই, সেই সকল নীলামের দিন অবধি ষষ্টি দিনে দুই প্রহরের সময়ে চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক। ঐ নীলামের দিবস ঐ ষষ্টি দিনের প্রথম দিন ধরিতে হইবে।

ও নীলামের উপর আপীল হইলে কমিশ্যনার সাহেব তাহা ডিস্‌মিস্ করিলে, যদি নীলামের দিবসের পর ষাট দিবসের অধিক হইলে তাহা ডিস্‌মিস্ করেন, তবে ঐ ডিস্‌মিস্ হইবার তারিখ অবধি ঐ নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবে, ও যদি ষষ্টি দিবসের কমে ডিস্‌মিস্ করেন, তবে পূর্ব্বোক্তমতে ষষ্টি দিনের দিনে দুই প্রহরের সময়ে তাহা চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবে।

নীলামের সার্টিফিকেটের কথা।

২৮ ধারা। কোন নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবামাত্র কালেক্টর সাহেব, অথবা পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্যকারক এই আইনে (A) চিহ্নিত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট পাঠে খরীদদারকে অধিকারের সার্টিফিকেট দিবেন। ও তাহার নির্দ্দিষ্ট তারিখ অবধি নীলাম হওয়া মহালে কি মহালের অংশে ঐ সার্টিফিকেটের লিখিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের অধিকার হইয়াছে, উক্ত সার্টিফিকেট সকল আদালতে ইহার প্রচুর প্রমাণ জ্ঞান হইবেক। ও কালেক্টর সাহেব লিখিত ইস্তাহার দিয়া আপনার কাছারীতে, ও নীলাম করা মহালের কি মহালের অংশের কোন ভাগ যে মুন্সেফদের ও পুলিসের যে যে থানার এলাকার মধ্যে থাকে, তাঁহাদের কাছারীতেও সেই সেই থানায় সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে ঐ খারিজ দাখিল হওনের সংবাদ প্রকাশ করিবেন।

দখল দেওয়াইবার কথা।

২৯ ধারা। কালেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত মতের অন্য কার্য্যকারক ঐ খরীদ করা মহাল কি অংশ দখল দেওয়াইবার হুকুম এইরূপে করিবেন, অর্থাৎ যদি কোন লোক ঐ মহাল কি অংশ ত্যাগ করিতে স্বীকার না করে, তবে তাহাকে উঠাইয়া দিয়া ও উপযুক্ত কোন এক কি অধিক স্থানে ঢেঁড়রা দিয়া কিম্বা রীতিমত অন্য প্রকারে ঐ সম্পত্তির বাসেন্দাদিগকে ঘোষণা করাইয়া, ও সার্টিফিকেটের এক কেতা নকল খরীদ করা মহালের

*১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ৪ ধারাক্রমে "ত্রিংশ" এবং ত্রিশ কথার পরিবর্ত্তে এই ধারার যথাক্রমে "ষষ্টি" এবং "ষাট" কথা বসিয়াছে।

কি মহালের অংশের মাল কাছারীতে কিম্বা প্রকাশ্য কোন স্থানে লট্‌কাইয়া দখল দেওয়াইবেন।

খরীদদারের দায়ের কথা।

৩০ ধারা। এই আইনমতে খরীদ করিয়া মহালের কি মহালের অংশের মালিক বলিয়া যাহার নামে সার্টিফিকেট দেওয়া যায়, সেই জন মালগুজারী দাখিল করিবার পূর্ব্বোক্ত শেষ তারিখের পর সরকারের মালগুজারীর যে সকল কিস্তীর টাকা পাওনা হয়, তাহার নিমিত্তে দায়ী হইবেক।

খরীদের টাকা লইয়া যাহা করিতে হইবেক, তাহার কথা।

৩১ ধারা। কালেক্টর সাহেব ঐ খরীদের টাকা লইয়া, নীলাম করা মহালের কি মহালের অংশের টাকা দাখিল করিবার শেষ তারিখে যত বাকী ছিল, তাহা প্রথমে শোধ করিবেন। পরে ঐ মহালের কি মহালের অংশের উপর দাওয়ার যে সকল টাকা বকেয়া বলিয়া জিলার সরকারী হিসাবের খাতায় লেখা আছে, তাহা শোধ করিবেন। অবশিষ্ট কিছু থাকিলে, তাহা ঐ নীলাম করা মহালের কি মহালের অংশের লিখিত সাবেক মালিকের কি মালিকদের কি তাহাদের উত্তরাধিকারীদের কি স্থলাভিষিক্তদের নিমিত্তে আমানৎ রাখা যাইবেক, সে কি, তাহারা তাহা দাওয়া করিয়া রসীদ দিলে তাহাকে কি তাহাদিগকে এই নিয়মমতে দেওয়া যাইবেক। অর্থাৎ নীলাম করা মহালে কি মহালের অংশে যদি তাহাদের অংশ সকল পৃথক রূপে রেকর্ড হইয়াছে, তবে সেই রেকর্ড করা সম্পর্কের হারহারিমতে ভাগ করিয়া তাহাদিগকে দেওয়া যাইবেক, কিম্বা যদি সেই রূপের অংশ না হইয়াছে, তবে মালিকদের সাধারণ রসীদমতে তাহাদের সকলকে একেবারে মোটে দেওয়া যাইবে। আরো ঐ খরীদের যে কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকে, তাহা সাবেক মালিককে কি মালিকদিগকে দেওয়া যাইবার আগে যদি কোন মহাজন কর্জ্জের পরিশোধে দাওয়া করে তবে দেওয়ানী আদালতের পরওয়ানা না হইলে, ঐ অবশিষ্ট টাকা ঐ দাওয়াদারকে দিতে হইবে না, কি ঐ মালিকের হাত ছাড়া রাখিতে হইবে না।

নীলাম অসিদ্ধ হইবার ইস্তাহার।

৩২ ধারা। যদি কমিশ্যনর সাহেব কিম্বা গবর্ণমেণ্ট এই আইনমতের কোন নীলাম অসিদ্ধ করেন, তবে এই আইনের ২৮ ধারামতে কোন নীলাম সিদ্ধ ও চূড়ান্ত হইবার কথার সম্বাদ যে প্রকারে দিবার হুকুম হয়, কালেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্যকারক ঐ অসিদ্ধ হওনের সংবাদ সেই প্রকারে প্রকাশ করিবেন, ও সরকারের চলিত নিদর্শনপত্রের উপর অতি উচ্চ যে হিসাবে সুদ চলে, সেই হিসাবে সুদ সমেত আমানতের ঐ টাকা ও খরীদের বাকী টাকা খরীদদারকে অগোণে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। ও তাহা সরকার হইতে দেওয়া যাইবেক, কিন্তু যদি এই আইনের ২৫ কি ২৬ ধারামতে ঐ টাকা মালিকের দিতে হয়, তবে সরকার হইতে দেওয়া যাইবে না।

নীলাম শুধরাইবার মোকদ্দমাতে দেওয়ানী আদালতের এলাকা ও বর্জ্জিত কথা।

৩৩ দাবা। বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে, কিম্বা বাকী মালগুজারীর ন্যায় অন্য যে দাওয়ার টাকা আদায় হইতে পারে, তাহার নিমিত্তে যে কোন নীলাম এই আইন জারী হইবার পরে করা যায়, তাহা বিচার আদালতে অসিদ্ধ হইবে না। কিন্তু এই আইনের বিধানের বিপক্ষমতে নীলাম হইয়াছে বলিয়া অসিদ্ধ হইবে, তাহাতেও যে বেদাঁড়ার নালিশ করা যায়, তাহাতে ফরিয়াদীর কোন প্রকৃত ক্ষতি হইয়াছে এমত প্রমাণ না হইলে, অসিদ্ধ হইবে না, (২) আর এই আইনমতের কোন নীলাম সিদ্ধান্ত ও চূড়ান্ত হইবার তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে যদি উপস্থিত না করা যায় তবে তাহার কোন বিচার আদালতের গ্রাহ্য হইবে না। ও খরীদের টাকার কোন অংশ গ্রহণ করিলে পর, কোন লোক ঐ নীলাম আইনমতে হয় নাই বলিয়া বিবাদ করিতে পারিবে না। কিন্তু এই আইনমতে কোন নীলামেতে যে কার্য্য করা যায় কি যে কার্য্যের চুক হয়, তাহাতে যদি কোন লোক আপনি অন্যায়গ্রস্ত হইয়াছে বোধ করে, তবে যাহার কার্য্যেতে কি ক্রটিতে আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করে, তাহার নামে খেসারতের নালিশ করিতে বাধা হয়, এই আইনের কোন কথায় এই মত অর্থ করিতে হইবে না।

এই আইনমতে নীলাম আদালতের ডিক্রীক্রমে অসিদ্ধ হইলে তাহার ফলের কথা।

৩৪ ধারা। এই আইনমতে যে নীলাম করা যায়, তাহা যদি দেওয়ানী আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীমতে অসিদ্ধ হয়, তবে ঐ ডিক্রীজারী হইবার দরখাস্ত সেই ডিক্রীর তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে করিতে হইবে। তাহা না করিলে সেই ডিক্রী যাহার পক্ষে হইয়াছিল, তাহার ঐ ডিক্রী হইতে কিছু উপকার হইবে না। আরও খরিদের অবশিষ্ট কিছু টাকা যদি কোন দেওয়ানী আদালতের হুকুমমতে কোন কাহাকে দেওয়া গিয়া থাকে, তবে গবর্ণমেন্টের চলিত নিদর্শনপত্রের সুদ অত্যুচ্চ যে হারে দেওয়া যাইতেছে, সেই হারে সুদ সমেত ঐ টাকা সেই ডিক্রীদার না দিলে, তাহাকে পুনরায় দখল দেওয়াইবার কোন হুকুম জারী হইবেক না। ও তদ্রূপে যে টাকা দিতে হয়, তাহা যদি সেই পক্ষ ঐ চূড়ান্ত ডিক্রীর তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে না দেয়, তবে সেই ডিক্রী হইতে তাহার কিছু উপকার হইবে না।

নীলাম অসিদ্ধ হইলে খরিদের টাকা ফিরিয়া দিবার কথা।

৩৫ ধারা। যদি কোন বিচার আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীমতে কোন নীলাম অসিদ্ধ হয়, ও সাবেক মালিককে পুনরায় দখল দেওয়ান যায়, তবে সরকারের চলিত নিদর্শনপত্রের উপর সুদ যে অতি উচ্চ হারে দেওয়া যাইতেছে, সেই হারে সুদ সমেত ঐ খরিদের টাকা গবর্ণমেন্ট হইতে খরিদদারকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবে।

বেনামী খরীদ হইয়াছে বলিয়া কোন মোকদ্দমা না হইবার কথা।

৩৬ ধারা। যে খরীদদারকে সার্টিফিকেট দেওয়া গিয়াছে, সেই জন ভিন্ন অন্য লোকে নিমিত্তে জমী খরিদ হইয়াছে কিম্বা এক ভাগ উহার নিজের নিমিত্ত অন্য ভাগ অন্য লোকের নিমিত্ত হইয়াছে, কিন্তু আপসে করার করিয়া ঐ সার্টিফিকটে প্রাপ্ত খরীদদারের নাম দেওয়া গিয়াছে, এই হেতুতে যদি সেই সার্টিফিকেট প্রাপ্ত খরীদদারকে বেদখল করিবার কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তবে সেই মোকদ্দমা খরচা সমেত ডিস্‌মিস্‌ হইবে।

ইস্তমরারী বন্দোবস্তের মহাল নিজ বাকীর নিমিত্তে নীলাম হইলে তাহার খরীদদারের স্বত্বের কথা।

৩৭ ধারা। বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার ইস্তমরারী বন্দোবস্তের কোন জিলার অন্তর্গত সম্পূর্ণ মহাল কি যদি ঐ মহালের অংশ নিজ বাকীর নিমিত্তে এই আইনমতে নীলাম হয়, তবে বন্দোবস্ত কালের পরে তাহার উপর যে সকল দায় বর্ত্তিয়াছে, তাহা বিনা খরিদদার ঐ মহাল পাইবেক, ও পেটাও সকল পাট্টা ও জোত অসিদ্ধ ও বাতিল করিতে ও পেটাও পাট্টাদারদিগকে অগৌণে বেদখল করিতে তাহার স্বত্ব থাকিবে। কিন্তু এই এই পাট্টা বাতিল করিতে পারিবে না, অর্থাৎ

প্রথম। ইস্তমরারী কি মোকররারী যে জমী ইস্তমরারী বন্দোবস্তের কালাবধি মোকররারী খাজানামতে ভোগ হইয়া আসিতেছে, সেই জমীর পাট্টা।

দ্বিতীয়। মোকররারী খাজানামতে ভোগ না হইয়া যে জমী বন্দোবস্তের কালে ছিল তাহার পাট্টা। পরন্তু সেই প্রকারের জমির খাজানা বৃদ্ধি করিবার যে সময়ে যে বিধি চলন থাকে, সেই বিধিমতে ঐ জমির খাজানা সর্ব্বদাই বৃদ্ধি হইতে পারিবেক।

তৃতীয়। বন্দোবস্ত কালের পরে যে তালুকদারী ও সেই প্রকারের অন্য জমী নিজ জমিদারদের স্থানে ভোগ হইতেছে তাহার পাট্টা, ও কতক বৎসরের মিয়াদে যে ইজারার জমী সেই প্রকারে ভোগ হইতেছে, তাহার পাট্টা। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে সেই তালুকাদি ও ইজারা এই আইনের বিধানমতে উপযুক্তরূপে রেজিষ্টরী করা যায়।

চতুর্থ। যে জমীতে বসতবাটী কি কুঠী কি চিরকালের জন্য ইমারত প্রভৃতি গাঁথা গিয়াছে, ও যে জমীতে বাগান কি বিশেষ ফলের বাগান কি পুষ্করিণী কি কূপ কি খাল কি ভজনালয় কি শ্মশান কি গোরস্থান করা গিয়াছে, কিম্বা যে জমীতে আকর খনন হইয়াছে, তাহার পাট্টা।

ও উক্ত বর্জ্জিত জমীর চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে যে জমী আইসে, তাহার প্রথমে যে খাজানা ধার্য্য হইয়াছিল, তাহা অনুচিত অর্থাৎ কম ছিল, ইহার প্রমাণ যদি পূর্ব্বোক্তমতের খরীদদার করিতে পারে ও উত্তম আবাদী জমির খাজানার তুল্য মোকররারী খাজানামতে সেই জমী বার বৎসরের অধিককাল যদি ভোগ না হয়, তবে সেই জমীর খাজানা বৃদ্ধি করিবার যে সময়ে যে বিধি চলন থাকে, সেই বিধিমতে ঐ খরীদদার খাজানা বৃদ্ধি করাইবার কার্য্য করিতে পারিবে।

বর্জ্জিত কথা।

পরন্তু যদি কোন রাইয়তের মোকররী খাজানামতে, কিম্বা চলিত আইনানুসারে নির্দ্ধারিত বিধিক্রমে ধার্য্য করা খাজানামতে দখল করিবার স্বত্ব থাকে, তবে তাহাকে ঐ খরিদদার বেদখল করিতে পারে, কি ঐরূপ আইনের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ভিন্ন অন্য মতে, কিম্বা বন্দোবস্ত কালের পর যে সকল পাট্টা প্রভৃতি করা গিয়াছে, তাহা না মানিয়া সাবেক মালিক যে প্রকারে খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারিত, তদ্ভিন্ন অন্যমতে, তদ্রূপ কোন রাইয়তের খাজানা যে বৃদ্ধি করিতে পারে, এই ধারার কোন কথার এমন অর্থ করিতে হইবে না।

বন্দোবস্তের পরে যে তালুকদারী জমী হইয়া কতক বৎসরের মিয়াদে
ভোগ হইতেছে, তাহা রেজিষ্টরী করিবার কথা।

৩৮ ধারা। তালুকদারী ও সেই প্রকারের অন্য যে জমী বন্দোবস্ত কালের পরে হইয়া মহালের নিজ মালিকদের স্থানে ভোগ হইতেছে, তাহার, ও যে ইজারা কতক বৎসরের মিয়াদে সেই প্রকারে ভোগ হইতেছে তাহার রেজিষ্টরী করণের এই এই বিধি মানিতে হইবে।

সাধারণ ও বিশেষ রেজিষ্টরীর কথা।

৩৯ ধারা। সাধারণ রেজিষ্টরী ও বিশেষ রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্তে দুই প্রস্থ রেজিষ্টরী বহী থাকিবেক। যদি সাধারণ রেজিষ্টরী বহী হয়, তবে বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে নীলাম হইলে সেই তালুকাদি ও ইজারা গবর্ণমেণ্ট ছাড়া নীলামের অন্য খরীদদার হইতে রক্ষা পাইবে। যদি বিশেষ রেজিষ্টরী হয়, তবে বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে নীলাম হইলে সেই তালুকাদি ও ইজারা গবর্ণমেণ্টকে লইয়াও নীলামের সকল খরীদদার হইতে রক্ষা পাইবে।

রেজিষ্টরী করিবার দরখাস্তের কথা।

৪০ ধারা। এই আইনের ৩৮ ধারাতে যে তালুকদারী কি তদ্রূপের অন্য জমী নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার দখলীকার যদি সেই জমী রেজিষ্টরী করিতে চাহে, তবে মহাল যে জিলার মধ্যে থাকে, সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে তাহার দরখাস্ত করিতে হইবেক। ও যে প্রকারের রেজিষ্টরী করিতে চাহে, তাহা সেই দরখাস্তে লিখিতে হইবে, ও নীচের লিখিত বিশেষ কথা যে পর্য্যন্ত নিশ্চয়মতে জানা যাইতে পারে, সেই পর্য্যন্ত ঐ দরখাস্তের মধ্যে লিখিতে হইবে।

১। তালুক প্রভৃতি যে এক কি অধিক পরগণার মধ্যে থাকে, তাহা।

২। তালুক প্রভৃতির পাট্টার প্রকার।

৩। যে এক কি ততোধিক গ্রামের জমী লইয়া সেই তালুকাদি হয়, কিংবা তালুকাদি যে যে গ্রামে আছে, তাহার নাম।

৪। তালুকাদিতে কালি করিয়া জমী যত আছে তাহা ও তাহার সীমাসরহদ্দের বিশেষ কথা।

৫। তালুকাদির সালিয়ানা যত খাজানা দিতে হয়, ও জমা মিয়াদী কি ইস্তমুরারি রূপে ধার্য্য হইয়াছে ও তৎপ্রযুক্ত যদি কোন কর্ম্ম করিতে হয়, তবে তাহা।

৬। যে দলীলক্রমে তালুকাদি হইয়াছে, তাহার তারিখ কিংবা যে তারিখে তালুকাদি করা যায় তাহা।

৭। যে মালিক তালুকাদি করিয়া দিয়াছে তাহার নাম।

৮। ঐ তালুকাদির প্রথম দখলীকারের নাম।

৯। বর্ত্তমান দখলীকারের নাম, ও আপনি যদি প্রথম দখলীকার না হয়, তবে সে যে প্রকারে, অর্থাৎ উত্তরাধিকারিত্বক্রমে কি দানপত্রক্রমে কি খরীদ করিয়া কি অন্য যে প্রকারে ঐ তালুকাদির অধিকারী হইয়াছে, ও সে অন্যদের সঙ্গে কি একা দখল করিতেছে, তাহার কথা।

আরও উক্ত ধারাতে যে ইজারার কথা লেখা হইয়াছে, তাহার ইজারদারেরাও ঐ ইজারার রেজিষ্টরী হইবার দরখাস্ত সেইমতে করিতে পারিবে। পূর্ব্বোক্ত বিশেষ যে সকল কথা ইজারার উপর খাটিতে পারে, তাহা ঐ দরখাস্তে লিখিতে হইবে।

সাধারণ রেজিষ্টরী হইবার দরখাস্ত হইলে যেরূপে কার্য্য করিতে হইবে, তাহার কথা।

৪১ ধারা। যদি সাধারণ রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্তে দরখাস্ত হয়, তবে কালেক্টর সাহেব ঐ তালুকাদি কি ইজারা যে মহালে থাকে, তাহার মালিকের কি মালিকদের নামে কিম্বা তাহার কি তাহাদের ক্ষমতাপন্ন মোক্তারের নামে এত্তেলা জারী করিবেন, ও তাহার সঙ্গে দরখাস্তের এককেতা নকল দিবেন। ও দরখাস্তের এক এক কেতা নকলের সঙ্গে এক এক এত্তেলা আপনার কাছারীতে ও তালুক প্রভৃতি কি ইজারার জমী যে মহালের শামিল থাকে, সেই মহালের মাল কাছারীতে লট্কাইবেন, কিম্বা অন্য যে কোন স্থানে লট্কাইলে কালেক্টর সাহেবের বিবেচনামতে সেই দরখাস্তের কথা বিস্তারিতরূপে প্রকাশ হইতে পারে, সেই সেই স্থানে লট্কাইবেন। তাহাতে এই হুকুম থাকিবেক যে, মালিকের কি তদ্বিষয়ের সম্পর্কযুক্ত কোন ব্যক্তির যদি ঐ তালুকাদি কি ইজারা রেজিষ্টরী করণের কিম্বা ঐ দরখাস্তের লিখিত কোন কথার কিছু আপত্তি থাকে, তবে সেই আপত্তি ঐ এত্তেলা জারী হইবার তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে লিখিয়া দাখিল করে। যদি নিরূপিত কালের মধ্যে কিছু আপত্তি না করা যায়, তবে কালেক্টর সাহেব ঐ তালুকাদি কি ইজারা রেজিষ্টরী করিবেন। যদি সেই নিরূপিত সময়ের মধ্যে কোন লিখিত মালিক, কিম্বা মালিক না হইয়া তাহাতে যাহার সম্পর্ক থাকে, এমত লোক কোন আপত্তি করে, তবে কালেক্টর সাহেব ঐ আপত্তিকারীর কি তাহার ক্ষমতাপন্ন মোক্তারের জোবানবন্দী লইবেন, ও সেই লোকেরা আপত্তি করিবার কোন সম্ভাবিত কারণ আছে, কালেক্টর সাহেব যদি ইহা দেখিতে পান, তবে তিনি ঐ কার্য্য মুলতুবী রাখিয়া উভয় পক্ষকে দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন। নতুবা তিনি ঐ দরখাস্তমতে কার্য্য করিবেন। দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি যদি দরখাস্তকারীর সপক্ষে হয়, তবে শেষ ডিক্রীর নকল দাখিল হইলে কালেক্টর সাহেব ঐ তালুকাদি কি ইজারা রেজিষ্টরী করিবেন।

বিশেষ রেজিষ্টরী হইবার দরখাস্ত হইলে যে কার্য্য
করিতে হইবে, তাহার কথা।

৪২ ধারা। যদি বিশেষ রেজিষ্টরী করিবার দরখাস্ত হয়, তবে কালেক্টর সাহেব ইহার পূর্ব্বের ধারার নির্দ্দিষ্ট এস্তেলা জারী ও প্রকাশ করিবেন। সেই নিরূপিত সময়ের মধ্যে যদি কোন আপত্তি না করা যায়, তবে সরকারী মালগুজারী রক্ষা হইবার জন্যে কালেক্টর সাহেব যে কোন তদন্ত লওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন, তাহা লইবার হুকুম করিবেন। ও সেই তালুকাদি কি ইজারার দ্বারা সরকারের মালগুজারীর যে পর্য্যন্ত ক্ষতিবৃদ্ধি হইতে পারে সেই পর্য্যন্ত ঐ তালুকাদি যে মহালের পেটাও থাকে, সেই মহালের সরকারী মালগুজারীর কিছু ভয় নাই, ইহা যদি তিনি খাতিরজমামতে জানিতে পান, তবে তিনি সেই সেই কথার রিপোর্ট কমিশ্যনর সাহেবের নিকটে করিবেন, তিনিও যদি সেই কথা খাতিরজমামতে বুঝেন, তবে দরখাস্তমতে ঐ তালুকাদি কি ইজারা রেজিষ্টরী হইবার আজ্ঞা করিবেন। নতুবা দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবেন। সেই নিরূপিত সময়ের মধ্যে যদি কোন লিখিত মালিক, কিম্বা মালিক না হইয়া যাহার তাহাতে সম্পর্ক থাকে, এমত কোন লোক, রেজিষ্টরী হইবার আপত্তি করে, তবে কালেক্টর সাহেব সেই আপত্তিকারীর কি তাহার ক্ষমতাপন্ন মোক্তারের জবানবন্দী লইবেন, ও তাহার আপত্তি করিবার সম্ভাবিত কারণ আছে বটে, ইহা যদি দেখিতে পান, তবে তিনি ঐ কার্য্য মুলতবী রাখিয়া উভয় পক্ষকে দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন। নতুবা আপত্তি না হওয়ার মতে কার্য্য করিবেন। দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি যদি দরখাস্তকারীর সপক্ষে হয়, তবে শেষ ডিক্রীর নকল দাখিল হইলে কালেক্টর সাহেব উপরের লিখিত বিধিমতে অর্থাৎ নিরূপিত সময়ের মধ্যে আপত্তি দাখিল না হইলে, যেরূপে করিতে হয়, সেইরূপে করিবেন।

কোন কোন ভূমির পাট্টা রেজিষ্টরী করিবার কথা।

৪৩ ধারা। ৩৭ ধারার বর্জ্জিত চতুর্থ শ্রেণীতে যে জমী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই জমীর পাট্টা পাট্টাদারের ইচ্ছামতে রেজিষ্টরী হইতে পারে, অর্থাৎ তালুকদারী ও তদ্রূপের অন্যান্য জমী যে প্রকারে ও যে বিধিমতে রেজিষ্টরী হইবার বিধান এই আইনেতে হইয়াছে, সেই প্রকারে ও সেই বিধিমতে রেজিষ্টরী হইতে পারিবে।

পুরাতন জমী রেজিষ্টরী করিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

৪৪ ধারা। ৩৭ ধারার বর্জ্জিত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জমী দখলীকারেরা স্বেচ্ছামতে রেজিষ্টরী করিতে পারিবে ও যদি সেই প্রকারে রেজিষ্টরী করা যায়, তবে তাহা কেবল বিশেষ রেজিষ্টরী বহীতে লেখা যাইবেক। সেই প্রকারের রেজিষ্টরী করিবার দরখাস্তের মধ্যে ৪০ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কথা যে পর্য্যন্ত জানা যাইতে পারে, সেই পর্য্যন্ত লিখিতে হইবেক ও ৪১ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে এস্তেলা বাহির হইয়া জারী হইবেক। নিরূপিত সময়ের মধ্যে লিখিত কোন মালিক, কিম্বা মালিক না হইয়া যাহার সম্পর্ক থাকে, এমত কোন লোক, যদি কোন আপত্তি না করে, তবে কালেক্টর সাহেব ঐ জমীভোগের নিয়মের মাতবরী খাতিরজমামতে জানিবার নিমিত্তে যে তদন্ত লওয়া আবশ্যক হয়, তাহা লইবেন।

নি

তাহাতে সেই জমীভোগের নিয়ম মাতব্বর বটে, ইহা যদি খাতিরজমামতে জানেন, তবে তিনি সেই কথার রিপোর্ট কমিশ্যনর সাহেবের নিকটে করিবেন, আর তিনিও যদি সেই জমীর মাতবরীর বিষয়ে খাতিরজমা হন, তবে তাহা বিশেষ রেজিষ্টরীতে লিখিবার আজ্ঞা করিবেন। নতুবা রেজিষ্টরী করিবার দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবেন। সেই নিরূপিত সময়ের মধ্যে যদি কোন লিখিত মালিক কি পূর্ব্বোক্তমতের অন্য ব্যক্তি ঐ জমীর রেজিষ্টরী হইবার আপত্তি করে, তবে কালেক্টর সাহেব সেই আপত্তিকারীর কি তাহার ক্ষমতাপন্ন মোক্তারের জোবানবন্দী লইবেন, ও সেই লোকের আপত্তি করিবার সম্ভাবিত কারণ আছে, ইহা যদি দেখিতে পান, তবে তিনি ঐ কার্য্য মুলতবী রাখিয়া উভয় পক্ষকে দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন। নতুবা আপত্তি না হইবার মতে কার্য্য করিবেন। দেওয়ানী আদালতে যদি দরখাস্তকারীর পক্ষে ডিক্রী হয়, তবে শেষ ডিক্রীর নকল দাখিল হইলে কালেক্টর সাহেব নিরূপিত সময়ের মধ্যে কোন আপত্তি না হইলে, কার্য্য করিবার যে বিধি আছে, পূর্ব্বোক্ত সেই বিধিমতে কার্য্য করিবেন। পরন্তু এই ধারাতে যে প্রকারের জমীর কথা লেখা আছে, প্রকৃতপ্রস্তাবের তদ্রূপ জমী রক্ষা করিবার জন্যে রেজিষ্টরী করা আবশ্যক, এই ধারার কোন কথাতে এমত বুঝিতে হইবে না।

৪৫ ধারা। [১৮৬২ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের ১ ধারামতে রহিত হইয়াছে]।

মাপ কি জরিপ কি সরেজমীনে তদারক করিবার খরচের কথা।

৪৬ ধারা। এই আইনের ৪২ ও ৪৪ ধারামতে যে মাপ কি জরিপ কি সরেজমীনে তদারক করা যায়, তাহার নিমিত্তে নিতান্ত যত খরচ লাগে তাহা, ঐ তালুকাদি কি ইজারার রেজিষ্টরী হইবার দরখাস্ত যে জন করে, তাহার দিতে হইবেক, ও এই বাবতে কালেক্টর সাহেব যত টাকা আগাম দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন, তাহা তিনি ঐ লোককে সময়ে সময়ে দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

বিশেষ রেজিষ্টরী বহীতে কোন কথা লিখিলে দেওয়ানী আদালতের হুকুম করিবার ক্ষমতা না থাকিবার কথা।

৪৭ ধারা। রাজস্বের কার্য্যকারক সাহেবদিগকে কোন তালুকাদি কি ইজারা বিশেষ রেজিষ্টরে লিখিবার হুকুম করিতে কোন দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা নাই। কিন্তু রাজস্বের কার্য্যকারক সাহেবেরা যদি কোন জমী কি ইজারা সেই প্রকারের রেজিষ্টরী করিতে স্বীকার না করেন, তবে স্বামীর যে কোন অধিকার থাকে, তাহার কিছুমাত্র খর্ব্বতা হইবে না।

কোন তালুকাদির কি ইজারার রেজিষ্টরী বাতিল করিবার মোকদ্দমার কথা।

৪৮ ধারা। যদি কোন লোক কোন তালুকাদি কি ইজারা রেজিষ্টরী হওনের দ্বারা আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে জ্ঞান করে, তবে সে ঐ রেজিষ্টরী বাতিল করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে, কিন্তু ইহাতে মিয়াদের সাধারণ আইন মানিতে হইবেক।

তালুক প্রভৃতি রেজিষ্টরী করণেতে রাজস্বের কার্য্যকারক সাহেবদের কার্য্যের কথা।

৪৯ ধারা। এই আইনমতে তালুক প্রভৃতি ও ইজারা রেজিষ্টরী করিবার কার্য্য নির্ব্বাহ করণেতে, রাজস্বের অধ্যক্ষ কার্য্যকারক সকল সাহেব আপন আপন উপরিস্থ রাজস্বের কার্য্যকারক সাহেবদের স্থানে ও স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্টের স্থানে যে সাধারণ উপদেশ পান সেই উপদেশমতে কার্য্য করিবেন, ও পূর্ব্বোক্ত ধারামতে যে সকল হুকুম করা যায় তাহার উপর রীতিমতে আপীল হইতে পারিবে। এই আইনের বিধানমতে কোন তালুক প্রভৃতির বিশেষ রেজিষ্টরী হইবার যে হুকুম কমিশনার সাহেব করেন, তাহা সরকারের মালগুজারী উপযুক্তমতে রক্ষা হয় নাই বলিয়া কিম্বা বিষয় বিশেষে ঐ জমীর পাট্টা প্রভৃতির গরমাতবরীপ্রযুক্ত রেজিষ্টরী হইবার তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে, বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কিম্বা স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট সংশোধন করিতে পারিবেন।

বিশেষ রেজিষ্টরের মধ্যে তালুকপ্রভৃতি লিখিবার ফল।

৫০ ধারা। বিশেষ রেজিষ্টরের মধ্যে যে তালুকাদি কি ইজারা রেজিষ্টরী করা যায়, তাহা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা হইবেক। কিন্তু সরকারী মালগুজারী পাইবার মোকদ্দমা করিবার যে মিয়াদ নিরূপণ আছে, এমত মিয়াদের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা করিলে যদি সেই মোকদ্দমার এমত ডিক্রী করা যায় যে, ঐ রেজিষ্টরী করণ প্রতারণাক্রমে হইয়াছে ও তাহাতে সরকারের মালগুজারীর ক্ষতি হয়, তবে রক্ষা হইবে না। কিন্তু কোন লোক মূল্য দিয়া কোন তালুকাদির কি ইজারার প্রকৃত প্রস্তাবের খরিদদার হইলে, তাহার দখলে যে তালুকাদি কি ইজারা থাকে তাহা উক্ত প্রকারের প্রতারণাপ্রযুক্ত খেলাফ হইবেক না। কিন্তু বিশেষ রেজিষ্টরী করণ সময়ে ঐ জমার কি ইজারার যত খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য হইত তাহার তত খাজানা দিতে হইবেক, সেই খাজানা কালেক্টর সাহেব নির্দ্ধার্য্য করিবেন।

বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে মহাল নীলাম হইলে তাহার পেটাও তালুকদারী জমীর তদন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত রক্ষা পাইবার কথা।

৫১ ধারা। এই আইনের ৩৭ ধারাতে যে যে বর্জ্জিত জমী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর তালুকাদি ও ইজারার বিশেষ রেজিষ্টরী করিবার দরখাস্ত যদি নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে করা যায়, ও তদ্বিষয়ে যদি কালেক্টর সাহেব ৪২ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে তদন্ত লওয়ার কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকেন, তবে সেই তালুক প্রভৃতি যে মহালের অন্তঃপাতি হয়, সেই মহাল মালগুজারীর নিমিত্তে নীলাম হইলে, ঐ তদন্তের কার্য্য যাবৎ চলে তাবৎ ঐ তালুক প্রভৃতির রক্ষা হইবেক, ও সেই দরখাস্তমতে যদি রাজস্বের কার্য্যকারক সাহেবেরা দাওয়াদারের স্বপক্ষে চূড়ান্ত ফয়সলা করেন, তবে উত্তরকালেও রেজিষ্টরী করণদ্বারা রক্ষা হইবে।

ইস্তমরারী বন্দোবস্ত না হওয়া মহালের বাকীর নিমিত্তে নীলাম হইলে, খরিদদারের স্বত্বের কথা।

৫২ ধারা। ইস্তমরারীর বন্দোবস্ত না হইলে জিলাতে যদি কোন মহালের বাকীর নিমিত্তে সেই মহালের নীলাম এই আইনমতে হয়, তবে বন্দোবস্তের কালের পরে তাহার উপর যে সকল দায় বর্ত্তিয়াছে তাহা বিনা খরিদদার ঐ মহাল পাইবে, ও বাকীদার কিম্বা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তি আসল বন্দোবস্তকারীর স্থলাভিষিক্ত বা এসাইনি হইয়া যে সকল তালুকাদি করিয়া দিয়াছিল তাহাও শেষ বন্দোবস্তের পরে সেই আসল বন্দোবস্তকারী কি তাহার স্থলাভিষিক্তেরা রাইয়ত প্রভৃতিদিগের সঙ্গে যে সকল করার করিয়াছে কি মঞ্জুর করিয়াছে তাহা, ও আসল বন্দোবস্তকারী আপনার বন্দোবস্তের নিয়মানুসারে যে সকল জমীর পাট্টা বাতিল কি বদল করিতে কি নূতন করিতে পারত তাহা বাতিল ও অসিদ্ধ করিতে ঐ খরিদদারের ক্ষমতা থাকিবে। কিন্তু যে জমীতে কোন বসতবাটী কি কুঠী কি চিরকালের জন্য ইমারৎ প্রভৃতি করা গিয়াছে, কিম্বা যে জমীতে বাগান কি বিশেষ বৃক্ষের বাগান কি পুকুর কি কূপ কি খাল কি ভজনালয় কি শ্মশান কি কবরস্থান করা গিয়াছে কিম্বা যে জমীতে আকর খনন হইয়াছে তাহার পাট্টা কি কবুলিয়ৎ বাতিল করিবেক না, ফলতঃ সে জমী যত কাল সেই সেই কার্য্যের নিমিত্তে উচিতমতে থাকে ও করারী খাজানা যত কাল দেওয়া গিয়া থাকে ততকাল ঐ পাট্টা ও কবুলিয়ৎ বহাল থাকিবে। কিন্তু বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে জমীর নীলাম হইলে, যে কোন লোকেদের পাট্টা কি করার পূর্ব্বোক্তমতে বাতিল হইতে পারে, এমত লোকেদের স্থানে সাবেক মালিক যত খাজানা লইতে পারিত, তাহার অধিক খাজানা ঐ নীলামের খরিদদার লইতে পারে এই ধারার কোন কথার এমন অর্থ করিতে হইবেক না। কেবল জমীর নিমিত্তে ন্যায্যমতে যত খাজানা লওয়া যাইতে পারে, তাহার অল্প খাজানার হারে দিবার বন্দোবস্ত করিয়া যদি সেই লোকেরা ঐ জমী ভোগ করে, কিম্বা পরগণা কি মৌজা কি অন্য স্থানবিশেষের আচারমতে সেই লোকদিগকে নূতন হারাহারিমতে খাজানা দিতে, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের আইনমতে অন্য যে টাকা লইবার নিষেধ নাই তাহা দিতে আজ্ঞা হইতে পারে, ইহার যদি প্রমাণ করা যায়, তবে তাহা লইতে পারিবে।

কোন লোক মহালের অংশী হইয়া খরিদদার হইলে তাহার স্বত্বের ও যে মহাল নিজ বাকীর নিমিত্তে নীলাম না হয়, তাহার খরিদদারের স্বত্বের কথা।

৫৩ ধারা। বাঁটওয়ারার মহালের যে অংশীরা আপনাদের অংশ ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ৩৩ ও ৩৪ ধারামতের নীলাম হইতে রক্ষা করিয়াছে, ও যে অংশীদের সঙ্গে কালেক্টর সাহেব এই আইনের ১০ ও ১১ ধারামতে স্বতন্ত্র হিসাব করিয়াছেন, সেই সেই অংশী ভিন্ন, লিখিত কি অলিখিত কোন মালীক কি সরীক যে মহালের মালিক কি সরীক হয়, সেই মহাল যদি খরিদ করে, কিম্বা সেই মহালের এই আইনমতে বাকীর নিমিত্তে নীলাম হইলে পর যদি পুনরায় খরিদ [illegible] তাহা পুনরায় পায়, তবে সেই লোক,

IMPERIAL LIBRARY

ও যে মহাল নিজ বাকী কি দাওয়া ভিন্ন অন্য বাকীর কি দাওয়ার নিমিত্তে নীলাম হয় তাহার খরীদদার, নীলাম হইবার সময়ে ঐ মহালের উপর যে সকল দায় থাকে, সেই দায়-সমেত ঐ মহাল পাইবে, ও ঐ মহালের নীলাম হইবার সময়ে পেটাও প্রজাদের কি রাইয়তদের উপর সাবেক মালিকের যে কিছু স্বত্ব ছিল না, এমত কোন স্বত্ব ঐ খরিদদারও পাইবে না।

মহালের অংশের খরিদদারের স্বত্ব।

৫৪ ধারা। যদি কোন মহালের এক কি অধিক অংশ ১৩ কি ১৪ ধারার বিধানমতে নীলাম হয়, তবে যে জন খরিদ করে, সে ঐ অংশের সংযুক্ত সকল দায়সমেত ঐ অংশ পাইবেক। ও সাবেক মালিকের কি মালিকদের যে স্বত্ব ছিল না, এমত কোন স্বত্ব পাইবে না।

বাকীদারদের পাওনা টাকা আদায়ের কথা।

৫৫ ধারা। মহাল নীলাম হইলে, মালগুজারী দাখিল করিবার শেষ তারিখে পেটাও প্রজাদের কি রাইয়তদের স্থানে বাকীদারদের যে কিছু খাজানা পাওনা থাকে, তাহা আদায় করিবার জন্যে ঐ শেষ তারিখে কি তাহার পূর্ব্বে বাকীদার যে কোন কার্য্য করিতে পারিত ঐ শেষ তারিখের পরও ক্রোক করা ভিন্ন সেই প্রকারের কোন কার্য্য করিয়া ঐ বাকী আদায় করিতে পারিবে।

অবজ্ঞার দণ্ডের কথা।

৫৬ ধারা। খোলা কাছারীতে কিম্বা তৎকালে যে স্থানে কাছারী হয়, সেই স্থানে যে কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্তমতের যে কার্য্যকারক এই আইনমতের নীলাম চালাইতেছেন, তাঁহার সাক্ষাতে যদি কিছু অবজ্ঞা হয়, তবে তিনি দুই শত টাকা পর্য্যন্ত জরীমানা করিয়া ঐ অবজ্ঞার দণ্ড করিতে পারিবেন, ও যদি সেই টাকা না দেওয়া যায়, তবে অপরাধীকে এক মাস পর্য্যন্ত দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদ হইবার হুকুম করিবেন। ও কালেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্যকারক যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে অপরাধীকে পাঠান তিনি ঐ দণ্ডের হুকুম সফল করিবেন। কিন্তু এই ধারামতে যে কোন হুকুম করা যায় তাহার উপর আপীল রাজস্বের কমিশ্যনার সাহেবের নিকটে হইতে পারিবেক ও তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

বায়না আমানৎ করিতে ত্রুটি হইলে তাহা অবজ্ঞা বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা।

৫৭ ধারা। এই আইনের ২২ ধারাতে যে আমানৎ করিবার আজ্ঞা আছে, তাহা না করিয়া যদি ডাক বজায় রাখিবার ত্রুটি হয়, তবে তাহা অবজ্ঞা বলিয়া জ্ঞান হইবে।

নীলামে গবর্ণমেণ্টের খরিদ করিতে পারিবার কথা।

৫৮ ধারা। কোন মহালের বাকী মালগুজারী আদায়ের নিমিত্তে যদি সেই মহাল এই আইনমতে নীলামে ধরা যায়, ও যদি কেহ না ডাকে, তবে কালেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত-মতের অন্য কার্য্যকারক এক টাকা ডাকিয়া গবর্ণমেণ্টের জন্যে সেই মহাল খরিদ করিতে

পারিবেন। অথবা অতি উচ্চ যে মূল্য ডাকা যায় তাহাতে যদি সেই বাকী ও তৎপরে নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত অন্য যে টাকা পাওনা হয়, তাহা পরিশোধ করিতে না কুলায়, তবে অতি উচ্চ যে মূল্যের ডাক হইয়াছে সেই মূল্যেতে কালেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্যকারক ঐ মহাল গবর্ণমেণ্টের নিমিত্তে লইতে কি খরিদ করিতে পারিবেন। ঐ উভয় স্থলে গবর্ণমেণ্ট এই আইনের বিধানমতে ঐ সম্পত্তি পাইবেন।

৫৯ ধারা। ১৮৬২ সালের বঙ্গীয় ৩ আইনে ১ ধারা দ্বারা রহিত হইয়াছে।

কোন কোন মহালে ১৮২২ আইনের ৭ আইন ও ১৮২৫ সালের ৯ আইন প্রবল থাকিবার কথা।

৬০ ধারা। এই আইনমতে কোন মহালের কোন অংশের মাপ কি জরিপ হইলে কি কোন অংশেতে সরেজমিনে তদারক হইলে, সেই মহালে, ও যে যে মহাল এই আইনমতে গবর্ণমেণ্টের নিমিত্তে খরিদ করা যায় কি লওয়া যায় সেই মহালে, ১৮২২ সালের ৭ আইনের ও ১৮২৫ সালের ৯ আইনের বিধান প্রবল থাকিবে।

অর্থ করিবার ধারা।

৬১ ধারা। এই আইনের অর্থ করণেতে, "কালেক্টর" এই শব্দেতে ডেপুটী কালেক্টর কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে কালেক্টরের কি ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করেন তিনিও গণ্য হন।

এই আইন খাটিবার ও আরম্ভ হইবার কথা।

৬২ ধারা। ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অধীন বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশের যে যে স্থানে ঐ রাজধানীর সাধারণ আইন চলন হইয়াছে কি হয়, সেই স্থান ভিন্ন অন্য স্থানে এই আইন চলন হইবে না।

তফসীল।

A চিহ্নিত তফসীল।

আমি নিশ্চিতমতে জানাইতেছি যে শ্রীঅমুক, অমুক জিলার তৌজীতে লিখিত নীচের নির্দ্দিষ্ট মহাল (কি মহালের অংশ) ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খরিদ করিয়াছে। আর তাহার সেই খরিদ অমুক সালের অমুক তারিখ অবধি (অর্থাৎ মালগুজারী দিবার নিরূপিত শেষ তারিখের পর দিবসাবধি) প্রবল হইল।

D, E,

কালেক্টর।

বিশেষ কথা।

(যদি পুরা মহাল হয় তবে)

তৌজীতে তাহার নম্বর।

মহালের নাম।

সাবেক মালিকের নাম।

সদর জমা।

(যদি মহালের এক অংশ হয় তবে)

তৌজীতে পূরা মহালের নম্বর।

পূরা মহলের নাম।

পূরা মহালের সদর জমা।

যে অংশের নীলাম হইল, তাহার কৈফিয়ৎ।

যে অংশের নীলাম হইল, তৌজীতে সেই অংশের বিশেষ নম্বর।

যে অংশের নীলাম হইল, তাহার সাবেক মালিকের নাম।

যে অংশের নীলাম হইল, তাহা স্বতন্ত্ররূপে যত সদর জমার নিমিত্তে দায়ী হয়।

B চিহ্নিত তফসীল।

রসুম।

পূরা মহালের এক অংশের স্বতন্ত্র হিসাব করিবার ১০ কি ১১ ধারামতে দরখাস্ত দাখিল করিবার জন্যে,

যদি সেই অংশের সালিয়ানা জমা ২৫০ টাকার অধিক না হয় তবে ২৫৲

যদি সেই অংশের সালিয়ানা জমা ২৫০ টাকার অধিক হয়, কিন্তু ১০০০৲ টাকার অধিক না হয়, তবে জমার উপর শতকরা ১০ টাকার হিসাবে।

যদি ঐ অংশের সালিয়ানা জমা ১০০০৲ টাকার অধিক হয়, তবে ১০০০৲ টাকা পর্যন্ত শতকরা ১০ টাকা হিসাবে, ও তাহার উর্দ্ধ যত টাকা হয়, তাহার উপর শতকরা ২ টাকার হিসাবে।

১৫ ধারামতে টাকা কিম্বা গবর্ণমেণ্টের নিদর্শনপত্র আমানৎ করিবার দরখাস্ত দাখিল করিবার জন্যে যত টাকা আমানৎ হয়, তাহার ফি শত টাকার উপর ॥০ আনা হিসাবে।

সেই প্রকারে যে নিদর্শনপত্র আমানৎ করা যায়, তাহার যে সুদ কালেক্টর সাহেব উসুল করেন, তাহার ফি শত টাকার উপর ॥০ আট আনা হিসাবে।

১৬ ধারামতে আমানতের টাকা প্রভৃতি ফিরিয়া পাইবার দরখাস্ত দাখিল করিবার নিমিত্তে যত টাকা ফিরিয়া লওয়া যায়, তাহার ফি শত টাকার উপর ।০ আনা হিসাবে।

পেটাও তালুকাদির কি ইজারা রেজিষ্টরী করিবার ৪০ কি ৪১ কি ৪৪ ধারামতে দরখাস্ত দাখিল করিবার জন্যে,

যদি পেটাও তালুকাদির সালিয়ানা খাজনা ৫০০৲
টাকার অধিক না হয় তবে ২৫

যদি পেটাও তালুকাদির সালিয়ানা খাজানা ৫০০
টাকার অধিক হয় ও ১০০০ টাকার অধিক না হয়, তবে খাজানার উপর শতকরা ৫ টাকার হিসাবে।

যদি পেটাও তালুকাদির সালিয়ানা খাজানা ১০০০

টাকার অধিক হয়, তবে ১,০০০ টাকা পর্য্যন্ত উক্ত হিসাবে, ও তাহার অধিক যত টাকা হয়, তাহার উপর শতকরা ১ টাকার হিসাবে।

১৮৫৯ সালের ১১ আইন সমাপ্ত।

১৮৫৯ সালের ১১ আইন সংশোধনের আইন।

১৮৬২ সালের বঙ্গীয় ৩ আইন।

হজুর কৌন্সলে বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর জেনেরাল সাহেবের পশ্চাল্লিখিত আইনে শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরাল বাহাদুর ১৮৬২ সালের ২১ এপ্রেল তারিখে স্বীয় সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইন (অর্থাৎ বাঙ্গালা রাজধানীর বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশে বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে ভূমির নীলাম করিবার আইন পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম করিবার আইন) সংশোধন করিবার আইন।

হেতুবাদ।

পেটাও তালুক ও ইজারা রেজিষ্টরী করিতে পারিবার কাল বৃদ্ধি করা ও পূর্ব্ব মহালের অংশের নিমিত্তে স্বতন্ত্র হিসাব করিবার ও টাকা কি গবর্ণমেণ্টের নিদর্শনপত্র গচ্ছিত করিবার ও পেটাও তালুক ও ইজারা রেজিষ্টরী করিবার প্রার্থনা পত্রের উপর যে ফীস লওয়া যায়, তাহা পরিবর্ত্তন করা বিহিত, এই কারণে পশ্চাল্লিখিত বিধান হইয়াছে।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৩৫ ও ৫৯ ধারা রদ করিবার কথা।

১ ধারা। ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৩৫ ও ৫৯ ধারা এই ধারাক্রমে রদ হইয়াছে।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৪০ ও ৪৩ ও ৪৪ ধারামতে করিতে পারিবার কাল তিন বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবার কথা।

২ ধারা। ১৮৫৯ সালের ১১ আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে যে সকল তালুক ও ইজারা করা গিয়াছে, তাহা ১৮৫৯ সালের ৪০ ও ৪৩ ও ৪৪ ধারামতে রেজিষ্টরী করিবার প্রার্থনা এই আইন প্রচলিত হইবার পরে তিন বৎসরের মধ্যে করিতে হইবে। যে সকল তালুক ১৮৫৯ সালের ১১ আইন প্রচলিত হইবার পর তিন বৎসরের মধ্যে করা গিয়া এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে বর্ত্তমান থাকে, তাহা রেজিষ্টরী করিবার প্রার্থনা এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি তিন মাসের মধ্যে করিতে হইবেক। এই আইন প্রচলিত হইবার পর যে তালুক করা যায়, তাহা রেজিষ্টরী করিবার প্রার্থনা ঐ তালুক যে দলীলক্রমে করা যায়, সেই দলিলের তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে করিতে হইবে।

তফসীলের প্রকাশিত হিসাবে ফীস দিতে হইবার কথা।

৩ ধারা। যে ব্যক্তিরা ১৮৫৯ সালের ১০ ও ১১ ধারামতে ও ১৫ ও ১৬ ধারামতে ও ৪০ ও ৪৩ ও ৪৪ ধারামতে প্রার্থনা করেন, তাহাদের স্থানে কালেক্টর সাহেব গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এই আইন সংযুক্ত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট হিসাবের অনধিক ফীস লইতে পারিবেন। সেই তফসীল, এই আইনের এক অংশ স্বরূপ জ্ঞান হইবেক, ও উক্ত সকল ধারামতে প্রার্থনাপত্রের সঙ্গে ঐ ফীস না দেওয়া গেলে, প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে না।

এই আইন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের একাংশ স্বরূপ

পাঠ হইবার কথা।

। এই আইন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের একাংশ স্বরূপ জ্ঞান হইয়া পাঠ হইবেক।

ফীসের তফশীল।

। । মহালের এক অংশের স্বতন্ত্র হিসাব করিবার জন্য ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ কি ১১ ধারামতে প্রার্থনাপত্র দেওয়া গেলে।

যদি সেই অংশের বার্ষিক জমা ১০০০ টাকার অধিক না হয়, তবে জমার শত টাকার প্রতি ১০ টাকার হিসাবে ফীস লাগিবে। যদি সেই অংশের বার্ষিক জমা ১০০০৲ টাকার অধিক হয়, তবে ১০০০ টাকা জমার শতটাকার প্রতি ১ টাকার হিসাবে ও তাহার উর্দ্ধ টাকার শত প্রতি ১ টাকার হিসাবে ফীস লাগিবে।

২। উক্ত আইনের ২৫ ধারাক্রমে টাকা কি গবর্ণমেণ্টের নিদর্শনপত্র গচ্ছিত করিবার প্রার্থনাপত্র দেওয়া গেলে, যত টাকা গচ্ছিত হয়, তাহার শত প্রতি অর্দ্ধ টাকা ফীস লাগিবে।

গবর্ণমেণ্টের নিদর্শনপত্র গচ্ছিত হইলে কালেক্টর সাহেব তাহার যে সুদ আদায় করেন, সেই সুদের টাকা প্রতি অর্দ্ধ আনা ফীস লাগিবে।

উক্ত আইনের ১৬ ধারাক্রমে গচ্ছিত টাকা উঠাইয়া লইবার প্রার্থনাপত্র দেওয়া গেলে যত টাকা উঠাইয়া লওয়া যায়, তাহার শত টাকা প্রতি অর্দ্ধ টাকা ফীস লাগিবে।

৩। উক্ত আইনের ৪০ কি ৪৩ কি ৪৪ ধারামতে পেটাও তালুক কি ইজারা রেজিষ্টরী করণের প্রার্থনাপত্র দেওয়া গেলে

যদি সেই পেটাও তালুকের কি ইজারার বার্ষিক খাজানা ১০০০ টাকার অধিক না হয়, তবে ঐ খাজানার শত টাকা প্রতি ৫৲ টাকা ফীস লাগিবে।

যদি সেই পেটাও তালুকের কি ইজারার বার্ষিক খাজানা ১০০০ টাকার অধিক হয়, তবে ১০০০ টাকা পর্যান্ত উক্ত হিসাবে ও তদূর্দ্ধ টাকায় শত টাকার প্রতি ১৲ টাকা ফীস লাগিবে।

১৮৬২ সালের বঙ্গীয় ৩ আইন সমাপ্ত।

১৮৬৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইন।

শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কর্তৃক ১৮৬৮ সালের ১০ আগষ্ট তারিখে অনুমোদিত।

ভূমির বাকী রাজস্ব এবং রাজকীয় যে প্রাপ্য ভূমির বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইতে পারে, সেই প্রাপ্য আদায় করিবার অধিক বিধান করণার্থে আইন।

হেতুবাদ।

ভূমির বাকী রাজস্ব এবং রাজকীয় যে প্রাপ্য টাকা ভূমির বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইতে পারে সেই প্রাপ্য আদায় করিবার আইন সংশোধন ও বিস্তৃত করা বিহিত। এই হেতুক নিম্নলিখিতমতে প্রকাশ ও বিধান করা গেল।

অর্থ করণের ধারা।

১ ধারা। এই ধারার লিখিত কথার যে অর্থ করা গিয়াছে, এই আইনেতে এবং ১৮৫৯ সালের ১১ আইনে অর্থাৎ (বাঙ্গালা রাজধানীর অধীন বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশে বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে ভূমির নীলাম করিবার আইন পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম করিবার আইনেতে সেই কথায় সেই অর্থ থাকিবে।

"ভূম্যধিকারী।"

যে প্রজা নিজ গবর্ণমেণ্টের স্থানে কোন মহাল কি ভূমি লইয়া ভোগ করেন "ভূম্যধিকারী" শব্দে তিনিও গণ্য।

"রাজস্ব।"

কোন মহালের কি তাল্লুক প্রভৃতির উপলক্ষে গবর্ণমেণ্টের নিকট ভূম্যধিকারীর বৎসর বৎসর যে টাকা দিতে হয় এবং তাগাবী বলিয়া কিম্বা বাঁধা কি জলাশয় কি জলস্রোত করিবার কি সরাইবার জন্য ও প্রকারান্তরে ভূম্যধিকারীদের অধিকৃত ভূমির সৌষ্ঠব করণার্থে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে অগ্রিম টাকা দেওয়াতে তাঁহাদের স্থানে গবর্ণমেণ্টের যে টাকা পাওনা থাকে, "রাজস্ব" শব্দে সেই সকল টাকাও গণ্য।

"মহাল।"

সদর মালগুজারী মহালের সাধারণ রেজিষ্টরী নামে যে রেজিষ্টরী বহী আছে, সেই রেজিষ্টরে যে ভূমির কিংবা ভূমির যে অংশের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট বৎসর বৎসর টাকা দেওন কতক উপলক্ষে ভূম্যধিকারীর নাম লেখা যায়, "মহাল" শব্দে সেই ভূমি এবং ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ কিম্বা ১১ ধারানুসারে যে ভূমির স্বতন্ত্র হিসাব করা যায়, সেই ভূমিও বুঝায়।

"ভূসম্পর্ক।"

উপবিভাগে যে মহাল নির্ণয় করা গেল, তদ্ভিন্ন খেরাজী কি লাখেরাজ ভূমিতে ও জলকরে যে সম্পর্ক থাকে, ঐ সম্পর্ক যে নিয়ম দ্বারা সৃষ্ট হয়, যদি সেই নিয়মক্রমে কিম্বা দেশাচারমতে সেই সম্পর্ক হস্তান্তর করা যাইতে পারে, তবে তাহা পুনশ্চ গ্রহণীয় হইলে কি না হইলেও, এবং কোন নিদর্শনপত্রে যে নিয়ম লিখিত হইয়াছে তদনুসারে বাকীকরের নিমিত্তে সেই সম্পর্ক বিক্রয় করিবার কি করাইবার স্বত্ব বিশেষমতে স্থির করা গেলে কি না গেলেও "ভূসম্পর্ক" শব্দেতে সেই প্রকারের সকল সম্পর্ক গণ্য।

"আধিপত্য।"

কালেক্টর সাহেব যে জিলাতে নিযুক্ত থাকেন, কিম্বা কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক সেই ক্ষমতামতে যে স্থান ব্যাপিয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হন, "কালেক্টর সাহেবের আধিপত্য" শব্দে সেই স্থান বুঝায়।

"কালেক্টর।"

যে কোন ব্যক্তি কালেক্টরের ক্ষমতা পান "কালেক্টর" শব্দে তিনিও গণ্য।

"প্রাপ্য।"

রাজকীয় প্রাপ্য যে বাকী আইনক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইতে পারে, "প্রাপ্য" শব্দে নিম্নলিখিত সেই সেই প্রাপ্য বুঝাইবে।

রাজকীয় হিসাবীদের ও তাঁহাদের প্রতিভূর স্থানে প্রাপ্য টাকা।

রাজকীয় হিসাবির হিসাবে কোন ক্ষতি কি ন্যূনতা প্রকাশ হইলে ঐ রাজকীয় হিসাবির স্থানে কিম্বা ঐ রাজকীয় হিসাবির প্রতিভূর স্থানে যে টাকা পাওনা হয় তাহা।

ইজারদারদের প্রতিভূর স্থানে প্রাপ্য টাকা।

ইজারাদার যে মহালের ইজারা লন, তাহার রাজস্বের উপলক্ষে তদীয় প্রতিভূর স্থানে যে টাকা পাওনা হয় তাহা।

ভূসম্পর্কের নিমিত্তে যে বাকীরাজস্ব দাতব্য হয়।

কোন ভূসম্পর্কসংক্রান্ত যে রাজস্ব বাকী পড়িলে কালেক্টর সাহেব এই আইনের ১১ ধারামতে কার্য্য করা বিহিত বোধ না করেন, সেই রাজস্বের টাকা।

কোন কোন ভূমি বণ্টন করিবার খরচ।

১৮১৪ সালের ১৯ আইনমতে কোন মহাল বণ্টন করিবার যে খরচের অনুমতি আছে, কোন ব্যক্তির স্থানে তাহার যে অংশ পাওনা থাকে তাহা, কিম্বা ঐ আইনের ২০ কি ২১ ধারামতে অর্থদণ্ডের উপলক্ষে যাহা পাওনা থাকে তাহা।

বাঁধ প্রস্তুত করিবার খরচা।

১৮৫৫ সালের ৩২ আইনের ১১ ধারার ২ প্রকরণমতে অথবা কোন কালেক্টর সাহেব মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৬৬ সালের ৭ আইনানুসারে কোন বাঁধ প্রস্তুত কি পরিবর্ত্তন কি বৃদ্ধি করিয়া তাহার খরচের যে অংশ নিরূপণ করেন তজ্জন্যে কোন ব্যক্তির স্থানে যে টাকা পাওনা হয় তাহা।

মহাল পুনঃ বিক্রয় করিয়া যে ক্ষতি হয় তাহা।

বাকী রাজস্বের নিমিত্ত ভূমি বিক্রয় হইলে কোন ব্যক্তি যে মূল্য ডাকেন, তাহা না দেওয়াতে শেষে যে মূল্যে বিক্রয় সিদ্ধ হয়, তাহাতে ও পূর্ব্ব অপ্রাপ্ত মূল্যেতে যত টাকা বিশেষ ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইনের ২৩ ধারার বিধানমতে সেই ব্যক্তির নিকট পাওনা সেই টাকা।

জলরেট।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৬৭ সালের ৮ আইনানুসারে কোন নিয়ম হইয়া তদনুসারে জলরেটের যে টাকা কোন কালেক্টরের প্রাপ্য হয় তাহা।

ইজারাদারের অর্থদণ্ড।

১৮৪৮ সালের ২০ আইনের (অর্থাৎ বাঙ্গালা রাজধানীর অধীন বাঙ্গালাপ্রভৃতি দেশে ভূমির রাজস্বের কালেক্টর সাহেবদের সমক্ষে ভূম্যধিকারী এবং ইজারাদারদিগকে হাজির করাইবার নিমিত্তে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম নিয়ম করণের আইনের) বিধানমতে যে টাকা দণ্ডস্বরূপ প্রাপ্য হয় তাহা।

রাজস্বের ন্যায় অন্য অন্য দাওয়া।

যে সময়ে যে আইন চলন থাকে তদনুসারে অন্য যে প্রাপ্য বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইতে পারে কি পারিবে তাহা।

নীলামের বিপক্ষ আপীলের কথা।

২ ধারা। পশ্চাৎ লিখিত বিধানমতে সার্টিফিকেট অনুযায়ী কার্য্য সাধনের বল ও শক্তিক্রমে যে বিক্রয় হইতে পারে, তদ্ভিন্ন এই আইন কিম্বা ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইনানুসারে যে কোন বিক্রয় হয়, রাজস্বের কমিস্যনার সাহেব তাহার উপর আপীল গ্রাহ্য করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইনের ২৩ ধারামতে গণনা করিয়া নীলামের তারিখ অবধি ষষ্টি দিবসে কি তাহার পূর্ব্বে কমিস্যনার সাহেবের নিকট ঐ আপীল করিতে হইবে, কিম্বা সেই প্রকারে গণনা করিয়া নীলামের দিন অবধি পঞ্চত্বারিংশ দিনে কি তৎপূর্ব্বে কমিস্যনার সাহেবের নিকট পাঠাইবার জন্যে কালেক্টরের নিকটে কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক উক্ত আইনমতে নীলাম করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাবিশিষ্ট হন, তাঁহার নিকটে আপীল অর্পণ করিতে হইবে। নচেৎ আপীল হইতে পারিবে না। কোন আপীল তদ্রূপে উপস্থিত করা গেলে, এই আইন কিম্বা ১৮৫৯ সালের ১১ আইন অনুসারে যে ভূমির কিম্বা ভূমির যে অংশের নীলাম হয়, তাহা ঐ ঐ আইনের বিধানানুসারে করা যায় নাই, কমিস্যনর সাহেব যদি ইহা দেখিতে পান, তবে সেই নীলাম অসিদ্ধ করিতে পারিবেন। যদি ভূম্যধিকারীর কোন ত্রুটি হেতুক ঐ নীলাম হইয়া থাকে, তবে ক্রেতার যে ক্ষতি হইল সেই সময়ে ভূম্যধিকারীর প্রতি তাহার সেই ক্ষতিপূরণ করিবার আজ্ঞা করিবেন। কিন্তু মূল্যের যে অংশ আমানৎ করা যায় কি বাকী হয়, তাহা যত কালের নিমিত্তে গবর্ণমেণ্টের সিকিউরিটীর যে উচ্চহারে সুদ দেওয়া যায় তদনুসারে ঐ টাকার

যত সুদ হয় ক্ষতিপূরণের টাকা তদধিক হইবে না, তদ্রূপ স্থলে কমিসানারের আজ্ঞা সিদ্ধান্ত হইবে।

রাজস্বসংক্রান্ত নীলাম করিবার সময় বৃদ্ধির কথা।

৩ ধারা। এই আইন যে দিবসে প্রচলিত হইবে সেই দিবসাবধি ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইনের ৬ ধারাতে "পনের দিনের" পরিবর্ত্তে "ত্রিশ দিন" পাঠ করিতে হইবে। ও সেই ধারার মধ্যে "ত্রিশ দিনের অধিক" এই যে কথা আছে তাহা ত্যাগ করিতে হইবে ও সেই ধারার মধ্যে কদাপি ছিল না, এমত জ্ঞানে ঐ ধারা পাঠ করিতে হইবে।

নীলাম সিদ্ধ করণের সময় বিস্তৃত করিবার কথা।

৪ ধারা। এই আইন যে দিবসে প্রচলিত হয়, সেই দিবসাবধি ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইনের ২৭ ধারার যে যে স্থানে "ত্রিশ দিন" থাকে তাহার পরিবর্ত্তে ষষ্টি দিন পড়িতে হইবে।

নোটিস দিবার নিয়মের কথা।

৫ ধারা। এই আইনেতে কিম্বা ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইনেতে যে নোটিস দিবার আজ্ঞা হইল তাহা দিবার নিয়ম এই। যাঁহার নামে নোটিস দেওয়া যায় কালেক্টর সাহেবের স্বাক্ষরিত সেই নোটিসের এক প্রতিলিপি সেই ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে, কিম্বা তিনি রীতিমতে যে স্থানে বাস করেন সেই স্থানে তাঁহার পরিবারের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত কোন পুরুষকে দেওয়া যাইবে। যদি সেই প্রকারে দেওয়া যাইতে না পারে, তবে সেই ব্যক্তির নিয়ত কি শেষ জানা বাসস্থানের কোন প্রকাশ্য স্থানে ঐ প্রতিলিপি লাগাইতে হইবে। যদি পূর্ব্বোক্ত কোন প্রকারে দেওয়া যাইতে না পারে, তবে যে কালেক্টর সাহেব নোটিস প্রচার করেন তিনি যদ্রূপ আজ্ঞা করেন তদ্রূপে দেওয়া যাইবে।

বাকী রাজস্বের কি দাওয়ার নোটিস দেওয়াইবার ক্ষমতার কথা।

৬ ধারা। বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে আজ্ঞাপত্র প্রকাশ পূর্ব্বক ঐ পত্রের নির্দ্দিষ্ট কোন জিলার সকল কালেক্টরকে এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন যে, কোন ভূম্যধিকারীদের কি ব্যক্তিদের স্থানে বাকী রাজস্ব কি কোন দাওয়ার টাকা পাওনা হইলে তিনি বিহিত বোধ করিলে ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইনের কিম্বা এই আইনের বিধানমতে তাহা আদায় করিবার কার্য্য করণের পূর্ব্বে ঐ আজ্ঞাপত্রে যদ্রূপ নোটিস নির্দ্দিষ্ট হইবে ভূম্যধিকারীদিগকে কিম্বা উক্ত দায়ী ব্যক্তিদিগকে সেই নোটিস দেওয়াইবেন। উক্ত আজ্ঞাক্রমে যে ক্ষমতা দেওয়া যায়, তদনুসারে নোটিস দিবার খরচ কি পর্য্যন্ত হইবে, তাহাও সেই আজ্ঞাপত্রে নির্দ্ধারিত থাকিবে। ঐ ভূম্যধিকারীদের, কি ব্যক্তিদের স্থানে যে বাকী রাজস্ব কি অন্য টাকা প্রাপ্য হয় ঐ খরচ তাহার উপর চড়াইয়া দেওয়া যাইবে এবং ঐ বাকী রাজস্বের কি অন্য টাকার একাংশের ন্যায় আদায় হইতে পারিবে। বঙ্গদেশের উক্ত শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত প্রকারে সময়ে সময়ে অন্য আজ্ঞা প্রচার করিয়া সময়ে সময়ে পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞা পরিবর্ত্তন কি মতান্তর কি রহিত করিতে পারিবেন।

রাইয়ৎদের নামে যে নোটিস দেওয়া যায়, তাহা শাখাখণ্ডের কাছারীতে লাগাইবার কথা।

৭ ধারা। ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইনের ৭ ধারাতে যে যে নোটিস লাগাইবার আজ্ঞা হইয়াছে, তদতিরিক্ত ঐ নোটিস যে ভূমিসংক্রান্ত হয়, সেই ভূমি কি তাহার কোন অংশ যে শাখাখণ্ডের আধিপত্যে থাকে, সেই শাখাখণ্ডের কার্য্যালয়েও লাগাইতে হইবে।

নোটিস নিয়মিতরূপে দেওয়া গেলে সার্টিফিকেট ইহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হওয়ার কথা।

৮ ধারা। কোন ক্রেতাকে ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইনের ২৮ ধারার কিম্বা এই আইনের ১১ ধারার বিধানমতে আগম অর্থাৎ অধিকারের সার্টিফিকেট দেওয়া গেলে, কিম্বা ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইনে যে সকল নোটিস দিবার কি লটকাইবার আজ্ঞা হইয়াছে তাহা দেওয়া গিয়াছে ও লটকান গিয়াছে, ক্রেতার পক্ষে এবং তাহার পরতন্ত্রে যাহারা দাওয়া করেন তাঁহাদের সপক্ষে ঐ সার্টিফিকেট ইহার সিদ্ধ প্রমাণ হইবে। এবং ঐ ব্যক্তি যে নীলামে ভূমি ক্রয় করিয়াছেন সেই নীলাম সংক্রান্ত কার্য্যেতে কোন নোটিস দিবার কি লটকাইবার ক্রটি হইলে কিম্বা কোন কার্য্য ধারামতে ও নিয়মমতে করা না গেলেও সেই ক্রটি প্রভৃতির দ্বারা ঐ সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির অধিকারের কোন দোষ কি বৈকৃতি হইবে না।

লাখরাজ ভূমির বিক্রয় সিদ্ধ হইবার কথা।

৯ ধারা। ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইনের নির্দ্ধারিত প্রণালীমতে বাকী রাজস্বের কি প্রাপ্য টাকা আদায়ের নিমিত্তে যে লাখরাজ ভূমি ইতিপূর্ব্বে বিক্রয় হইয়াছে, যে রাজস্বের কি প্রাপ্যের পরিশোধার্থে ঐ বিক্রয় করা গেল, তাহার দায়ী ব্যক্তির নামে ডিক্রী হইয়া সেই ভূমি বিক্রয়ের যে বল ও ফল হইত পূর্ব্বোক্ত লাখরাজ ভূমি বিক্রয়ের সেই বল ও ফল হইবে।

কালেক্টরী শব্দের মধ্যে তৌজীর লিখিত সমস্ত মহাল ধরিবার কথা।

১০ ধারা। যে মহালের রাজস্ব যে কালেক্টর সাহেবের সাধারণ রেজিষ্টরে লেখা থাকে, সেই মহালের সমুদয় ভূমি কি তাহার একাংশ অন্য কালেক্টরীর স্থান সীমার মধ্যবর্ত্তী থাকিলেও এই আইনের এবং ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইনের কার্য্যোপলক্ষে তাহা পূর্ব্বোক্ত কালেক্টর সাহেবের কালেক্টরীর মধ্যে আছে জ্ঞান হইবে। কিন্তু ভূমি যে মহালের অন্তর্গত সেই মহাল এই ধারার বিধানমতে অন্য কালেক্টর সাহেবের কালেক্টরীর অন্তর্গত জ্ঞান হইলেও যে কালেক্টরীর আধিপত্যের সীমার মধ্যে থাকে সেই কালেক্টরীর অন্তর্গত জ্ঞান হইবে।

ভূমি বিক্রয় করিবার ক্ষমতার কথা।

১১ ধারা। রাজস্ব দিবার যে শেষ দিন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৩ ধারাতে নির্দ্দিষ্টমত নিরূপণ করা যায়, সেই দিনের পর মহাল ভিন্ন কোন ভূসম্পর্কের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বাকী থাকিলে ঐ রাজস্ব যে কালেক্টর সাহেবকে দেওয়া গিয়া থাকে,

মহালের বাকী রাজস্ব আদায়ের জন্যে ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইনমতে ও তৎক্রমে সেই স্থানে বিক্রয় করিবার যে নিয়ম ও বিধান হইয়াছে, তিনি তদনুসারে ঐ ভূসম্পর্কও বিক্রয় করাইতে পারিবেন, এবং কালেক্টর সাহেব ঐ বিক্রয়োৎপন্ন টাকা লইয়া ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইনের ৩১ ধারার বিধানানুসারে কার্য্য করিবেন। বিশেষ এই, কিছু টাকা উদ্বৃত্ত থাকিলে তাহা ভূম্যধিকারীর নিমিত্তে আমানৎ না রাখিয়া ঐ ভূসম্পর্কের ভার্গী ব্যক্তির নিমিত্তে আমানৎ রাখা যাইবে। এবং সেই ভূসম্পর্কের বিক্রয় চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্ত হইলে ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইনের ২৮ ধারাতে মহাল সংক্রান্ত যে বিধান আছে, উক্ত কালেক্টর সাহেব সেই বিধানানুসারে ঐ ভূমির ক্রেতাকে অধিকারের সার্টিফিকেট দিবেন, কিন্তু ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইনের ৩ ধারামতে বাকী রাজস্ব দিবার যে তারিখ নির্দ্দিষ্ট হইল তৎপূর্ব্ব অন্যূন পঞ্চদশ দিন থাকিতে কি প্রকারের ও কত টাকা বাকী আছে ও তাহা শেষ যে তারিখে গ্রাহ্য হইতে পারিবে, এই মর্ম্মের জ্ঞাপনপত্র জিলার চলিত ভাষায় কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে কি অন্য কার্য্যকারক এই আইনের বিধানমতে নীলাম করিতে ক্ষমতাপন্ন হয়, তাহার কাছারীতে এবং যে ভূমির ইস্তাহার হইল, তাহা যে জজ সাহেবের বিচারাধীন স্থানে থাকে, তাঁহার আদালত ও উক্ত জ্ঞাপনপত্র যে ভূমি সম্বন্ধীয় হয়, তাহা যে মহকুমায় থাকে তাহার আদালতে ও উক্ত জ্ঞাপনপত্র যে ভূমি সম্বন্ধীয় হয়, তাহা যে মহকুমায় থাকে, সেই মহকুমার মুন্সেফী আদালতে ও পোলীষ থানায় কিম্বা ঐ ভূমি দুই কি তদধিক মুন্সেফের আদালতের কি পোলিষ থানার অধীন স্থানের মধ্যে থাকিলে উক্ত এক কিম্বা অধিক আদালতে কি থানায় এবং ঐ ভূমির মালগুজারের কি স্বামীর কাছারীতে কিম্বা ঐ ভূমির কোন প্রকাশ্য স্থানে লট্‌কান না গেলে চলিত সনের কিম্বা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ব সনের বাকী ভিন্ন অন্য বাকী রাজস্বের নিমিত্ত অথবা কোন আদালতের আজ্ঞাক্রমে ক্রোক অবস্থায় থাকিলে তাহার বাকী রাজস্বের নিমিত্তে কোন ভূসম্পর্ক হইতে পারিবে না। যে পেয়াদা কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি ঐ জ্ঞাপনি প্রকাশ করিতে নিযুক্ত হন, তিনি ঐ জ্ঞাপন পত্র প্রকাশ হইবার সার্টিফিকেট দিবেন।

মন্তব্য।—১৮৭১ সালের ২ আইনক্রমে এই ১১ ধারাটি ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ১১ ধারার স্থানে ও পরিবর্ত্তে বসাইয়া এই আইন পাঠ করিতে ও তাহার অর্থ করিতে হইবার আদেশ হইয়াছে।

ভূসম্পর্ক নীলাম হইবার ফলের কথা।

১২ ধারা। এই আইনের ১১ ধারার বিধানমতে যে ভূসম্পর্ক বিক্রয় করা যায়, তাহা সৃষ্ট হইবার পরে কিম্বা বন্দোবস্তের কালপশ্চাৎ হইয়া থাকে, তবে তাহার পরে ঐ ভূসম্পর্কের প্রতি যে সকল দায় বর্ত্তান গিয়াছে, ক্রেতা তদ্ব্যতীত সেই ভূসম্পর্ক প্রাপ্ত হইবেন এবং তিনি নিম্নলিখিত স্থল ভিন্ন অধীন সকল সম্পর্ক রহিত ও ব্যর্থ করিতে পারিবেন এবং সকল পেটাও প্রজাকে তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া দিতে পারিবেন।

প্রথম। চিরকালীন বন্দোবস্তের সময়াবধি অবধারিত খাজনাসমেত যে ইস্তমরারী কি মোকররী ভূমি ভোগ হইয়া আসিতেছে তাহা।—

দ্বিতীয়। চিরকালীন বন্দোবস্তের কালে যে ভূসম্পর্ক ছিল, কিন্তু অবধারিত খাজানামতে ভোগ হয় নাই তাহা কিন্তু তদ্রূপ ভূমির কর বৃদ্ধির যে আইন যে সময়ে প্রচলিত হয়, সেই আইনমতে ঐ ভূমির কর বৃদ্ধি হইতে পারিবে।

তৃতীয়। কিয়ৎকালীন যে বন্দোবস্ত চলিতেছে, সেই বন্দোবস্তের মিয়াদের নিমিত্ত অবধারিত খাজানার ভূমি বলিয়া ঐ বন্দোবস্তের কার্য্যদ্বারা যে ভূসম্পর্ক সৃষ্ট কি স্বীকৃত হইয়াছে তাহা।

চতুর্থ। যে ভূমির উপর বসতবাটী কি কারখানা কিম্বা চিরস্থায়ী অন্য আলয় নির্ম্মিত হইয়াছে, কিম্বা যাহাতে বাগান কি বৃক্ষবাটিকা কি পুষ্করিণী কি খাল কি ভজনালয় কি শ্মশান কি কবরস্থান করা গিয়াছে সেই ভূমির সম্পর্ক।

বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতার কথা।

১৩ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনের ১১ ধারামতে ভূমি ক্রয় করিলে পূর্ব্বলিখিত চতুর্থ শ্রেণীর ভূমি প্রথমাবধি অনুপযুক্ত খাজানামতে ভোগ হইয়া আসিতেছে, যদি ইহার প্রমাণ করিতে পারেন, এবং উত্তম চষা ভূমির যে কর হইয়া থাকে, যদি সেই ভূমি তদপেক্ষা নিদ্ধারিত করে, দ্বাদশ বৎসরের অধিক কাল ভোগ না হয়, তবে ভূমির কর বৃদ্ধির যে আইন যে সময়ে প্রচলিত থাকে, তিনি সেই আইনের নির্দ্দিষ্টমতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

প্রজার স্বত্ব রক্ষার কথা।

১৪ ধারা। কিন্তু যে প্রজা অবধারিত কর দিয়া কিম্বা প্রচলিত আইনের অবধারিত বিধিক্রমে যে কর ধার্য্য হয়, তাহা দিয়া ভোগস্বত্ব প্রাপ্ত হন, এই আইনের ১১ ধারানুযায়ী পূর্ব্বোক্ত ক্রেতা তাঁহাকে যে বহিষ্কৃত করিতে পারেন, কিম্বা পূর্ব্বোক্ত সকল আইনে যদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদনুযায়ী, এবং বন্দোবস্তের কালের পরে যে সকল করার হইয়া থাকে তাহা না ধরিয়া ভূতপূর্ব্ব ভূম্যধিকারী যাহার কর বৃদ্ধি করিতে পারিতেন, ক্রেতা তদনুযায়ী বৃদ্ধি করণে যে সক্ষম হন, এই আইনের কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবে না।

যে বাকী টাকার শোধ হয় নাই তাহার সার্টিফিকেট লিখিবার কথা।

১৫ ধারা। কোন জমীদারীর কি ভূসম্পর্কের বাকী রাজস্ব আদায় করিবার জন্যে যদি ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইনের কিম্বা এই আইনের ক্ষমতা ও বিধানানুসারে সেই ভূমি বিক্রয় করা যায়, এবং সেই বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে ঐ বিক্রয়ের খরচ দিলে পর অবশিষ্ট টাকা হইতে উক্ত বিধানানুসারে ঐ মহালের কি ভূমির যে বাকী রাজস্ব পরিশোধ করিতে না কুলায়, তবে সেই বাকীর যত অবশিষ্ট থাকে, জিলার কালেক্টর সাহেব এই আইনের (A) চিহ্নিত তফসীলের পাঠে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া আপনার কাছারীতে অর্পণ করাইবেন।

ইজারদারের বাকী সার্টিফিকেট লিখিবার কথা।

১৬ ধারা। মহাল কোন ইজারদারের ভোগ দখলে থাকিলে যদি রাজস্ব বাকী পড়ে, এবং ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইনের ৩ ধারাতে রাজস্ব দিবার শেষ দিন নিরূপণ করিবার যে বিধি আছে, তদনুসারে অবধারিত শেষ দিনের পর এক মাস গত হইলেও যদি

ইজারদার হইতে ঐ রাজস্ব না দেওয়া যায়, তবে যত টাকা তদ্রূপে বাকী থাকে, জিলার কালেক্টর সাহেব এই আইনের (A) চিহ্নিত তফসীলের পাঠে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন ও আপনার কাছারীতে অর্পণ করাইবেন।

ডিক্রীর ন্যায় সার্টিফিকেটের ফল হইবার কথা।

১৭ ধারা। ইহার পূর্ব্ব দুই ধারামতে যে প্রত্যেক সার্টিফিকেট লিখিয়া দেওয়া যায়, তাহা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর তুল্য বলবৎ ও ফলবৎ হইবে। তাহাতে গবর্ণমেণ্ট অর্থী জ্ঞান হইবেন। ও তন্মধ্যে খাতক বলিয়া যাঁহার নাম লেখা হইয়াছে, তিনি প্রত্যর্থী জ্ঞান হইবেন।

প্রাপ্য যে টাকা কালেক্টরকে দিতে হয়, তাহার সার্টিফিকেটের কথা।

১৮ ধারা। কোন ব্যক্তির স্থানে প্রাপ্য কোন টাকা কালেক্টর সাহেবের নিকট দেনা হইলে কালেক্টর তাঁহার নামে নোটিস লিখিয়া স্বহস্তে স্বাক্ষর করিয়া তাঁহাকে ঐ টাকা দিবার আদেশ করিলে পর যদি এক মাস পর্য্যন্ত সেই টাকার শোধ না হয়, তবে বাকী যত টাকা তদ্রূপে দেনা থাকে জিলার কালেক্টর সাহেব এই আইনের (A) চিহ্নিত তফসীলের পাঠে সেই বাকীর সার্টিফিকেট লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন ও কাছারীতে অর্পণ করাইবেন।

সেই টাকা কালেক্টর ভিন্ন অন্য ব্যক্তির পাওনা থাকিলে, সার্টিফিকেটের কথা।

১৯ ধারা। বাকী যে প্রাপ্য টাকা কালেক্টর ভিন্ন কোন কার্য্যকারকের নিকটে দেনা হয়, দায়ী ব্যক্তি তাহা না দিলে, সেই ব্যক্তি যে জিলার মধ্যে বাস করেন, ঐ টাকা পাইবার যোগ্য কার্য্যকারক সেই জিলার কালেক্টরকে (B) চিহ্নিত তফসীলের পাঠানুসারে লিখিত নোটিস দিবেন। তাহাতে উক্ত ব্যক্তির যত টাকা দত্ত না হইয়া থাকে, কালেক্টর এই আইনের (A) চিহ্নিত তফসীলের পাঠানুসারে তত টাকার সার্টিফিকেট লেখাইয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া আপনার কাছারীতে অর্পন করাইবেন।

দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর ন্যায় সার্টিফিকেট, সাধন করিবার কথা।

২০ ধারা। ইহার পূর্ব্ব দুই ধারাক্রমে যে প্রত্যেক সার্টিফিকেট করা যায়, প্রবল করণের বিধান সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিধি সাধিয়া তাহা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর তুল্য বল ও ফল প্রাপ্ত হইবে, তদন্যথায় নহে। তাহাতে গবর্ণমেণ্ট অর্থী এবং তন্মধ্যে খাতক বলিয়া যাঁহার নাম লেখা আছে, তিনি প্রত্যর্থী জ্ঞান হইবে।

সার্টিফিকেটের নোটিস দিবার কথা।

২১ ধারা। কালেক্টর সাহেব তদ্রূপ কোন সার্টিফিকেট অর্পণ করাইলে অগৌণে (C) চিহ্নিত তফসীলের পাঠে প্রত্যর্থীর নামে নোটিস দিবেন। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য-[illegible] ১৮৫৯ সালের ৮ আইনক্রমে প্রত্যর্থীর নামে সম্পত্তি স্থানান্তর করিবার নিষেধ [illegible] হইয়া ক্রোকের পরওয়ানা জারী হইলে, প্রত্যর্থীর স্থাবর সম্পত্তি যদ্রূপে [illegible], প্রত্যর্থীকে নোটিস দিবার দিবসাবধি ঐ কালেক্টরের আধিপত্যের অন্তর্গত [illegible] সম্পত্তি ঐ সার্টিফিকেটের বলে তদ্রূপে বদ্ধ হইবে এবং অন্য কালেক্টরের

আধিপত্যের মধ্যে প্রত্যর্থীর যে স্থাবর সম্পত্তি থাকে, উক্ত সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি সেই কালেক্টরের কার্য্যালয়ে দেওয়া গেলে, তাহা অর্পণ করিবার সময়াবধি সেই সম্পত্তিও বদ্ধ হইবে।

সার্টিফিকেটের নোটিস দিবার কথা।

২২ ধারা। তদ্রূপ সার্টিফিকেট দ্বারা কোন ব্যক্তি উৎপাতগ্রস্ত হইলে, যে কালেক্টর সাহেব ঐ সার্টিফিকেট জারী করেন, তাহার নিকটে শেষোক্ত নোটিস জারী হইবার দিনাবধি এক মাসের মধ্যে সেই ব্যক্তির D চিহ্নিত তফসীলের পাঠে দরখাস্ত করিয়া ঐ সার্টিফিকেট অন্যথা কি মতান্তর কি পরিবর্ত্তন হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন। কালেক্টর সাহেব সেই দরখাস্ত পাইয়া শুনিবার দিন নিরূপণ করিবেন, ও সেই দিনে কিম্বা সেই দিন কর্ম্ম স্থগিত করিয়া ঐ দরখাস্ত শুনিবার অন্য যে দিন নিরূপণ করেন সেই দিনে, ঐ প্রার্থকের প্রার্থনা শুনিয়া নির্ণয় করিবেন এবং সেই সার্টিফিকেট ব্যর্থ কি মতান্তর কি পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। ক্রোক করা সম্পত্তির উপর দাওয়া হইলে, আদালতের প্রতি ১৮৫৯ সালের উক্ত ৮ আইনক্রমে সেই দাওয়া শুনিবার ও নির্ণয় করিবার এবং ঐ দাওয়ার খরচা বলপূর্ব্বক দেওয়াইবার যে সকল ক্ষমতা প্রদান হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত কালেক্টর সাহেবের প্রতিও উক্ত প্রার্থনা শুনিয়া নির্ণয় করিবার সেই ক্ষমতা থাকিবে। যদি ঐ কালেক্টর সাহেব উক্ত প্রার্থক কর্ত্তৃক খরচা দত্ত হইবার আজ্ঞা করেন, তবে প্রত্যর্থী ঐ প্রার্থক হইলে ঐ সার্টিফিকেটে যে টাকা লেখা হইয়াছে, তাহাতে খরচা সংযোগ করা যাইবে ও সেই সার্টিফিকেটে প্রথমে লিখিত হওয়ার ন্যায় আদায় হইতে পারিবে।

কালেক্টরের নিকট দরখাস্তের উপর আপীলের কথা।

২৩ ধারা। কালেক্টর সাহেব তদ্রূপ দরখাস্তের বিষয়ে আজ্ঞা করেন, তাহার উপর কমিসানর সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারিবে। কিন্তু ঐ আজ্ঞা করিবার দিনের পর এক মাস গত হইলে হইতে পারিবে না।

সার্টিফিকেট প্রবল করিবার, ক্ষমতার কথা।

২৪ ধারা। ১৮৫৯ সালের উক্ত ৮ আইনক্রমে টাকা পাইবার ডিক্রী প্রবল করিবার যে পন্থা ও উপায় ব্যক্ত ও নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ১৫, ১৬, ১৮ কিম্বা ১৯ ধারাক্রমে যে সার্টিফিকেট দেওয়া যায়, তাহাও সেই সকল কি অন্যতর উপায় দ্বারা প্রবল করা যাইতে পারিবে। এবং ১৮৫৯ সালের উক্ত ৮ আইন দ্বারা এবং (১৮৫৯ সালের ৮ আইন সংশোধন করণার্থ) ১৮৬১ সালের ২৩ আইন দ্বারা কিম্বা তন্মধ্যে একতর আইন দ্বারা কিম্বা যে সময়ে অন্য যে আইন বলবৎ থাকে, তদ্দ্বারা ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রয় করিবার ও টাকার নিমিত্ত যে ডিক্রী হয়, সেই ডিক্রীজারীক্রমে ব্যক্তিকে আসেধ করিবার, এবং কারাবন্ধন দ্বারা ডিক্রীজারী করিবার ও ক্রোক করা সম্পত্তির প্রতি দাওয়ার এবং ডিক্রী যে আদালতে করা গেল তাহার ক্ষমতার বহির্ভূত স্থানে জারী করিবার যে ব্যবহার ও যে কার্য্যপ্রণালী হইয়াছে, ঐ সার্টিফিকেটের লিখিত টাকা আদায় করণার্থ ডিক্রীর প্রতি সেই ব্যবহারও সেই কার্য্যপ্রণালী বর্ত্তিবে। কিন্তু উক্ত সমুদয় কি একতর আইন দ্বারা যে সকল কর্ম্ম ও

শক্তি ও ক্ষমতা আদালতের প্রতি প্রদত্ত হইল, উক্ত সার্টিফিকেট কিম্বা ১৮৫৯ সালের উক্ত ৮ আইনের ২৮৩ ধারার বিধানমতে জারী করণার্থে তাহার যে প্রতিলিপি পাঠান যায়, সেই প্রতিলিপি যে কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে অর্পণ করা যায়, তিনি সেই সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও সেই শক্তি ও ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবেন।

রেজিষ্টরে সার্টিফিকেট লিখিবার কথা।

২৫ ধারা। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে যে পাঠ অবধারণ করেন, প্রত্যেক কালেক্টর আপনার কার্য্যালয়ে সেই পাঠের বহী রাখিবেন। এবং আইনানুযায়ী যে প্রত্যেক সার্টিফিকেট কি যাহার প্রতিলিপি তাঁহার কার্য্যালয়ে অর্পণ করা যায়, তিনি সেই বহীতে ঐ সার্টিফিকেটের সবিশেষ কথা লেখাইবেন।

সার্টিফিকেটের রেজিষ্টর সকলের দৃষ্টিগোচর, হইবার কথা।

২৬ ধারা। কার্য্যালয়ে কর্ম্ম চলিবার কোন সময়ে কোন ব্যক্তি সেই রেজিষ্টরী বহী দেখিতে চাহিলে আট আনা ফী দিয়া তাহা দেখিতে পাইবেন।

টাকা দেওয়া গেলে তাহা লিখিবার কথা।

২৭ ধারা। তদ্রূপ কোন সার্টিফিকেটের উপর যে টাকা পাওনা হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে দেওয়া গেলে ও শোধ হইলে, ঐ সার্টিফিকেট যে কালেক্টরের কার্য্যালয়ে অর্পণ করা যায়, তিনি সেই টাকা শোধ হইবার কথা ঐ সার্টিফিকেটে লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন। এবং অন্য যে কালেক্টরের কার্য্যালয়ে ঐ সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি অর্পণ করা যায়, তাঁহার নিকট এবং ঐ টাকা যে কর্ম্মকারকের নিকট দেনা থাকে, তিনি চাহিলে তাঁহার নিকট ঐ টাকা শোধ হইবার এক এক জ্ঞাপনপত্র পাঠাইবেন।

প্রাপ্ত টাকা প্রেরণের কথা।

২৮ ধারা। যে সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি পূর্ব্ব বিধানমতে কোন কালেক্টরের কার্য্যালয়ে অর্পণ করা যায়, তিনি সেই সার্টিফিকেটের উপলক্ষে টাকা আদায় করিলে কি প্রাপ্ত হইলে সার্টিফিকেট যে কার্য্যালয়ে অর্পিত হইয়াছে, তথায় ঐ টাকা প্রেরণ করিবেন।

২৯ ধারা। ১৮৭৩ সালের ১২ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে।

এই আইনের অর্থের কথা।

৩০ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের ১৮৬২ সালের ৩ আইন দ্বারা ১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইন যদ্রূপ মতান্তরিত হইয়াছে মতান্তরিত সেই ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের সঙ্গে এই আইন পঠিত হইয়া তাঁহার অংশ জ্ঞান হইবে।

১৫, ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ ধারা লিখিত A চিহ্নিত তফসীল

বাকী রাজস্বের কি দাওয়ার যে সার্টিফিকেট কালেক্টরী কাছারীতে অর্পণ হইয়াছে তাহা।

মালেকের নাম।	বাসস্থানাদি।	দাওয়ার ভার।	যত টাকার নম্বর।	সার্টিফিকেটের নম্বর।

উক্ত শ্রী অমুকের স্থানে গবর্ণমেন্টের উক্ত এত টাকা পাওনা আছে ইহা নিশ্চয় জানাইলাম।

সাল তাং

অমুক

জিলার কালেক্টর।

১৯ ধারার উল্লিখিত B চিহ্নিত তফসীল দাওয়ার নোটিস।

অমুক জিলার কালেক্টর সাহেবের সমীপেষু।

মালেকের নাম।	মালেকের বাসাদি।	যে প্রকারের দাওয়া।	যত টাকার দাওয়া।

অমুক হেতুতে উক্ত অমুকের স্থানে এত টাকা পাওনা আছে। ইহা নিশ্চয়ই জ্ঞাত করিলাম সাল তাং।

অমুকের স্থানের

শ্রীঅমুক।

২১ ধারার উল্লিখিত C চিহ্নিত তফসীল।

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক সমীপেষু।

বাকী রাজস্বের (কিম্বা বিষয়বিশেষে প্রাপ্য টাকার) কারণে আপনকার স্থানে এত পাওনা হইলে আমি অদ্য বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ১৫ কিম্বা বিষয় বিশেষে ১৬ কি ১৮ কি ১৯ ধারামতে আপন কাছারীতে অমুক নম্বরের অমুক সার্টিফিকেট অর্পণ করিয়াছি এবং আইনমতে অশৌচে সেই টাকা আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইব, আপনার জানিবার নিমিত্ত লিখিয়া দিলাম।

জিলার কালেক্টর।

সাল তাং

---

২২ ধারার উল্লিখিত D চিহ্নিত তফসীল।

অমুক জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুকের প্রার্থনা পত্রমিদং। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৫৮ সালের ৭ আইনানুসারে এত টাকার জন্যে অমুক নম্বরের সার্টিফিকেট অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আপনার কাছারীতে অর্পণ করা গিয়াছে।

উক্ত সার্টিফিকেট দ্বারা আমি উৎপাতগ্রস্ত হইয়াছি।

নিম্নলিখিত কতিপয় হেতুতে আমি সেই সার্টিফিকেট অশুদ্ধ জ্ঞান করি, বিশেষতঃ আমার বিশ্বাসানুসারে উক্ত সকল হেতু বৃত্তান্তপক্ষে সত্য।

অতএব সেই সার্টিফিকেট ব্যর্থ (মতান্তর কি পরিবর্ত্তন) করা যায় এই নিবেদন।

---

২৯ ধারার উল্লিখিত E চিহ্নিত তফসীল।

১৮৭৩ সালের ১২ আইনক্রমে রহিত হইয়াছে।

১৮৬৮ সালের ৭ আইন সমাপ্ত।

মহিমবর শ্রীল শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেল সাহেব মহোদয় কর্ত্তৃক
১৮৬৫ সালের ২৭ মে তারিখে অনুমোদিত হইল।

১৮৬৫ সালের বঙ্গীয় ৮ আইন।

আগমপত্রের কিম্বা প্রচলিত দেশাচারের বলে যে যে পেটাও তালুক বিক্রয় দ্বারা কি প্রকারান্তরে হস্তান্তরীকৃত হইতে পারে, তৎসম্পর্কীয় বাকী খাজানা আদায় করণোপলক্ষে তাহা বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা সংশোধনার্থ আইন।

হেতুবাদ।

১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারার ১ প্রকরণে নির্দ্দিষ্ট প্রকারের পত্তনী তালুক প্রভৃতি, বিক্রয়যোগ্য পেটাও তালুক, তৎস্বামীর পাওনা বাকী খাজানার জন্যে যে কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা বিক্রয় হইতে পারে, এই বিষয়ে ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ১৬ ধারা, ১৮৬১ সালের ১০ আইনমতে রহিত হওয়া প্রযুক্ত সন্দেহ হইয়াছে ও উক্ত প্রকারের বাকী খাজানার আদায়ের ডিক্রী শোধ করণার্থে পেটাও তালুক বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা সংশোধন করা বিহিত, এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান প্রচার করা গেল।

"কালেক্টর" শব্দের অর্থ।

১ ধারা। এই আইনে "কালেক্টর" এই শব্দের প্রয়োগ হইলে, সেই শব্দে জেলার কালেক্টরের সম্পূর্ণ ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারী যাবতীয় কার্য্যকারককে বুঝাইবে।

২ ধারা। ১৮৭৩ সালের ১২ আইনক্রমে রহিত হইয়াছে।

বিক্রয় নির্ব্বাহ যে করিবে, তাহার কথা।

৩ ধারা। বাকী খাজানার আদায়ার্থে ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারার ১ প্রকরণে নির্দ্দিষ্ট প্রকারের পত্তনী তালুক প্রভৃতি বিক্রয়যোগ্য পেটাও তালুক বিক্রয় করিতে সেই ভূমি ১৮৫৩ সালের ৬ আইনের নির্দ্দেশানুসারে ভূমির রাজস্ব সম্পর্কীয় যে কালেক্টরের বিচারাধিপত্যের অন্তর্গত, তাহাকে সেই বিক্রয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে। এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারের পেটাও তালুক বিক্রয়ের উপলক্ষে কি সম্পর্কে যে যে কর্ম্ম করা ১৮১৯ সালের ৮ আইনমতে ও ১৮২০ সালের ১ আইনের মতে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য, তাহা উক্ত কালেক্টরকে নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন যে স্থানে লটকাইতে হইবে, তাহার কথা।

৪ ধারা। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১০৫ ধারামতে বিক্রয়যোগ্য কোন পেটাও তালুক সম্পর্কীয় বাকী খাজানার ডিক্রী পাওয়া গেলে পর যদি সেই ধারার বলে ঐ পেটাও তালুকের বিক্রয় হইবার প্রার্থনা করা যায় ও গ্রাহ্য হয়, তবে সে কালেক্টর সাহেবের

আদালতে ঐ ডিক্রী প্রবল করা যাইতেছে, তিনি তদবধি আপনার কাছারীতে এবং সেই বিক্রয় পেটাও তালুকে পরিগৃহীত ভূমি যে জেলার অন্তর্গত, সেই জেলার কালেক্টর সাহেবের ও জজ সাহেবের কাছারীতে সেই পেটাও তালুক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন টাঙ্গাইয়া দিবেন এবং ঐ ভূমির অন্তর্গত কোন প্রকাশ্য স্থানে ও সেই ভূমি যে নগরের কি গ্রামের অতি নিকটবর্ত্তী, তাহার কোন প্রকাশ্য স্থানেও সেই বিজ্ঞাপন লটকাইয়া দিবেন। উক্ত বিজ্ঞাপনের এই মর্ম্ম হইবে যে, ঐ ডিক্রী যে আদালতে প্রবল করা যাইতেছে, সেই আদালতে উক্ত বিজ্ঞাপন টাঙ্গাইয়া দেওয়া অবধি অন্যূন বিংশতি দিবস অতীত হইলে পর নিরূপিত বিশেষ তারিখে সেই পেটাও তালুকের বিক্রয় হইবে।

বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনে যাহা যাহা লিখিতে হইবে, তাহার কথা।

৫ ধারা। যে মোকদ্দমাক্রমে ডিক্রী দেওয়া গিয়াছিল, তৎসম্পর্কীয় নালিশপত্রের বাক্য উল্লেখ করিয়া ঐ পেটাও তালুক যে পরগণা প্রভৃতি স্থানীয় বিভাগের যে মহালের যে গ্রামের অন্তর্গত ও সেই পেটাও তালুকের জন্যে বার্ষিক হক খাজানা দিতে হয় উক্ত ডিক্রীর বলে মোট যত টাকা আদায় লইতে পারে, এই সকল কথা সেই বিজ্ঞাপনে নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে।

বিক্রয় স্থগিত রাখিবার উপকারের কথা।

৬ ধারা। ডিক্রীর বলে যে টাকা পাওনা আছে, তাহা ও পরিশোধের তারিখ পর্য্যন্ত সুদ ও মামলাসম্পর্কীয় সকল খরচ যদি বিক্রয়ারম্ভের পূর্ব্বে কোন সময়ে ত্রুটিকারী পেটাও পাট্টাদার কি তাহার পক্ষ অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা কিম্বা সেই পেটাও তালুকের রক্ষার সম্পর্কবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি দ্বারা আদালতে দাখিল করা যায়, তবে তাহা বিক্রয় করিতে হইবে না। এবং ত্রুটিকারী পেটাও পাট্টাদার ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি পেটাও তালুকের বিক্রয় স্থগিত রাখিবার আশয়ে যে টাকা দেয়, তাহার আদায় করণবিষয়ক যে যে বিধান ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৩ ধারাতে আছে, তাহা এই ধারামতে দত্ত তাহার সকল টাকার প্রতি বর্ত্তিবে।

যে ব্যক্তি নীলামে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ডাকে তাহার

পক্ষে বিক্রয় হইবে, ইহার কথা।

৭ ধারা। মুন্সেফের কাছারীতে যে ব্যক্তি নীলামে অত্যধিক ডাকিবে, তাহার নিকট উক্ত পেটাও তালুক বিক্রয় হইবে।

খরিদদার শতকরা পঁচিশ টাকা দাখিল করিবেন, ইহার কথা।

৮ ধারা। যে ব্যক্তি খরিদদার বলিয়া নিশ্চিত হন, তিনি যত টাকা ডাকিয়াছিলেন, তাহার শতকরা পঁচিশ টাকা নগদ কি মুদ্রাবৎ চলিত গবর্ণমেণ্ট নোট করিয়া অবিলম্বে দাখিল করিতে বাধিত হইবেন, না করিলে তখনি কি তৎপশ্চাতের প্রথমে যে দিবস কাছারী খোলা হইবে, সেই দিনে ঐ পেটাও তালুক পুনরায় নীলাম করা যাইবে ও বিক্রয় হইবে।

উপযুক্ত সময়ের মধ্যে ক্রয়ের বাকী সমুদায় টাকা না দিলে, সেই দাখিল হওয়া টাকা জব্দ হইবে, ইহার কথা।

৯ ধারা। বিক্রয়ের দিবস এক দিন বলিয়া গণনা করিলে বিক্রয়ের তারিখ অবধি অষ্টম দিবসের সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কিম্বা সেই অষ্টম দিন রবিবার কি অন্য বন্ধের দিন হইলে সেই অষ্টম দিনের পরে প্রথম যে দিনে কাছারী খোলা যায়, সেই দিনে ক্রয়ঘটিত মূল্যের অবশিষ্ট সকল টাকা খরিদদারের দিতে হইবে। যদি তিনি পূর্ব্বোক্তমতে নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে টাকা দিতে ত্রুটি করেন, তবে তিনি যে টাকা দাখিল করিয়াছিলেন, তাহা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে জব্দ হইবেক এবং সেই পেটাও তালুক পুনর্বার বিক্রীত হইবে। তাহাতে সেই ত্রুটিকারী খরিদদার তাহার উপর কিম্বা সেই পেটাও তালুক পশ্চাৎ যে মূল্যে বিক্রয় হইবে, তাহার কোন অংশের উপর দাওয়া করিবার তাবৎ স্বত্ব বর্জ্জিত হইবে। শেষে বিক্রয় হইলে যত টাকা পাওয়া যায়, তাহা যদি ঐ ত্রুটিকারী খরিদদারের ডাক পণ অপেক্ষা ন্যূন হয়, তবে যত টাকা ন্যূন হয়, টাকা বাকী খাজানার ডিক্রীর শোধার্থ টাকা আদায় করিবার আইনের বলে, তাহার স্থানে আদায় হইতে পারিবে।

বিক্রয় বিষয়ক বিধান সমুদয় পুনর্বিক্রয়ের প্রতিও বর্ত্তিবে, ইহার কথা।

১০ ধারা। এই আইনের সকল ধারায় যে যে বিধান বিক্রয়ের প্রতি বর্ত্তে, তাহা এই আইনমতে কোন খরিদদারের ত্রুটিক্রমে প্রয়োজনীয় হইলে পুনর্বিক্রয়ের প্রতিও বর্ত্তিবে।

খরিদদারের মূল্যের সমস্ত টাকা দিলে তাহাকে সার্টিফিকেট ও দখল দিবার কথা।

১১ ধারা। ক্রয়ঘটিত মূল্যের সমস্ত টাকা দেওয়া গেলে পর বিক্রয় নির্ব্বাহকারী কার্য্যকারক এই আইনের শেষভাগে সংযুক্ত তফশীলের নির্দ্দিষ্ট পাঠের সার্টিফিকেট খরিদদারকে দিবেন ও খরিদদার এই অভিপ্রায়ে প্রার্থনা করিয়া প্রয়োজনীয় খরচা দাখিল করিলে তাহাকে প্রচলিত রীতিমতে সেই পেটাও তালুকের দখল দিতে ও তন্মধ্যে পরিগৃহীত ভূমি বাসকারী লোকদের নিকটে ক্রয়ের সংবাদ প্রকাশ করিতে একজন কার্য্যকারক কি আমীনকে প্রেরণ করিবেন।

বিক্রয়োৎপন্ন টাকা যাহা করিতে হইবে, তাহার কথা।

১২ ধারা। যে কার্য্যকারক পেটাও তালুকের বিক্রয় নির্ব্বাহ করেন, তিনি সেই বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে উত্তমর্ণ ডিক্রীদারকে সেই ডিক্রী পাইবার আশয়ে তাহার কৃত প্রয়োজনীয় খরচা ফিরিয়া দিবেন, ও যে ডিক্রী প্রবল করণ ক্রমে ঐ বিক্রয় হইল, তাহা শোধকরণপূর্ব্বক যদি কোন টাকা অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা আমানৎ বলিয়া ত্রুটিকারী পেটাও পাট্টাদারের হিসাবে রাখিবেন।

আপীলের কথা।

১৩ ধারা। কোন ডেপুটিকালেক্টরের কি আসিষ্টাণ্টকালেক্টরের কোন বিচারাজ্ঞার উপর ১৫ দিনের মধ্যে আপীল করিলে কালেক্টর সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারিবে। এবং কোন কালেক্টর সাহেব এই আইনমতে প্রথম স্থলীয় যে বিচারাজ্ঞা করেন, তাহার

২ রে

IMPERIAL

উপর বিক্রয়ের তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে আপীল করিতে কমিস্তনর সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারিবে। কিন্তু আইনের অপ্রাসঙ্গিকতা ভিন্ন অথবা যে মোকদ্দমা ক্রমে ডিক্রী হয়, তৎপক্ষ কোন ব্যক্তির সম্পর্কের হানি আপীল আদালতের বিবেচনা মতে যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে কার্য্যপ্রণালীর এমত অপ্রণালী ভিন্ন অন্য কোন কারণে এই আইনমতের কোন বিচারাজ্ঞা অসিদ্ধ কি অন্যথা করিতে হইবে না।

পুনরালোচনার ক্ষমতার কথা।

১৪ ধারা। এই আইনমতের আপীল ক্রমে কোন আজ্ঞা জারী হইলে তাহার উপর স্বত্বমূলক বলিয়া কোন আপীল হইতে পারিবে না। তথাপি কোন কালেক্টর আপীল শুনিলে রেভিনিউ বোর্ড আপীলের প্রচলিত আজ্ঞার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে কোন সময়ে কাগজ পত্র সকল তলব করিয়া যেরূপ আজ্ঞা উচিত জ্ঞান করেন, তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

বিক্রয় অসিদ্ধ করা গেলে আপীল কি পর্য্যালোচনাকারি কর্ত্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট মতে খরিদদার ক্রয়ঘটিত মূল্যের টাকা পুনরাদায় করিতে পারিবেন ইহার কথা।

১৫ ধারা। ইহার পূর্ব্ব দুই ধারার মধ্যে কোন ধারার মতে যদি কোন পেটাও তালুকের বিক্রয় অসিদ্ধ করা যায় তবে এমত খরিদদার প্রত্যেক স্থলে আপীল কি পর্য্যালোচনাকারী কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দিষ্টমতে বিশেষতঃ সুদ সমেত কি বিনা সুদে ক্রয়ঘটিত মূল্যের টাকা ফিরিয়া পাইতে স্বত্ববান হইবেন পূর্ব্বোক্ত আপীল কি পর্য্যালোচনাকারী কর্ত্তৃপক্ষ সেই ক্রয়ঘটিত মূল্য কি সুদ আদায় হওয়ার যে কোন আজ্ঞা জারী করেন, তাহা বাকী খাজানার আদায়ার্থ ডিক্রীর স্থলে প্রচলিত কার্য্যপ্রণালী দ্বারা প্রবল করা যাইতে পারিবে।

বিশেষ বিশেষ প্রকারের বন্দোবস্ত স্থগিত না হইলে খরিদদার পেটাও তালুকের বন্ধকাদি দায় হইতে মুক্ত অধিকার পাইবেন, ইহার কথা।

১৬ ধারা। যখন কোন ব্যক্তি এই আইনমতে বিক্রীত কোন পেটাও তালুক ক্রয় করেন, তখন সেই পেটাও তালুকের পাট্টাদার কিম্বা কোন ব্যক্তির কি তাহার প্রতিনিধি-দের কি এসাইনিদের কোন ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন অন্য সকল দায় হইতে মুক্ত অধিকার তাহার হইবে, কেবল ঐ পেটাও তালুকের সৃষ্টি যে লিখিত বন্দোবস্তক্রমে হইয়াছিল কিম্বা তৎ সৃজনকারী ব্যক্তি কি তাহার প্রতিনিধিরা কি এসাইনিরা পশ্চাৎ যে লিখিত অনুমতি দিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা যদি সেই প্রকারের দায়স্বীকার করিবার স্বত্ব পাট্টাদারকে স্পষ্টরূপে দত্ত হইয়া থাকে, তবে সেই দায় হইতে ঐ অধিকার মুক্ত হইবে না। অধিকন্তু খোদকাস্ত রাইয়তদিগকে, কিম্বা বাস্তবিক কি মৌরসী কৃষাণদিগকে বেদখল করিবার স্বত্ব কিম্বা সাবেক পেটাও পাট্টাদার কি তাহার প্রতিনিধিরা পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর রাইয়ৎ-দিগের সহিত সরলভাবে যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহা রহিত করিবার স্বত্ব ইহার কোন কথার দ্বারা খরিদদার খাজানা নিরূপণার্থে নিয়মিত মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে যদি সেই মোকদ্দমাক্রমে ইহা সপ্রমাণ হয় যে সাবেক পাট্টাদার যখন ঐ বন্দোবস্ত করেন, তখন অধিক খাজানা চাহিলে চাহিতে পারিবেন, তাহা হইলে ঐ বন্দোবস্ত রহিত হইতে পারিবে।

আর যে সাবেক পাট্টাদারের ত্রুটিক্রমে ঐ পেটাও তালুক বিক্রয় করা আবশ্যক হইল, তাহারই দ্বারা পেটাও তালুক পুনরায় ক্রীত হইবার প্রতি এই ধারার কোন কথা খাটিবে না।

খরিদদার রেজিষ্টরি না করিলে জমিদারের যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১৭ ধারা। যে ব্যক্তি এই আইনের বলে বিক্রীত কোন পেটাও তালুক ক্রয় করেন, তাঁহার উচিত যে, ক্রয়ের তারিখ অবধি ১৫ দিনের মধ্যে তিনি জমিদারের কি অন্য ভূম্যধিকারীর বহীতে খরিদদার স্বরূপে আপনার নাম রেজিষ্টরি হইবার জন্যে ঐ জমিদারের কি অন্য ভূম্যধিকারীর নিকট প্রার্থনা করেন ও ত্রুটিকারীর পাট্টাদার যে বন্দোবস্ত ও যে নিয়মক্রমে সেই পেটাও তালুক ভোগ করিতেন, সেই বন্দোবস্ত ও নিয়মের অধীন কবুলমতে দস্তখৎ করেন, ১৫ দিনের মধ্যে ঐরূপ প্রার্থনা না করিলে ঐ জমিদার কি অন্য ভূম্যধিকারী ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ২৩ ধারার ১ প্রকরণের বিধানমতে সেই খরিদদারের নামে নালিশ করিতে পারিবেন।

১৮ ধারা। ১৮৭১ সালের ১২ আইনক্রমে রহিত হইয়াছে।

১১ ধারাতে উল্লিখিত ফরুশীদ।

আমি প্রমাণ দিতেছি যে, ১৮৬৫ সালের ৮ আইন অনুসারে শ্রীযুত অমুক (বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনে বর্ণিত) অমুক পেটাও তালুক ক্রয় করিয়াছেন ও তাহার সেই ক্রয় অমুক মাসের অমুক তারিখে টাকা দিবার শেষ দিন বলিয়া যে দিন নিরূপিত হয়, তাহার পর দিনের তারিখ দিতে হইবে, প্রবল হইয়াছে।

অমুক

কালেক্টর

১৮৬৫ সালের ৮ আইন সমাপ্ত।

Bl. 2654
415
2 / 4419

রেগুলেশন।

(৩ নং)

অর্থাৎ

১৮৭৫ সালের ১৩ আইন, ১৮৮১ সালের ৫ আইন,

১৮৮৯ সালের ৬ আইন একত্রে।

৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট—গরীব পুস্তকালয় হইতে

প্রকাশিত।

কলিকাতা

৬৬ নং বীডন ষ্ট্রীট, স্কুলবুক প্রেসে

শ্রীবেণীমাধব চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৯৪।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

415
2 / 4419

মহিমবর শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেব ১৮৭০ সালের জুলাই মাসের ১৯ দিবসে ভারতবর্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের নিম্নলিখিত আইন অনুমোদন করিয়াছেন।

১৮৭০ সালের ২১ আইন।

বঙ্গ প্রভৃতি দেশের এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরের অন্তর্গত হিন্দুদের ও জৈনদের ও শিখদের ও বৌদ্ধদের চরমপত্রের বিধান করণার্থ আইন।

হেতুবাদ।

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশের এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরের অন্তর্গত হিন্দুদের ও শিখদের ও বৌদ্ধদের চরমপত্র সম্পাদন করিবার ও সাক্ষীদ্বারা স্বাক্ষর করিবার ও ব্যর্থ ও পুনরুত্থাপন করিবার ও তাহার অর্থ করিবার ও প্রামাণিকপত্র গ্রহণ করিবার বিধি করা বিহিত, এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

সংক্ষেপ নামের কথা।

১ ধারা। এই আইন "হিন্দুদের চরমপত্র বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

হিন্দু, জৈন, শিখ ও বৌদ্ধদের উইলের প্রতি উত্তরাধিকারিত্ববিষয়ক আইনের কোন কোন অংশ বর্ত্তাইবার কথা।

২ ধারা। ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিত্ববিষয়ক ১৮৬৫ সালের আইনের এই এই অংশ, যথা,—

৪৬, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৫, ধারা এবং ৫৭ অবধি ৭৭ পর্য্যন্ত সমস্ত ধারা,

ও ৮২, ৮৩, ৮৫, ধারা ও ৮৮ অবধি ১০৩ পর্য্যন্ত সমস্ত ধারা,

ও ১০৬ অবধি ১৭৭ পর্য্যন্ত সমস্ত ধারা,

ও ১৭৯ অবধি ১৮৯ পর্য্যন্ত সমস্ত ধারা,

ও ১৯১ অবধি ১৯৯ পর্য্যন্ত সমস্ত ধারা,

এবং চরমপত্র সংযুক্ত প্রামাণিকপত্র ও দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্ব পত্রদানের বিষয়ে ৩০ ও ৩১ খণ্ডের যে পর্য্যন্ত সম্পর্ক থাকে, সেই পর্য্যন্ত এই এই খণ্ড,

এবং চরমপত্রসংযুক্ত চরমপত্রসাধকের ও দ্রব্য নিরূপণাধিকারীর বিষয়ে ৩৩ অবধি ৪০ পর্য্যন্ত সমস্ত খণ্ডের যে পর্য্যন্ত সম্পর্ক থাকে, সেই পর্য্যন্ত ঐ ঐ খণ্ড,

উক্ত আইনের ৩৩১ ধারার বিপক্ষ ভাগ হইলেও নিম্নলিখিত চরমপত্রের প্রতি বর্ত্তিবে, বিশেষতঃ—

আইন যত দূর বর্ত্তিবে, তাহার কথা।

(ক) উক্ত দেশের মধ্যে কিম্বা মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর হাইকোর্টের দেওয়ানী মোকদ্দমার আদৌ শুনিবার সাধারণ ক্ষমতা যে যে স্থানে বর্ত্তে সেই সেই স্থানে কোন হিন্দু কি জৈন কি শিখ কি বৌদ্ধ ১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিবসে কি তাঁহার পরে যে চরমপত্র ও তৎক্রোড়পত্র করেন, তাহার প্রতি, এবং

(খ) ঐ দেশের কি সীমার অন্তর্গত স্থাবর সম্পত্তিবিষয়ক তদ্রূপ যে চরমপত্র ও ক্রোড়পত্র ঐ সীমার বহির্ভূত স্থানে করা যায়, তাহার প্রতি বর্ত্তিবে।

উপবিধি।

৩ ধারা। কিন্তু তদ্রূপ কোন চরমপত্র কি ক্রোড়পত্র বিবাহ দ্বারা ব্যর্থ হইবে না।

আরো, চরমপত্রকারী ব্যক্তি উভয়পক্ষের বর্ত্তমানে যে সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া অন্যকে দিতে না পারিবেন, এই আইনের কোন কথাক্রমে তাঁহার চরমপত্রদ্বারা অন্যকে সেই সম্পত্তি প্রদান করিবার ক্ষমতা হইবে না, এবং এই আইনের দ্বিতীয় ধারা না থাকিলে চরমপত্রদ্বারা যাঁহাদের ভরণপোষণের স্বত্ব লোপ করিতে না পারিতেন এই আইনের কোন কথাক্রমে তাহা লোপ করিতে পারিবেন না।

এবং যে সম্পত্তি উভয় পক্ষের বর্ত্তমান হস্তান্তরক্রমে অন্যকে দেওয়া যাইতে না পারিত এক পক্ষ মরিলে সেই সম্পত্তি এই আইনের কোন কথাক্রমে ঐ মৃত ব্যক্তির চরমপত্রসংযুক্ত পত্রসাধকের কি দ্রব্য নিরূপণাধিকারীর প্রতি বর্ত্তিবে না।

এই আইনের কোন কথাদ্বারা পোষ্যপুত্র গ্রহণের, কিম্বা অকৃতচরমপত্র উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক কোন ব্যবস্থার বৈলক্ষণ্য হইবে না।

এবং কোন হিন্দু কি জৈন কি শিখ কি বৌদ্ধ ১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিবসের পূর্ব্বে সম্পত্তিতে যে সম্পর্ক সৃজন করিতে না পারিতেন এই আইনের কোন কথাক্রমে তাঁহার সেই সম্পর্ক সৃজন করিবার ক্ষমতা হইবে না।

১৭৯৯ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ২ ধারার অংশ রহিত হইবার কথা।

৪ ধারা। মহাম্মদীয় ভিন্ন যে ব্যক্তিরা বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশের অন্তর্গত জিলার আদালতের বিচারাধিপত্যে থাকেন, তাঁহাদের চরমপত্র-সাধকদের প্রতি ১৭৯৯ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের দ্বিতীয় ধারার কথা যত দূর সম্পর্ক রাখে উক্ত তারিখ অবধি ঐ কথা তত দূর রহিত হইবে।

অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর জেনেরল সাহেবের স্বত্ব রক্ষার কথা।

৫ ধারা। বঙ্গদেশে ও মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর জেনেরল সাহেবদের যে যে স্বত্ব ও কার্য্য ও বিশেষ ক্ষমতা আছে এই আইনের কোন কথাদ্বারা তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

অর্থ করণের ধারা।

৬ ধারা। উত্তরাধিকারিত্ববিষয়ক উক্ত আইনের ৩ ধারাতে যে যে শব্দের যে অর্থ নির্ণয় হইয়াছে, বিষয় বুঝিয়া কি পূর্ব্বাপর কথার সহিত সেই অর্থ অসঙ্গত না হইলে, উক্ত ৩ ধারায় যে অর্থ করা গিয়াছে, এই আইনের এবং ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিত্ববিষয়ক আইনের পূর্ব্বোক্ত সকল ধারাতে ও খণ্ডে সেই সেই শব্দের সেই সেই অর্থ ধরিতে হইবে।

এবং এই আইনমত চরমপত্রের ও ক্রোড়পত্রের প্রতি উত্তরাধিকারিত্ববিষয়ক উক্ত আইনের ৬২, ৬৩, ৯২, ৯৬, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩ ও ১৮২ ধারার অর্থ করণে, "পুত্র" "পুত্রগণ" "সন্তান" "সন্তানগণ" এই এই শব্দের মধ্যে পোষ্য সন্তান গণ্য এবং পুত্রের কি ঔরসসন্তানগণ এই শব্দে পোষ্য কি ঔরস সন্তানগণ ও গণ্য এবং পুত্রবধূ শব্দে পোষ্য পুত্রের স্ত্রী গণ্য এমত জ্ঞান করিতে হইবে।

এবং এই আইনমতে চরমপত্রসংযুক্ত কিম্বা চরমপত্রের প্রতিলিপি সংযুক্ত দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্বপত্র দান সময়ে উত্তরাধিকারিত্ববিষয়ক উক্ত আইনের ১৯৫ ধারার এবং হিন্দুদের চরমপত্রের আইন প্রচলিত না হইলে এই কথা সংযোগ হওয়ার ন্যায় ঐ ধারার অর্থ করিতে হইবে। এবং উক্ত উত্তরাধিকারিত্ববিষয়ক আইনের ১৯৮ ধারায় চরমপত্রাভাবে এই শব্দের পর এবং হিন্দুদের চরমপত্রবিষয়ক আইন প্রচলিত না হইলে এই কথা সংযোগ হওয়ার ন্যায় ঐ ধারার অর্থ করিতে হইবে। এবং উত্তরাধিকারিত্ববিষয়ক উক্ত আইনের ২৩০ ও ২৩১ ধারার হিন্দুদের চরমপত্রবিষয়ক আইন প্রচলিত হইলে এই কথা সংযোগ হওয়ার ন্যায় ঐ ঐ ধারার অর্থ করিতে হইবে।

সমাপ্ত

মহিমবর শ্রীল শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেল সাহেব মহোদয় কর্ত্তৃক ১৮৭৫ সালের ১৫ মার্চ্চ তারিখে অনুমোদিত হইল।

১৮৭৫ সালের ১৩ আইন।

প্রোবেট ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র বিষয়ক আইন সংশোধন করিবার আইন।

হেতুবাদ।

ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিত্ববিষয়ক ১৮৬৫ সালের আইন অনুসারে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন আদালত সীমা নির্দ্দেশ না করিয়া যে প্রোবেট (অর্থাৎ উত্তরাধিকারপত্রের প্রমাণপত্র) দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র দান করেন, তাহা যে প্রদেশের মধ্যে দেওয়া যায়, কেবল সেই প্রদেশে তাহার ফল দর্শে, কিন্তু কোন হাইকোর্ট সেই প্রকারের পত্র দিলে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত তাবদ্দেশে তাহা ফলোপধায়ক করা বিহিত এবং প্রোবেট ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব সার্টিফিকেট সম্পর্কে আদালতের ক্ষমতা বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইন সংশোধন করা বিহিত,—এই এই কারণে নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

১৮৬৫ সালের ১০ আইনের ৩ ধারায় নিয়োগ করিবার কথা।

১ ধারা। ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিত্ববিষয়ক ১৮৬৫ সালের ঐ আইনের ৩ ধারার শেষে এই এই কথা সংযোগ করিয়া দিতে হইবে,—"এবং ২৪২, ২৪২ ক, ২৪৬ ক, ও ২৭৭ ক ধারার কার্য্য পক্ষে রেঙ্গুণের রেকর্ডর সাহেবের আদালত ঐ শব্দে গণ্য"।

১৮৬৫ সালের ১০ আইনের ২৪২ ধারায় নূতন কথা সংযোগ করিবার কথা।

২ ধারা। ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিত্ববিষয়ক ১৮৬৫ সালের ঐ আইনের ২৪২ ধারায় এই উপবিধি সংযোগ করিয়া দিতে হইবে,—

হাইকোর্ট অনিরূপিত সীমার যে প্রবেট প্রভৃতি দেন, তাহার ফলের কথা।

"পরন্তু হাইকোর্ট ১৮৭৫ সালের এপ্রেল মাসের ১লা তারিখের পর যে প্রবেট ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র দেন, ঐ পত্র দানক্রমে প্রকারান্তরের আজ্ঞা না থাকিলে, তাহা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের তাবদ্দেশে তদ্রূপেই প্রবল হইবে"।

১৮৬৫ সালের ১০ আইনে সংযোগ করিবার কথা।

৩ ধারা। ঐ উপবিধির পর এই ধারা দিতে হইবে,—

যে হাইকোর্ট প্রবেট প্রভৃতি দেন অন্য কোর্টে তাহার সার্টিফিকেট পাঠাইতে হইবার কথা।

২৪২ ক ধারা। কোন হাইকোর্ট পূর্ব্বোক্ত বর্ণবিশিষ্ট প্রবেট কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব

পত্র প্রদান করিলে, রেজিষ্ট্রার, কিম্বা এই কার্য্য পক্ষে সেই হাইকোর্ট অন্য যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তিনি, অন্য প্রত্যেক হাইকোর্টে এই মর্ম্মের সার্টিফিকেট পাঠাইবেন,—

"অমুক স্থানের হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার (কিম্বা বিষয়বিশেষে অন্য কার্য্যকারক) আমি শ্রীঅমুক নিশ্চিতমতে এই কথা জানাইতেছি, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানের হাইকোর্ট অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুককে ও শ্রীঅমুককে অমুক স্থানবাসী মৃত অমুকের উইলের প্রবেট (কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র) প্রদান করিলেন। ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের তাবদ্দেশে মৃত ব্যক্তির যে সকল সম্পত্তি থাকে, তাহার উপর ঐ প্রবেট (কিম্বা পত্র) প্রবল থাকিবে।"

ও যে হাইকোর্ট ঐ সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন সেই কোর্ট তাহা গাঁথিয়া রাখিবেন।

১৮৬৫ সালের ১০ আইনের ২৪৬ ধারার পর যে ধারা দিতে হইবে, তাহার কথা।

৪ ধারা। ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিত্ববিষয়ক ১৮৬৫ সালের ঐ আইনের ২৪৬ ধারার পর এই ধারা দিতে হইবে,—

প্রবেট প্রভৃতি পাইবার দরখাস্তের মধ্যে আর যে বর্ণনা লিখিতে হইবে, তাহার কথা।

"২৪১ ক ধারা। উইলের যে প্রবেট কিম্বা মৃত ব্যক্তির বিষয় নিরূপণাধিকারিত্ব যে পত্র ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত তাবদ্দেশে প্রবল করিবার অভিপ্রায় থাকে, কোন ব্যক্তি হাইকোর্টে তদ্রূপ প্রবেট কি পত্র পাইতে দরখাস্ত করিলে, এই আইনের ২৪৪ ও ২৪৬ ধারায় তাঁহার প্রতি যে যে কথা লিখিবার আদেশ আছে, তদতিরিক্ত পূর্ব্বোক্তরূপে প্রবল হইবার অভিপ্রায় সহিত সেই উইলের প্রবেট কিম্বা সেই সম্পত্তির নিরূপণাধিকারিত্বপত্র পাইবার কোন দরখাস্ত তাহার বিশ্বাসমতে অন্য কোন হাইকোর্টে করা যায় নাই, এই কথাও তাঁহার লিখিতে হইবে।

যদি অন্য ব্যক্তির দ্বারা সেই প্রকারের দরখাস্ত করা গিয়া থাকে, তবে যে হাইকোর্টে করা গেল, ও যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা করিলেন তাঁহার কি তাঁহাদের নাম, ও তৎপ্রযুক্ত যে কার্য্যানুষ্ঠান হইয়াছে তাহাও লিখিয়া জানাইবেন।

এই আইনের ২৪২ ধারার উপবিধিমতে যে হাইকোর্টে দরখাস্ত করা যায়, সেই হাইকোর্ট বিহিত বোধ করিলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

১৮৬৫ সালের ১০ আইনের ২৭৭ ধারার পর যে ধারা দিতে হইবে, তাহার কথা।

৫ ধারা। ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিত্ববিষয়ক ১৮৬৫ সালের ঐ আইনের ২৭৭ ধারার পরে এই ধারা দিতে হইবে,—

ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত যেস্থানে সম্পত্তি থাকুক নির্দ্দিষ্ট পত্রের মধ্যে তাহা ধরা যাইতে পারিবার কথা।

"২৭৭ক ধারা। যে প্রবেট কি দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্বপত্র ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের তাবদ্দেশে প্রবল করিবার অভিপ্রায় থাকে, এমত প্রবেট কি পত্র পাইবার প্রার্থনা হইলে, যদি মৃত ব্যক্তি ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত দুই কি তদধিক প্রদেশে সম্পত্ত রাখিয়া ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে মরেন, তবে উক্ত প্রত্যেক প্রদেশে তাঁহার স্থাবর কি অস্থাবর যে বিষয় থাকে, অর্থাৎ (অর্থাৎ

উইলের নিরূপিত কর্ম্ম সম্পাদক) কিম্বা ১৮৭৫ সালের এপ্রেল মাসের প্রথম দিবসের পর যে ব্যক্তি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র প্রার্থনা করেন, তিনি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির নির্ঘণ্টপত্রের মধ্যে ঐ সকল বিষয় ধরিবেন।

এবং ঐ ঐ প্রদেশে যে যে সম্পত্তি থাকে, ঐ নির্ঘণ্টপত্রের মধ্যে সেই সেই সম্পত্তির মূল্য স্বতন্ত্র লেখা যাইবে, এবং ঐ প্রোবেট কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র যে সম্পত্তি সম্পর্কীয় হয়, তাহা বিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত যে স্থানেই থাকুক, ঐ সম্পত্তির সমুদয় টাকার কি তাহার মোট মূল্যের উপর ঐ প্রোবেটের কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্রের ফী লওয়া যাইবে।"

১৮৭০ সালের ৭ আইনে যে কথা সংযোগ করা যাইবে, তাহার কথা।

৬ ধারা। আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের ৭ আইনের ১৯ ধারার পর, এই অধ্যায় সংযোগ করিয়া দিতে হইবে।

৩ক অধ্যায়।

প্রোবেট ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব সার্টিফিকেটের বিধি।

আদালতের অতিরিক্ত ফি লওয়া গেলে, তৎপ্রতিকারের কথা।

১৯ক ধারা। যে ব্যক্তি উইলের প্রবেট কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র প্রার্থনা করেন, তিনি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির যে মূল্য ধরিয়াছেন, পশ্চাৎ যদি সেই সম্পত্তির তত মূল্য নয় প্রমাণ হইয়া থাকে, ও অতিরিক্ত মূল্য ধারাপ্রযুক্ত যদি তিনি আদালতের অতিরিক্ত ফী দিয়া থাকেন, তবে প্রবেট কি পত্র যে প্রদেশে দেওয়া গেল, ঐ সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য নির্ণয় হইলে পর সেই ব্যক্তি ছয় মাসের মধ্যে সেই প্রদেশের রাজস্বের তত্ত্বাবধারী প্রধান কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ঐ প্রবেট কি পত্র উপস্থিত করিয়া দিলে,

এবং ঐ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির বিস্তারিত নির্ঘণ্টপত্র ও মূল্যনিরূপণপত্র আফিডেবিট কি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাক্রমে সত্যাকৃত হইয়া সেই কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আনিয়া দিলে।

ও সেই প্রোবেটের কি পত্রের উপর আইন অনুসারে যত ফী দেওয়া উচিত, তাহার অধিক দেওয়া গিয়াছে ঐ কর্ত্তৃপক্ষ ইহা জানিতে পাইলে,

ঐ কর্ত্তৃপক্ষ

(ক) ঐ প্রোবেটের কি পত্রের উপর যে ষ্ট্যাম্প দেওয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বে অকর্ম্মণ্য করা না গেলে, অকর্ম্মণ্য করিতে পারিবেন,

(খ) ও তৎপরিবর্ত্তে ঐ পত্রাদির উপর আদালতের যত রসুম দেওয়া উচিত ছিল, তাহার অঙ্ক ষ্ট্যাম্প বসাইয়া দিতে পারিবেন, ও

(গ) নষ্ট করা ষ্ট্যাম্প লইয়া যদ্রূপ কার্য্য হইয়া থাকে, তিনি তদ্রূপেই ঐ দুই ষ্ট্যাম্পের মূল্যের বিশেষ ধরিয়া দিবেন, কিম্বা আপনার বিবেচনামতে নগদ দিয়া ঐ মূল্যের বিশেষ ফিরিয়া দিবেন।

মৃত ব্যক্তির বিষয় হইতে তাহার ঋণ শোধ করা
গেলে পর উপকারের কথা।

১৯খ ধারা। উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্য সম্পাদক কিম্বা দ্রব্য নিরূপণাধিকারী মৃত ব্যক্তির যত টাকা ঋণ শোধ করিয়াছেন, তাঁহার সম্পত্তির টাকা কি মূল্য হইতে তত টাকা বাদ দিলে, ঐ সম্পত্তি কি তাহার মূল্য যত টাকা পর্য্যন্ত কমিয়া যায়, যদি ঐ সম্পত্তির মোটে তত টাকা কিম্বা তত মূল্য ধরা যাইত, তবে এই আইনমতে ঐ সম্পত্তির নিমিত্ত প্রবেটের কিম্বা দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্বপত্রের জন্যে আদালতের রসুম বলিয়া যত টাকা দেওয়া গেল, তদপেক্ষা কম টাকা লাগিত, এই কথা উক্ত কর্ত্তৃপক্ষের হৃদ্বোধমতে প্রমাণ করা গেলে,

এবং ঐ প্রবেটের কি পত্রের তারিখের পর তিন বৎসরের মধ্যে আদালতের ঐ রসুমের বিশেষ দাওয়া করা গেলে, উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ তাহা ফিরিয়া দিতে পারিবেন।

কিন্তু আদালতে কোন মোকদ্দমা হওয়া প্রযুক্ত মৃত ব্যক্তির ঋণ নিশ্চিতমতে জানা যাইতে ও শোধ হইতে না পারিলে কিম্বা তাঁহার তাবৎ বিষয় সংগৃহীত হইয়া ঋণ শোধার্থে প্রয়োগ করা যাইতে না পারিলে ও তৎপ্রযুক্ত যদি উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসম্পাদক কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারী ঐ তিন বৎসর মিয়াদের মধ্যে ঐ টাকার বিশেষ ফিরিয়া পাইবার দাওয়া করিতে না পারেন, তবে উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ সাহেব ভাবগতিক বিবেচনায় ঐ দাওয়া করিবার নিমিত্ত আর যত কাল যুক্তিসিদ্ধ বোধ করেন, ঐ মিয়াদ ততকাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

দুই কি অধিকবার পত্র দেওয়া গেলে, তৎপ্রতিকারের কথা।

১৯গ ধারা। কোন ব্যক্তির বিষয়ের অন্তর্গত সমুদয় সম্পত্তির নিমিত্ত প্রবেট কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র দেওয়া গেলে ও এই আইনমতে যত টাকা ফী লওয়া যাইতে পারে, পূরা তত টাকা দেওয়া গেলে পর, যদি সেই বিষয়ের অন্তর্গত সমুদয় সম্পত্তির কিম্বা তাহার কোন অংশের নিমিত্ত তদ্রূপ অন্য পত্র দেওয়া যায়, তবে এই আইনমতে আর ফী লওয়া যাইবে না।

কোন বিষয়ের একাংশ বলিয়া কোন সম্পত্তির নিমিত্তে প্রবেট কি নিরূপণাধিকারিত্বপত্র দেওয়া গেলে পর, ঐ পত্র যে, সম্পত্তির নিমিত্ত দেওয়া গেল, সেই বিষয়ের অন্তর্গত সেই সম্পত্তির নিমিত্ত, কিম্বা ঐ সম্পত্তি যাহার মধ্যে ধরা গিয়াছে তাহার নিমিত্ত যদি সেই প্রকারের অন্য পত্র দেওয়া যায়, তবে এই আইন অনুসারে যে ফী দেওয়া গিয়াছিল তাহা বাদ দেওয়া যাইবে।

ন্যস্ত ধনবিষয়ে যে প্রবেট দেওয়া যায়, তাহার জন্যে আদালতের রসুম দেওয়া
না গেলেও তাহা সিদ্ধ প্রকাশ করিবার কথা।

১৯ঘ ধারা। স্থাবর কি অস্থাবর কোন সম্পত্তির সমুদয় কি একাংশ যদি ন্যস্তস্বরূপে মৃত ব্যক্তির অধিকারে থাকিত কিম্বা তাঁহার ঐ বিষয় পাইবার অধিকার থাকে তবে, ঐ মৃত ব্যক্তির উইলের প্রবেটের কিম্বা তাহার বিষয়ের নিরূপণাধিকারিত্বপত্রের নিমিত্ত তাঁহার বিষয়ের যত টাকা কি যত মূল্য ধরিয়া আদালতের রসুম দেওয়া গেল, তাহার মধ্যে ঐ ন্যস্ত সম্পত্তি কি তাহার মূল্য ধরা না গেলেও, তাঁহার উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসম্পাদকদের কি তাঁহার

দ্রব্যনিরূপণাধিকারীদের ঐ সম্পত্তি আদায় করিবার কি হস্তান্তর কি নিরূপণ করিবার পক্ষে ঐ প্রবেট কি পত্র সিদ্ধ হইবে ও তাঁহাদের ব্যবহার্য্য বলিয়া জ্ঞান হইবে।

প্রবেট প্রভৃতির নিমিত্ত আদালতের অতি অল্প রসুম দেওয়া গেলে,

তদ্বিষয়ের বিধানের কথা।

১৯চ ধারা। কোন ব্যক্তি প্রবেট কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারবিত্বপত্র প্রার্থনা করিয়া, পশ্চাৎ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির যত মূল্য প্রমাণ হইল, তদপেক্ষা অল্প মূল্য ধরাপ্রযুক্ত যদি তাহার উপর আদালতের অল্প রসুম দিয়া থাকেন, তবে আফিডেবিট কি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাক্রমে মৃত ব্যক্তির বিষয়ের মূল্য সত্যাকৃত করা গেলে পর, ঐ প্রোবেট কি পত্রের উপর প্রথম আদালতের যত টাকা রসুম দেওয়া গিয়াছিল, যে প্রদেশে ঐ প্রবেট কি পত্র দেওয়া গেল, সেই প্রদেশের রাজস্বসম্বন্ধীয় প্রধান কর্ত্তৃপক্ষ সাহেব ঐ টাকার কোন অংশ ফিরিয়া না দিয়া, ঐ মূল্য লক্ষ্য করিয়া প্রথমে আদালতের অসম্পূর্ণ যত রসুম দেওয়া উচিত ছিল, তাহা দেওয়া গেলে, ও তদ্ভিন্ন দণ্ড, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রবেট কি পত্র দিবার পর এক বৎসরের মধ্যে ধরিয়া আনা গেলে, আদালতের ঐ উপযুক্ত রসুমের পাঁচ গুণ দণ্ড, ও ঐ তারিখ অবধি এক বৎসরের পর আনা গেলে, বিশগুণ দণ্ড দেওয়া গেলে, ঐ প্রবেটে কি ঐ দ্রব্য নিরূপণাধিকারবিত্বপত্রে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প বসাইবেন।

কিন্তু বিষয়ের প্রকৃত মূল্য নিশ্চিতমতে জানা গেলে পর, ও প্রোবেটের কিম্বা পত্রের উপর আদালতের যে রসুম প্রথমে দেওয়া গিয়াছিল, তাহা অল্প বলিয়া প্রকাশ হইলে পর, যদি ছয় মাসের মধ্যে দরখাস্ত করা গিয়া থাকে, এবং ভ্রমক্রমে, কিম্বা ঐ বিষয়ের কোন বিশেষ অংশ মৃত ব্যক্তির বিষয় যে ছিল, ইহা তৎকালে জানা না যাওয়াতে ঐ অল্প রসুম দেওয়া গেল, ও প্রতারণা করিবার কিম্বা আদালতের উপযুক্ত রসুম দিতে বিলম্ব করিবার অভিপ্রায়ে ঐ অল্প রসুম দেওয়া যায় নাই, উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, তিনি উক্ত দণ্ড ক্ষমা করিতে পারিবেন, এবং প্রথমে যে টাকা দেওয়া গিয়াছিল, তদতিরিক্ত ঐ রসুম পূর্ণ করিতে যত টাকা বাকী থাকে, তাহা দেওয়া গেলে পর, তিনি সেই প্রবেটে কি পত্রে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প বসাইতে পারিবেন।

১৯ চ ধারামতে পত্রে ষ্ট্যাম্প বসাইবার পূর্ব্বে দ্রব্যনিরূপকের জামিন

দিতে হইবার কথা

১৯ ছ ধারা। মৃত ব্যক্তির দ্রব্যনিরূপণাধিকারবিত্বপত্রের উপর যদি প্রথমে আদালতের অতি অল্প রসুম দেওয়া গিয়া থাকে, তবে মৃত ব্যক্তির বিষয়ের সম্পূর্ণ মূল্য নিশ্চিতমতে নির্দ্দিষ্ট হইয়া ঐ পত্র দেওয়া গেলে, আইনমতে ঐ দ্রব্যনিরূপকের যদ্রূপ জামিন দেওয়া উচিত ছিল, যে আদালত ঐ দ্রব্যনিরূপণাধিকারবিত্বপত্র দিলেন, দ্রব্যনিরূপক সেই আদালতে তদ্রূপ জামিন না দিলে, উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্বোক্তমতে ঐ পত্রে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প বসাইবেন না।

অল্প রসুম দেওয়া গেল ইহা প্রকাশ হইবার পর, উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্ম
সম্পাদক প্রভৃতি ছয় মাসের মধ্যে প্রবেট প্রভৃতির উপর
আদালতের সম্পূর্ণ রসুম না দিলে,
তাহার কথা।

১৯ জ ধারা। কোন ভুলক্রমে, কিম্বা মৃত ব্যক্তির বিষয়ের কোন বিশেষ অংশ তাঁহারই বিষয় ছিল, ইহা তৎকালে জানা না যাওয়াতে, যদি কোন প্রবেটের কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্রের উপর আদালতের অল্প রসুম দেওয়া গিয়া থাকে, তবে উইলক্রমে নিরূপিত যে কর্ম্মসম্পাদক কিম্বা যে দ্রব্যনিরূপক সেই প্রবেট কি নিরূপণাধিকারিত্বপত্রমতে কার্য্য করেন, তিনি ১৮৭৫ সালের এপ্রেল মাসের প্রথম তারিখের পর ছয় মাসের মধ্যে, কিম্বা ঐ ভুল প্রকাশ হইবার পর, কিম্বা কোন বিষয় মৃত ব্যক্তিরই বিষয় বলিয়া জানা যাওয়ার পর, ছয় মাসের মধ্যে, উক্ত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত না করিলে, ও ঐ প্রবেটের কি পত্রের উপর প্রথমে যে টাকা দেওয়া গিয়াছিল, তদতিরিক্ত আদালতের রসুম পূর্ণ করিতে যত টাকা বাকী থাকে, তাহা না দিলে, তাঁহার এক সহস্র টাকা দণ্ড, ও আদালতের উপযুক্ত রসুম পূর্ণ করিবার নিমিত্ত যত টাকা বাকী থাকে, তাহার উপর শতকরা দশ টাকার হিসাবে আর দণ্ড হইবে।

১৮৫৮ সালের ৪০ আইন ও ১৮৬৪ সালের ২০ আইনমতে যে যে
সার্টিফিকেট দেওয়া যায়, তাহার উপর ১৯ ক অবধি
১৯ জ পর্য্যন্ত সমস্ত ধারা খাটিবার
কথা।

১৯ ঝ ধারা। বঙ্গদেশের ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে নাবালগদের ও তাঁহাদের সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিবার সু-বিধান করণার্থ ১৮৫৮ সালের ৪০ আইন, কিম্বা বোম্বাই দেশে নাবালগদের, ও তাহাদের সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিবার সু-বিধান করণার্থ ১৮৬৪ সালের ২০ আইনমতে যে যে সার্টিফিকেট দেওয়া যায়, ১৯ ক অবধি ১৯ জ পর্য্যন্ত সমস্ত ধারার কথা প্রয়োজনমতে পরিবর্ত্তন করিলে, সেই সেই ধারাও ঐ সার্টিফিকেটের প্রতি, এবং ঐ সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ব্যক্তিদেরও প্রতি খাটিবে।

১৮৭৫ সালের ১৩ আইন সমাপ্ত।

উ

মহামহিম শ্রীলশ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল মহোদয় কর্তৃক ১৮৮১ সালের ২১ জানুয়ারি তারিখে অনুমোদিত হইল।

১৮৮১ সালের ৫ আইন।

নির্দ্দিষ্ট মৃত ব্যক্তিদিগের উইল প্রবেট ও তাঁহার ইষ্টেট সংক্রান্ত দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্বপত্র প্রদান করণার্থ বিধান করিবার আইন।

হেতুবাদ।

যে যে স্থলে ১৮৬৫ সালের ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক আইন না খাটে, সেই সেই স্থলে নির্দ্দিষ্ট মৃত ব্যক্তিগণের উইল, প্রবেট ও তাহাদিগের ইষ্টেট সংক্রান্ত দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্বপত্র দিবার নিমিত্ত বিধান করা বিহিত, অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে যথা।—

প্রথম অধ্যায়।

অনুক্রমণিকা।

সংক্ষেপ নামের কথা।

১ ধারা। এই আইন ১৮৮১ সালের প্রবেট ও দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্ব বিষয়ক আইন নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

স্থানীয় ব্যাপ্তির কথা।

সমুদয় ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে ইহা চলিবে।

যখন প্রচলিত হইবে তাহার কথা।

১৮৮১ সালের ১লা এপ্রেল হইতে ইহা প্রবল হইবে।

কোন কোন ব্যক্তির প্রতি খাটিবে তাহার কথা।

২ ধারা। ২ অবধি ১৩ পর্য্যন্ত ধরিয়া সকল অধ্যায় যে কোন হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ ও ১৮৬৫ সালের ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারবিষয়ক আইনের ৩৩২ ধারাক্রমে অব্যাহতিপ্রাপ্ত যে ব্যক্তি ১৮৮১ সালের উক্ত ১লা এপ্রেল তারিখের পূর্ব্বে ও পরে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি খাটিবে।

কিন্তু ইহার লিখিত কোন কথাতে সেই তারিখের পূর্ব্বে রীতিমতে কৃত সম্পত্তির কোন হস্তান্তর অসিদ্ধ যে করিতেছে এমত জ্ঞান করা যাইবে না।

আরো বিধান করা যাইতেছে যে, যে যে স্থলে ১৮৭০ সালের হিন্দু উইল (চরমপত্র) সংক্রান্ত আইন খাটে, সেই সেই স্থল ছাড়া কলিকাতা মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরের তথা যখন যেমন ব্রিটনীয় ব্রহ্মপ্রদেশের চীফ কমিশ্যনর কর্তৃক শাসন নির্ব্বাহিত প্রদেশসমূহের সীমার বহির্গত স্থানীয় দেশের কোন আদালত এবং ইহার দ্বারা ঐরূপ স্থানীয় দেশের উপর প্রদত্ত

তত্তুল্য বিচারাধিপত্য চালাইতে কোন হাইকোর্ট যদবধি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে শ্রীলশ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের অনুমোদন গ্রহণ করিয়া রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রচার করতঃ তদ্রূপাচরণের ক্ষমতা না দিবেন, তদবধি প্রবেট ও দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্ব পত্র পাইবার প্রার্থনায় কোন দরখাস্ত গ্রহণ করিবেন না।

অর্থ করণের ধারা।

৩ ধারা। এই আইনের লিখিত পূর্ব্বাপর কোন কথার অসঙ্গত না হইলে।

"প্রদেশ"

প্রদেশ শব্দে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের যে খণ্ড শেষ আশ্রয়ের এক বিচারালয় আছে, তাহাও গণ্য।

অপ্রাপ্ত-ব্যবহার ব্যক্তি ও অপ্রাপ্ত-ব্যবহারের সময়।

অপ্রাপ্ত-ব্যবহার ব্যক্তি শব্দে ১৮৭৫ সালের প্রাপ্ত ব্যবহার বিষয়ক আইনের অধীন যে কোন ব্যক্তি সেই আইনের মর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত ব্যবহারের অবস্থাতে উত্তীর্ণ না হইয়াছেন এবং অপর যে ব্যক্তির আঠারো বৎসর সম্পূর্ণ বয়ঃক্রম হয় নাই, তাহাকে বুঝাইবে এবং অপ্রাপ্তব্যবহারের সময় শব্দে ঐরূপ কোন ব্যক্তির বয়সকে বুঝাইবে।

উইল।

"উইল" শব্দে উইলকর্ত্তা কর্ত্তৃক আপনার সম্পত্তি সম্পর্কে যে যে অভিপ্রায় তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে কার্য্যে পরিণত হইবার ইচ্ছা থাকে, সেই সেই অভিপ্রায়ে বৈধ প্রকারকে বুঝাইবে।

উইলের ক্রোড়পত্র।

"উইলের ক্রোড়পত্র" উইল সংক্রান্ত কৃত যে নিদর্শনপত্রে উক্ত উইলের লিখিত ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করে, পরিবর্ত্তন করে কিম্বা সংযোগ করে, তাহাকে বুঝাইবে। ইহাকে সেই উইলের অতিরিক্ত অংশ বলিয়া গণ্য করা যায়।

চরমদান।

নির্দ্দিষ্ট চরমদান শব্দে কোন নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তি হইতে যে মুমূর্ষু দাতব্য প্রদান করিবার আদেশ হয় তাহাকে বুঝায়।

কর্ম্ম নির্ব্বাহক।

কর্ম্ম নির্ব্বাহক শব্দে যে ব্যক্তির উপর কোন মৃতব্যক্তির শেষ উইলের নির্ব্বাহকর্ত্তৃত্ব উইলকর্ত্তার নিয়োগক্রমে ভার অর্পিত হইয়া থাকে, তাহাকে বুঝাইবে।

দ্রব্যনিরূপণাধিকারী।

দ্রব্য নিরূপণাধিকারী শব্দে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন কর্ত্তৃপক্ষ কর্ম্ম নির্ব্বাহক না থাকার স্থলে যে ব্যক্তিকে কোন মৃত ব্যক্তির ইষ্টেট নিরূপণাধিকার করিতে নিযুক্ত করেন, সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

জিলা-জজ।

জিলা-জজ শব্দে আদিম বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট কোন প্রধান দেওয়ানী আদালতের বিচারপতিকে বুঝাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রবেট ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র প্রদানের বিধি।

কর্ম্মনির্ব্বাহক কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারীর পদবী ও স্বামিত্বের কথা।

৪ ধারা। মৃত ব্যক্তির কর্ম্মনির্ব্বাহক হউন কি দ্রব্য নিরূপণাধিকারী হউন, তিনি সর্ব্বতোভাবে তাহার বৈধ প্রতিনিধি হয়েন এবং সেই মৃতব্যক্তির সমুদয় সম্পত্তি তদ্রূপে তাঁহাকে বর্ত্তে।

কিন্তু উল্লিখিত কোন কথাতে কোন মৃত ব্যক্তির যে সম্পত্তি উত্তরজীবিত হেতু তদন্যথায় অন্য ব্যক্তিকে গিয়া পৌঁছিত, তাহা এক কর্ম্ম নির্ব্বাহককে কিম্বা দ্রব্য নিরূপণাধিকারীকে বর্ত্তিবে না।

বর্ত্তিয়ে প্রমাণ করা উইলের অকৃত্রিম প্রতিলিপির নকলসংযুক্ত দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বের কথা।

৫ ধারা। প্রদেশের বহিস্থ্যনস্থিত যথা ব্রিটনীয়দের রাজ্য মধ্যে কি বিদেশে হউক উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতে যখন কোন উইল প্রমাণ ও আমানত করা হইয়া থাকে এবং উইলের পরিশুদ্ধ প্রতিলিপি দাখিল করা যায়, তখন ঐরূপ প্রতিলিপির এক নকল সংযুক্ত করিয়া দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্বপত্র প্রদান করা যাইতে পারিবে।

কেবল নিযুক্ত কর্ম্মনির্ব্বাহককে প্রোবেট দিবার কথা।

৬ ধারা। উইলক্রমে নিযুক্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহককে কেবল প্রোবেট দেওয়া যাইতে পারিবে।

নিয়োগ প্রকাশ্য ও ভাবত হইবার কথা।

৭ ধারা। নিয়োগ হয় প্রকাশ্য, না হয় প্রয়োজনীয় ভাবক্রমে হইতে পারে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ উইল করিয়া এই বন্দোবস্ত করে যে, যদি বলরাম না হয়, তবে চন্দ্র তাহার কর্ম্মনির্ব্বাহক হইবে। এস্থলে ভাবক্রমে বলরাম কর্ম্মনির্ব্বাহক নিযুক্ত হইল।

(খ) আনন্দ রামাকে এক চরমদান ও অন্যান্য ব্যক্তিকে বিশেষতঃ তন্মধ্যে তাহার পুত্রবধূ চাঁপাকে অন্যান্য চরমদান করিয়া পরে লেখে যে "যদি এই অন্তর্ভূত উইলোক্ত চাঁপা জীবিত না থাকে, তাহা হইলে এতদ্দ্বারা রামাকে সুনিশ্চিত করিয়া আমার সমুদায় ও সম্যক্ কর্ম্মনির্ব্বাহিকা নিযুক্ত করিতেছি। এস্থলে ভাবক্রমে চাঁপা কর্ম্মনির্ব্বাহিকা নিযুক্ত হইল।"

(গ) আনন্দ অনেকানেক ব্যক্তিকে আপনার উইলের ও তৎসংক্রান্ত কয়েক খানি ক্রোড়পত্রের কর্ম্মনির্ব্বাহক এবং তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে শেষ সম্পদের দানপাত্র নিযুক্ত করেন কিন্তু আর একখানি ক্রোড়পত্রে এই সকল লেখা আছে যথা,—"আমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে অবশিষ্ট চরমদানপাত্র নিযুক্ত করিয়া তাহাকে এই ক্ষমতা দিতেছি যে, সে ব্যক্তি আমার উইলের ও তৎসংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন তারিখের কএক ক্রোড়পত্রের বিরুদ্ধে বৈধ দাওয়া সমূহ মিটাইবেন। এস্থলে ভাবক্রমে সেই ভ্রাতুষ্পুত্রই এক কর্ম্মনির্ব্বাহক নিযুক্ত হইতেছেন।"

যে যে ব্যক্তিকে প্রোবেট দেওয়া যাইতে পারে না, তাহার কথা।

৮ ধারা। যে ব্যক্তি অপ্রাপ্তব্যবহার কিম্বা ক্ষিপ্তমনা তাহাকে প্রোবেট দেওয়া যাইতে পারে না।

একৃকালীন কি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কর্ম্মনির্ব্বাহককে
প্রোবেট প্রদানের কথা।

৯ ধারা। যখন অনেক ব্যক্তি কর্ম্মনির্ব্বাহক নিযুক্ত হয়, তখন এককালীন কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাহাদিগকে প্রোবেট দেওয়া যাইতে পারিবে।

উদাহরণ।

প্রকাশ্য নিয়োগক্রমে আনন্দ এবং ভাবক্রমে চন্দ্র বলরামের উইলের কর্ম্মনির্ব্বাহক হইলেন। এস্থলে হয় এককালীন আনন্দ ও চন্দ্রকে, না হয় আনন্দকে প্রথমে ও তৎপরে চন্দ্রকে অথবা প্রথমে চন্দ্রকে তৎপরে আনন্দকে প্রোবেট দেওয়া যাইতে পারে।

প্রোবেট দিবার পরে আবিষ্কৃত ক্রোড়পত্রে স্বতন্ত্র প্রোবেটের কথা।

১০ ধারা। প্রোবেট প্রদত্ত হইবার পরে কোন ক্রোড়পত্র আবিষ্কৃত হইলে যদি তাহাতে সেই উইলক্রমে নিযুক্তকর্ম্ম নির্ব্বাহকগণের নিয়োগ কোন রকমে অন্যথা না করিয়া থাকে, তবে সেই ক্রোড়পত্রের স্বতন্ত্র প্রোবেট দেওয়া যাইতে পারিবে।

ক্রোড়পত্রক্রমে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মনির্ব্বাহক নিযুক্ত
করা হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

যদি ঐ ক্রোড়পত্রক্রমে বিভিন্ন কর্ম্মনির্ব্বাহকগণ নিযুক্ত হইয়া থাকে, তবে সেই উইলের প্রোবেট প্রত্যাবর্ত্তন করা এবং সেই উইল ও ক্রোড়পত্রের একত্রে এক নূতন প্রোবেট প্রদান করা আবশ্যক।

উত্তরজীবী কর্ম্মনির্ব্বাহককে প্রতিনিধিত্ব বর্ত্তিবার কথা।

১১ ধারা। যখন অনেক কর্ম্মনির্ব্বাহককে প্রোবেট প্রদত্ত হইয়া থাকে, ও তন্মধ্যে এক জন মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, তবে সেই উইলকর্ত্তার সম্যক প্রতিনিধিত্ব সেই উত্তরজীবী কর্ম্মনির্ব্বাহককে কিম্বা কর্ম্মনির্ব্বাহকগণে বর্ত্তে।

প্রোবেটের ফলের কথা।

১২ ধারা। এক উইলের প্রোবেট প্রদত্ত হইলে সেই উইলকর্ত্তার মৃত্যু হইতে সেই উইল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কর্ম্মনির্ব্বাহক কর্ম্মনির্ব্বাহকস্বরূপে ইতিমধ্যে যে যে কর্ম্ম করিয়া থাকেন, সেই সেই কর্ম্ম প্রসিদ্ধ হয়।

কাহাকে দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্ব প্রদত্ত হইতে পারিবে না, তাহার কথা।

১৩ ধারা। যে ব্যক্তি অপ্রাপ্তব্যবহার কিম্বা ক্ষিপ্তমনা, তাঁহাকে নিরূপণাধিকারিত্ব পত্র দেওয়া যাইতে পারিবে না।

নিরূপণাধিকারিত্ব পত্রের ফলের কথা।

১৪ ধারা। দ্রব্যনিরূপণাধিকারী দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র পাইলে, যে ব্যক্তি উইল না করিয়া মরিয়াছে, ঠিক যেন তাহার মৃত্যুর পরেই সেই দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্ব প্রদত্ত হইয়াছিল এই ভাবে তাহার সমুদায় অধিকার উক্ত দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্বে অর্শিবে।

দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্বক্রমে কার্য্য প্রসিদ্ধ না হইবার কথা।

১৫ ধারা। দ্রব্য নিরূপণাধিকারীর যে যে মধ্যবর্ত্তী কার্য্য উইল না করিয়া মৃত ব্যক্তির ইষ্টেটের লাঘব বা হানি করিতে উদ্যত হয়, সেই সেই কার্য্য দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্ব পত্র দ্বারা প্রসিদ্ধ করা যাইবে না।

কর্ম্মনির্ব্বাহক পরিত্যাগ না করিলে দ্রব্য
নিরূপণাধিকারিত্ব দিবার কথা।

১৬ ধারা। যখন কর্ম্মনির্ব্বাহকস্বরূপে যে ব্যক্তি নিযুক্ত হয়, সে ব্যক্তি কর্ম্মনির্ব্বাহকত্ব সংক্রান্ত পদ পরিত্যাগ না করে, তখন সেই কর্ম্মনির্ব্বাহক আপনার কর্ম্মনির্ব্বাহকের পদ গ্রহণ কি পরিত্যাগ করিবে এই মর্ম্মের তলবপত্র বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব পত্র অন্য কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে না।

বর্জ্জিত কথা।

কেবল যখন এক বা ততোধিক কর্ম্মনির্ব্বাহক এক উইল সপ্রমাণ করিয়া থাকেন, তখন যাহারা ঐরূপ প্রমাণ করিয়াছিলেন, তাহারা সকলে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলে যাহারা তাহা সপ্রমাণ করেন নাই, তাহাদিগকে তলব না দিয়া আদালত দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব পত্র দিতে পারিবেন।

কর্ম্মনির্ব্বাহকের পদ পরিত্যাগের পাঠ ও ফলের কথা।

১৭ ধারা। হয় বাচনিকে, না হয় লিখিয়া জজের সম্মুখে সেই পদ পরিত্যাগ করা যাইতে পারিবে এবং একবার পরিত্যাগ করিলে যে উইলে তাহাকে কর্ম্মনির্ব্বাহক নিযুক্ত করা গেল, তাহার প্রোবেটের নিমিত্ত তৎপরে আর সেই পরিত্যাগকারী ব্যক্তি প্রার্থনা করিতে পারিবে না।

নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে কর্ম্মনির্ব্বাহক পরিত্যাগ বা গ্রহণ
করিতে ত্রুটি করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৮ ধারা। স্বীকার কি অস্বীকার করণের যে কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে কর্ম্মনির্ব্বাহক সেই কর্ম্মনির্ব্বাহকের পদ পরিত্যাগ করিলে কিম্বা গ্রহণ করিতে ত্রুটি করিলে সেই উইল প্রমাণ করিতে পারা যাইবে এবং উইলে কর্ম্মনির্ব্বাহককে নিযুক্ত না করিলে যেরূপে হইত, সেইরূপে যে ব্যক্তি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব পাইবার অধিকারী হন, সেই উইলের এক প্রতিলিপি সমেত তাহাকে দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব দিতে পারা যাইবে।

সাধারণ কি শেষসম্পদ চরম দানপাত্রকে দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব দিবার কথা।

১৯ ধারা। যখন মৃত ব্যক্তি এক উইল করিয়া যান, কিন্তু এক জন কর্ম্মনির্ব্বাহক নিযুক্ত না করিয়া থাকেন অথবা যে একজন কর্ম্মনির্ব্বাহক নিযুক্ত করিয়া থাকেন, সে ব্যক্তি হয় বৈধমতে অসমর্থ হন কিম্বা কর্ম্ম করিতে অস্বীকার করেন, কি উইলকর্ত্তার মৃত্যুর পূর্ব্বে কিম্বা তাহার উইল প্রমাণ করিবার অগ্রে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছেন অথবা উইল প্রমাণ করিবার পরে কিন্তু মৃত ব্যক্তির ইষ্টেট সরবরাহ করিবার পূর্ব্বে সেই কর্ম্মনির্ব্বাহক মৃত্যুপ্রাপ্ত হন।

তখন সাধারণ বা শেষসম্পদ চরমদানপাত্রকে সেই উইল প্রমাণ করিতে গ্রাহ্য করা যাইতে

পারিবে এবং সেই সমুদয় ষ্টেট কিম্বা তাহার যে অংশ সবরাহ করা হয় নাই, সেই উইল সংযুক্তে সেই অংশের দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র তাহাকে দেওয়া যাইবে।

মৃত শেষসম্পদ চরমদানপাত্রের প্রতিনিধিব দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব স্বত্বেব কথা।

২০ ধারা। যে শেষসম্পদ চরমদানপাত্রের লাভজনক সম্পর্ক থাকে, সে ব্যক্তি উইলকর্ত্তার উত্তরজীবী হইয়াও যখন সেই ষ্টেট সম্পূর্ণরূপে সবররাহ করিবার পূর্ব্বে মৃত্যুপ্রাপ্ত হন, তখন যদ্রূপ ঐ শেষসম্পদ চরমদানপাত্রের থাকিত, তদ্রূপে তাহার প্রতিনিধির সেই উইল সংযোজিত দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব পাইবাব স্বত্ব আছে।

এক কর্ম্মনির্ব্বাহক, অথবা শেষ সম্পদ চরমদানপাত্র কিম্বা ঐরূপ দানপাত্রের প্রতিনিধি না থাকিলে দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব দিবার কথা।

২১ ধারা। যখন কোন কর্ম্মনির্ব্বাহক ও কোন শেষসম্পদ চরমদানপাত্র অথবা ঐরূপ চরমদানপাত্রের প্রতিনিধি না থাকে কিম্বা কর্ম্ম করিতে অসম্মত কি অসমর্থ হয় কিম্বা অদৃশ্য হয়, তবে সেই উইলকর্ত্তা কর্ম্মনির্ব্বাহক নিযুক্ত না করিয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা মৃত ব্যক্তির ইষ্টেটেব সরবরাহ করিবার অধিকার রাখেন কিম্বা যে অপর চরমদানপাত্র লাভজনক সম্পর্ক রাখেন, তাহাকে অথবা এক মহাজনকে সেই উইল প্রমাণ করিতে গ্রাহ্য করা যাইবে এবং তদনুসারে তাহাকে বা তাহাদিগকে দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র দেওয়া যাইতে পারিবে।

সাধারণ বা শেষ সম্পদ ভিন্ন অন্য দানপাত্রকে দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র দিবার পূর্ব্বে তলব দিবার কথা।

২২ ধারা। দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র স্বীকার বা অস্বীকাব করিবাব নিমিত্ত আসন্ন বন্ধুকে ডাকিয়া ইতঃপরেব উল্লিখিত প্রকারে এক তলবপত্র বাহির করিয়া প্রচাব করা যদবধি না হইয়া থাকে, ততকাল পর্য্যন্ত সংযোজিত উইলসহ দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র সাধারণ বা শেষসম্পদ চরমদানপাত্র ভিন্ন অন্য দানপাত্রকে প্রদান করা যাইবে না।

কাহাকে দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব প্রদান করা যাইবে, তাহার কথা।

২৩ ধারা। উইল না করিয়া কেহ মরিলে যে কোন ব্যক্তি, ঐরূপ মৃত ব্যক্তির স্থলে খাটিবার উপযোগী উইল না করা ব্যক্তির ইষ্টেট বিভাগ বিষয়ক নিয়মাবলী অনুসারে ঐরূপ মৃতের ইষ্টেটের সমুদায় বা তদংশ অবশ্য পাইতে পারিবেন, সেই ব্যক্তিকে ঐ ইষ্টেটের দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব প্রদান করা যাইবে।

যেস্থলে অনেকে দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বের নিমিত্ত প্রার্থনা করেন, সেস্থলে আদালত স্বাধীন বিবেচনামতে এক বা তদধিক জনকে তাহা দিতে পারিবেন।

যখন কেহই প্রার্থনা না করেন, তখন মৃত ব্যক্তির উত্তমর্ণকে দেওয়া যাইবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

সীমাকৃত প্রদানের বিষয়।

(ক) স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সীমাকৃত প্রদানের বিধি।

হারান উইলের খসড়া বা প্রতিলিপির প্রোবেটের কথা।

২৪ ধারা। যখন উইলকর্ত্তার মৃত্যু অবধি সেই উইলখানি হারাইয়া গিয়াছে কিম্বা খুঁজিয়া পাওয়া না যায় অথবা সেই উইলকর্ত্তার কোন কার্য্য দ্বারা না হইয়া অপরের অন্যায় কার্য্যক্রমে বা হঠাৎ কোন ঘটনাক্রমে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে সেই উইলের এক প্রতিলিপি বা খসড়া বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছে, তখন যদবধি মূল আসল উইল কিম্বা রীতিমতে সহি মোহর করা নকল দাখিল না করা যায়, ততকাল পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবার নিমিত্ত ঐরূপ প্রতিলিপির বা খসড়া লিখনের প্রবেট দেওয়া যাইতে পারিবে।

ক্ষয়িত বা নষ্ট উইলের মর্ম্মের প্রবেটের কথা।

২৫ ধারা। যখন কোন উইল ক্ষয়িত বা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অথচ তাহার কোন নকল রাখা হয় নাই কিম্বা খসড়া পর্য্যন্ত না থাকে, তখন প্রমাণ দ্বারা উক্ত উইলের মর্ম্মের প্রমাণ পাইলেও প্রবেট প্রদান করা যাইতে পারিবে।

আসল অভাবে প্রতিলিপি প্রবেট হইবার কথা।

২৬ ধারা। যে প্রদেশে প্রবেটের নিমিত্ত প্রার্থনা করা হইয়াছে, সেই প্রদেশের বহির্ভূত স্থাননিবাসী ব্যক্তি নিজে রাখিয়া উইল অর্পণ করিতে অস্বীকার কিম্বা অমনোযোগ করিলে যখন কর্ম্মনির্ব্বাহকের নিকটে এক প্রতিলিপি মাত্র পাঠাইয়া দেওয়া হয়, এবং আসল উইল আসিবার অপেক্ষা না করিয়া সেই ইষ্টেটের স্বার্থের নিমিত্তে প্রবেট দিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তখন যদবধি সেই উইল কিম্বা তাহার বিশুদ্ধ প্রতিলিপি দাখিল করা না যায়, ততকাল পর্য্যন্ত মিয়াদে পূর্ব্বোক্তরূপে প্রেরিত প্রতিলিপি দৃষ্টান্তে প্রবেট দেওয়া যাইতে পারিবে।

উইল প্রোবেট না হওয়া পর্য্যন্ত দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্বের কথা।

২৭ ধারা। যে স্থলে কোন উইল পাওয়া যাইতেছে না, কিন্তু একখানি উইল যে আছে, তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ পাওয়া যাইতেছে, সেস্থলে সেই উইল কিম্বা তাহার বিশুদ্ধ প্রতিলিপি দাখিল না হওয়া পর্য্যন্ত মিয়াদে দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র প্রদান করা যাইবে।

(খ) স্বত্ববিশিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তির ব্যবহার ও লাভার্থে প্রদানের বিধি।

অনুপস্থিত কর্ম্মনির্ব্বাহকের গোমস্তাকে উইল সংযোজিত করিয়া দ্রব্য-নিরূপণাধিকারিত্ব দিবার কথা।

২৮ ধারা। যখন কোন কর্ম্মনির্ব্বাহক যে প্রদেশে প্রার্থনা করা যায়, সেই প্রদেশে না থাকেন এবং সেই প্রদেশ মধ্যে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করেন, এরূপ কোন কর্ম্মনির্ব্বাহক না থাকেন, তখন যদবধি সেই কর্ম্মনির্ব্বাহক প্রোবেট না পাইবেন অথবা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র

আপনাকে না দেওয়াইবেন ততকাল পর্য্যন্ত মিয়াদে সেই অনুপস্থিত কর্ম্মনির্ব্বাহকের গোমাস্তাকে নিজ মনিবের ব্যবহার ও উপকারার্থে সেই উইল সংযোজন করিয়া দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র দেওয়া যাইবে।

যে ব্যক্তি আপাততঃ উপস্থিত আছেন, কিন্তু উপস্থিত থাকিলে সরবরাহ করিবার অধিকারী হইতেন, তাঁহার গোমস্তাকে উইল সংযোজন করিয়া দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব দিবার কথা।

২৯ ধারা। যে ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তাহাকে উইল সংযুক্ত করিয়া দ্রব্য নিরূপণাধিকরিত্ব পত্র দেওয়া যাইতে পারিত, সে ব্যক্তি তৎকালে সেই প্রদেশ হইতে অনুপস্থিত থাকিলে পূর্ব্বোক্তমতে মিয়াদ নির্দ্ধারণ করিয়া তাহার গোমস্তাকে সেই উইল সংযুক্ত করিয়া দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র দেওয়া যাইতে পারিবে।

উইলকর্ত্তা কর্ম্মনির্ব্বাহক নিযুক্ত না করিয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হইবার দ্রব্যনিরূপণাধিকারী অনুপস্থিত ব্যক্তির গোমস্তাকে দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্ব দিবার কথা।

৩০ ধারা। উইলে কর্ম্মনির্ব্বাহক নিযুক্ত না করিয়া মৃত্যুর স্থলে যখন দ্রব্যনিরূপণাধিকারী কোন ব্যক্তি সেই প্রদেশে অনুপস্থিত থাকেন এবং তদ্রূপ সমানাধিকারী কোন ব্যক্তি কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক না হয়, তখন পূর্ব্বোক্তমতে মিয়াদ নির্দ্ধারণ করিয়া তাহার গোমস্তাকে উইলকর্ত্তার দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব পত্র দেওয়া যাইতে পারিবে।

সম্যক্ কর্ম্মনির্ব্বাহক কিম্বা শেষ সম্পদ চরমদানপাত্রের অপ্রাপ্তব্যবহারকালে দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বের কথা।

৩১ ধারা। যৎকালে কোন নাবালগ সম্যক্ কর্ম্মনির্ব্বাহক বা শেষসম্পদ চরমদানপাত্র হইয়া থাকেন, তৎকালে উইল সংযুক্ত করিয়া দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র ঐরূপ নাবালগের বৈধ অভিভাবককে, না হয় অপর যে ব্যক্তিকে আদালত উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, তাহাকে সেই নাবালগের প্রাপ্তব্যবহার না হওয়া পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবে। কেননা ঐ ব্যক্তি প্রাপ্তব্যবহার হইলেই তাহাকে সেই উইলের প্রবেট দেওয়া যাইবে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে দেওয়া যাইবে না।

অনেক কর্ম্মনির্ব্বাহক কিম্বা শেষসম্পদ চরমদানপাত্রের অপ্রাপ্তব্যবহারকালে দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বের কথা।

৩২ ধারা। যখন দুই বা ততধিক নাবালগ কর্ম্মনির্ব্বাহক আছেন ও তন্মধ্যে কেহই প্রাপ্তব্যবহার হন নাই, কিম্বা দুই বা ততোধিক শেষসম্পদ চরমদানপাত্র আছেন ও তন্মধ্যে কেহ প্রাপ্তব্যবহার হন নাই, তখন তাহাদিগের মধ্যে এক জন নাবালগ না হওয়া পর্য্যন্ত মিয়াদ নির্দ্ধারণ করিয়া দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব দেওয়া যাইবে।

ক্ষিপ্ত ব্যক্তির ব্যবহারের ও উপকারের নিমিত্ত দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বের কথা।

৩৩ ধারা। যদি কোন সম্যক্ কর্ম্মনির্ব্বাহক, কিম্বা কোন সম্যক্ সাধারণ বা শেষসম্পদ চরমদানপাত্র কি যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির স্থলে খাটাইবার উপযোগী উইলক্রমে কর্ম্মনির্ব্বাহক

উ

নিযুক্ত না করিয়া, মৃত ব্যক্তির ষ্টেট বিভাগ সংক্রান্ত নিয়ম অনুসারে সেই মহালের দ্রব্য-নিরূপণাধিকারী হইতেন, সে ব্যক্তি নাবালগ কিম্বা ক্ষিপ্তমনা হয়, তবে উইল সংযুক্ত করিয়া কিম্বা বিষয় বিশেষে সংযুক্ত না করিয়া দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র সেই নাবালগের বা ক্ষিপ্ত ব্যক্তির ব্যবহারের ও উপকারের নিমিত্ত তাহার সাবালগ কিম্বা বিষয় বিশেষে সহজমন না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকেই দেওয়া যাইবে, যাহার উপর উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার মহালের ভার অর্পণ করিয়াছেন, কিম্বা যদি সেইরূপ কোন ব্যক্তি না থাকেন, তবে যাহাকে আদালত উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, তাহাকে দেওয়া যাইবে।

মোকদ্দমার অপেক্ষায় দ্রব্য নিরূপণাদিকারিত্বের কথা।

৩৪ ধারা। কোন মৃত ব্যক্তির উইলের প্রসিদ্ধতা সম্বন্ধীয় অথবা কোন প্রোবেট কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র প্রদান পাইবার বা অন্যথা করাইবার মোকদ্দমা দায়ের আছে বলিয়া আদালত ঐরূপ মৃত ব্যক্তির ষ্টেটের যে এক জন দ্রব্য নিরূপণাধিকারী নিযুক্ত করিতে পারিবেন, সে ব্যক্তি ঐরূপ ষ্টেট বিভাগ করিবার অধিকার ভিন্ন সাধারণ সরবরাহকরের অন্য সকল অধিকার ও ক্ষমতা পাইবেন এবং ঐ রূপ প্রত্যেক দ্রব্যনিরূপণাধিকারী আদালতের অব্যবহিত কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া তাঁহার আদেশমতে কার্য্য করিবেন।

(গ)—বিশেষ বিশেষ অভিপ্রায়ের নিমিত্ত বিধি।

উইলের নির্দ্দিষ্ট অভিপ্রায়ে প্রবেট পর্য্যাপ্ত হইবার কথা।

৩৫ ধারা। উইলের নির্দ্দিষ্ট কোন সঙ্কীর্ণ অভিপ্রায় সাধনার্থ এক কর্ম্মনির্ব্বাহক নিযুক্ত করা হয়, তবে প্রবেট সেই অভিপ্রায়ে পর্য্যাপ্ত হইবে এবং যদি সে ব্যক্তি আপনার তরফে দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব গ্রহণ করিবার নিমিত্ত একজন গোমস্তা নিযুক্ত করিয়া থাকেন, তবে উইল সংযুক্ত করিয়া তদনুসারে দ্রব্যনিরূপণাদিকারিত্ব পর্য্যাপ্ত করা যাইবে।

উইল সংযুক্ত করিয়া দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব নির্দ্দিষ্ট
অভিপ্রায়ে পর্য্যাপ্ত করিবার কথা।

৩৬ ধারা। যদি সাধারণতঃ নিযুক্ত এক কর্ম্মনির্ব্বাহক আপনার পক্ষে থাকিয়া এক উইল প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এক গোমস্তার উপর ভারার্পণ করেন এবং সেই ক্ষমতার ভার নির্দ্দিষ্ট অভিপ্রায়ে পর্য্যাপ্ত হয়, তবে উইল সংযুক্ত করিয়া তদনুসারেই এক দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব পর্য্যাপ্ত করিতে হইবে।

ন্যাসধৃত সম্পত্তিতে দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব পর্য্যাপ্ত করিবার কথা।

৩৭ ধারা। যে স্থলে কোন ব্যক্তি কোন সম্পত্তির সম্যক বা এক মাত্র উত্তরজীবী ন্যাস-ধারী থাকিতে থাকিতে কিম্বা সেই সম্পত্তিতে আপনার হিসাবে কোন লাভজনক স্বার্থবিশিষ্ট না হইয়া সেই সম্পত্তি রাখিয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়েন অথচ তাহার কোন সাধারণ প্রতিনিধি না থাকেন কিম্বা তদ্রূপে কার্য্য করিতে সমর্থ বা ইচ্ছুক এমত কোন প্রতিনিধি না থাকেন, তবে ঐরূপ সম্পত্তি সংক্রান্ত দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র ঐ সম্পত্তিতে যাহার লাভজনক স্বার্থ আছে, হয় তাঁহাকে, না হয় তাঁহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিতে দেওয়া যাইতে পারিবে।

দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব মোকদ্দমাতে পর্য্যাপ্ত হইবার কথা।

৩৮ ধারা। যখন দায়ের থাকা কোন মোকদ্দমাতে মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্তকে এক পক্ষ করিবার আবশ্যক হইলে যদি সেই কর্ম্মনির্ব্বাহক কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারী ব্যক্তি কার্য্যকরিতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক হন, তবে উক্ত মোকদ্দমাতে কিম্বা অপর যে মোকদ্দমা তদুভয়পক্ষের মধ্যে সেই বা অপর আদালতে উপস্থিত হইতে পারিবে, উক্ত মোকদ্দমার বিচার্য্য বিষয় সংক্রান্ত এক চূড়ান্ত ডিক্রী হইয়া সম্পূর্ণ ডিক্রীজারী না হওয়া পর্য্যন্ত সেই মৃত ব্যক্তির প্রতিনিধি হইবার নিমিত্তই কেবল এক পক্ষ যাহাকে মনোনীত করিবেন তাহাকে দেওয়া যাইতে পারিবে।

দ্রব্যনিরূপণাধিকারীর বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা আনীত হইবে, তাহাতে এক পক্ষ হইবার অভিপ্রায়ে দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব পর্য্যাপ্ত হওনের কথা

৩৯ ধারা। কোন প্রবেটের কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্রের তারিখের পর বার মাস গত হইয়া গেলে যে কর্ম্মনির্ব্বাহককে কিম্বা দ্রব্য নিরূপণাধিকারীকে প্রবেট কিম্বা দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্বপত্র দেওয়া হইয়াছে, যদি সেই ব্যক্তি ঐ প্রবেট ইত্যাদি প্রদাতা আদালত যে প্রদেশে আছে, তথা হইতে অনুপস্থিত থাকেন, তবে উক্তরূপ আদালত যে কোন ব্যক্তিকে উপযুক্ত বোধ করিবেন, তাহাকে সেই কর্ম্মনির্ব্বাহকের কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারীর বিরুদ্ধে আনীত মোকদ্দমার এক পক্ষ করণের ও তাহাতে যে ডিক্রী করা হইবে, তাহা বলবৎ করণের অভিপ্রায়ে পর্য্যাপ্ত দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র প্রদান করিতে পারিবেন।

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির রক্ষণে ও তৎসংক্রান্ত আদায় ওয়াসীলের অভিপ্রায়ে পর্য্যাপ্ত দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বের কথা।

৪০ ধারা। যে কোন স্থলে কোন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি রক্ষা করিবার নিমিত্ত আবশ্যকতা দৃষ্ট হয়, সেই স্থলে যে আদালতের এলাকায় তদ্রূপ কোন সম্পত্তি থাকে, সেই আদালত যে কোন ব্যক্তিকে উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, সেই মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি রক্ষণের ও তৎসংক্রান্ত প্রাপ্য আদায় ওয়াসীলের ও আদালতের আদেশের অপেক্ষা রাখিয়া তাহার ষ্টেটের পাওনা কর্জ্জ টাকার ছাড় দেওনের অভিপ্রায়ে পর্য্যাপ্ত দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র দিতে পারিবেন।

সামান্য ভাবগতিকে যে ব্যক্তিকে দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব অর্হে তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে দ্রব্যনিরূপণাধিকারী স্বরূপে নিয়োগের কথা।

৪১ ধারা। যখন কোন ব্যক্তি উইল না করিয়া কিম্বা যে এক উইল রাখিয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার দ্বারা নিযুক্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহক কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক ও অসমর্থন হন অথবা যে স্থলে সেই রূপ ব্যক্তির মৃত্যু হইবার কালে সেই প্রদেশের বহির্ভাগে বাস করেন এবং আদালতের দৃষ্টিতে প্রকাশ পায় যে, সামান্য ভাবগতিকে যে ব্যক্তিকে দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব অর্হে তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে সেই ষ্টেটের বা তদংশ দ্রব্যনিরূপণ করিতে নিয়োগ করিলে আপাততঃ প্রয়োজনসিদ্ধ ও সুবিধা হয়, তখন বা সে স্থলে সেই আদালতের জজ স্বাধীনভাবে সেই মৃত ব্যক্তির জ্ঞাতিবান্ধবাদি কেহ আছে কি না, ও তন্মধ্যে কাহার কত স্বার্থ আছে, তাহার দ্বারা দ্রব্য নিরূপণ করা হইলে ষ্টেটের কোন বিঘ্ন না হয় ইত্যাদি বিষয় বিবেচনান্তে যাহাকে উপযুক্ত বোধ করেন, তাহাকে দ্রব্য নিরূপণাধিকারী নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

এই রূপ প্রত্যেক স্থলে সেই পত্র হয় পর্য্যাপ্ত নয় জজ যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেইরূপ হইতে পারিবে।

(ঘ) বর্জ্জন সহিতে প্রদানের বিধি।

বর্জ্জনের অধীনে উইল সংযুক্ত করিয়া প্রবেট বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব দিবার কথা।

৪২ ধারা। কোন স্থলের ভাবে বর্জ্জন করা আবশ্যক হইলে ঐরূপ বর্জ্জনের অধীনে রাখিয়া উইল সংযুক্ত করিয়া সেই উইলের প্রবেট বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র দেওয়া যাইবে

বর্জ্জন সহিতে দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বের কথা।

৪৩ ধারা। কোন স্থলের ভাবে কোন বর্জ্জন করা আবশ্যক হইলে ঐরূপ বর্জ্জনের অধীনে রাখিয়া দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব প্রদান করা যাইবে।

(ঙ) অবশিষ্ট প্রদানের বিধি।

অবশিষ্টাংশের প্রবেট বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বের কথা।

৪৪ ধারা। উইল সংযুক্ত করিয়া বা না করিয়া বর্জ্জন সহিতে তাহার প্রবেট কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র প্রদত্ত হইলে মৃত ব্যক্তির ষ্টেটের অবশিষ্টাংশের প্রবেট কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র যে ব্যক্তিকে অর্পে, সেই ব্যক্তি সেই মৃত ব্যক্তির ষ্টেটের অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে প্রবেট কিম্বা বিষয় বিশেষে দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব লইতে পারিবেন।

(চ) অনিরূপিত তৈজসাদির প্রদানের বিধি।

অনিরূপিত তৈজসাদির প্রদানের কথা।

৪৫ ধারা। যে কর্ম্মনির্ব্বাহককে প্রবেট দেওয়া হইয়াছে, যদি সেই ব্যক্তি উইলকর্ত্তার ষ্টেটের এক অংশ অনিরূপিত রাখিয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তবে উক্ত ষ্টেটের ঐরূপ অংশ নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে এক জন নূতন প্রতিনিধি নিযুক্ত করা যাইতে পারিবে।

অনিরূপিত তৈজস প্রদান সংক্রান্ত নিয়মাবলির কথা।

৪৬ ধারা। যে ষ্টেট সম্পূর্ণ নিরূপিত হয় নাই, তাহার নিরূপণাধিকারিত্বপত্র দিতে গেলে আদি প্রদানের প্রতি যে সকল বিধি খাটে, সেই সকল বিধিক্রমে আদালত উপদেশ পাইয়া যে সকল ব্যক্তিকে আদিম নিরূপণাধিকারিত্বপত্র দেওয়া যাইতে পারিত, তাহাদিগকেই এস্থলে নিরূপণাধিকারিত্বপত্র দিবেন।

সীমাকৃত প্রদানের মিয়াদ গত হইলেও ইষ্টেটের কোন অংশ অনিরূপিত থাকিবার স্থলে দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বের কথা।

৪৭ ধারা। যখন কালাতীতে কিম্বা যে ঘটনা বা নৈমিত্তিক কার্য্যপ্রযুক্ত সেই মিয়াদ হয়, তাহা ঘটিলে সেই সীমাকৃত প্রদান অবসান হইয়া থাকে, অথচ মৃত ব্যক্তির ইষ্টেটের কতক অংশ তখনও অনিরূপিত থাকে, তখন যে সকল ব্যক্তিকে আদি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র দেওয়া যাইতে পারিত, তাহাদিগকেই এস্থলেও দ্রব নিরূপণাধিকারিত্বপত্র দিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রদান পরিবর্ত্তন ও ফিরিয়া লইবার বিধি।

আদালত কি কি ভ্রম সংশোধন করিতে পারিবেন, তাহার কথা।

৪৮ ধারা। নাম লেখাতে ও প্রকার বর্ণনাতে কিম্বা মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সময় ও স্থান অথবা সংকীর্ণ প্রদানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে ভ্রম কৃত হইলে, আদালত কর্তৃক তাহা পরিশুদ্ধ করা যাইতে পারিবে এবং তদনুসারে প্রবেট বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্রের প্রদান পরিবর্ত্তিত হইয়া সংশোধিত হইতে পারিবে।

উইল সংযুক্ত করিয়া দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব দেওয়া গেলে পরে, যেস্থলে ক্রোড়পত্র প্রকাশ হয়, সেই স্থলের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৯ ধারা। উইল সংযুক্ত করিয়া দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র দেওয়া গেলে পরে, যদি এক ক্রোড়পত্র প্রকাশ পাওয়া যায়, তবে তাহার রীতিমত প্রমাণ ও অনন্যত্ব দেখিলে, ইহাও সংযুক্ত করিয়া দিয়া তদনুসারে ঐ প্রদান পরিবর্তন করিয়া সংশোধন করিতে হইবে।

যথার্থ হেতু থাকিলে ফিরিয়া লইবার কি অন্যথা করিবার কথা।

৫০ ধারা। যথার্থ হেতু থাকিলে প্রবেট কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র ফিরিয়া লওয়া কি অন্যথা করা যাইতে পারিবে।

যথার্থ হেতু।

অর্থের কথা। যথার্থ হেতু এই এই স্থলে হয় যথা;—

(১) প্রবেট কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র পাইবার নিমিত্ত কৃত কার্য্যানুষ্ঠান বস্তুতঃ অসম্পূর্ণ হইলে,

(২) মিথ্যা প্রস্তাবক্রমে প্রতারণা করিয়া কিম্বা সেই মোকদ্দমার কোন গুরুতর বিষয় আদালতের জ্ঞাতসারে না আনিয়া গোপন করিয়া, তাহা লাভ করিলে,

(৩) অজ্ঞানে বা অসাবধানে কৃত হউক, সেই প্রবেট বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র প্রদান ন্যায্য করিবার নিমিত্ত আইনঘটিত কোন গুরুতর বিষয় সংক্রান্ত অসত্য এজাহার দ্বারা তাহা পাইলে,

(৪) ভাবগতিকে সেই প্রদান অব্যবহার্য্য ও অকর্ম্মণ্য হইলে,

(৫) যে ব্যক্তিকে ক্ষমতাদান করা হইযাছে, তিনি ইচ্ছা করিয়া ও যুক্তিযুক্ত হেতু ব্যতিরেকে এই আইনের সপ্তম অধ্যায়ের বিধান অনুসারে তালিকা বা হিসাব প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিযাছেন, অথবা ঐ অধ্যায় অনুসারে এমন একখানি তালিকা প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহা কোন গুরুতর বিষয়ে অসত্য।

উদাহরণ।

(ক) যে আদালত কর্তৃক ঐ প্রদান হয়, তাঁহার কোন আধিপত্য ছিল না।

(খ) যে সকল ব্যক্তিকে তলব দেওয়া উচিত ছিল, তাহাদিগকে তলব না দিয়া ঐ প্রদান কৃত হইল।

(গ) যে উইলের প্রবেট শব্দ হইল, তাহা জাল বা পূর্ব্বে ফেরত হইয়াছিল।

(ঘ) অন্নদা বলরামের ইষ্টেটের দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র তাহার বিধবা পত্নীস্বরূপে লাভ করিল বটে, কিন্তু পরে বিষয় ব্যাপার দেখিয়া জানা গেল যে বলরামের সহিত অন্নদার আদৌ বিবাহ হয় নাই।

(ঙ) বলরাম যেন উইল না করিয়া মরিয়াছে, এই ভাবে তাহার ইষ্টেটের দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব অন্নদা পাইল, কিন্তু তৎপরে এক উইল আছে জানা গেল।

(চ) প্রবেট দেওয়া হইলে পরে তৎপরকালের লিখিত এক উইল আবিষ্কৃত হইল।

(ছ) প্রবেট দেওয়া হইলে পরে যে এক ক্রোড়পত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সেই উইলক্রমে এক কর্ম্মনির্ব্বাহকদের নিয়োগ সম্বন্ধে অন্য কথা সংযোজিত হইল, কি কোন কথা অন্যথা করিল।

(জ) যে ব্যক্তিকে প্রবেট বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব প্রদত্ত হইয়াছে, সে ব্যক্তি পরে অদৃঢ়মনা হইয়া উঠিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রবেট ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র প্রদান ও অন্যথাকরণের পদ্ধতির বিধি।

প্রবেট ইত্যাদি প্রদান ও অন্যথাকরণে জেলা জজের আধিপত্যের কথা।

৫১ ধারা। আপনার জেলার মধ্যস্থ সকল মোকদ্দমা প্রবেট ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র প্রদান ও অন্যথাকরণে জেলা জজ আধিপত্য পাইবেন।

নির্ব্বিরোধী মোকদ্দমার বিচার জেলা-জজের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি নিযুক্ত করণের ক্ষমতার কথা।

৫২ ধারা। হাইকোর্ট উপযুক্ত বোধে মধ্যে মধ্যে যে স্থানীয় সীমা নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন, সেইরূপ সীমার মধ্যে সকল নির্ব্বিরোধী স্থলে প্রবেট ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র দিবার নিমিত্ত ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিস্বরূপে জেলা-জজের পরিবর্ত্তে যে বিচারকর্ত্তা কার্য্যকারকগণকে উপযুক্ত বোধ করিবেন, সেই সকল কার্য্যকারককে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

কিন্তু এই বিধি হইতেছে যে, রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত নয়, এমত হাইকোর্টের স্থলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বের অনুমোদন পাইয়া ঐরূপ নিয়োগ করিতে হইবে।

ঐরূপে নিযুক্ত সকল কার্য্যকারক জেলার ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি বলিয়া খ্যাত হইবে।

প্রবেট ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব দেওয়া সম্বন্ধে জেলা-জজের ক্ষমতাচয়ের কথা।

৫৩ ধারা। আপনার আদালতে দায়ের থাকা কোন দেওয়ানী মোকদ্দমা বা কার্য্যানুষ্ঠান

সম্পর্কে আইনমতে জেলা জজে যে সকল ক্ষমতা বর্ত্তিয়াছে, সেই সকল ক্ষমতা, প্রবেট ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র প্রদান ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে তাঁহারা পাইবেন।

জেলা জজ উইল সংক্রান্ত কাগজপত্র দাখিল করিবার নিমিত্ত কোন্
ব্যক্তিকে আজ্ঞা করিতে পারিবেন, তাহার কথা।

৫৪ ধারা। যে কোন কাগজ বা লিখন উইল সংক্রান্ত হইয়া বা বোধ হইয়া কোন ব্যক্তির দখলে বা শাসনাধীনে আছে দেখান যায়, সেই কাগজ বা লিখন জেলা জজ দাখিল করিবার নিমিত্ত ও আদালতে আনিবার নিমিত্ত সেই ব্যক্তির প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এবং ঐরূপ কাগজ বা লিখন ঐরূপ ব্যক্তির দখলে বা শাসনে থাকা যদি না দেখান যায়, কিন্তু ঐরূপ কাগজ বা লিখন সে ব্যক্তি জানে, ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে মাত্র তাহা হইলে জজ তৎসম্বন্ধে পরীক্ষিত হইবার নিমিত্ত হাজির হইতে তাহার প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন।

এবং আদালত তাহাকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং ঐরূপ আজ্ঞা পাইলে সেইরূপ কাগজ বা লিখন দাখিল করিতে সে ব্যক্তি বদ্ধ হইবে এবং কোন মোকদ্দমাতে এক লিপ্ত পক্ষ হইয়া আদালতের আজ্ঞা পাইয়াও আদালতে হাজির না হইলে কিম্বা ঐরূপ প্রশ্নের উত্তর না দিলে অথবা ঐরূপ কাগজ বা লিখন না আনিলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমতে যে প্রকার দণ্ড পাইত, সেইরূপ দণ্ড পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিরও হইবে। এবং সেই কার্য্যানুষ্ঠানের খরচা সেই জজের স্বাধীন বিবেচনার উপর থাকিবে।

প্রবেট ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব সম্পর্কীয় জিলা
জজের কার্য্যানুষ্ঠানের কথা।

৫৫ ধারা। ইতঃপরে যদ্রূপ অন্য প্রকার বিধানিত হইল, তদ্ব্যতীত মোকদ্দমার ভাবগতিকে যতদূর চলিতে পারে, প্রবেট ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র প্রদান সম্পর্কীয় জিলার জজ আদালতের সমুদয় কার্য্যানুষ্ঠান দেওয়ানী কার্য্যবিধান আইন দ্বারা যতদূর সম্ভব ব্যবস্থিত হইবে।

কখন জেলা জজ কর্ত্তৃক প্রবেট কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব প্রদত্ত
হইতে পারিবে, তাহার কথা।

৫৬ ধারা। অতঃপরে যদ্রূপ উল্লেখিত হইল, তদ্রূপে যদি প্রবেট কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্রের নিমিত্ত প্রার্থকের সত্যাকৃত দরখাস্ত ক্রমে এমত প্রকাশ পায় যে, উইলকর্ত্তা কিম্বা বিষয় বিশেষে উইল অকর্ত্তা কোন ব্যক্তির মৃত্যুর কালে জেলা জজের এলাকার মধ্যে তাহার নির্দ্ধারিত বাসস্থান কিম্বা অস্থাবর কি স্থাবর সম্পত্তি থাকে, তাহা হইলে নিজ আদালতের মোহরাঙ্কিত করিয়া সেই জেলা জজ কর্ত্তৃক সেই মৃত ব্যক্তির ইষ্টেট সংক্রান্ত উইলের প্রবেট কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র প্রদত্ত হইতে পারিবে।

যে জেলাতে মৃতব্যক্তির নির্দ্ধারিত বাসস্থান নাই, সেই জেলার জজের নিকটে কৃত প্রার্থনাপত্র মিটাইবার কথা।

৫৭ ধারা। মৃত ব্যক্তির মৃত্যুকালে যে জেলায় নির্দ্ধারিত বাসস্থান ছিল না, সেই জেলার জজের নিকটে এই প্রার্থনাপত্র কৃত হইলে, যদি সেই জজ বিচার করিয়া দেখেন যে, অপেক্ষাকৃত যথার্থরূপে ও সুবিধাভাবে অপর জেলায় সেই প্রার্থনাপত্র মিটান যাইতে পারে, তবে তিনি তাহা অগ্রহণ করিবেন, কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্রের নিমিত্ত সেই দরখাস্ত কৃত হইলে, হয় নিব্যূঢ রূপে, না হয় আপনার এলাকান্তর্গত পর্য্যাপ্তপত্র প্রদান করিবেন।

ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি কর্ত্তৃক প্রবেট কিম্বা দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্বপত্র প্রদত্ত হইতে পারিবার কথা।

৫৮ ধারা। যদ্রূপ ইতঃপরে উল্লিখিত হইল, যদি সত্যাবৃত কোন প্রার্থনাপত্রদ্বারা এমত প্রকাশ পায় যে, উইলকর্ত্তা কিম্বা বিষয় বিশেষে উইল অকর্ত্তা কোন ব্যক্তির মৃত্যুকালে জেলার ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধির এলাকার মধ্যে তাহার নির্দ্ধারিত বাসস্থান থাকে, তাহা হইলে নির্ব্বিরোধের কোন স্থলে সেইরূপ ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নিকট তদর্থে প্রার্থনাপত্র কৃত হইলে তৎকর্ত্তৃক প্রবেট ও দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্বপত্র প্রদত্ত হইতে পারিবে।

প্রবেটের কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্রের সিদ্ধান্তের কথা।

৫৯ ধারা। প্রবেট কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র যে প্রদেশে প্রদত্ত হইয়া থাকে, সেই প্রদেশমধ্যে মৃত ব্যক্তির স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তির প্রতি ফলবৎ হইবে এবং মৃত ব্যক্তির দেনদাবদের কথা তাহার সম্পত্তি যে সকল ব্যক্তি ভোগ করিতেছে, তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রতিনিধি স্বত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত উপযোগী হইয়া যে দেনদারেরা আপনাদের দেনা শোধ করিবে ও যাহাকে প্রবেট কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব প্রদত্ত হইয়া থাকিবে, তাহার স্থানে যে সম্পত্তিভোগীরা সম্পত্তি অর্পণ করিবেন, তাহাদিগকে ফেরৎজামিন দিবেন।

নির্দ্দিষ্ট কএক আদালতের প্রদত্ত অপর্য্যাপ্ত প্রবেট ইত্যাদির ফলের কথা।

কিন্তু বিধানিত হইতেছে যে, রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত হাইকোর্ট, কিম্বা পঞ্জাবের চীফকোর্ট অথবা রেঙ্গুনের রেকর্ডরের আদালত কর্ত্তৃক প্রদত্ত প্রবেট কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র, সেই প্রদানে অন্য প্রকার আদেশ না থাকিলে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষমধ্যে সমান রূপে ফলবৎ হইবে।

অন্যান্য সকল আদালতে অপর্য্যাপ্ত প্রবেট ইত্যাদি দাতা আদালত কর্ত্তৃক সার্টিফিকেট পাঠাইবার কথা।

৬০ ধারা। যখন কোন আদালত পূর্ব্বোক্ত ফলোপধায়ক প্রবেট কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র প্রদান করিয়া থাকেন, তখন রেজিষ্টার অথবা অন্য যে কার্য্যকারককে আদালত তৎপক্ষে নিযুক্ত করেন, তিনি ঐরূপ প্রবেট ইত্যাদি দান করিতে যে প্রত্যেক আদালতের ক্ষমতা আছে, সেই আদালতে নিম্নলিখিত মর্ম্মের এক সার্টিফিকেট পাঠাইয়া দিবেন যথা—

"অমুক স্থানের হাইকোর্টের রেজিষ্টার (কিম্বা বিষয়বিশেষে অন্য কার্য্যকারক) আমি শ্রীঅমুক নিশ্চিতমতে এই কথা জানাইতেছি যে, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে

অমুক স্থানের হাইকোর্ট অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুককে ও অমুককে অমুক স্থানবাসী মৃত অমুকের উইলের প্রবেট (কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র প্রদান করিলেন)। ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের তাবদ্দেশে মৃত ব্যক্তির যে সকল সম্পত্তি থাকে, তাহার উপর ঐ প্রবেট (কিম্বা পত্র) প্রবল থাকিবে"।

এবং যে আদালত সেই সার্টিফিকেট পাইবেন, তথায় তাহা নথীর সামিল গাঁথা থাকিবে।

প্রবেট কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বের নিমিত্ত প্রার্থনাপত্র যদি কৃত হইয়া তাহাতে সত্যাকরণ হইয়া থাকে, তবে তাহার কথা।

৬১ ধারা। প্রবেট কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্রের নিমিত্ত যে দরখাস্তকৃত হইয়া তাহাতে ইতঃপরে ব্যক্ত প্রকারে সত্যাকরণ হইয়া থাকে, তবে তাহা সেই প্রবেট কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র প্রদান সমর্থন করণ পক্ষে সিদ্ধান্ত হইবে এবং আদালতের উপর প্রতারণার দ্বারা প্রবেটাদি হাসিল করা হইলে সেই প্রদান অন্যথা করণার্থ এক কার্য্যানুষ্ঠান ব্যতিরেকে উইলকর্ত্তা হউক বা উইল অকর্ত্তা হউক মৃত্যুকালীন সেই মৃতব্যক্তির সেই জেলার মধ্যে নির্দ্ধারিত বাসস্থান কিম্বা কোন সম্পত্তি ছিল না বলিয়া সেই প্রবেট কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র দেওয়ার প্রতি কোন দোষারোপ হইতে পারিবে না।

প্রোবেটের নিমিত্ত দরখাস্তের ভাষার কথা।

৬২ ধারা। উইল সংযুক্তে প্রবেট কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্রের নিমিত্ত যে প্রার্থনাপত্র হইয়া থাকে, তাহা হয় ইংরাজী ভাষায়, না হয় যে আদালতে ঐ প্রার্থনা করিতে হয় সেই আদালতের সমক্ষে কৃত কার্য্যানুষ্ঠানে সচরাচর প্রচলিত ভাষাতে স্পষ্ট করিয়া এক দরখাস্ত দ্বারা দাখিল করিতে হইবে ও তাহার সঙ্গে উইল খানি কিম্বা ২৪, ২৫ ও ২৬ ধারার উল্লিখিত স্থল ঘটিলে সেই উইলের প্রতিলিপি, খসড়া কিম্বা তাহার মর্ম্ম গাঁথিয়া দিতে হইবে এবং তাহাতে এই এই কথা লিখিত থাকিবে, যথা—

যে সময়ে উইলকর্ত্তার মৃত্যু ঘটনা হয়, তাহা

তাহার উইলে ও তন্নিদর্শনপত্রে যে লিখন সংযুক্ত থাকে ও বিষয়বিশেষে অন্য যাহা থাকে, তাহা

তাহা রীতিমতে সম্পাদিত হইয়াছে।

দরখাস্তকারীর হস্তে যত স্থিত বিভব আসিবার সম্ভাবনা থাকে।

এবং প্রবেটের নিমিত্ত প্রার্থনা হইলে সেই দরখাস্তকারী সেই উইলক্রমে কর্ম্ম নির্ব্বাহক নিযুক্ত হইয়াছেন।

এতদ্ব্যতিরিক্তে সেই দরখাস্তে আরও লিখিত থাকিবে যথা—

জেলা জজের নিকট প্রার্থনা হইলে মৃত্যুকালীন উক্ত জজের এলাকার মধ্যে সেই মৃত ব্যক্তির নির্দ্ধারিত বাসস্থান কিম্বা কোন সম্পত্তি থাকে।

জেলার ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নিকট প্রার্থনা হইলে মৃত্যুকালীন সেই মৃত ব্যক্তির নির্দ্ধারিত বাসস্থান কিম্বা সম্পত্তি উক্ত ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধির এলাকার মধ্যে থাকে।

উ

কোন্ কোন্ স্থলে ঐ দরখাস্তের সঙ্গে উইলের তর্জমা সংযুক্ত করিতে হয়, তাহার কথা।

৬৩ ধারা। যে যে স্থলে ইংরাজী ভাষা কিম্বা আদালতের সমক্ষে কৃত কার্য্যানুষ্ঠানে সচরাচর যে ভাষা ব্যবহার হইয়া থাকে, সেই ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় উইল প্রতিলিপি কিম্বা খসড়া লিখিত হইয়া থাকে, সেই সেই স্থলে আদালতের তর্জমা নবীস যে ভাষা অনুবাদের নিমিত্ত নিযুক্ত থাকেন, সেই ভাষায় লিখিত হইলে তাহার দ্বারা উক্ত উইলাদির তর্জমা করাইয়া লইয়া কিম্বা সেই উইল, প্রতিলিপি বা খসড়া অন্য ভাষায় লিখিত হইলে এক জন উপযুক্ত অনুবাদকের দ্বারা তাহা তর্জমা করাইয়া লইয়া সেই দরখাস্তের সঙ্গে সংযোগ করিতে হইবে।

আদালতের তর্জমা নবীস ভিন্ন অপরের দ্বারা অনুবাদ করাইলে তাহার দ্বারা সত্যপাঠ, লিখাইবার কথা।

এরূপ অনুবাদ করাইলে নিম্নলিখিত প্রকারে সেই ব্যক্তির দ্বারা অনুবাদে সত্যপাঠ লেখাইতে হইবে। যথা—

"আমি (ক, খ,) নির্দ্দেশ করিতেছি যে, আমি আসল দলীলের ভাষা ও অক্ষর পাঠ করিয়া তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছি ও পূর্ব্বোক্ত অনুবাদটি তাহার সত্য ও ঠিক অনুবাদ হইয়াছে বটে।"

দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্রের নিমিত্ত দরখাস্তের কথা।

৬৪ ধারা। দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্রের নিমিত্ত প্রার্থনা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া এক দরখাস্তের দ্বারা করিতে হইবে ও তাহাতে এই এই কথা লিখিত থাকিবে যথা,—

মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সময় ও স্থান,

মৃত ব্যক্তির বংশ কিম্বা অন্য বান্ধবাদি এবং তাহাদিগের নিজ নিজ বাসস্থান,

যে স্বত্বে দরখাস্তকারী দাবী করেন তাহা,

দরখাস্তকারীর হস্তে যত বিভব আসা সম্ভব, তাহা।

এই সকল বিশেষ বৃত্তান্তের অতিরিক্তে সেই দরখাস্তে আরও ব্যক্ত করিবে যথা,—

জেলার জজের নিকটে প্রার্থনা হইলে, মৃত্যুকালে সেই মৃত ব্যক্তির নির্দ্ধারিত বাসস্থান কি কোন সম্পত্তি সেই জজের এলাকার মধ্যবর্ত্তী থাকে।

জেলার ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নিকটে প্রার্থনা করিতে হইলে, মৃত্যুকালে সেই মৃত ব্যক্তির নির্দ্ধারিত বাসস্থান উক্ত ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধির এলাকার মধ্যবর্ত্তী থাকে।

প্রবেট প্রভৃতির নিমিত্তে দরখাস্তে অতিরিক্ত বিষয় লিখিবার কথা।

৬৫ ধারা। ৫১ ধারার উপবিধির লিখিত কোন আদালতে যে ব্যক্তি কোন উইলের প্রবেট অথবা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষময়ে ফলোপধায়ক হইবে বলিয়া ষ্টেটের দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্রের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া থাকেন, সে ব্যক্তি ৬২ ও ৬৪ ধারার যাহাতে যাহা আবশ্যক তৎ তৎ বিবরণ লিখিয়া তদতিরিক্তে আরও এই কথা লিখিবেন যে, তাহার অতি উত্তম বিশ্বাসমতে সেই উইলের প্রবেটের নিমিত্ত কিম্বা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ফলোপধায়ক হইবে বলিয়া সেই ষ্টেটের দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্রের নিমিত্ত অন্য কোন আদালতে কোন প্রার্থনা এনাগ্যাইদ করা হয় নাই।

কিম্বা যদি কোন প্রার্থনা করা হইয়া থাকে, তবে কোন্ আদালতে কোন্ ব্যক্তির দ্বারা সেই প্রার্থনা করা হইল এবং যদি কোন কার্য্যানুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহা।

এবং ৫৯ ধারার উপবিধিমতে যে আদালতে কোন দরখাস্ত করা হইয়া থাকে, সেই আদালত উপযুক্ত বোধ করিলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

প্রবেটের কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বের নিমিত্ত দরখাস্তে দস্তখৎ করিতে ও সত্যপাঠ লিখিতে হইবার কথা।

৬৬ ধারা। সকল স্থানে প্রবেটের কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্রের নিমিত্ত কৃত দরখাস্তে দরখাস্তকারী এবং তাহার উকিল থাকিলে তাহার সেই উকিল দস্তখৎ করিবেন এবং নিম্নলিখিত প্রকারে বা সেই মর্ম্মে তাহাতে দরখাস্তকারী সত্যপাঠ লিখিবেন যথা,—

"আমি পূর্ব্বোক্ত দরখাস্তের দস্তখতকারী (ক, খ) এতদ্দ্বারা নির্দ্দেশ করিতেছি যে, আমি যত দূর জানি ও বিশ্বাস করি তত দূর পর্য্যন্ত আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে উক্ত দরখাস্তে লিখিত বৃত্তান্ত সত্য।"

প্রবেটের দরখাস্ত উইলের এক জন সাক্ষীর দ্বারা সত্যাকরণের কথা।

৬৭ ধারা। যেস্থলে এক প্রবেটের কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্রের নিমিত্ত দরখাস্ত করা যায়, সেস্থলে সাধ্যমত অভাবত উইলের এক জন সাক্ষীর দ্বারা তাহাতে নিম্নলিখিত প্রকারে বা সেই মর্ম্মে সত্যাকরণ লেখাইতে হইবে যথা,—

"আমি (গ, ঘ) পূর্ব্বোক্ত দরখাস্তের লিখিত উইলকর্ত্তার শেষ উইলের ও নিদর্শনপত্রের এক জন সাক্ষী হইয়া এতদ্দ্বারা নির্দ্দেশ করিতেছি যে, আমি উপস্থিত থাকিয়া দেখিয়াছি যে উইলকর্ত্তা তাহাতে আপনি স্বাক্ষর করিয়াছেন কিম্বা (বিষয় বিশেষে) তাহার নিশানী দিয়াছেন অথবা আমার সাক্ষাতে পূর্ব্বোক্ত দরখাস্তে সংযোজিত লিখনটী আপনার শেষ উইল ও নিদর্শনপত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।"

দরখাস্তে কিম্বা নির্দ্দেশে মিথ্যা এজাহারের নিমিত্ত দণ্ডের কথা।

৬৮ ধারা। যে দরখাস্ত কি নির্দ্দেশপত্র সত্যাকরণ করা আবশ্যক হয়, যদি তাহাতে সেই সত্যাকরণকারী ব্যক্তি মিথ্যা জানিয়া কিম্বা বিশ্বাস করিয়া সেই এজাহার করে তবে সে ব্যক্তি মিথ্যা প্রমাণ দিবার কি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত যখন যে আইন প্রবল থাকে, সেই আইনের বিধানমতে দণ্ডের অধীন হইবে।

জিলার জজ স্বয়ং দরখাস্তকারীকে পরীক্ষা করিতে পারিবেন, তাহার কথা।

৬৯ ধারা। সকল স্থলে উপযুক্ত বিবেচনা করিলে জিলা জজ কিম্বা জিলার ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি,

শপথ করাইয়া স্বয়ং দরখাস্তকারীকে পরীক্ষা করিতে পারিবেন, এবং আরো,

অতিরিক্ত প্রমাণ চাহিতে পারিবেন তাহার কথা।

সেই উইল রীতিমতে লিখিয়া দেওয়া তথা বিষয়বিশেষে দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র পাইতে দরখাস্তকারীর স্বত্ব থাকা সম্বন্ধে অতিরিক্ত প্রমাণ চাহিতে পারিবেন এবং

কার্য্যানুষ্ঠান পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত ডাকিয়া পাঠাইতে পারিবার কথা।

মৃত ব্যক্তির ইষ্টেটে যাহাদের কোন স্বার্থ থাকে, তাঁহারা আসিয়া প্রবেট কিম্বা দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্বপত্র প্রদান করিবার পূর্ব্বে কার্য্যানুষ্ঠান দেখুন বলিয়া তাঁহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইতে পারিবেন।

আহ্বানপত্র প্রচার করিবার কথা।

আদালতগৃহের কোন প্রকাশ স্থানে ও সেই জেলার কালেক্টরের কাছারিতে সেই আহ্বানপত্র লট্‌কাইয়া দেওয়া যাইবে এবং অন্য যে প্রকারে জেলা জজ কিম্বা জেলার ভার প্রাপ্ত প্রতিনিধি আদেশ করেন, সেই প্রকারে প্রচার করা যাইবে।

প্রবেট কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র প্রদানের বিরুদ্ধে কেবিয়েটের কথা।

৭০ ধারা। প্রবেট কিম্বা দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্বপত্র প্রদানের বিরুদ্ধে কেবিয়েট (নিবারকপত্র) জেলা জজের কিম্বা জেলার ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নিকট দাখিল করা যাইতে পারিবে এবং জেলার কোন ভার প্রাপ্ত প্রতিনিধির নিকটে কেবিয়েট দাখিল করা হইবামাত্র তিনি তাহার এক প্রতিলিপি জেলা জজের নিকট পাঠাইয়া দিবেন এবং জেলার জজের নিকটে কেবিয়েট দাখিল হইবামাত্র যদি সেই জেলার ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি থাকেন, তাহার এলাকার মধ্যে মৃত্যুর সময়ে সেই মৃত ব্যক্তির নির্দ্ধারিত বাসস্থান থাকার এজাহার হইলে তাঁহার নিকটে এবং অন্য যে কোন জেলার জজ কি জেলার ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে এক প্রতিলিপি পাঠান জেলা জজের বিবেচনায় সুবিধা বোধ হয়, তাঁহার নিকটেও সেই কেবিয়েটের এক নকল পাঠান যাইবে।

নিবারকপত্রের পাঠের কথা।

৭১ ধারা। নিবারকপত্র এই মর্ম্মে হইবে যথা,

"অমুক ঠিকানার (গ, ঘ,) কে নোটিস না দিয়া মৃত যে (ক খ) ব্যক্তি অমুক তারিখে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার ইষ্টেট সংক্রান্ত মকদ্দমায় কোন কার্য্যানুষ্ঠান যেন না করা যায়।"

নিবারকপত্র হস্তগত হইবার পরে সেই নিবারণকর্ত্তাকে নোটিস দেওয়া না হইলে, সেই দরখাস্তের উপর কোন কার্য্যানুষ্ঠান না করিবার কথা।

৭২ ধারা। যে জেলার জজ কিম্বা জেলার ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নিকটে প্রার্থনা করা হইয়াছে, তাঁহার হস্তে প্রবেট কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র প্রদানের বিরুদ্ধে নিবারকপত্র আসিয়া উপস্থিত হইবার পরে কিম্বা অপর ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধির হস্তে আসিয়া উপস্থিত হওনের নোটিস দেওয়া হইবার পরে যদ্রূপে আদালত যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করেন, তদ্রূপে যে ব্যক্তির দ্বারা তাহা দাখিল করা হইয়াছে, যদবধি তাহাকে সেই নোটিস না দেওয়া যাইবে, ততকাল পর্য্যন্ত উক্ত প্রবেট বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র প্রদানের দরখাস্তমতে কোন কার্য্যানুষ্ঠান করা যাইবে না।

জেলার ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি কখন প্রবেট কি দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্ব
দিবেন না, তাহার কথা।

৭৩ ধারা। যে কোন স্থলে প্রবেট কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র দেওন পক্ষে বিরোধ ঘটে, কিম্বা যাহাতে তাঁহার নিকট অন্য প্রকারে প্রকাশ পায় যে, তাহার আদালতে সেই প্রবেট কি দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্বপত্র প্রদান করা উচিত হয় না, সেই স্থলে জেলার ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি প্রবেট কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব দিবেন না।

অর্থের কথা। "বিরোধ" শব্দে সেই কার্য্যানুষ্ঠানের প্রতিবন্ধ করিবার নিমিত্ত স্বয়ং কোন ব্যক্তির, কিম্বা তাহার স্বীকৃত স্বপক্ষ লোক দ্বারা অথবা রীতিমত নিযুক্ত কোন উকিলের দ্বারা হাজির হওয়াকে বুঝাইবে।

বিরোধ না থাকিলেও সন্দিগ্ধ স্থলে জেলা জজের নিকটে বর্ণনা
পাঠাইবার ক্ষমতার কথা।

৭৪ ধারা। যে প্রত্যেক স্থলে কোন বিরোধ না থাকে, অথচ প্রবেট কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র প্রদান করা উচিত কি অনুচিত, এ বিষয়ে জিলার ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সন্দেহ উপস্থিত হয় অথবা যখন কোন প্রবেট কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র প্রদান কিম্বা প্রদানের প্রার্থনা বিষয়ে কোন বিচার্য্য উত্থিত হয়, সেই স্থলে কি তখন উপযুক্ত বিবেচনা করিলে সেই জেলার ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বর্ণনা জেলার জজের নিকট পাঠাইলে তিনি যেরূপ উপদেশ আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, সেইরূপ উপদেশ দিয়া তদনুসারে সেই প্রার্থনার মামলায় কার্য্য করিবার নিমিত্ত জেলার ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে আদেশ দিতে পারিবেন। কিম্বা প্রাসঙ্গিক প্রদানের নিমিত্ত প্রার্থক পক্ষকে জজের নিকট প্রার্থনা করিবার আদেশ দিতে কহিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনার মামলাসম্বন্ধে জেলার ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে অতিরিক্ত কার্য্যানুষ্ঠান করণে নিষেধ করিতে পারিবেন।

যে স্থলে বিরোধ ঘটে কিম্বা জেলার ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি বিবেচনা করেন যে
তাহার আদালতে প্রবেট কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র অগ্রাহ্য
করা উচিত, সেই স্থলের কথা।

৭৫ ধারা। যে প্রত্যেক স্থলে বিরোধ ঘটে কিম্বা জেলার ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মত হয় যে, তাহার আদালতে ঐ প্রবেট কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র অগ্রাহ্য করা উচিত হয়, সেই স্থলে সেই দরখাস্ত তথা তৎসঙ্গে যে সকল দলিল দাখিল করা হইয়া থাকে, তৎসমস্ত জেলার জজের নিকটে দাখিল করিবার অভিপ্রায়ে প্রার্থককে ফিরাইয়া দিতে হইবে, কিন্তু যদি জেলার ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি সুবিচারের অভিপ্রায় সাধিতে তৎসমস্ত আদালতের বাহির না করা আবশ্যক বিবেচনা করেন (তাহা তিনি করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন), তাহা হইলে সেই সকল কাগজ তৎকর্ত্তৃক জেলার জজের নিকট প্রেরিত হইবে।

আদালতের মোহরাঙ্কিত করিয়া প্রবেট দিবার কথা।

৭৬ ধারা। কোন উইলের প্রবেট দেওয়া যখন জজের কি জেলার ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধির

দৃষ্টিতে উচিত বোধ হয়, তখন তিনি আদালতের মোহর তাহাতে অঙ্কিত করিয়া নিম্নলিখিত প্রকারে তাহা প্রদান করিবেন, যথা।—

ঐরূপ প্রদানের পাঠের কথা।

২ "অমুক জিলার জজ অমুক আমি [কিম্বা প্রবেট কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র দিবার নিমিত্ত নিযুক্ত অমুক এলাকার (এস্থলে ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি আধিপত্যের সীমা লিখিতে হইবে) ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি আমি] এতদ্দ্বারা জানাইতেছি যে, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থাননিবাসী মৃত অমুকের যে এক উইলের প্রতিলিপি ইহাতে সংলগ্ন করিয়া দেওয়া গেল, সেই উইল আমার সম্মুখে প্রমাণীকৃত ও রেজিষ্টরী করা হইল, তাহাতে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি ও পাওনা তথা তাহার উইলের কোন রকমে সংশ্রবী বিষয়ের নিরূপণাধিকারিত্ব উইলের নামিত ব্যক্তির উল্লেখ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট অমুক উক্ত উইলের কর্ম্মনির্ব্বাহককে প্রদত্ত হইল ও তিনি তাহা নির্ব্বাহ করিতে এবং এই প্রবেট দিবার তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে অথবা আদালত সময়ে সময়ে যে অতিরিক্ত সময় ধার্য্য করেন, তাহার মধ্যে উক্ত সম্পত্তি ও পাওনা টাকার একখানি সম্পূর্ণ ও যথার্থ তালিকা প্রস্তুত করিতে এবং এই আদালতে তাহা দেখাইতে স্বীকার করিয়াছেন, এবং ঐ তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে অথবা আদালত সময়ে সময়ে যে অতিরিক্ত সময় ধার্য্য করেন, তাহার মধ্যে এই আদালতে উক্ত সম্পত্তি ও পাওনা টাকার যথার্থ হিসাব দিতেও স্বীকার করিয়াছেন।

দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র আদালতের মোহরাঙ্কিত করিয়া প্রদান করিবার কথা।

৭৭ ধারা। যখন কোন মৃত ব্যক্তির ইষ্টেট বিষয়ে উইলের প্রতিলিপিসমন্বিত কি তদ্বিহীন দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র দেওয়া জেলার জজের কিম্বা জেলার ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধির দৃষ্টিতে উচিত বোধ হয়, তখন তিনি আপনার আদালতের মোহরাঙ্কিত করিয়া নিম্নলিখিত প্রকারে তাহা প্রদান করিবেন।

"অমুক জেলার জজ অমুক আমিই [কিম্বা প্রবেট কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র নিযুক্ত (এস্থলে ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধির আধিপত্যের সীমা লিখিয়া) ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি আমি] এতদ্দ্বারা প্রকাশ করিতেছি যে, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থাননিবাসী মৃত অমুকের সম্পত্তির পাওনা টাকাবিষয়ক উইলসম্বলিত (অথবা তদ্বিহীন) দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র সেই মৃত ব্যক্তির পিতা (অথবা অন্য সম্পর্কবিশিষ্ট) অমুককে প্রদত্ত হইল, ও তিনি তাহা নির্ব্বাহ করিতে এবং এই প্রবেট দিবার তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে অথবা আদালত সময়ে সময়ে যে অতিরিক্ত সময় ধার্য্য করেন, তাহার মধ্যে উক্ত সম্পত্তি ও পাওনা টাকার একখানি সম্পূর্ণ ও যথার্থ তালিকা প্রস্তুত করিতে এবং এই আদালতে তাহা দেখাইতে স্বীকার করিয়াছেন, এবং ঐ তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে অথবা আদালত সময়ে সময়ে যে অতিরিক্ত সময় ধার্য্য করেন, তাহার মধ্যে এই আদালতে উক্ত সম্পত্তি ও পাওনা টাকার যথার্থ হিসাব দিতেও স্বীকার করিয়াছেন। তারিখ অমুক ১৮ সাল।"

নিরূপণাধিকারিত্ব বিষয়ক একরারনামার কথা।

৭৮ ধারা। যে কোন ব্যক্তির প্রতি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র অর্পিত হইয়া থাকে, এবং জজের আদেশ হইলে যে কোন ব্যক্তিকে প্রবেট দেওয়া গিয়া থাকে, সে ব্যক্তি সাময়িক বিচারকর্ত্তার উপকারার্থে এক জন বা ততোধিক জামীনসহকারে জেলার জজকে এক একরারনামা দিবেন এবং তাহাতে সে ব্যক্তি সেই মৃত ব্যক্তির ইষ্টেট উপযুক্তরূপে নিরূপণ ও আদায় ও সংগ্রহ করিতে বদ্ধ থাকিবেন। এস্থলে জজ সাহেবের সাময়িক সাধারণ কি বিশেষ আদেশ ক্রমে সেই একরারনামার পাঠ লিখিতে হইবে।

নিরূপণাধিকারিত্ব বিষয়ক একরারনামা সমর্পণ করিবার কথা।

৭৯ ধারা। তদ্রূপ কোন একরারনামার প্রতিজ্ঞার শর্ত পালন হয় নাই, ইহা যদি আদালত হলফোমতে জানিতে পান ও তাহার নিকটে দরখাস্ত দ্বারা সেই ভাবের প্রার্থনা করা যায়, এবং জামিন সম্বন্ধে এই নিয়ম অথবা এই ব্যবস্থা করা যায় যে, যে টাকা আদায় করা হইয়া থাকে, তাহা আদালত কিম্বা সেই আদালত অন্য যে প্রকার আদেশ করেন, সেই প্রকারে প্রদত্ত হইবে, তবে সেই আদালত কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে সেই একরারনামা অর্পণ করিবেন, তাহা হইলে সেই একরারনামা যেন আদালতের জজকে না দিয়া আদৌ আপনাকে দেওয়া হইয়াছিল, এই ভাবে উক্ত একরারনামা অনুসারে আপনি বাদী হইয়া তিনি নালিশ করিতে পারিবেন এবং সেই একরারের শর্ত ভঙ্গ জন্য যে টাকা আদায় হইবার যোগ্য থাকে, সম্পূর্ণ সেই টাকা স্বার্থবিশিষ্ট সকল ব্যক্তির ন্যাসধারী স্বরূপ আদায় করিতে অধিকারী হইবেন।

যে সময়ের পূর্ব্বে প্রবেট কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র দেওয়া যাইবে না তাহার কথা।

৮০ ধারা। উইলসিদ্ধ কিম্বা উইল অভাববিশিষ্ট কোন ব্যক্তির মৃত্যুর তারিখ অবধি সম্পূর্ণ সাত দিবস গত না হইলে কোন উইলের প্রবেট এবং সম্পূর্ণ চৌদ্দ দিবস গত না হইলে কোন দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র দেওয়া যাইবে না।

উইলসম্বলিত তাহার প্রবেট কিম্বা নিরূপণাধিকারিত্বপত্র দেওয়া গেলে আদি উইল কি প্রকারে রাখা যাইবে তাহার কথা।

৮১ ধারা। যে যে উইলের প্রতিলিপিসম্বলিত প্রবেট কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র জেলার জজ এবং জেলার ভারার্পিত প্রতিনিধি দিয়া থাকেন, সেই সকল উইলের সরকারী রেজিষ্টরী যদবধি প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত তিনি আপনার আদালতের অন্যান্য কাগজের মধ্যে সেই আসল উইলগুলি দাখিল করিয়া রাখিয়া দিবেন এবং পূর্ব্বোক্তমতে দাখিল করা সেই সকল উইলের রক্ষণ ও পরিদর্শনার্থ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা করিবেন।

প্রবেট কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব পত্র যাবৎ রহিত না করা যায়, তাবৎ যে ব্যক্তিকে দেওয়া গিয়াছিল, কেবল তিনিই নালিশ করিতে স্বত্ববান হইবেন, তাহার কথা।

৮২ ধারা। প্রবেট কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র দেওয়া গেলে পরে যাঁহাকে প্রবেট দেওয়া গেল, তদ্ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি নালিশ করিতে, কি মোকদ্দমা চালাইতে অথবা যে

প্রদেশে তাহা দেওয়া গেল, সেই প্রদেশে যতবধি সেই প্রবেট কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র প্রত্যাহৃত বা রহিত না করা যায়, ততকাল পর্য্যন্ত সেই মৃত ব্যক্তির প্রতিনিধিস্বরূপে অন্য প্রকারে কার্য্য করিতে পারিবেন না।

বিরোধ স্থলের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৮৩ ধারা। জেলার জজের সমক্ষে যে স্থলে বিরোধ থাকে, যতদূর সাধ্য হয়, ততদূর পর্য্যন্ত দেওয়ানী কার্য্যবিধান আইনের বিধান অনুসারে সেই কার্য্যানুষ্ঠান মোকদ্দমার আকার ধারণ করিবে এবং তাহাতে প্রবেটের নিমিত্ত কিম্বা বিষয়বিশেষে দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্রের নিমিত্ত যে ব্যক্তি সেই প্রদানের প্রতি বিরোধ করিতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, সেই ব্যক্তি প্রতিবাদী হইবেন।

প্রবেট কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মনির্ব্বাহককে কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারীকে, দিবার কথা।

৮৪ ধারা। যে স্থলে কোন প্রবেট কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র রহিত করা যায়, সে স্থলে সেইরূপ রহিত করিবার পূর্ব্বে উক্ত প্রবেট কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্রের বলে প্রকৃতপ্রস্তাবে সেই কর্ম্মনির্ব্বাহককে কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারীকে যে সকল টাকা দেওয়া গিয়া থাকে, তাহাকে ঐরূপ রহিতত্বসত্বেও যে ব্যক্তি সেই টাকা দিল, সে ব্যক্তি বৈধ নিষ্কৃতি পাইবে।

উক্ত কর্ম্মনির্ব্বাহককে কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারীকে যে টাকা দেওয়া যায়, তাহা ফিরাইবার স্বত্বের কথা।

এবং যে কর্ম্মনির্ব্বাহক কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারী ঐরূপ প্রত্যাবর্ত্তিত প্রোবেট কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকিবেন, সে ব্যক্তি পরে যাহাকে প্রবেট কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র দেওয়া যাইবে, কোন বৈধরূপ তদ্দত্ত টাকার হিসাবে মৃত ব্যক্তির সম্পদ হইতে পুনরায় পাইবার নিমিত্ত রাখিয়া দিয়া লইতে পারিবেন।

দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র না দিবার ক্ষমতার কথা।

৮৫ ধারা। ইতিপূর্ব্বের কোন কথা থাকিলেও যে যে স্থলে ১৮৭০ সালের হিন্দু উইল সংক্রান্ত আইন খাটে, সেই সকল স্থল ছাড়া আদালত আপনার স্বাধীন বিবেচনামতে হেতুবাদ সকল লিখিয়া এই আইন অনুসারে দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব পত্রের নিমিত্ত প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

জেলা জজের আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৮৬ ধারা। এতদ্দ্বারা জিলার জজকে কিম্বা জেলার ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে যে সকল ক্ষমতা দেওয়া গেল, তাহার অনুরোধে তৎকৃত প্রত্যেক আজ্ঞার উপর আপীলের স্থলে খাটিবার যোগ্য দেওয়ানী কার্য্যবিধান আইনের লিখিত নিয়মানুসারে হাইকোর্টে আপীল হইতে পারিবে।

হাইকোর্টের সমতুল্য আধিপত্যের কথা।

৮৭ ধারা। এতদ্দ্বারা জেলার জজকে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে সেই জেলার জজের সমতুল্য আধিপত্য হাইকোর্টের থাকিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কর্ম্মনির্ব্বাহকের কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারীর ক্ষমতার্চয়ের বিধি।

মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পরবর্ত্তী বিবাদের হেতু তথা তাহার মৃত্যুকালীন তাহার পাওনা সম্বন্ধীয় কথা।

৮৮ ধারা। মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পরবর্ত্তী বিবাদের হেতুর সম্বন্ধে এক কর্ম্মনির্ব্বাহক কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারী নালিশ করিবার ক্ষমতা পান এবং যদ্রূপে মৃত ব্যক্তি জীবিত কালে করিতে পারিতেন, তদ্রূপে তাহার মৃত্যুকালের তাহার পাওনা আদায় করণার্থ সেই সকল ক্ষমতা চালাইতে পারিবেন।

মৃত ব্যক্তির পক্ষ কি বিপক্ষ যে যে দাওয়া ও নালিশ করিবার যে যে স্বত্ব তাহার কর্ম্মনির্ব্বাহকের কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারীর পক্ষে কি বিপক্ষে তাহার মৃত্যুর পরে বলবৎ থাকে, তাহার কথা।

৮৯ ধারা। কোন ব্যক্তির মরণকালে তাহার পক্ষে কি বিপক্ষে প্রবল যাবতীয় দাওয়া এবং মোকদ্দমা কি কার্য্যানুষ্ঠান উপস্থিত করাইবার কি তাহার উত্তর দিবার যাবতীয় স্বত্ব ছিল, তাহা সেই ব্যক্তির মরণোত্তরে তাহার কর্ম্মনির্ব্বাহকদের কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারীদের পক্ষে কি বিপক্ষে প্রবল থাকিবে। তাহার মধ্যে কেবল এই কয়েক বিষয় প্রবল থাকিবে না অর্থাৎ দুর্নামকরণ কি ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনে বর্ণিত আক্রমণ কি যাহা মৃত্যুজনক নয়, এমত কোন শারীরিক হানি জন্য বিবাদের হেতু ও যেস্থলে অগ্রে মৃত্যু হওয়া প্রযুক্ত বাঞ্ছিত প্রতিকার ভোগ করা অসাধ্য হয় কিম্বা দত্ত হইলেও ব্যর্থ হয়, এমত স্থলে।

উদাহরণ।

কোন রেলওয়েতে কার্য্যকারকদের অবহেলা কি ত্রুটিক্রমে গাড়ির সমাঘাতপ্রযুক্ত এক জন আরোহীর ভারি আঘাত হয়, কিন্তু সেই আঘাত মৃত্যুজনক নয়। পশ্চাৎ তিনি নালিশ না করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই বিবাদের হেতু মরণোত্তরে বলবৎ থাকে না।

সম্পত্তির বিধান করিতে কর্ম্মনির্ব্বাহকের কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারীর ক্ষমতার কথা।

৯০ ধারা। (১) ৪ ধারানুসারে যখন যে সকল বা যে কোন সম্পত্তি অছি বা ধনাধ্যক্ষে বর্ত্তিত থাকে, তিনি তাহার যে প্রকার বিলিব্যবস্থা করা উপযুক্ত মনে করেন, এই ধারার বিধান মানিয়া সেই প্রকারে তাহার বিলিব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা তাঁহার থাকিবে।

"(২) যে চরমপত্রানুসারে কোন ব্যক্তি অছি নিযুক্ত হন, তাহাতে স্থাবর সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করিবার পক্ষে অছির ক্ষমতার যে সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকে, যে স্থাবর সম্পত্তি অছিতে এইরূপে বর্ত্তে, তাঁহার তাহা বিলিব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা সেই সীমার অধীন হইবে। কিন্তু তাঁহাকে যদি প্রবেট দেওয়া হইয়া থাকে, এবং যে আদালত প্রবেট দিয়াছেন, তিনি যদি সেই সীমা নির্দ্দেশসত্বেও একখানি লিখিত আদেশপত্র দিয়া তাঁহাকে এইরূপ অনুমতি করেন যে, ঐ আদেশপত্রে যে স্থাবর সম্পত্তির উল্লেখ থাকে, আদেশপত্রে তাহা যে প্রকারে বিলিব্যবস্থা

করিবার অনুমতি থাকে, তাহা তিনি সেই প্রকারে বিলিব্যবস্থা করিতে পারিবেন, তাহা হইলে তাহার বিলিব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা সেই সীমার অধীন হইবে না।”

“(৩) যে আদালত কর্তৃক ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র দেওয়া হইয়াছে, অগ্রে তাঁহার অনুমতি না লইয়া ধনাধ্যক্ষ”—

(ক) ৪ ধারানুসারে তাঁহাতে যখন যে স্থাবর সম্পত্তি বর্ত্তিত থাকে, সে সম্পত্তি বন্ধক দিতে দায়যুক্ত করিতে বা বিক্রয়, দান, বিনিময় বা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। অথবা

(খ) পাঁচ বৎসরের অধিক মিয়াদে এরূপ কোন সম্পত্তির পাট্টা দিতে পারিবেন না।

“(৪) অছি বা ধনাধ্যক্ষ (১) প্রকরণ বা (৩) প্রকরণ লঙ্ঘন করিয়া সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করিলে ঐ সম্পত্তিতে স্বার্থবিশিষ্ট অপর কোন ব্যক্তির অনুষ্ঠানে সেই বিলিব্যবস্থা অসিদ্ধ হইতে পারিবে।”

“(৫) এই আইনানুসারে প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র দিবার পূর্ব্বে তাহার পৃষ্ঠে বা তৎসহ স্থল বিবেচনায় (১), (২) এবং (৪) প্রকরণের অথবা (১), (৩) এবং (৪) প্রকরণের নকল লিখিয়া বা যোগ করিয়া দিতে হইবে।”

“(৬) ঠিক পূর্ব্বর্ত্তী প্রকরণে যে পৃষ্ঠলিপির বা যোগ করিবার ব্যবস্থা আছে, প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্রে সেই পৃষ্ঠলিপি না লিখিত হওবার বা সেই সংযোগ না করিবার দরুণ প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র অসিদ্ধ হইবে না। এবং এইরূপ পৃষ্ঠলিপির বা সংযোগের অভাব অছি বা ধনাধ্যক্ষ এই ধারার বিধানমতে ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে কার্য্য করিতে সক্ষম করিবে না।”

উদাহরণ।

(ক) মৃত ব্যক্তি নিজ সম্পত্তির অংশের বিশেষ চরমদান করিয়া গিয়াছেন। কর্ম্মনির্ব্বাহক সেই চরমদানে সম্মত না হইয়া আদালতের সম্মতি লইয়া সেই চরমদানের বিষয় বিক্রয় করেন। এস্থলে বিক্রয় অসিদ্ধ হয়।

(খ) কর্ম্মনির্ব্বাহক আপনার স্বাধীন বিবেচনা চালাইয়া আদালতের সম্মতিতে মৃত ব্যক্তির স্থাবর সম্পত্তির কিয়দংশ বন্ধক দেন। এস্থলে সেই বন্ধক অসিদ্ধ হয়।

কর্ম্মনির্ব্বাহক কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারী দ্বারা মৃত
ব্যক্তির সম্পত্তি খরিদ হইবার কথা।

৯১ ধারা। কর্ম্মনির্ব্বাহক কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারী আপনি কি অন্যের দ্বারা (বেনামিতে) মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির কোন অংশ যদি ক্রয় করেন, তবে সেই বিক্রীত সম্পত্তিতে যাহার সম্পর্ক আছে, তাহার জানান ক্রমে সেই ক্রয় ব্যর্থ হইবে।

অনেক কর্ম্মাধ্যক্ষ থাকিলে তাহাদের মধ্যে একজন সকলের ক্ষমতাক্রমে
কর্ম্ম করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৯২ ধারা। অনেক কর্ম্মনির্ব্বাহক কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারী থাকিলে যদি সেই উইলে কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্রে বিপরীত আদেশ না থাকে, তবে তাহাদের মধ্যে যে একজন সেই

উইল সপ্রমাণ করিয়াছেন, কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব পাইয়াছেন, তিনি সকলের ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারিবেন।

উদাহরণ।

(ক) অনেক কর্ম্মনির্ব্বাহকের অন্যতর ব্যক্তি পাওনা কোন ঋণের দায় হইতে মোচন করিতে ক্ষমতাপন্ন হন।

(খ) তাহাদের অন্যতর ব্যক্তি ইজারা প্রত্যর্পণ করিতে ক্ষমতাপন্ন হন।

(গ) তাহাদের অন্যতর ব্যক্তি স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে ক্ষমতাপন্ন হন।

(ঘ) তাহাদের অন্যতর ব্যক্তি কোন চরমদানে ক্ষমতাপন্ন হন।

(ঙ) তাহাদের অন্যতর ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির পাওনা টাকার প্রতিজ্ঞাপত্রের পৃষ্ঠলিপিতে স্বাক্ষর করিতে ক্ষমতাপন্ন হন।

(চ) উইলক্রমে এবিঘট ও ব্রোণ ও কার্টর ও ডড কর্ম্মনির্ব্বাহকের পদে নিযুক্ত হন ও তাহাতে এই আদেশ থাকে যে, তাহাদের দুইজনে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা হইবে। এ স্থলে এক একজন কর্ম্মনির্ব্বাহক কোন কার্য্য করিতে সমর্থ নহেন।

অনেক কর্ম্মনির্ব্বাহক কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারীর মধ্যে এক জনের মরণোত্তরে সেই পদের ক্ষমতা প্রবল থাকে, ইহার কথা।

৯৩ ধারা। অনেক কর্ম্মনির্ব্বাহক কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারীর মধ্যে এক কি ততোধিক জনের মৃত্যু ঘটিলে, সেই উইল কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্রে বিপরীত আদেশ না থাকিলে সেই পদের সকল ক্ষমতা উত্তরজীবী বা উত্তরজীবীগণে বর্ত্তিয়া থাকে।

অনিরূপিত বিভবের নিরূপণাধিকারীর ক্ষমতাচয়ের কথা।

৯৪ ধারা। অনিরূপিত বিভবের নিরূপণাধিকারী ঐরূপ বিভব সম্বন্ধে আদিম কর্ম্মনির্ব্বাহকের কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারীর তুল্য ক্ষমতাচয় পান।

অপ্রাপ্তব্যবহারকালে দ্রব্যনিরূপণাধিকারীর ক্ষমতাচয়ের কথা।

৯৫ ধারা। এক দ্রব্যনিরূপণাধিকারী অপ্রাপ্তব্যবহারকালে সামান্য দ্রব্যনিরূপণাধিকারীর ক্ষমতা পান।

বিবাহিতা কর্ম্মনির্ব্বাহিকার কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারীর ক্ষমতাচয়ের কথা।

৯৬ ধারা। প্রোবেট কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র বিবাহিতা স্ত্রীলোককে প্রদত্ত হইলে তিনি সামান্য কর্ম্মনির্ব্বাহকের কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারীর সকল ক্ষমতা পাবেন।

সপ্তম অধ্যায়।

কর্ম্মনির্ব্বাহকের কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারীর কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিধি।

মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধীয় কথা।

৯৭ ধারা। যদি মৃত ব্যক্তি আপনার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপযুক্ত যথেষ্ট সম্পত্তি রাখিয়া গিয়া থাকেন, তবে অবস্থার উপযোগী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবার ব্যবস্থা করা কর্ম্মনির্ব্বাহকের কর্ত্তব্য হয়।

তালিকা ও হিসাবের কথা।

৯৮ ধারা। (১) প্রোবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র দিবার পর ছয় মাসের মধ্যে অথবা যে আদালত ঐ প্রোবেট বা পত্র দেন, সেই আদালত সময়ে সময়ে অতিরিক্ত যে সময় ধার্য্য করেন, সেই সময়ের মধ্যে অছি বা ধনাধ্যক্ষ সেই আদালতে এমন একখানি তালিকা দেখাইবেন, যাহাতে দখলস্থিত সমস্ত সম্পত্তির একখানি সম্পূর্ণ ও যথার্থ ইষ্টিমেট থাকে এবং সমস্ত পাওনা টাকার এবং কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক দেয় যে সমস্ত দেনার টাকা অছি বা ধনাধ্যক্ষ স্বরূপ পাইতে স্বত্ববান, তাহার বিবরণ দেখাইবেন এবং সেই প্রকারে প্রোবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র দিবার পর এক বৎসরের মধ্যে অথবা উক্ত আদালত সময়ে সময়ে যে অতিরিক্ত সময় ধার্য্য করেন, সেই সময়ের মধ্যে অছি বা ধনাধ্যক্ষ ষ্টেটের এমন একখানি হিসাব দেখাইবেন, যাহাতে তাঁহার হস্তে আগত সমস্ত সংস্থান এবং সেই সমস্ত সংস্থানের যে প্রয়োগাদি করা হইয়াছে, তাহা প্রদর্শিত থাকে।

(২) এই ধারানুযায়ী তালিকা বা হিসাব যে পাঠে দেখাইতে হইবে, হাইকোর্ট তাহা সময়ে সময়ে নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারিবেন।

(৩) যদি কোন অছি বা ধনাধ্যক্ষ এই ধারানুসারে তালিকা বা হিসাব দেখাইতে আদিষ্ট হইয়া ইচ্ছা করিয়া আদেশ পালন করিতে ত্রুটি করেন, তাহা হইলে তিনি ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ১৭৬ ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে।

(৪) ইচ্ছা করিয়া এই ধারানুসারে মিথ্যা তালিকা বা হিসাব প্রদর্শন করাকে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৯৩ ধারানুযায়ী অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে।

ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের যে কোন অংশের সম্পত্তি ঐ নির্ঘণ্টভুক্ত হইবার কথা।

৯৯ ধারা। যে সকল স্থলে ভারতবর্ষের তাবতীয় স্থানে ফলোপধায়ক হইবার অভিপ্রেত প্রোবেট কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র পাইবার চেষ্টা হইয়া থাকে, সে সকল স্থলে কর্ম্মনির্ব্বাহক কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বের নিমিত্ত প্রার্থক ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির সকল বিষয়ের নির্ঘণ্টপত্রে ভারতবর্ষস্থ তাঁহার সমুদয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ভুক্ত করিবেন।

এবং ঐরূপ নির্ঘণ্টে প্রত্যেক প্রদেশস্থ ঐ সম্পত্তির মূল্য পৃথক পৃথক করিয়া লিখিতে

হইবেক ও ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে কেন থাকুক না, তৎসংক্রান্ত সেই সম্পত্তির সমুদায় মূল্য কি পরিমাণ অনুযায়ী ফী সেই প্রোবেট কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বে খরচ পড়িবে।

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি ও দাওয়া সম্বন্ধীয় কথা।

১০০ ধারা। কর্ম্মনির্ব্বাহক কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারী যুক্তিসিদ্ধ সতর্কতা সহকারে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির মৃত্যুকালে তাহার যত টাকা পাওনা থাকে, তৎসমুদায় আদায় করিবেন।

ঋণের অগ্রে খরচ দিবার কথা।

১০১ ধারা। মৃত ব্যক্তির পদ ও মর্য্যাদা অনুসারে যুক্তিসিদ্ধ পরিমাণে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খরচ ও মৃত্যু শয্যাগত কালের খরচ তথা চিকিৎসকের ফী এতদ্ভিন্ন তাহার মৃত্যুর পূর্ব্ব এক মাসের পথ্যাপথ্যের ও বাসার্থ ব্যয় সকল ঋণের শোধের অগ্রে প্রদান করিতে হইবে।

ঐরূপ ব্যয়ের অব্যবহিত পরেই যে খরচ দিতে হয়, তাহার কথা।

১০২ ধারা। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ও মৃত্যু শয্যার খরচের অব্যবহিত পরে প্রোবেট কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র পাইতে যে ব্যয় হয়, তথা সেই ষ্টেট নিরূপণার্থে আবশ্যকীয় বিচার সংক্রান্ত কার্য্যানুষ্ঠান নিমিত্ত বা তৎসম্বন্ধে কৃত ব্যয় প্রদান করিতে হইবে।

পরে নির্দ্দিষ্ট সেবার নিমিত্ত বেতনাদি প্রদান ও তৎপরে ঋণ পরিশোধ করিবার কথা।

১০৩ ধারা। তাহার পরে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্ব তিন মাসের মধ্যে যে সকল মজুর লোক, মিস্ত্রীলোক অথবা বাটীর চাকর লোক মৃতব্যক্তির সেবার নিমিত্ত কার্য্য করিয়াছেন, তাহাদের পাওনা বেতনাদি প্রদান করিতে হইবে এবং তৎপরে যদি কিছু দেনা থাকে, তবে মৃত ব্যক্তির সেই সকল ঋণ যেমতে পর পর কৃত হইয়াছে, সেইরূপ ক্রমে পরিশোধ করিতে হইবে।

পূর্ব্বোক্ত কএক স্থল ভিন্ন সকল ঋণ সমান রূপে ও হারহারিমতে শোধ করিতে হইবে তাহার কথা।

১০৪ ধারা। পূর্ব্বোক্ত স্থল ভিন্ন কোন এক উত্তমর্ণ অন্য উত্তমর্ণের অপেক্ষা অগ্রগণ্যতা পাইবে না।

কিন্তু কর্ম্মনির্ব্বাহক কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারী হউন, তিনি আপনার পাওনা সমেত যে সকল দেনা তাঁহার জানা থাকে, মৃত ব্যক্তির সংস্থানের সম্ভাবনা অনুসারে হয় সমানরূপে না হয় হারহারি মানিতে প্রদান করিবেন।

চরমদানের অগ্রে ঋণ পরিশোধ করিবার কথা।

১০৫ ধারা। কোন চরমদানের পূর্ব্বে যে কোন প্রকারের ঋণ হউক, তাহা অগ্রে পরিশোধ করিতে হইবে।

ফেবৎ জমীনপত্র ভিন্ন কোন চরমদান দিতে কর্ম্মনির্ব্বাহক কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারী বাধ্য নহেন, তাহার কথা।

১০৬ ধারা। মৃত ব্যক্তির ষ্টেট কোন নৈমিত্তিক দায়িত্বের অধীন থাকিলে, সেই সকল দায় দেয় হইবার কালে তাহা মিটাইবার নিমিত্ত যথেষ্ট ফেবৎ জামীন না লইয়া কোন চরমদান শোধ করিতে কর্ম্মনির্ব্বাহক কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারী বাধ্য নহেন।

সামান্য চরমদানগুলি হ্রাসপ্রাপ্ত হইবার কথা।

১০৭ ধারা। যদি সকল ঋণ, প্রয়োজনীয় খরচ এবং বিশেষ চরমদানগুলি প্রদান করিবার পরে সাধারণ চরমদানগুলি সম্পূর্ণ দিবার নিমিত্ত সংস্থান না কুলায় অর্থাৎ যথেষ্ট না হয়, তবে শেষোক্ত চরমদান গুলি হয় হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে, না হয় সমান পরিমাণে কমিয়া যাইবে।

এক চরমদানপাত্রকে অন্যাপেক্ষ অগ্রগণ্য করিয়া কর্ম্মনির্ব্বাহকের না দিবার কথা।

এবং উইলে বিপরীতে কোন আদেশ না থাকিলে, কর্ম্মনির্ব্বাহক এক চরমদানপাত্রকে রাখিয়া অন্য এক জনকে অগ্রগণ্য বিবেচনায় তাহাকে দিতে কিম্বা কোন চরমদানের হিসাবে কোন টাকা আপনার নিকট কি তিনি যাহার স্বত্বাধিকারী আছেন, তাহার নিকটে রাখিতে স্বত্ববান নহেন।

দেনা পরিশোধ করিতে সংস্থান কুলাইলে বিশেষ চরমদান হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে না তাহার কথা।

১০৮ ধারা। যে স্থলে বিশেষ চরমদান থাকে এবং সকল ঋণ ও আবশ্যক সকল খরচ দিবার পক্ষে যথেষ্ট সংস্থান থাকে, সেস্থলে কিছু হ্রাস না করিয়া নির্দ্দিষ্ট বস্তু সেই চরমদান-পাত্রকে দেওয়া আবশ্যক।

ঋণ ও আবশ্যক খরচ দিতে সংস্থান কুলাইলে নির্দ্দেশক চরমদানমতে স্বত্বের কথা।

১০৯ ধারা। নির্দ্দেশক চরমদান করা গেলে যদি ঋণ ও প্রয়োজনীয় খরচ পরিশোধ করণে প্রচুর সংস্থান থাকে, তবে যে ফণ্ড হইতে সেই চরমদান পরিশোধ করিবার আদেশ থাকে, তাহা যাবৎ ফুরিয়া না যায় তাবৎ সেই ফণ্ড হইতে আপনার পাওনা সেই চরমদানের শোধ লইবার অগ্রগণ্য দাওয়া সেই দানের পাত্র করিতে পারিবেন ও সেই ফণ্ড ফুরিয়া গেলে পর যদি সেই চরমদান শোধ করিতে কিছু বাকী থাকে, তবে অশোধিত বাকীর তুল্য চরম-দানের পাত্রস্বরূপে তিনি সাধারণ সংস্থানের বিপক্ষে ঐ বাকীর জন্যে দাওয়াকারীর ন্যায় স্বত্ববান হইবে।

বিশেষ বিশেষ চরমদান হারাহারিমতে হ্রাস পাইবার কথা।

১১০ ধারা। যদি সকল ঋণ ও বিশেষ বিশেষ চরমদান সম্বন্ধীয় দায় মিটাইতে সংস্থান না কুলায়, তবে শেষোক্ত দানগুলির যাহার যে পরিমাণ তদনুসারে সেই সকল চরমদানের হ্রাসতা সম্পাদিত হইবে।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামকে যে একটী হীরার অঙ্গুরি চরমদান করিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল্য মাত্র ৫০০৲ টাকা এবং চন্দ্রকে যে একটী চরমদান করিয়া যান, তাহার মূল্য মং ১০০০৲ টাকা মাত্র। তাহাতে দেখা গেল যে, উইলকর্ত্তার সমুদয় বিষয় বিভব বিক্রয় করা আবশ্যক এবং ঋণ পরি-শোধান্তে শুদ্ধ ১০০০৲ টাকা মাত্র তাহার সংস্থান রহিল। এই ১০০০ টাকার মধ্যে মং ৩৩৩/৶— বলরামকে ও মং ৬৬৬৷৶১৩— চন্দ্রকে দিতে হইবে।

হ্রাসতা সাধনার্থ চরমদান মাত্রকে সাধারণ গণ্য করিবার কথা।

১১১ ধারা। যাবজ্জীবন ভোগার্থ চরমদান ও বার্ষিক বৃত্তি ক্রয় করণের উপায়রূপে উইলের নির্দ্দিষ্ট টাকা এবং তাহা ক্রয়করণের উপায় রূপে বিশেষ পরিমাণের টাকা নির্দ্দিষ্ট না হইলে সেই বৃত্তির মূল্য এই তিন প্রকারের বিষয় হ্রাস পাইবার উপলক্ষে সাধারণ চরমদানের তুল্য জ্ঞান করিতে হইবে।

অষ্টম অধ্যায়।

চরমদানের কর্ম্মনির্ব্বাহকের সম্মতির বিধি।

চরমদানপাত্রের স্বত্ব সম্পূর্ণ করিতে কর্ম্মনির্ব্বাহকের সম্মতি আবশ্যকতার কথা।

১১২ ধারা। আপনার চরমদানে সেই চরমদানপাত্রের স্বত্ব সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত কর্ম্মনির্ব্বাহকের সম্মতির আবশ্যকতা হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

(ক) এবিয়ট উইলক্রমে আপনার গবর্ণমেণ্টের কাগজ ব্রৌণকে দিয়াছেন, সেই গবর্ণমেণ্টের কাগজ বেঙ্গল ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে। কর্ম্মনির্ব্বাহকের সম্মতি বিনা ঐ ব্যাঙ্ক সেই কাগজ সমর্পণ করিতে ক্ষমতাবান নয় এবং ব্রৌণও তাহা গ্রহণ করিতে স্বত্ববান নন।

(খ) এবিয়ট উইল ক্রমে কলিকাতাস্থিত আপনার যে বাটী কার্টরকে দিয়াছেন, ব্রৌণ সেই বাটীতে ভাড়া দিয়া বাস করেন। এস্থলে কর্ম্মনির্ব্বাহকের সম্মতি বিনা কার্টর সেই বাটীর ভাড়া গ্রহণ করিতে স্বত্ববান নন।

বিশেষ চরমদানে কর্ম্মনির্ব্বাহকের সম্মতি দিবার ফলের কথা।

১১৩ ধারা। বিশেষ চরমদানে কর্ম্মনির্ব্বাহকের সম্মতি হইলে তাহাতে তাহার স্বার্থ লোপ করণ পক্ষে ও দানের বিষয় দানপাত্রকে সমর্পণার্থে সেই সম্মতিদান প্রচুর হইবে, যদি সম্পত্তির ভার কি গতিকে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে সমর্পণ করা আবশ্যক না হয়।

সম্মতির ভাবের কথা।

এই সম্মতিদান বাচনিক হইতে পারে এবং কর্ম্মনির্ব্বাহকের আচরণ বিবেচনায় হয় প্রকাশ্য, না হয় অনুমানসিদ্ধ হওয়া বুঝা যাইতে পারে।

উদাহরণ।

(ক) কোন উইলক্রমে কোন ব্যক্তিকে একটা অশ্ব চরমদান হয়। কর্ম্মনির্ব্বাহক সেই চরমদানপাত্রকে কহেন যে, তুমি ঐ অশ্ব লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা কর। অথবা অপর এক ব্যক্তি সেই অশ্ব ক্রয় করিবার অভিপ্রায়ে কর্ম্মনির্ব্বাহকের নিকটে আসিলে, তিনি দানপাত্রের নিকটে তাঁহাকে যাইতে বলেন। এস্থলে উক্ত কর্ম্মনির্ব্বাহকের অনুমানসিদ্ধ সম্মতি প্রকাশ পায়।

(খ) কোন উইলের এই বিধান থাকে যে, চরমদানপাত্র যতকাল অপ্রাপ্তব্যবহার

থাকিবে, ততকাল পর্য্যন্ত তাহার প্রতিপালনার্থ কোন ফণ্ডের সুদের টাকা প্রয়োগ করা যাইবে। কর্ম্মনির্ব্বাহক তদ্রূপে সেই সুদ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। এস্থলে সম্পূর্ণ চরমদানে তাহার সম্মতি দেওয়া ঘটিল।

(গ) কোন উইলক্রমে একটী ফণ্ড প্রথমে আলবর্টকে ও তৎপশ্চাৎ বেঞ্জামিনকে চরমদান করা হইলে, কর্ম্মনির্ব্বাহক আলবর্টকে সেই ফণ্ডের সুদ দিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে বেঞ্জামিনকে চরমদান করণে কর্ম্মনির্ব্বাহকের অনুমানসিদ্ধ সম্মতি দেওয়া হইল।

(ঘ) উইলকর্ত্তার ঋণ পরিশোধ করণান্তর কর্ম্মনির্ব্বাহকেরা বিশেষ চরমদান না মিটাইয়া প্রাণত্যাগ করেন। সেই সকল চরমদানে তাহার সম্মতি দেওয়া অনুমানসিদ্ধ।

(ঙ) উইলক্রমে বিশেষ যে দ্রব্য কোন ব্যক্তিকে প্রদত্ত হইয়াছে, তিনি তাহা দখল করিয়া আপনার বলিয়া রাখেন ও কর্ম্মনির্ব্বাহকও তাহার প্রতি কোন আপত্তি করেন না। এস্থলে তাহার সম্মতিদান অনুমানসিদ্ধ।

পণাধীন সম্মতির কথা।

১১৪ ধারা। কর্ম্মনির্ব্বাহক যে চরমদানে সম্মতি দেন, তাহা বিশেষ কোন পণের অধীন হইতে পারে। তাহা হইলে যদি তিনি সেই পণ বলবৎ করিতে স্বত্ববান হন, তবে তাহা সাধন না করা গেলে, তাহাতে সম্মতি দেওয়া হয় না।

উদাহরণ।

(ক) এবিষট উইলক্রমে ব্রৌণকে সুলতানপুর নামে আপনার তালুক দেন চরমপত্রের তারিখে ও এবিষটের মরণকালে সেই তালুক ১০০০০ টাকার বন্ধক ছিল। কর্ম্মনির্ব্বাহক এই পণ করেন যে, উইলকর্ত্তা ব্যক্তির সেই বন্ধকের বাবদে দেয় টাকা যদি ব্রৌণ নিরূপিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করেন, তবে আমি সেই চরমদানে সম্মত হইব। সেই টাকার পরিশোধ হয় না। ইহার সম্মতি দেওয়া হইল না।

(খ) কর্ম্মনির্ব্বাহক বলেন, চরমদানের পাত্র যদি আমাকে এত টাকা দেন, তবে আমি সেই চরমদানে সম্মত হইব। সেই টাকা দেওয়া যায় না। তাহা না দিলেও সম্মতি সিদ্ধ হইল।

কর্ম্মনির্ব্বাহকের পক্ষ চরমদানে তাঁহার সম্মতি দিবার কথা।

১১৫ ধারা। পরের পক্ষ চরমদানে যেমন কর্ম্মনির্ব্বাহকের সম্মতি প্রয়োজনীয়, তেমনি কর্ম্মনির্ব্বাহকের পক্ষ চরমদানে তাঁহার অধিকার সম্পূর্ণ করণার্থ সেই চরমদানেও তাহার সম্মতি প্রয়োজনীয়, আর ঐ স্থলের ন্যায় এই স্থলেও তাঁহার সম্মতি দান স্পষ্ট অথবা অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে।

অনুমানসিদ্ধ সম্মতির কথা।

সম্পত্তি নির্ব্বাহকরণ প্রণালীতে যে ক্রিয়া তিনি কর্ম্মনির্ব্বাহকস্বরূপে না করিয়া চরমদান-পাত্রস্বরূপে করেন, এমত কোন ক্রিয়া হইলে তদ্দ্বারা তাহার সম্মতিদান অনুমানসিদ্ধ জ্ঞান হইবে।

উদাহরণ।

চরমদানদ্বারা কোন বাটী কি গবর্ণমেণ্ট কাগজ কর্ম্মনির্ব্বাহককে দত্ত হইলে যদি তিনি সেই বাটীর ভাড়া কি সেই কাগজের সুদ গ্রহণ করিয়া আপনার উপকারার্থে প্রয়োগ করেন, তবে তাহাতে সম্মতি হয়।

কর্ম্মনির্ব্বাহকের সম্মতির ফলের কথা।

১১৬ ধারা। কোন চরমদান কর্ম্মনির্ব্বাহকের সম্মতি প্রদত্ত হইলে, উইলকর্ত্তার মৃত্যুর তারিখ অবধি সেই চরমদান ফলবৎ হইবে।

উদাহরণ।

(ক) কোন চরমদানের পাত্র এবং দানে কর্ম্মনির্ব্বাহক সম্মতি না দিলে সেই চরমদানের বিষয় বিক্রয় করেন, পরে কর্ম্মনির্ব্বাহক তাহাতে সম্মতি দেন। সেই উত্তরকালীয় সম্মতি দেওয়া ক্রেতার উপকারার্থে হইল, কেননা তদ্দ্বারা ঐ দানের বিষয়ে তাহার স্বত্ব সম্পূর্ণ হইল।

(খ) এবিয়ট উইলক্রমে ১০০০ টাকা ও আপনার মরণকাল অবধি তাহার সুদ ব্রৌণকে দেন। কর্ম্মনির্ব্বাহক বিলম্ব করিয়া এবিয়টের মৃত্যুর এক বৎসর পরে সেই চরমদানে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তিনি সম্মত হওয়াতে ব্রৌণ এবিয়টের মৃত্যু অবধি সেই সুদ পাইতে স্বত্ববান হন।

কর্ম্মনির্ব্বাহক কখন চরমদান প্রদান করিবেন, তাহার কথা।

১১৭ ধারা। উইলকর্ত্তার মৃত্যুর তারিখ অবধি এক বৎসর কাল গত না হইলে, কোন চরমদান অর্পণ বা প্রদান করিতে কর্ম্মনির্ব্বাহক আবদ্ধ নহেন।

উদাহরণ।

এবিয়ট আপনার উইলক্রমে নিজ মৃত্যুর পর ছয় মাসের মধ্যে আপনার চরমদান দিবার আদেশ করিয়া যান। এমত স্থলেও এক বৎসর গত না হইলে সেই সকল চরমদান দিতে কর্ম্মনির্ব্বাহক আবদ্ধ নহেন।

নবম অধ্যায়।

বার্ষিক বৃত্তি শোধ করিবার কি হারানুযায়ী অংশ দিবার বিধি।

যে বার্ষিক বৃত্তির আরম্ভকাল উইলে নির্দ্দিষ্ট নাই, তাহার আরম্ভ যে সময়ে হইবে, তাহার কথা।

১১৮ ধারা। যেস্থলে উইলে বার্ষিক বৃত্তি দেওয়া যায়, অথচ তাহা আরম্ভ হইবার কোন কাল নিরূপিত না হইয়াছে, সে স্থলে উইলকর্ত্তার মৃত্যুর কাল হইতে তাহা আরম্ভ হইবে এবং সেই ঘটনার অব্যবহিত পরে এক বৎসর অবসানে প্রথম প্রদান করিতে হইবে।

উ

যদি বার্ষিক বৃত্তির টাকা মাসে মাসে কি তিন মাস অন্তরে দিবার আদেশ থাকে, তাহার প্রথম টাকা যে সময়ে পাওনা হইবে তাহার কথা।

১১৯ ধারা। তিন মাস অন্তরে কিম্বা মাসে মাসে বার্ষিক বৃত্তির টাকা দিবার যদি আদেশ থাকে, তবে উইলকর্ত্তা ব্যক্তির মৃত্যু অবধি প্রথম মাসত্রয়ের শেষ অথবা প্রথম মাসের শেষ বৃত্তির প্রথম কিস্তি পাওনা হইবে এবং কর্ম্মনির্ব্বাহকের বিবেচনামতে পাওনা হইবামাত্র সেই কিস্তি শোধ হইতে পারিবে, কিন্তু বৎসরের অবসান যাবৎ না হয় তাবৎ আছ তাহা দিতে বাধিত হইবেন না।

যে বার্ষিক বৃত্তির প্রথমবার টাকা দিবার জন্যে বিশেষ পরিমাণের কাল কি বিশেষ কোন দিবস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার টাকা তৎপশ্চাৎ যে সময়ে দিতে হইবে তাহার কথা।

১২০ ধারা। কোন বার্ষিক বৃত্তির টাকা প্রথমবার দিবার বিষয়ে যদি এমত আদেশ থাকে যে উইলকর্ত্তা ব্যক্তির মৃত্যুর পরে প্রথম মাসের কিম্বা অন্যকাল বিভাগের মধ্যে কিম্বা নির্দ্দিষ্ট কোন তারিখে তাহা দেয় হয়, তবে তৎপশ্চাৎ বৎসরে বৎসরে যে টাকা দিতে হইবে, তাহা চরমপত্রের আদেশানুসারে প্রথমবার টাকা দিবার জন্যে নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বাগ্র তারিখ মানিয়া বৎসর বৎসর সেই তারিখে দিতে হইবে।

টাকা দিবার মিয়াদের মধ্যে বৃত্তির অধিকারী মরিলে হারানুযায়ী অংশ দিবার কথা।

আর এমত টাকা দিবার দুই তারিখের মধ্যে যদি বৃত্তির অধিকারী মরে, তবে হারানুযায়ী অংশ তাহার প্রতিনিধিকে দিতে হইবে।

দশম অধ্যায়।

চরমদান শোধের উপায় করণোপলক্ষে উপস্বত্বোৎপাদক কাগজ ক্রয় করিবার বিধি।

বিশেষ চরমদান ভিন্ন অন্য চরমদান যাবজ্জীবন ভোগার্থে দত্ত হইলে সেই দানের টাকাতে যে প্রকারে উপস্বত্বোৎপাদক কাগজ ক্রয় করিতে হইবে, তাহার কথা।

১২১ ধারা। বিশেষ চরমদান ভিন্ন অন্য চরমদান যাবজ্জীবন ভোগার্থে দত্ত হইলে সম্বৎসরের অবসানে সেই দত্ত টাকাতে হাইকোর্ট সময়ে সময়ে সাধারণ বিধিদ্বারা যে প্রকারের উপস্বত্বোৎপাদক কাগজ ক্রয় করিবার অনুমতি দেন, কি আদেশ করেন, সেই প্রকারের উপস্বত্বোৎপাদক কাগজ ক্রয় করিতে হইবে ও তাহার যে উপস্বত্ব যখন পাওনা হয়, তাহা তখন ঐ দানের পাত্রকে দিতে হইবে।

উত্তরকালের কোন সময়ে শোধ করিবার পণে সে সাধারণ চরমদান হয়, তাহার টাকাতে উপস্বত্বোৎপাদক কাগজ ক্রয় করিবার কথা।

১২২ ধারা। উত্তরকালে বিশেষ সময়ে শোধনীয় সাধারণ চরমদান করা গেলে, কর্ম্মনির্ব্বাহক তৎপোষণার্থ প্রচুর টাকার উপস্বত্বোৎপাদক কাগজ অর্থাৎ ইহার পূর্ব্ব ধারাতে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে কাগজ ক্রয় করিবেন।

মধ্যকালীন সুদের কথা।

মধ্যকালের সুদ উইলকর্ত্তা ব্যক্তির শেষ বিভবের অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশেষ ফণ্ড হইতে বার্ষিক বৃত্তি শোধ করিবার কিম্বা তদর্থে বিশেষ ফণ্ড পৃথক রাখিবার আদেশ না থাকিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১২৩ ধারা। বার্ষিক বৃত্তি দান করা গেলে, যদি তৎশোধার্থে বিশেষ কোন ফণ্ড হইতে টাকা দিবার কি বিশেষ কোন খরচের নিমিত্ত পৃথক রাখিবার আদেশ উইলে না থাকে, তবে নির্দ্দিষ্ট মূল্যের গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কীয় বার্ষিক বৃত্তি ক্রয় করিতে হইবে। অথবা

তাহা পাওয়া না গেলে, সেই বৃত্তি পোষণে প্রচুর টাকা লইয়া হাইকোর্ট সময়ে সময়ে প্রকাশিত সাধারণ বিধি দ্বারা যে প্রকারে উপস্বত্বোৎপাদক কাগজ ক্রয় করিবার অনুমতি করেন, কি আদেশ দেন, সেই প্রকারের উপস্বত্বোৎপাদক কাগজ ক্রয় করিতে হইবে।

ঘটনাধীন চরমদানের টাকা শেষ সম্পদের দানপাত্রকে সমর্পণ করিবার কথা।

১২৪ ধারা। বিশেষ ঘটনাধীনে চরমদান করা গেলে কর্ম্মনির্ব্বাহক তৎপোষণার্থে উপস্বত্বোৎপাদক কাগজ ক্রয় করিতে বাধিত হইবেন না, কিন্তু সেই চরমদান পাওনা হইলে, তাহার শোধ যে করা যাইবে, ইহার উপযুক্ত প্রতিভূ শেষ সম্পদ চরমদানের পাত্রের স্থানে লইয়া সমুদয় শেষ সম্পদ তাঁহার প্রতি সমর্পণ করিতে পারিবেন।

শেষ সম্পদ কোন ব্যক্তির যাবজ্জীবন ভোগার্থে দত্ত হইলে, যদি তাহা লইয়া বিশেষ প্রকারের উপস্বত্বোৎপাদক কাগজ ক্রয় করিবার আদেশ থাকে, তবে তদ্দ্বারা উপস্বত্বোৎপাদক কাগজ ক্রয় করিবার কথা।

১২৫ ধারা। উইলকর্ত্তা ব্যক্তি কোন ব্যক্তির যাবজ্জীবন ভোগার্থে আপনার শেষ সম্পদ দান করিলে, যদি তাহা দিয়া বিশেষ প্রকারের উপস্বত্বোৎপাদক কাগজ ক্রয় করিবার কোন আদেশ না করিয়া থাকেন, তবে সেই প্রকারের কাগজ ক্রয় করিতে উইলকর্ত্তা ব্যক্তির মৃত্যুকালে যে অংশ ব্যয় না হইয়াছে, সেই অংশ বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্যদ্বারা সেই নির্দ্দিষ্ট প্রকারের উপস্বত্বোৎপাদক কাগজ ক্রয় করিতে হইবে।

সম্পদ বিক্রয়ের ও কাগজ ক্রয় করণের সময় ও প্রকারের কথা।

১২৬ ধারা। অব্যবহিত পূর্ব্ব ধারাক্রমে যেরূপ বিক্রয় ও ক্রয় করণের বিষয় আলোচিত

হইয়াছে, সেইরূপ বিক্রয় ও ক্রয় করণ যে সময়ে ও যে প্রকারে কর্ম্মনির্ব্বাহক উপযুক্ত বিবেচনা করেন, সেই সময়ে ও সেই প্রকারে করিতে হইবেক।

কাগজ ক্রয় করা না হওয়া পর্য্যন্ত সুদ দেয় হইবার কথা।

এবং সেই সম্পদ বিক্রয় ও কাগজ ক্রয়করণ সমাপ্ত হইলে যে ব্যক্তি মূল ধনের উপস্বত্ব পাইতে স্বত্ববান হইবেন, তিনি তাহার অসমাপ্তি কাল ব্যাপিয়া অবিক্রীত সম্পদের মূল্যের উপর শতকরা ৬৲ টাকা বার্ষিক সুদ পাইবেন। উক্ত সম্পদের মূল্য হিসাব করিতে গেলে উইলকর্ত্তা ব্যক্তি মৃত্যুর তারিখে বাজারের যে দর ছিল, তাহাই ধরিতে হইবে।

যে চরমদানের বিষয় অবিলম্বে পাইতে কি দখল করিতে চরমদানপাত্র স্বত্ববান হন, সেই চরমদানের পাত্র অপ্রাপ্তব্যবহার হইলে যদি তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিকে দানের বিষয় দিবার আদেশ না থাকে, তবে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১২৭ ধারা। যে চরমদানের বিধানানুসারে চরমদানপাত্র দত্ত টাকার শোধ কি দত্ত দ্রব্যের দখল অবিলম্বে পাইতে স্বত্ববান হন, এমত চরমদানের পাত্র অপ্রাপ্তব্যবহার হইলে যদি তাহার পক্ষে অন্য ব্যক্তিকে সেই বিষয় দিবার কোন আদেশ উইলে না থাকে, তবে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে নাবালগ ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি সেই পাত্র হইলে যে জেলার জজ কি ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি প্রবেট কি উইল পত্রসম্বলিত দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র দিয়াছিলেন, কর্ম্মনির্ব্বাহক কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারী তাঁহারাই আদালতে দানপাত্রের হিসাবে ঐ দানের বিষয় সমর্পণ করিবেন। অথবা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন কোন নাবালগ যদি দানেরপাত্র হন, তবে সেই কোর্টে তাঁহার হিসাবে তাহার সমর্পণ করিতে হইবে।

এবং জেলার জজের কি ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধির আদালতে অথবা বিষয়বিশেষে কোর্ট অব ওয়ার্ডসে সে দানের বিষয় সমর্পণ করা গেলে, তাহাতেই ঐ সমর্পিত টাকা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কীয় দায় হইতে উপযুক্ত মুক্তি লাভ হইবে।

এবং উক্ত টাকা দাখিল হইলে পর তাহা লইয়া গবর্ণমেণ্টের কাগজ ও তদুৎপন্ন সুদ ক্রয় করিতে হইবে। পরে সেই কাগজ ও তদুৎপন্ন সুদ তাহার অধিকারী ব্যক্তির হিসাবে লিখিতে হইবে, কিম্বা ঐ জজ সাহেবের অথবা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অনুমতিক্রমে অন্য কোন মতে তাঁহার উপকারার্থে প্রয়োগ করিতে হইবে।

একাদশ অধ্যায়।

চরমদানের উপস্বত্ব ও সুদের বিধি।

বিশেষ চরমদানের পাত্র উইলকর্ত্তার মৃত্যুর তারিখ অবধি সেই দানের উপস্বত্ব পাইবার স্বত্ববান, তাহার কথা।

১২৮ ধারা। বিশেষ চরমদানে উপস্বত্ব হইলে সেই দানের পাত্র উইলকর্ত্তা ব্যক্তির মৃত্যু অবধি তাহার শুদ্ধ উপস্বত্ব (যদি থাকে) পাইতে স্বত্ববান হন।

বর্জ্জিত স্থল। যে বিশেষ চরমদান স্বনিয়মের বলে কোন ঘটনার অধীন, তন্মধ্যে উইলকর্ত্তা ব্যক্তির মৃত্যু অবধি চরমদানের সম্পর্ক স্থির হওয়া পর্য্যন্ত সেই দানের উপস্বত্ব পরিগৃহীত নয়।

তাহার তাবৎ কালিক শুদ্ধ উপস্বত্ব উইলকর্ত্তার শেষ সম্পদের অংশরূপে গণ্য।

উদাহরণ।

(ক) এবিরট উইলক্রমে আপনার মেষপাল ব্রৌণকে দেন। এবিরটের মরণোত্তর অথচ কর্ম্মনির্ব্বাহকের দ্বারা সমর্পণের পূর্ব্বে মেষগণের লোমচ্ছেদন হয়, কিম্বা কোন মেষীর শাবক জন্মে। সেই পশম ও সেই বৎসসকল ব্রৌণের সম্পত্তি।

(খ) এবিরট উইলক্রমে আপনার গবর্ণমেণ্ট কাগজ সকল ব্রৌণকে দেন, কিন্তু তৎসমর্পণ কার্টরের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিলম্ব করিবার আদেশ করেন। ইহা এবিরটের মৃত্যুর পূর্ব্বে যে সুদ পাওনা হয়, তাহাতে ব্রৌণের অধিকার আছে এবং যদি তিনি অপ্রাপ্তব্যবহার না হয়েন, তবে পাইবামাত্র তাহাকে দিতে হয়।

(গ) উইলকর্ত্তা এই বিধান করেন যে, এলবর্টের সম্পূর্ণ আঠার বৎসর বয়স হইলে আমার শতকরা চারি টাকা সুদের সমুদয় গবর্ণমেণ্ট কাগজ তাহাকে দিব। যদি এলবর্টের তত বয়স হয়, তবে তিনি ঐ গবর্ণমেণ্ট কাগজ পাইতে স্বত্ববান হইবেন, কিন্তু উইলকর্ত্তার মৃত্যু অবধি এলবর্টের আঠার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যে সুদ তাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা শেষ সম্পদের অংশ হয়।

শেষ সম্পদদানের পাত্র উইলকর্ত্তার মৃত্যু অবধি শেষ ধনের উপস্বত্ব পাইতে স্বত্ববান হইবার কথা।

১২৯ ধারা। সাধারণ শেষ সম্পদদানের বলে সেই চরমদানের পাত্র উইলকর্ত্তা ব্যক্তির মৃত্যু অবধি শেষ ধনের উপস্বত্ব পাইতে স্বত্ববান হন।

বর্জ্জিত স্থল। যে সাধারণ শেষ সম্পদদান স্বনিয়মের বলে কোন ঘটনার অধীন, তন্মধ্যে উইলকর্ত্তার মৃত্যু অবধি চরমদানের সম্পর্ক স্থির হওয়া পর্য্যন্ত সেই দান হইতে উৎপন্ন উপস্বত্ব পরিগৃহীত নয়।

সেই উপস্বত্ব বিষয়ক কোন বিধান হয় নাই বলিয়া তাহা অন্যের প্রতি বর্ত্তিবে।

উদাহরণ।

(ক) উইলকর্ত্তা ব্যক্তি এই বিধান করেন যে, আমি আলবর্ট নামে অপ্রাপ্তব্যবহার এক বালককে আমার শেষ সম্পত্তি দিলাম, তিনি সম্পূর্ণ আঠার বৎসর বয়স্ক হইলে তাহার হস্তে তাহা সমর্পণ করিতে হইবে। ইহাতে উইলকর্ত্তার মৃত্যুর কাল অবধি উপস্বত্ব আলবর্টের হয়।

(খ) উইলকর্ত্তা ব্যক্তি এই বিধান করেন, যে, আলবর্টের সম্পূর্ণ আঠার বৎসর বয়স হইলে আমার শেষ সম্পদ তাহাকে দিব। যদি আলবর্টের ততকাল বয়স হয়, তবে তিনি ধন পাইবার অধিকারী হইবেন। উইলকর্ত্তার মৃত্যু অবধি তাহা হইতে উৎপন্ন উপস্বত্ববিষয়ক কোন বিধান হয় নাই বলিয়া গণ্য হয়।

যে সাধারণ চরমদান শোধ করিবার সময় নিরূপিত হয় নাই তাহার সুদের কথা।

১৩০ ধারা। যে সাধারণ চরমদান শোধ করিবার কোন বিশেষ সময় নিরূপিত হয় নাই, তাহার সুদ উইলকর্ত্তার মৃত্যুর পর প্রথম বৎসরের শেষ অবধি চলিবে।

বর্জ্জিত কথা। (১) কোন ঋণদানার্থ যে চরমদান করা যায়, তাহার সুদ উইলকর্ত্তা ব্যক্তির মৃত্যু অবধি চলিবে।

(২) চরমদানপাত্র যদি উইলকর্ত্তার সন্তান বা তৎবংশের দূরসম্পর্কীয় সন্তানের তুল্য হন, তবে সেই চরমদানের সুদ উইলকর্ত্তার মৃত্যু হইতে চলিবে।

চরমদানের পাত্র অপ্রাপ্তব্যবহার হইলে যদি দানের বিষয় হইতে তাহার ভরণপোষণের আদেশ থাকে, তবে উইলকর্ত্তার মৃত্যু অবধি সুদ দিতে হইবে।

সময় নির্দ্দিষ্ট হইলে সুদ দিবার কথা।

১৩১ ধারা। কোন সাধারণ চরমদান শোধ করিবার সময় নির্দ্দিষ্ট হইলে, সেই নির্দ্দিষ্ট সময়াবধি সুদ চলিবে।

সেই সময় পর্য্যন্ত যে সুদ জমে, তাহা উইলকর্ত্তার শেষ সম্পদের অংশ হইবে।

বর্জ্জিত স্থল। চরমদানের পাত্র উইলকর্ত্তা ব্যক্তির সন্তান কি বংশ অথবা তাহার সন্তানের তুল্য হইলে যদি অপ্রাপ্তব্যবহার হন ও উইলপত্রে তাহার ভরণপোষণের উপায়রূপে বিশেষ পরিমাণের টাকা দিবার আদেশ না থাকে, কিম্বা তদ্বিপরীতে কোন আদেশ থাকে, তবে উইলকর্ত্তার মৃত্যু হইতে চলিবে।

সেই সুদের হারের কথা।

১৩২ ধারা। সেই সুদের হার বার্ষিক শতকরা ৬৲ টাকা হইবে।

উইলকর্ত্তাব্যক্তির মৃত্যুর পরে প্রথম বৎসরে বাকী বার্ষিক বৃত্তির সুদ না চলিবার কথা।

১৩৩ ধারা। বার্ষিক বৃত্তি প্রথমবার দিবার জন্যে প্রথম বৎসর অবসানের পূর্ব্বে কোন

সময় উইলে নির্দ্দিষ্ট হইলে ও উইলকর্ত্তার মৃত্যুর পরে সেই এক বৎসরের মধ্যে সেই বাকী বার্ষিক বৃত্তির উপর সুদ চলিবে না।

বার্ষিক বৃত্তি উৎপাদনার্থে যে টাকাতে উপসত্ত্বোৎপাদক কাগজ ক্রয় করিবার আদেশ থাকে, তাহার সুদ দিবার কথা।

১৩৪ ধারা। বার্ষিক বৃত্তি উৎপাদনার্থ যে টাকাতে উপসত্ত্বোৎপাদক কাগজ ক্রয় করিবার আদেশ থাকে, উইলকর্ত্তার মৃত্যু অবধি তাহার সুদ দিতে হইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

চরমদান প্রত্যর্পণের বিধি।

বিচারকর্ত্তার আজ্ঞাক্রমে যে চরমদান শোধ করা হইয়াছে, তাহা প্রত্যর্পণের কথা।

১৩৫ ধারা। কর্ম্মনির্ব্বাহক কোন বিচারকর্ত্তার আজ্ঞাক্রমে কোন চরমদান শোধ করিলে যদি সমুদয় চরমদানের শোধার্থে সংস্থান অকুলান হইল দেখা যায়, তবে তিনি সেই দানের পাত্রের কাছে টাকা প্রত্যর্পণের দাওয়া করিতে পারিবেন।

যে চরমদানের শোধ ইচ্ছামতে হইয়াছে, তাহা প্রত্যর্পণ না হইবার কথা।

১৩৬ ধারা। কর্ম্মনির্ব্বাহক ইচ্ছামতে কোন চরমদান শোধ করিলে যদি সমুদয় চরমদান শোধার্থে সংস্থানের অকুলান হওয়া দেখা যায়, তবে তিনি সেই চরমদান পাত্রের কাছে টাকা প্রত্যর্পণের দাওয়া করিতে পারিবেন না।

অতিরিক্ত যে অবকাশ দেওয়া যায়, তাহার মধ্যে পণের সাধন হইলে যে চরমদানের অধিকার জন্মে তৎপ্রত্যর্পণের কথা।

১৩৭ ধারা। যে পণবিশেষ সাধনের যে সময় উইলপত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই পত্র সেই সময়ের মধ্যে সাধিত না হইলে পর, যদি কর্ম্মনির্ব্বাহক বিনা প্রতারণাতে সংস্থান সকল বণ্টন করিয়া থাকেন, এমত স্থলে ঐ পণ সাধনার্থ অতিরিক্ত অবকাশ দত্ত হইলে, যদি তদনুসারে সেই পণের সাধন হইয়া থাকে, তবে সেই চরমদানের জন্যে কর্ম্মনির্ব্বাহকের নামে দাওয়া করা যাইতে পারিবে না, কিন্তু তিনি যাহাদিগকে টাকা দিয়াছেন, তাহারা চরমদানের তুল্য টাকা ফিরিয়া দিতে দায়ী হইবেন।

যে স্থলে চরমদান ভোগ হইবার অগ্রে প্রতিপাল্য পণস্বরূপ হউক কিম্বা যে পণ প্রতিপালন না করিলে সেই চরমদানের বিষয় অপর লোককে বর্ত্তিবে, অথবা আর ফলবৎ হইবে না, সেই পণস্বরূপ চরমদানপাত্রের কর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম করিতে হইবে বলিয়া সেই উইলে আদেশ থাকে, সেই স্থলে নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে সেই কার্য্য করা আবশ্যক, যদি কোন প্রতারণাক্রমে তাহা করণপক্ষে কোন বিঘ্ন না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ প্রতারণাতে বিলম্ব ঘটনা হইলে অতিরিক্ত সময় দিতে হইবে।

যে স্থলে প্রত্যেক চরমদানের পাত্রকে হারাহুসারে টাকা প্রত্যর্পণ
করা যাইতে পারে, তাহার কথা।

১৩৮ ধারা। কর্ম্মনির্ব্বাহক চরমদান সকল শোধ করণে সমুদায় সংস্থান ব্যয় করিলে পর যদি তাহাকে এমন ঋণও পরিশোধ করিতে হয়, যদ্বিষয়ে সংবাদ তিনি অগ্রে পান নাই, তবে তিনি প্রত্যেক চরমদানপাত্রের কাছে হারাহুসারে টাকা প্রত্যর্পণ করিবার দাওয়া করিতে পারিবেন।

সংস্থান বিভাগ করিবার কথা।

১৩৯ ধারা। হাইকোর্ট সময়ে সময়ে কৃত সাধারণ নিয়মক্রমে যেরূপ নোটিসের উপদেশ দিয়া থাকেন, সেইরূপ নোটিস যেস্থলে কর্ম্মনির্ব্বাহক কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারী মৃত ব্যক্তির সম্পদের বিরুদ্ধে যে সকল মহাজন বা অপর ব্যক্তিদের কোন দাওয়া থাকে, তাহারা পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া জারী করিয়া থাকেন, সে স্থলে দাওয়া পাঠাইবার নিমিত্ত সেই নোটিসের নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইলে তিনি ব্যবস্থাসিদ্ধ যে সকল দাওয়া অবগত হইয়াছেন, তাহার শোধার্থে সমুদয় সংস্থান কি তাহার কোন অংশ বিভাগ করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন ও সেই বিভাগ সময়ে যে ব্যক্তির দাওয়া অবগত হন নাই, তাঁহার নিকটে ঐ বিভক্ত সংস্থানের সম্পর্কে দায়ী হইবেন না।

উত্তমর্ণের দ্বারা সংস্থানের অনুধাবনের কথা।

কিন্তু যাঁহারা সেই সংস্থান কি তাহার কোন অংশ পাইয়াছেন, তাঁহাদের হস্তগত সেই সংস্থানের কি তদীয় অংশের অনুধাবন করিবার যে স্বত্ব ঐ উত্তমর্ণ কি দাওয়াকারী ব্যক্তির আছে, সেই স্বত্বের হানি ইহার কোন কথার দ্বারা হইবে না।

উত্তমর্ণ চরমদানপাত্রের নামে টাকা প্রত্যর্পণের দাওয়া
করিতে পারেন তাহার কথা।

১৪০ ধারা। যে উত্তমর্ণ আপনার পাওনার শোধ পান নাই তিনি, উইলকর্ত্তার মৃত্যুকালে তাহার ষ্টেটের সংস্থান উভয় দেনা ও চরমদান সকল শোধ করিতে পর্য্যাপ্ত হউক বা না হউক কিম্বা কর্ম্মনির্ব্বাহক চরমদান ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রদান করুন বা না করুন, যে চরমদানপাত্র আপনার চরমদানের শোধ পাইয়াছেন, তাহার কাছে টাকা প্রত্যর্পণ করিবার দাওয়া করিতে পারিবেন।

যে চরমদানের পাত্র আপনার চরমদানের বিষয় না পাইয়াছেন কিম্বা
১৪০ ধারানুসারে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তিনি যে স্থলে
চরমদানের সমুদায় শোধপ্রাপ্ত কোন দানপাত্রকে প্রত্যর্পণ
করাইতে না পারেন, তাহার কথা।

১৪১ ধারা। উইলকর্ত্তার মৃত্যুর সময়ে চরমদান শোধ করণে প্রচুর সংস্থান থাকিলে যদি কোন চরমদানের পাত্র নিজ চরমদানের শোধ না পাইয়া থাকেন, কিম্বা ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ব ধারানুসারে প্রত্যর্পণ করিতে বাধিত হইয়া থাকেন, তবে সে ব্যক্তি পশ্চাৎ কর্ম্মনির্ব্বাহকের অপব্যয় দ্বারা সংস্থান অপ্রচুর হইলেও সম্পূর্ণপ্রাপ্ত চরমদানের পাত্রকে প্রত্যর্পণ করাইতে

পারিবেন না। সেই দ্বিতীয় চরমদানের শোধ মোকদ্দমা ক্রমে কি বিনা মোকদ্দমাতে করা গেলেও এই ফল হইবে।

কর্ম্মনির্ব্বাহক যোত্রবান হইলে শোধ বঞ্চিত চরমদানপাত্র কখন সেই কর্ম্ম-
নির্ব্বাহকের নামে প্রথমে নালিশ করিতে পারিবেন,
তাহার কথা।

১৪২ ধারা। উইলকর্ত্তার মৃত্যুর সময়ে সকল চরমদান শোধ করণে প্রচুর সংস্থান না থাকিলেও যদি কোন চরমদানপাত্র নিজ চরমদানের শোধ না পাইয়া থাকেন, তবে যোত্রবান হইলে কর্ম্মনির্ব্বাহকের নামে সেই শোধ বঞ্চিত চরমদানপাত্র প্রথমে নালিশ করিতে পারিবেন, কিন্তু যদি সেই কর্ম্মনির্ব্বাহক যোত্রহীন হন ও টাকা প্রদান করিতে দায়ী না হন, তবে সেই শোধ অপ্রাপ্ত চরমদানপাত্র প্রত্যেক শোধপ্রাপ্ত চরমদানপাত্রকে হারানুসারে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন।

এক চরমদানপাত্রের নিকটে অন্য জনের প্রত্যর্পণীয় টাকার সীমার কথা।

১৪৩ ধারা। সম্পদের উচিত নির্ব্বাহ করা গেলে, শোধিত চরমদান যত টাকাতে ন্যূন করিতে হইত, তদপেক্ষা অধিক টাকা এক চরমদানের পাত্র অন্য চরমদানের পাত্রের নিকটে প্রত্যর্পণ করিতে বাধিত হইবেন না।

উদাহরণ।

এবিয়ট উইলক্রমে বেঞ্জামিনকে ২৪০৲ টাকা ও চার্লসকে ৪৮০৲ টাকা ও ডেবিডকে ৭২০৲ টাকা দেন। সংস্থান কেবল ১২০০৲ টাকা মাত্র, তাহার নির্ব্বাহ করা গেলে বেঞ্জামিন ২০০৲ টাকা ও চার্লস ৪০০৲ টাকা ও ডেবিড ৬০০৲ টাকা পাইতেন, সুতরাং বেঞ্জামিনের জন্যে কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। ইহাতে বেঞ্জামিন চার্লসকে ৮০৲ টাকা ও ডেবিডকে ১২০৲ টাকা প্রত্যর্পণ করাইতে পারেন।

সুদ ব্যতিরেকে প্রত্যর্পণ হইবার কথা।

১৪৪ ধারা। সুদ বিনা সকল স্থলে প্রত্যর্পণ হইবে।

সকল দেনা পরিশোধান্তে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা শেষ সম্পদ
চরমদান- পাত্রকে দিবার কথা।

১৪৫ ধারা। সকল ঋণ ও চরমদানের শোধ হইলে পর মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অবশিষ্ট বা উদ্বৃত্ত যাহা থাকিবে, তাহা উইলে শেষ সম্পদদানপাত্র বলিয়া যে কোন ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট থাকেন, সেই ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে।

১৪৫ক। ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষ মধ্যে নিবাসস্বত্ববিহীন কোন ব্যক্তি ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে ও যে দেশে তাহার মৃত্যুকালে নিবাসস্বত্ব আছে, সেই উভয় দেশে সম্পত্তি রাখিয়া পরলোকগত হইলে ও ভারতবর্ষস্থিত সম্পত্তি সম্বন্ধে ভারতবর্ষে প্রবেট বা লেটার অব এডমিনিষ্ট্রেসন দত্ত হইয়া থাকলে, এবং যে দেশে তাহার নিবাসস্বত্ব আছে সেই দেশস্থিত সম্পত্তি সম্বন্ধে তথায় লেটার অব এডমিনিষ্ট্রেসন দেওয়া গিয়া থাকিলে, ভারতবর্ষের এক্‌জিকিউটার বা এডমিনিষ্ট্রেটার ১৩৯ ধারায় উল্লিখিত নোটিস দিবার পর ও তন্নির্দ্দিষ্ট সময়

উ

অতীত হইলে যে সমুদায় আইনসঙ্গত দাবীর বিষয় তিনি জ্ঞাত আছেন, তাহা দিয়া ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বাহিরে অবস্থিত ব্যক্তিগণকে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উদ্বৃত্ত বা অবশিষ্টাংশ স্বয়ং বণ্টন করিয়া না দিয়া যে দেশের নিবাসস্বত্ব আছে, সেই দেশের একজিকিউটার বা এডমিনিষ্ট্রেটরের অনুমতি-অনুসারে ঐ উদ্বৃত্ত বা অবশিষ্টাংশ ঐ সকল ব্যক্তিদিগকে বিভাগ করিয়া দিবার জন্য ঐ একজিকিউটার বা এডমিনিষ্ট্রেটরের নিকট প্রেরণ করিতে পারেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

কর্ম্মনির্ব্বাহক কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারীর অপচয় জন্য দায়ের বিধি।

অপচয় জন্য কর্ম্মনির্ব্বাহকের কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারীর দায়ের কথা।

১৪৬ ধারা। যখন কোন কর্ম্মনির্ব্বাহক কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারী মৃত ব্যক্তির ষ্টেটের অনুপযুক্ত প্রয়োগ করেন, কিম্বা তাহার হানি কি ক্ষতি জন্মান, তখন তিনি তদ্ঘটিত হানি কি ক্ষতিপূরণ করিবার দায়ী হইবেন।

উদাহরণ।

(ক) কর্ম্মনির্ব্বাহক সেই ষ্টেট হইতে এক অমূলক দাওয়া শোধ করিলে, সেই শোধ জন্য যে ক্ষতি ঘটিল, তাহা পূরণ করিতে তিনি দায়ী হইবেন।

(খ) মৃত ব্যক্তির মূল্যবান এক ইজারা ছিল, সংবাদ দিলেই তাহা পুনরায় পাইবার নিয়ম ছিল। কর্ম্মনির্ব্বাহক সংবাদ দিতে ত্রুটি করেন। তজ্জন্য হানিপূরণ করা সেই কর্ম্মনির্ব্বাহকের কর্ত্তব্য।

(গ) যে ইজারাতে খাজানা অপেক্ষা ন্যূন উপস্বত্ব হয়, মৃত ব্যক্তির এমন এক ইজারা ছিল, কিন্তু বিশেষ সময়ে সংবাদ দিলে তাহার অবসান হইবার নিয়ম ছিল। কর্ম্মনির্ব্বাহক তাহার সংবাদ দিতে ত্রুটি করেন। তজ্জন্য হানিপূরণ করা তাহার কর্ত্তব্য।

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির কোন অংশ সংগ্রহ করিতে ত্রুটি করাতে যে দায় হয়, তাহার কথা।

১৪৭ ধারা। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির কোন অংশ সংগ্রহ করিতে ত্রুটি করাতে যদি তাহার কর্ম্মনির্ব্বাহকের কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারীর দ্বারা শেষ ষ্টেটের কোন ক্ষতি হয়, তবে তিনি সেই ক্ষতিপূরণ করিবার দায়ী হইবেন।

উদাহরণ।

(ক) কোন যোত্রবান্ কোন ব্যক্তির নিকটে যে ঋণ মৃত ব্যক্তির পাওনা ছিল, কর্ম্মনির্ব্বাহক তাহা হইতে সেই ঋণীকে একেবারে মুক্ত করেন, কিম্বা যে অধমর্ণ সমুদয় অর্থ পরিশোধ

করিতে পারেন, তাহার পক্ষে দাওয়ার কোন অংশ ত্যাগ করেন। কর্ম্মনির্ব্বাহক সেই ক্ষতি পূরণ করিবেন।

(খ) কর্ম্মনির্ব্বাহক শৈথিল্য করিয়া কোন ঋণ আদায়ার্থে মোকদ্দমা করিতে এত বিলম্ব করেন যে, অধমর্ণ মোকদ্দমার কালের নিরূপক আইনের উপর নির্ভর করিয়া ঋণ না দিবার হেতু দেখাইতে পারেন, তাহাতে সেই দাওয়া লুপ্ত হওয়াতে ষ্টেটের ক্ষতি হয়। কর্ম্মনির্ব্বাহক সেই ক্ষতিপূরণ করিতে দায়ী হন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

উইল সংযুক্ত করণের যে যে বিধান দ্রব্যনিরূপণাধিকারীর প্রতি খাটিতে পারিবে, তাহার কথা।

১৪৮ ধারা। এই আইনের ৮, ৯, ১০ ও ১২ অধ্যায়ে কর্ম্মনির্ব্বাহকসম্বন্ধীয় উইল সংযুক্ত করণীয় বিধানগুলি দ্রব্যনিরূপণাধিকারীর প্রতিও খাটিবে।

রক্ষাকরণীয় প্রকরণের কথা।

১৪৯ ধারা। এতল্লিখিত কোন কথাতে।—

(ক) উইল সংক্রান্ত যেরূপ ব্যবস্থা অন্য প্রকারে অপ্রসিদ্ধ হইত, সেইরূপ ব্যবস্থাকে প্রসিদ্ধ করিবে না।

(খ) ঐরূপ যে কোন ব্যবস্থা অন্য প্রকারে প্রসিদ্ধ হইত, তাহা অপ্রসিদ্ধ করিবে না।

(গ) ভরণপোষণের স্বত্ব হইতে যে কোন ব্যক্তি অন্য প্রকারে স্বত্ববান হইত, সেই ব্যক্তিকে বঞ্চিত করিবে না।

(ঘ) বঙ্গদেশের, মান্দ্রাজের কিম্বা বোম্বায়ের এডমিনিষ্ট্রেটার জেনারেলের স্বত্ব কর্ত্তব্য ও স্বাধিকারের প্রত্যবায় ঘটাইবে না।

উত্তরাধিকারসংক্রান্ত আইন হইতে যে সকল ব্যক্তি অব্যাহতি পাইয়াছেন, তাহাদিগের স্থলে এই আইনক্রমে প্রবেট ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র দিতে হইবার কথা।

১৫০ ধারা। কোন হিন্দুর, মুসলমানের, বৌদ্ধের অথবা ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারসংক্রান্ত আইনের ৩৩২ ধারাক্রমে যে ব্যক্তি অব্যাহতি পাইয়াছেন, সেই ব্যক্তির ষ্টেট সংক্রান্ত প্রবেট কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র পাইবার নিমিত্ত কোন কার্য্যানুষ্ঠান এই আইনক্রমে ব্রিটিস ভারতবর্ষীয় ব্যতীত কোন আদালতে উপস্থিত করা যাইবে না।

১৫১ ধারা [১৮৮৯ সালের ৭ আইনের ২ ধারা এবং তফসীল দ্বারা রহিত হইয়াছে]।

১৮৬০ সালের ২৭ আইনমতে কিম্বা ১৮২৭ সালের বোম্বাইয়ের ৮ আইনমতে প্রদত্ত সার্টিফিকেট, প্রবেট কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্রের প্রদানে অতিক্রম করিবার কথা।

১৫২ ধারা। কোন সম্পত্তি সম্বন্ধে এই আইনমতে প্রবেট কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র প্রদান করিলে তাহাতে সেই সম্পত্তি সংক্রান্ত ইতিপূর্ব্বে ১৮৬০ সালের ২৭ আইন কিম্বা ১৮২৭ সালের বোম্বাইয়ের ৮ আইনক্রমে প্রদত্ত সার্টিফিকেটকে অতিক্রম করিতেছে জ্ঞান করা যাইবে এবং যখন ঐরূপ সম্পত্তিসংক্রান্ত সার্টিফিকেটধারী কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত প্রকারের প্রবেট কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র প্রদানের কালে মোকদ্দমা কি কার্য্যানুষ্ঠান উপস্থিত করা হইয়া থাকে, তখন যে ব্যক্তিকে তাহা প্রদান করা গেল, সে ব্যক্তি যে আদালতে পূর্ব্বোক্ত সার্টিফিকেটের দরুণ মোকদ্দমা বা কার্য্যানুষ্ঠান দায়ের থাকে, সেই আদালতে ঐরূপ মোকদ্দমাতে কি কার্য্যানুষ্ঠানে সেই সার্টিফিকেটধারীর স্থলাভিষিক্ত হইতে পারবেন।

কিন্তু বিধানিত হইতেছে যে, এই ধারানুসারে কোন সার্টিফিকেট অতিক্রান্ত হইলে পরে, এইরূপ অতিক্রম হওয়ার সংবাদ না পাইয়া উক্ত সার্টিফিকেটধারীকে যে সকল টাকা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা প্রবেটের কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র অনুযায়ী দাওয়ার বিরুদ্ধে প্রসিদ্ধ গণ্য করা যাইবে।

১৫৩ ধারা। [১৮৮৯ সালের ৭ আইনের ২ ধারা এবং তফসীল দ্বারা রদ হইল]।

হিন্দু উইল বা চরমপত্র সংক্রান্ত আইনের সংশোধনের কথা।

১৫৪ ধারা। ১৮৭০ সালের হিন্দু উইলসংক্রান্ত আইনের এই এই সংশোধন করিতে হইবে যথা ;—

(ক) ২ ধারাগত "১৭৫ ধারা অবধি আরম্ভ করিয়া চরমপত্র সম্বন্ধিতে নবধরাহকার" "এই এই কথা পর্য্যন্ত অংশের পরিবর্ত্তে" "এবং ১৮৭ ধারা" বসাইতে হইবে।

(খ) ৩ ধারার ৩ প্রকরণ এবং ছয় ধারার শেষ প্রকরণ রহিত হইবে।

(গ) ৬ ধারাগত "১০৩ ও ১৮২ ধারা" এই এই কথার পরিবর্ত্তে '১০৩" এই কথা বসাইতে হইবে।

ব্রিটিষবর্ম্মা দেশে কৃত প্রবেট ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্রের প্রসিদ্ধতার কথা।

১৫৫ ধারা। কোন মৃত হিন্দুর, মুসলমানের বৌদ্ধের অথবা যে কোন ব্যক্তি ১৮৬৫ সালের ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনের ৩৩২ ধারাক্রমে অব্যাহতি পাইয়াছেন, সেই ব্যক্তির ষ্টেট সংক্রান্ত যে সকল প্রবেট কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র এই আইন প্রবল হইবার অগ্রে ব্রিটিষব্রহ্মদেশে প্রদান করা হইয়াছে, সেই সকল প্রদান এই আইন প্রচলিত হইলে যখন আইন সিদ্ধ করা যাইত, তখন তত্তাবতীয় এই আইনক্রমে কৃত হওয়া জ্ঞান করা যাইবে।

১৮৭৭ সালের ১৫ আইন সংশোধনের কথা।

১৫৬ ধারা। ১৮৭৭ সালের ভারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ৪৩

নম্বরে "৩২১" সংখ্যার পরে নিম্ন লিখিত কথা সংশোধিত হইবে যথা "কিম্বা প্রবেট ও দ্রব্য-নিরূপণাধিকারিত্ববিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের ১৩৯ কিম্বা ১৪০ ধারাক্রমে।

১৫৭ ধারা। (১) যদি কোন প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র দান এই আইনানুসারে প্রত্যাহার বা অসিদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তিকে ঐ দান করা হইয়াছে, তিনি যে আদালত ঐ দান করিয়াছিলেন, সেই আদালতকে ঐ প্রবেট বা পত্র তৎক্ষণাৎ প্রত্যর্পণ করিবেন।

"(২) যদি সেই ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া এবং যুক্তিযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে এইরূপে প্রবেট বা পত্র প্রত্যর্পণ করিতে ত্রুটি করেন, তাহা হইলে তাঁহার এক সহস্র টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা বা তিন মাস পর্য্যন্ত দুই প্রকার কারাদণ্ডের মধ্যে এক প্রকার কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ড হইবে।"

১৮৮১ সালের ৫ আইন সমাপ্ত।

——o——

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল সাহেবের
প্রণীত নিম্নলিখিত আইনটী ১৮৮৯ সালের ৮ই মার্চ্চ
তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল
সাহেব কর্ত্তৃক অনুমোদিত
হইল।

১৮৮৯ সালের ৬ আইন।

১৮৬৫ সালের ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক আইন প্রবেট ও ধনাধ্যক্ষতা বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইন, আদালতের রসুমের ১৮৭০ সালের আইন এবং ভারতবর্ষীয় ষ্ট্যাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন সংশোধন করণার্থ এবং অপর কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে বিধান করণার্থ

আইন।

১৮৬৫ সালের ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক আইন, প্রবেট ও ধনাধ্যক্ষতা বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইন, আদালতের রসুমের ১৮৭০ সালের আইন এবং ভারতবর্ষীয় ষ্ট্যাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন সংশোধন করা এবং অপর কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে বিধান করা বিহিত। অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিতমত বিধান করা গেল।

নাম ব্যাপ্তি এবং আরম্ভের কথা।

১ ধারা। (১) এই আইনটীকে প্রবেট ও ধনাধ্যক্ষতা বিষয়ক ১৮৮৯ সালের আইন বলা যাইতে পারিবে।

(২) ইহা (সান ষ্টেট বাদে উত্তর ব্রহ্ম সুদ্ধ) সমস্ত ব্রিটিশ ভারতবর্ষে খাটিবে। এবং

(৩) ইহা অবিলম্বে প্রবল হইবে।

১৮৬৫ সালের ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক আইন।

১৮৬৫ সালের ১০ আইনের ২৩৪ ধারা সংশোধন করিবার কথা।

২ ধারা। ১৮৬৫ সালের ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক আইনের ২৩৪ ধারার ব্যাখ্যার চতুর্থ দফার পর নিম্নলিখিত দফাটী যোগ করিতে হইবে, অর্থাৎ—

"৫। যে ব্যক্তিকে ক্ষমতা দান করা হইয়াছে, তিনি ইচ্ছা করিয়া এবং যুক্তিযুক্ত হেতু ব্যতিরেকে চতুস্ত্রিংশ ভাগের বিধানানুসারে তালিকা বা হিসাব প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিয়াছেন অথবা ঐ ভাগানুসারে এমন একখানি তালিকা বা হিসাব প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহা কোন গুরুতর বিষয়ে অসত্য।"

১৮৬৫ সালের ১০ আইনের ২৪৪ ধারা সংশোধন করিবার কথা।

৩ ধারা। ঐ আইনের ২৪৪ ধারায় "এবং তন্মধ্যে নামের উল্লেখ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট] অছি প্রার্থনাকারি আমি আছি" এই শব্দগুলির পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত শব্দগুলি বসিবে, অর্থাৎ—

"প্রার্থনাকারীর হস্তে যত পাওনা টাকা আসা সম্ভব, ও

চরমপত্রে যে অছির নাম উল্লেখ করা আছে, প্রার্থনাকারীই সেই অছি।

১৮৬৫ সালের ১০ আইনের ২৫৪ ধারা সংশোধন করিবার কথা।

৪ ধারা। ১৮৬৫ সালের ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক আইনের ২৫৪ ধারার শেষ চৌত্রিশটী শব্দের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত শব্দগুলি বসিবে, অর্থাৎ—

ও তিনি তাহা নির্ব্বাহ করিতে এবং প্রবেট দিবার তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে অথবা আদালত সময়ে সময়ে যে অতিরিক্ত সময় ধার্য্য করেন, তাহার মধ্যে উক্ত সম্পত্তি ও পাওনা টাকার একখানি সম্পূর্ণ ও যথার্থ তালিকা প্রস্তুত করিতে এবং এই আদালতে তাহা দেখাইতে স্বীকার করিয়াছেন এবং ঐ তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে অথবা আদালত সময়ে সময়ে যে অতিরিক্ত সময় ধার্য্য করেন তাহার মধ্যে এই আদালতে উক্ত সম্পত্তি ও পাওনা টাকার যথার্থ হিসাব দিতে ও স্বীকার করিয়াছেন।

১৮৬৫ সালের ১০ আইনের ২৫৫ ধারা সংশোধন করিবার কথা।

৫ ধারা। ঐ আইনের ২৫৪ ধারার শেষ পঁয়ত্রিশটী শব্দের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত শব্দগুলি বসিবে, অর্থাৎ—

"ও তিনি তাহা নির্ব্বাহ করিতে এবং এই প্রবেট দিবার তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে অথবা আদালত সময়ে সময়ে যে অতিরিক্ত সময় ধার্য্য করেন তাহার মধ্যে উক্ত সম্পত্তি ও পাওনা টাকার এক খানি সম্পূর্ণ ও যথার্থ তালিকা প্রস্তুত করিতে এবং এই আদালতে তাহা দেখাইতে স্বীকার করিয়াছেন এবং ঐ তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে অথবা আদালত সময়ে সময়ে যে অতিরিক্ত সময় ধার্য্য করেন তাহার মধ্যে এই আদালতে উক্ত সম্পত্তি ও পাওনা টাকার যথার্থ হিসাব দিতেও স্বীকার করিয়াছেন।"

১৮৬৫ সালের ১০ আইনের ২৫৬ ধারা সংশোধন করিবার কথা।

১৮৬৫ সালের ১০ আইনের ২৭৭ ধারার পরিবর্ত্তে নূতন ধারা বসাইবার কথা।

৭ ধারা। ঐ আইনের ২৭৭ ধারার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত ধারাটী বসিবে অর্থাৎ—

তালিকা ও হিসাবের কথা।

২৭৭ ধারা। (১) প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র দিবার পর ছয় মাসের মধ্যে অথবা যে আদালত প্রবেট বা পত্র দেন সেই আদালত সময়ে সময়ে অতিরিক্ত যে সময় ধার্য্য করেন, সেই সময়ের মধ্যে অছি বা ধনাধ্যক্ষ সেই আদালতে এমন একখানি তালিকা দেখাইবেন যাহাতে দখলস্থিত সমস্ত সম্পত্তির একখানি সম্পূর্ণ ইষ্টিমেট থাকে এবং সমস্ত পাওনা টাকার এবং কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক দেয় যে সমস্ত দেনার টাকা অছি বা ধনাধ্যক্ষ স্বরূপ পাইতে স্বত্ববান তাহার বিবরণ দেখাইবেন এবং সেই প্রকারে প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র দিবার পর

এক বৎসরের মধ্যে অথবা উক্ত আদালত সময়ে সময়ে যে অতিরিক্ত সময় ধার্য্য করেন সেই সময়ের মধ্যে অছি বা ধনাধ্যক্ষ ইষ্টেটের এমন একখানি হিসাব দেখাইবেন যাহাতে তাঁহার হস্তে আগত সমস্ত সংস্থান এবং সেই সমস্ত সংস্থানের যে প্রয়োগাদি করা হইয়াছে তাহা প্রদর্শিত থাকে।

"(২) এই ধারানুযায়ী তালিকা বা হিসাব যে পাঠে দেখাইতে হইবে, হাইকোর্ট তাহা সময়ে সময়ে নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারিবেন।

"(৩) যদি কোন অছি বা ধনাধ্যক্ষ এই ধারানুসারে তালিকা বা হিসাব দেখাইতে আদিষ্ট হইয়া ইচ্ছা করিয়া আদেশ পালন করিতে ত্রুটি করেন, তাহা হইলে তিনি ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৭৬ ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে।

"(৪) ইচ্ছা করিয়া এই ধারানুসারে মিথ্যা তালিকা বা হিসাব প্রদর্শন করাকে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৯৩ ধারানুযায়ী অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে।"।

১৮৬৫ সালের ১০ আইনের ২৭৭ক ধারা সংশোধন করিবার কথা।

৮ ধারা। ঐ আইনের ২৭৭ ক ধারার "পাইবার প্রার্থনা হইলে" এই শব্দ গুলির পরিবর্ত্তে "প্রদত্ত হইয়া থাকিলে" এই শব্দগুলি বসিবে এবং "১৮৭৫ সালের এপ্রেল মাসের প্রথম দিবসের পর যে ব্যক্তি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র প্রার্থনা করেন তিনি" এই সকল শব্দ ও অঙ্কের পরিবর্ত্তে "ধনাধ্যক্ষ" এই শব্দ বসিবে।

১৮৬৫ সালের ১০ আইনের ২৮৩ ধারা সংশোধন করিবার কথা।

৯ ধারা। (১) ঐ আইনের ২৮৩ ধারায় "তাঁহার নিবাসস্থত্ব যে দেশে ছিল, সেই দেশের এই শব্দগুলির পরিবর্ত্তে "বৃটিশ ভারতবর্ষ" এই দুইটী শব্দ বসিবে।

(২) ঐ ধারার উদাহরণ এতদ্দ্বারা উঠাইয়া দেওয়া গেল।

১৮৬৫ সালের ১০ আইনে ধারা যোগ করিবার কথা।

১০ ধারা। ঐ আইনে নিম্নলিখিত ধারাটী যোগ করিতে হইবে, অর্থাৎ—

প্রত্যাহার করা প্রোবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র প্রত্যর্পণ করিবার কথা।

"৩৩৩ ধারা। (১) যদি কোন প্রোবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র দান এই আইনানুসারে প্রত্যাহার বা অসিদ্ধ করা হয় তাহা হইলে যে ব্যক্তিকে ঐ দান করা হইয়াছে তিনি যে আদালত ঐ দান করিয়াছিলেন, সেই আদালতকে ঐ প্রোবেট বা পত্র তৎক্ষণাৎ প্রত্যর্পণ করিবেন।

"(২) যদি সেই ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া এবং যুক্তিযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে এইরূপ প্রোবেট বা পত্র প্রত্যর্পণ করিতে ত্রুটি করেন, তাহা হইলে তাঁহার এক সহস্র টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা বা তিন মাস পর্য্যন্ত দুই প্রকার কারাদণ্ডের মধ্যে এক প্রকার কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ড হইবে।

প্রবেট ও ধনাধ্যক্ষতা বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইন।

১৮৮১ সালের ৫ আইনের ৫০ ধারা সংশোধন করিবার কথা।

১১ ধারা। প্রোবেট ও ধনাধ্যক্ষতা বিষয়ক ১১৮১ সালের আইনের ৫০ ধারার ব্যাখ্যার ৪ দফার পরে নিম্নলিখিত দফাটী যোগ করিতে হইবে, অর্থাৎ—

৫। যে ব্যক্তিকে ক্ষমতাদান করা হইয়াছে তিনি ইচ্ছা করিয়া এবং যুক্তিযুক্ত হেতু

ব্যতিরেকে এই আইনের সপ্তম অধ্যায়ের বিধানানুসারে তালিকা বা হিসাব প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিয়াছেন অথবা ঐ অধ্যায়ানুসারে এমন একখানি তালিকা বা হিসাব প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহা কোন গুরুতর বিষয়ে অসত্য।"

১৮৮১ সালের ৫ আইনের ৭৬ ধারা সংশোধন করিবার কথা।

১২ ধারা। প্রবেট ও ধনাধ্যক্ষতা বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের ৭৬ ধারার যে অংশের প্রারম্ভে "ও তিনি তাহা নির্ব্বাহ করিতে" এই শব্দগুলি আছে এবং শেষে "দিতে স্বীকার করিয়াছেন" এই শব্দগুলি আছে সেই অংশের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত শব্দগুলি বসিবে অর্থাৎ :—

"ও তিনি তাহা নির্ব্বাহ করিতে এবং এই প্রবেট দিবার তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে অথবা আদালত সময়ে সময়ে যে অতিরিক্ত সময় ধার্য্য করেন, তাহার মধ্যে উক্ত সম্পত্তি ও পাওনা টাকার একখানি সম্পূর্ণ ও যথার্থ তালিকা প্রস্তুত করিতে এবং এই আদালতে তাহা দেখাইতে স্বীকার করিয়াছেন এবং ঐ তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে অথবা আদালত সময়ে সময়ে যে অতিরিক্ত সময় ধার্য্য করেন, তাহার মধ্যে এই আদালতে উক্ত সম্পত্তি ও পাওনা টাকার যথার্থ হিসাব দিতেও স্বীকার করিয়াছেন।"

১৮৮১ সালের ৫ আইনের ৭৭ ধারা সংশোধন করিবার কথা।

১৩ ধারা। ঐ আইনের ৭৭ ধারার যে অংশের প্রারম্ভে "ও তিনি তাহা নির্ব্বাহ করিতে এই শব্দগুলি আছে এবং শেষে "দিতে স্বীকার করিয়াছেন" এই শব্দগুলি আছে, সেই অংশের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত শব্দগুলি বসিবে, অর্থাৎ :—

ও তিনি তাহা নির্ব্বাহ করিতে এবং এই প্রোবেট দিবার তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে অথবা আদালত সময়ে সময়ে যে অতিরিক্ত সময় ধার্য্য করেন, তাহার মধ্যে উক্ত সম্পত্তি ও পাওনা টাকার একখানি সম্পূর্ণ ও যথার্থ তালিকা প্রস্তুত করিতে এবং এই আদালতে তাহা দেখাইতে স্বীকার করিয়াছেন এবং ঐ তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে অথবা আদালত সময়ে সময়ে যে অতিরিক্ত সময় ধার্য্য করেন, তাহার মধ্যে এই আদালতে উক্ত সম্পত্তি ও পাওনা টাকার যথার্থ হিসাব দিতেও স্বীকার করিয়াছেন।"

১৮৮১ সালের ৫ আইনের ৯০ ধারার পরিবর্ত্তে নূতন ধারা বসাইবার কথা।

১৪ ধারা। ঐ আইনের ৯০ ধারার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত ধারাটি বসিবে অর্থাৎ :—

সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা করা সম্বন্ধে অছি বা ধনাধ্যক্ষের ক্ষমতার কথা।

"৯০ ধারা। (১) ৪ ধারানুসারে যখন যে সকল বা যে কোন সম্পত্তি অছি বা ধনাধ্যক্ষে বর্ত্তিত থাকে, তিনি তাহার যে প্রকার বিলিব্যবস্থা করা উপযুক্ত মনে করেন, এই ধারার বিধান মানিয়া সেই প্রকারে তাহার বিলিব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা তাঁহার থাকিবে।

"ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের কিম্বা দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের কোন ধারানুসারে কোন আদালত বা মাজিষ্ট্রেট যে হুকুম করেন, তদনুসারে লিখিয়া দেওয়া বেলবণ্ড বা বাধ্যতার অপর নিদর্শনপত্র।"

(৩) ভারতবর্ষীয় ষ্ট্যাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের প্রথম তফসীলের ২ দফায় "দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্বপত্র" এই দুই শব্দের পর "মায় ১৮৫৬ সালের ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিত্ব

"(২) যে চরমপত্রানুসারে কোন ব্যক্তি অছি নিযুক্ত হন, তাহাতে স্থাবর সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা করিবার পক্ষে অছির ক্ষমতার যে সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকে, যে স্থাবর সম্পত্তি অছিতে এইরূপে বর্ত্তে তাঁহার তাহা বিলিব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা সেই সীমার অধীন হইবে। কিন্তু তাঁহাকে যদি প্রোবেট দেওয়া হইয়া থাকে এবং যে আদালত প্রোবেট দিয়াছেন তিনি যদি সেই সীমা নির্দ্দেশসত্বেও একখানি লিখিত আদেশপত্রে দিয়া তাঁহাকে এইরূপ অনুমতি করেন যে ঐ আদেশপত্রে যে স্থাবর সম্পত্তির উল্লেখ থাকে আদেশপত্রে তাহা যে প্রকারে বিলিব্যবস্থা করিবার অনুমতি থাকে তাহা তিনি সেই প্রকারে বিলিব্যবস্থা করিতে পারিবেন তাহা হইলে তাহার বিলিব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা সেই সীমার অধীন হইবে না।"

"(৩) যে আদালত কর্ত্তৃক ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র দেওয়া হইয়াছে, অগ্রে তাহার অনুমতি না লইয়া ধনাধ্যক্ষ"—

(ক) ৪ ধারানুসারে তাঁহাতে যখন যে স্থাবর সম্পত্তি বর্ত্তিত থাকে, সে সম্পত্তি বন্ধক দিতে, দায়যুক্ত করিতে বা বিক্রয় দান, বিনিময় বা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। অথবা

(খ) পাঁচ বৎসরের অধিক মিয়াদে এরূপ কোন সম্পত্তির পাট্টা দিতে পারিবেন না।

"(৪) অছি বা ধনাধ্যক্ষ (২) প্রকরণ বা (৩) প্রকরণ লঙ্ঘন করিয়া সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা করিলে ঐ সম্পত্তিতে স্বার্থবিশিষ্ট অপর কোন ব্যক্তির অনুষ্ঠানে সেই বিলিব্যবস্থা অসিদ্ধ হইতে পারিবে।"

"(৫) এই আইনানুসারে প্রোবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র দিবার পূর্ব্বে তাহার পৃষ্ঠে বা তৎসহ স্থল বিবেচনায় (১), (২) এবং (৪) প্রকরণের অথবা (১), (৩) এবং (৪) প্রকরণের নকল লিখিয়া বা যোগ করিয়া দিতে হইবে।"

"(৬) ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী প্রকরণে যে পৃষ্ঠলিপির বা যোগ করিবার ব্যবস্থা আছে, প্রোবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্রে সেই পৃষ্ঠলিপি না লিখিত হইবার বা সেই সংযোগ না করিবার দরুন প্রোবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র অসিদ্ধ হইবে না। এবং এইরূপ পৃষ্ঠলিপির বা সংযোগের অভাব অছি বা ধনাধ্যক্ষ এই ধারার বিধানমতে ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে কার্য্য করিতে অক্ষম করিবে না।"

১৮৮১ সালের ৫ আইনের ৯৮ ধারার পরিবর্ত্তে নূতন ধারা বসাইবার কথা।

১৫ ধারা। ঐ আইনের ৯৮ ধারার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত ধারাটী বসিবে অর্থাৎ:—

তালিকা ও হিসাবের কথা।

"৯৮ ধারা। (১) প্রোবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র দিবার পর ছয়মাসের মধ্যে অথবা যে আদালত ও প্রোবেট বা পত্র দেন, সেই আদালত সময়ে সময়ে অতিরিক্ত যে সময় ধার্য্য করেন, সেই সময়ের মধ্যে অছি বা ধনাধ্যক্ষ সেই আদালতে এমন একখানি তালিকা দেখাইবেন যাহাতে দখলস্থিত সমস্ত সম্পত্তির একখানি সম্পূর্ণ ও যথার্থ ইষ্টিমেট থাকে এবং সমস্ত পাওনা টাকার এবং কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক দেয় যে সমস্ত দেনার টাকা অছি বা ধনাধ্যক্ষস্বরূপ পাইতে

বস্তুবান তাহার বিবরণ দেখাইবেন এবং সেই প্রকারে প্রোবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র দিবার পর এক বৎসরের মধ্যে অথবা উক্ত আদালত সময়ে সময়ে যে অতিরিক্ত সময় ধার্য্য করেন, সেই সময়ের মধ্যে অছি বা ধনাধ্যক্ষ হইতেছে এমন একখানি হিসাব দেখাইবেন যাহাতে তাহার হস্তে আগত সমস্ত সংস্থান এবং সেই সমস্ত সংস্থানের যে প্রয়োগাদি করা হইয়াছে তাহা প্রদর্শিত থাকে।

(২) এই ধারানুযায়ী তালিকা বা হিসাব যে পাঠে দেখাইতে হইবে, হাইকোর্ট তাহা সময়ে সময়ে নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারিবেন।

"(৩) যদি কোন অছি বা ধনাধ্যক্ষ এই ধারানুসারে তালিকা বা হিসাব দেখাইতে আদিষ্ট হইয়া ইচ্ছা করিয়া আদেশ পালন করিতে ক্রটি করেন, তাহা হইলে তিনি ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ১৭৬ ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে।

"(৪) ইচ্ছা করিয়া এই ধারানুসারে মিথ্যা তালিকা বা হিসাব প্রদর্শন করাকে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৯৩ ধারানুযায়ী অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে।"

১৮৮১ সালের ৫ আইনের ৯৯ ধারা সংশোধন করিবার কথা।

১৬ ধারা ঐ আইনের ৯৯ ধারায় "পাইতে যে সকল স্থলে চেষ্টা হয়" এই শব্দগুলির পরিবর্ত্তে "যে সকল স্থলে প্রদত্ত হইয়াছে" এই শব্দগুলি বসিবে এবং "ধনাধ্যক্ষতার প্রার্থী ব্যক্তি" এই শব্দগুলির পরিবর্ত্তে "ধনাধ্যক্ষ" এই শব্দ বসিবে।

১৮৮১ সালের ৫ আইনের ধারা যোগ করিবার কথা।

১৭ ধারা। ঐ আইনে নিম্নলিখিত ধারাটী যোগ করিতে হইবে অর্থাৎ:—

১৫৭ ধারা। (১) যদি কোন প্রোবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র দান এই আইনানুসারে প্রত্যাহার বা অসিদ্ধ করা হয় তাহা হইলে যে ব্যক্তিকে ঐ দান করা হইয়াছে তিনি যে আদালত ঐ দান করিয়াছিলেন সেই আদালতকে ঐ প্রোবেট বা পত্র তৎক্ষণাৎ প্রত্যর্পণ করিবেন।

"(২) যদি সেই ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া এবং যুক্তিযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে এই রূপে প্রোবেট বা পত্র প্রত্যর্পণ করিতে ক্রটি করেন, তাহা হইলে তাঁহার এক সহস্র টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা বা তিন মাস পর্য্যন্ত দুই প্রকার কারাদণ্ডের মধ্যে এক প্রকার কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ড হইবে।"

আদালতের রসুমের ১৮৭০ সালের আইন এবং ভারতবর্ষীয় ষ্ট্যাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন।

১৮৭০ সালের ৭ আইন ও ১৮৭৯ সালের ১ আইন সংশোধন করিবার কথা।

১৮ ধারা। (১) আদালতের রসুমের ১৮৭০ সালের আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ১৬ দফা (দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব সম্পর্কীয় নিবন্ধ পত্র) এতদ্দ্বারা রদ করা গেল।

(২) আদালতের রসুমের ১৮৭০ সালের আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ৬ দফায় "মুচলকা প্রতিভূর নিবন্ধপত্র কিম্বা এই আইনেতে নিবন্ধসূচক অন্য যে নিদর্শনপত্রের প্রকারান্তরের বিধান হয় নাই, তাহা কোন আদালতের কিম্বা রাজকার্য্য সম্পাদক কর্তৃপক্ষের আদেশমতে দেওয়া গেলে" এই শব্দগুলির পরিবর্ত্তে।

পশ্চাল্লিখিত শব্দগুলি বসিবে অর্থাৎ:—

বিষয়ক আইনের ২৫৬ ধারানুসারে গবর্ণমেণ্টের সেবিংব্যাঙ্ক বিষয়ক ১৮৭৩ সালের আইনের ৬ ধারানুসারে প্রোবেট ও ধনাধ্যক্ষতাবিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের ৭৮ ধারানুসারে বা উত্তরাধিকারিত্বের সার্টিফিকেট বিষয়ক ১৮৮৯ সালের আইনের ৯ ধারা বা ১০ ধারানুসারে দেওয়া নিবন্ধপত্র।"

(৪) ভারতবর্ষীয় ষ্ট্যাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের প্রথম তফসীলের ১৩ দফার "অর্থাৎ এই আইনে" এই শব্দ গুলির পর "কিম্বা আদালতের রসুমের ১৮৭০ সালের আইন ক্রমে" এই শব্দগুলি বসিবে।

বিবিধ বিষয়।

পূর্ব্ব প্রদত্ত ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্রানুসারে যে সকল কার্য্য করা হইয়াছে, তাহা সিদ্ধ করিবার কথা।

১৯ ধারা। যে অছি বা ধনাধ্যক্ষ এই আইন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং প্রবেট ও ধনাধ্যক্ষতা বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের ৯০ ধারার বিধান যাঁহার সম্বন্ধে খাটিতে পারিত, তিনি সম্পত্তির যে বিলিব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা, প্রবেট ও ধনাধ্যক্ষতা বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের ৯০ ধারার বিধান সত্বেও, তৎসম্বন্ধে আদালতের সম্মতি লওয়া হয় নাই, কেবল এই কারণে অসিদ্ধ হইবে না।

১৮৭০ সালের ৭ আইনানুসারে জরিমানার ও জব্দ করা টাকা আদায় করিবার কথা।

২০ ধারা। (১) কর্তৃত্বকারী প্রধান রাজস্ব বিষয়ক কর্তৃপক্ষ সার্টিফিকেট দিলে আদালতের রসুমের ১৮৭০ সালের আইনের ১৯G ধারা বা ১৯H ধারা অনুযায়ী জরিমানা বা জব্দ করা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের ভিতর যে কোন কালেক্টর কর্তৃক ভূমির বাকি রাজস্বস্বরূপ অছি বা ধনাধ্যক্ষের নিকট হইতে আদায় করা যাইতে পারিবে।

(২) কর্তৃত্বকারী প্রধান রাজস্ব বিষয়ক কর্তৃপক্ষ এইরূপ কোন জরিমানা বা জব্দ করা টাকা টাকার সমস্ত বা কোন অংশ বা উক্ত আইনের ১৯৬ ধারানুসারে দেয় কোন অতিরিক্ত জরিমানার কোন অংশ ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৭ (৩) ধারার অংশ রদ হইবার কথা।

২১ ধারা। রাজকীয় প্রাপ্য আদায় বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন এই আখ্যা বিশিষ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের প্রণীত ১৮৮০ সালের ৭ আইনের ৭ ধারার (৩) দফার নিম্নলিখিত অংশ অর্থাৎ—

"অথবা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইনের নিম্নলিখিত ধারায় ও অংশে, অর্থাৎ আদালতের রসুমবিষয়ক ১৮৭০ সালের ৭ আইনের ১৯G ও ১৯H ধারায়" এতদ্দ্বারা রদ করা গেল।

IMPERIAL LIBRARY

২ রে